প্রকাশ :

রবীন্দ্র জন্মদিন
৯ মে, ১৯৫৯

নবপত্র প্রকাশন পরিবেশিত

প্রকাশক :

সুবীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
পুস্তকালয়
বি সি/১ দেশবন্ধুনগর
কলিকাতা-৫৯

মুদ্রক :

অহীন্দ্র ভৌমিক
কালান্তর প্রেস
৩০/৬ ঝাউতলা রোড
কলিকাতা-১৭

পরম শ্রদ্ধেয়
নাট্যার্ণব শ্রীমন্মথ রায়কে
নাট্যানুজের শ্রদ্ধার্ঘ্য

নেপথ্য ভূমিকা

নাটকের ব্যাখ্যা করে বোঝাবার দায় নাট্যকারের নয়; সেই দায় নাট্য-নির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী. বোদ্ধা পাঠক ও শ্রোতৃবর্গের। তবে যেসব নাট্যকার ইতিহাসগামী হয়ে নাটকে তাঁদের সমকালকে চিহ্নিত করে রাখতে চান তাঁদের নাট্য-রচনার পেছনে কিছু সামান্য ইতিহাস থাকে। সংকলিত নাটক তিনটি রচনার পেছনে যে ইতিহাসটুকু আছে তাই সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করে রাখার দায়বোধেই এই ক্ষুদ্র ভূমিকা।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের বেদনাকে কেন্দ্র করে লেখা আমার 'বাস্তুভিটা' নাটক দেখে কমিউনিস্ট নেত্রী রেণু চক্রবর্তী আমাকে বলেছিলেন, বাস্তুভিটা ত্যাগের বেদনাকে রূপ দিলেন, এবার বাস্তু ছেড়ে এসে এপারে যারা উদ্বাস্তু হলো তাদের দুর্গতি নিয়ে একটি নাটক লিখুন। তাঁকে বলেছিলাম, এপারে এসে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাদের জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে কিছু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পরেই উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে নাটক লিখব। সে সুযোগ এলো কলকাতা ছেড়ে এসে বাগুইআটির দেশবন্ধুনগরে স্থায়ী বাসিন্দা হবার পরে। কাছেই বাগজোলা খাল কাটার জন্যে পড়ল উদ্বাস্তু শিবির, তাঁবুর পর তাঁবুর লাইন। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন আন্দোলনের সঙ্গে কিছুটা যুক্ত থাকায় তাঁবুতে তাঁবুতে ঘুরে দেখলাম তাদের জীবন। এ অঞ্চলের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বহু কৃষক পরিবারও ছিল আমার পরিচিত। এই দুই অংশকে ধরেই নাটক লিখব লিখব ভাবছি এমন সময় 'পরিক্রমা' নামক একটি সাময়িক পত্রের সম্পাদক দাবি করলেন এ বিষয়ে একটি উপন্যাস লিখে দিতে। তাঁর অনুরোধে বেশ কিছুটা লিখেও দিলাম। কিন্তু কয়েকটি সংখ্যা বেরুবার পরই পত্রিকাটি উঠে গেল। এক প্রকাশকের অনুরোধে উপন্যাসটি শেষ করি এবং 'মাটি ও মানুষ' নামে তা প্রকাশিত হয়। কিন্তু নাটকে রূপ না দিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না। তাই নাটক লেখায় হাত দিলাম। ক্রান্তি শিল্পী সংঘের হাবুল দাস দাবি করলেন নাটকটি তাড়াতাড়ি লিখে শেষ করে দিতে। তাই করলাম। তাঁদের পরিকল্পনা ছিল কোনো হল ভাড়া নিয়ে সপ্তাহে অন্তত একদিন করে নিয়মিত অভিনয় করার। কিন্তু যে কারণেই হোক

তাঁদের সেই পরিকল্পনা কার্যকর হয় নি। মাত্র একবার মঞ্চস্থ করেই ছেড়ে দিলেন তাঁরা। তাতে অন্যান্যদের মধ্যে মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেত্রী বাণী গাঙ্গুলি নেমেছিলেন সুখদার ভূমিকায়। তারপর এযাবত পাণ্ডুলিপি অবস্থায়ই ছিল নাটকটি।

দ্বিতীয় নাটক 'অমৃত সমান' গান্ধী জন্ম শতবার্ষিকী কমিটীর অনুরোধে লিখিত সুরাপান নিবাবরণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে অভিনয়ের জন্যে। প্রথম জীবনে গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত স্বাধীনতা সংগ্রামে গণ আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও পরবর্তীকালে গান্ধীবাদে আস্থাহীন হয়ে আমি যে মার্কসীয় মতাদর্শ গ্রহণ করি তা জেনেও শতবার্ষিকী কমিটীর একজন প্রধান উদ্যোগী বন্ধুবর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে দিয়েই যে কেন নাটকটি লেখালেন তার কারণ সম্ভবত সৎ ও বিশ্বস্ত গান্ধীবাদীরা গান্ধীবাদের ধ্বজা তুলে যারা ক্ষমতায় বসে দেশটাকে রসাতলে ডোবাচ্ছে ও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে তাদের প্রতি সেসব গান্ধীপন্থীর প্রবল বিতৃষ্ণা। তাই ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়েও এই একটা বিষয়ে ছিল আমাদের দুজনের চিন্তায় কিছুটা মিল। সেভাবেই নাটকটির পরিকল্পনা মাথায় এলো। নাটক লেখা সমাপ্ত হলে শতবার্ষিকী কমিটীরই মাসিক মুখপত্র 'মহাজীবন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং সেই কমিটীরই উদ্যোগে নাটমহলের প্রযোজনায় সরলাবালা মেমোরিয়াল হলে নাটকটির প্রথম অভিনয়ে ভৈরবের ভূমিকা নিতে হয় আমাকেই। তারপর আকাশবাণীর কলিকাতা ও শিলিগুড়ি কেন্দ্র থেকে বার কতক প্রচারিত হয় নাটকটি যাতে গঙ্গামণি ও ভৈরবের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে সরযূবালা ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। বালী সান্ধ্য সমাজও রামমোহন মঞ্চে এবং বালীতে কয়েকবার নাটকটি মঞ্চস্থ করেন যাতে ভৈরব ও গঙ্গামণির ভূমিকা নেন সংগীতবিদ নটশ্রী তারাপদ সাউ এবং নৃত্যগীত পটিয়সী অভিনেত্রী শ্রীমতী আশা বোস। পুস্তকাকারে নাটকটির প্রকাশ এই প্রথম।

তৃতীয় নাটক 'কেউ দায়ী নয়' একাঙ্কিকা রূপে প্রকাশিত হয় 'নয়া দমদম' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় বাংলা ১৩৯২ সালে। সে বছরই ভারতীয় গণনাট্য সংঘের দেশবন্ধুনগর শাখা নাটকটি মঞ্চস্থ করে অগ্রহায়নে। তারপর নাটমহল প্রযোজনা করে ১৯৯২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের হলে যাতে বিজন ও সুধার ভূমিকায় অভিনয় করে সুঅভিনেতা সত্য রায় ও মাধবী মুখার্জী (বর্তমানে চক্রবর্তী)। নাটমহলেরই দ্বিতীয় অভিনয় প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে যেখানে বিজন ও সুধার ভূমিকায়

ছিল অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী মায়া ঘোষ। ১৯৯২ সালের ২৯শে মার্চ আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়ে নাটকটি শ্রোতৃমণ্ডলীর বিপুল সম্বর্ধনা পায়। কিন্তু কিছু বিভ্রাট ঘটে নাটকটি শেষ হবার সামান্য কিছু আগেই জাতীয় প্রোগ্রাম 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ড্রাগন' দিল্লী থেকে শুরু হওয়ায়। শ্রোতৃমণ্ডলীর পক্ষ থেকে নাটকটি পুনঃপ্রচারের জন্যে জোর দাবি আসায় পরবর্তী কর্মসূচীতেই পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা করলে বাধা আসে আকাশ-বাণীর দিল্লীর কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে এই অজুহাতে যে নাটকটিতে অশ্লীলতার অভিযোগে কোন্ এক শ্রোতার কাছ থেকে নাকি তাঁরা চিঠি পেয়েছেন। নাটকটির সমর্থনে অনেক চিঠি লেখালেখি হওয়া সত্ত্বেও দিল্লীর মত বদলায় না। এদিকে বেতারে প্রযোজক বন্ধুবর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও সুধা চরিত্রাভিনেত্রী বনানী চৌধুরীর সনির্বন্ধ অনুরোধে একাঙ্কটিকেই শেষ অঙ্ক রেখে নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ করি। পূর্ণাঙ্গ নাটকটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার পর তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের তৎকালীন সচিব অশোক মিত্র (আই সি এস)-কে এক কপি বই পাঠিয়ে জানতে চাই নাটকের কোথায় অশ্লীলতা আছে। দিল্লী থেকে তখন কলিকাতা কেন্দ্রকে নাটকটি পুনঃপ্রচারের ছাড়পত্র দেয়া হয়। আকাশবাণীর কলিকাতা কেন্দ্রের নাট্য বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার নাটকটি সম্পর্কে আমার ভাষ্য রেকর্ড করিয়ে নিয়ে সেই ভাষ্য সমেত নাটকটি পুনঃ প্রচারিত হয়। কলিকাতা কেন্দ্র থেকে হিন্দিতেও নাটকটি প্রচারিত হয়েছে। নাটমহল ও অন্য একটি নাট্যসংস্থা কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নাটকটি বিভিন্ন মঞ্চে বারকতক অভিনীত। একটি প্রযোজনায় সুধার ভূমিকায় অভিনয় করেন দীপিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। লখনউর অধ্যাপক অবনী মুখার্জী কর্তৃক 'কেউ দায়ী নয়' অনূদিত হয়ে None Is Responsible নামে বেরিয়েছে ইংরেজি সংস্করণ।

প্রধান ভূমিকায় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নামোল্লেখের দ্বারা অন্যান্য শিল্পীদের দান অস্বীকার করা হোলো না। এই নাট্য সংকলন প্রকাশে কালান্তরের প্রেস ম্যানেজার অহীন্দ্র ভৌমিকের সযত্ন প্রয়াস ও প্রেসকর্মীদের সহযোগিতা, সর্বোপরি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অবশ্য স্বীকার্য।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নয়া শিবির

নাটকের পাত্রপাত্রী

পুরুষ

নটবর—প্রৌঢ় চাষী। বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে।

অধর—প্রৌঢ় উদ্বাস্তু। বয়স পঞ্চাশ।

রাখাল—যুবক চাষী। নটবরের পুত্র। বয়স পঁচিশ।

তাহের—মুসলমান যুবক চাষী। বয়স ত্রিশ।

কেষ্ট মণ্ডল—মহাজন ও জোতদার। বয়স ষাট।

শীতল—উদ্বাস্তু যুবক। বয়স পঁচিশ।

গৌরাঙ্গ—উদ্বাস্তু যুবক। অধরের পুত্র। বয়স পঁচিশ।

বলাই—চাষী যুবক। রাখালের বন্ধু। বয়স পঁচিশ।

ধর্মদাস—প্রৌঢ় উদ্বাস্তু। বয়স পঞ্চাশ।

নিশি—উদ্বাস্তু যুবক। বয়স ত্রিশ।

মনা—উদ্বাস্তু যুবক। ধর্মদাসের পুত্র। বয়স পঁচিশ।

কানাই মোক্তার—উদ্বাস্তু বৃদ্ধ মোক্তার। বয়স ষাট।

নারী

কৌশল্যা—নটবরের স্ত্রী। বয়স পঁয়তাল্লিশ।

বাসনা—উদ্বাস্তু যুবতী। অধরের কন্যা। বয়স কুড়ি।

সুখদা—প্রৌঢ়া উদ্বাস্তু বিধবা। বয়স পঁয়তাল্লিশ।

নয়া শিবির

প্রথম দৃশ্য

[কৃষক নটবরের বহির্বাটির একাংশ। বারান্দার খড়ের কানাচটা মাটি ছোঁয় ছোঁয়। উঠোনের একপাশে একটা পুরনো তক্তাপোষ। আর এক পাশে একটা বেঞ্চি। দাওয়ায় মাদুর পাতা। সেখানে তামাকের সরঞ্জাম। মাটির দেওয়ালের মাথায় ঝুলছে কোদালের বাঁট, লাঙ্গল, পাটের দড়ি, ময়লা চট। পৈঠার ধারে পড়ে আছে গরুর গাড়ীর একটা ভাঙা চাকা। দাওয়ার এক কোণ থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে বাড়ির আবরু রাখার মাটির পাঁচিল—মাঝখানে অন্দরমহলে ঢোকার কাঠের দরজা। ডানদিকের কোনাচে গরুকে খোল-ভূষি-বিচালি খাওয়াবার গামলা মাটির বেদীর ওপর বসানো। উঠোনের এখানে সেখানে কিছু খড় বিছানো। নেপথ্যে বাঁশ কাটার শব্দ। বেলা পূর্বাহ্ণ। উৎকর্ণ অবস্থায় নটবর অন্দরমহল থেকে বারবাড়িতে আসে।]

নটবর ॥ [চড়া গলায়] বাগানে কে গা! বাঁশ কাটছে কে?

অধর ॥ [নেপথ্যে] আমি অদর।

নটবর ॥ অধর! কোন্ অধর?

অধর ॥ [নেপথ্যে] তিন নম্বর কাম্পের রিফুজী অদর দাস—বাসনার বাপ।

নটবর ॥ অ! বাঁশ কাটছেন কেন?

[বাঁশ কাটার শব্দ অকস্মাৎ থেমে যায়। একটা কুড়ুল হাতে বাইরের দিক থেকে প্রবেশ করে অধর দাস। বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে—শীর্ণ দেহ। দারিদ্র্যের ছাপ সর্বাঙ্গে।]

অধর ॥ দুইখান জিংগইল কাটতেছিলাম, নস্কর মশয় ।

নটবর ॥ [সবিস্ময়ে] জিংগইল !

অধর ॥ [মুচকি হেসে] হ, জিংগইল । কুমড়া গাছটা মুখে রক্ত উইঠা মইরা যাইতেছে । জাংলা দিমু ।

নটবর ॥ অ ! কঞ্চি ?

অধর ॥ হ হ, কঞ্চি কঞ্চি—আপনেরা কন্ কঞ্চি, আমরা কই জিংগইল ।

নটবর ॥ [মুখ ঘুরিয়ে] কিন্তু শব্দটা তো শোনা যাচ্ছিল বাঁশ কাটারই !

অধর ॥ [খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে] হ, বাশই একখান্ কাটতেছিলাম । বাবছিলাম বাশখান আপনেগো দিয়া যামু আর জিংগইল কয়খান লইয়া যামু ।

নটবর ॥ [হেসে] আর টের না পেলে আপনার 'জিংগইলের' সঙ্গে বাঁশটিও হয় তো চলে যেত ।

অধর ॥ [লজ্জায় জিভ কেটে] কী কন্ আপনে !

নটবর ॥ পরের জিনিস না বলে…

অধর ॥ রাখালরে কইছিলাম ।

নটবর ॥ আমি বর্তমান থাকতে…

অধর ॥ [কাচুমাচু হয়ে] ঠিকৈ কইছেন আপনে । আপনে বর্তমানে রাখাল কে ? আপনেরে কইয়া নেয়নই উচিত আছিল । তবে কয় না—অবাবে স্ববা'ব নষ্ট—আমাগো অইচে হেই দশা…

নটবর ॥ আজ বাঁশটা, কাল গাছটা, পরশু কলাটা…

অধর ॥ হ, কইতে পারেন । আছে, কয়েকটা শয়তান আছে—তারাই এই সব করে, নস্কর মশয় ।

নটবর ॥ কে শয়তান, কে সাধু, কারো তো গায়ে ছাপ মারা নেই । কারো তো সহানুভূতি থাকবেনি আপনাদের ওপর ।

অধর ॥ হ, সত্যো তো, আপনেগো উপ্পর জুলুমৈ করতেছি আমরা । আমরা কি আর মানুষ আছি ! জানোয়ার অইয়া গেছি… জানোয়ার । শূয়রের মতন স্ববাব অইয়া গেছে । যে বা'বে আছি আমরা…

নটবর ॥ তা তো বটেই ।

অধর ॥ কন্ তো, এই অবস্তায় মানুষ থাকতে পারে ! মাঠে থৈথৈ করতেছে জল । ঐ তো এতটুক কইরা একখান তাম্বু—তাও আবার ছিড়া । ম্যাঘ নামলে সব বাইস্যা যায় । পোলাপান লইয়া তার মধ্যে থাকন্ যায় ! বাবুগো কতবার কওন অইল—একটা ডাঙ্গা দেইখা জায়গা দেন আর তাম্বুগুলি বদলাইয়া দেন । আইচ্ছা, বদলাইতে না পারে···তালিতুলি দিয়া ম্যারামতও তো করাইয়া দিতে পারে । তা না—ক্যাবল কয়, 'উপ্রে জানাইছি, দেখি কী অয় ।' উপ্রে তো তানারা জানাইছেন—কিন্তু উপ্র থেইকা যখন ঝুপ-ঝুপ কইরা জল পড়ে তখন তো র' মানে না—আকাশের জল আর চখের জল একাকার অইয়া যায় ।

নটবর ॥ [দয়ার্দ্র কণ্ঠে] বুঝি তো সব । সরকার যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেন···

অধর ॥ পুনর্বাসন ! পুনর্বাসন, না নির্বাসন ? কত খানে পাঠাইল ! গেলাম বিহারে—এক ফোটা জল নাই । পাঠাইল উড়িষ্যায়—পাথর কাটতে কাটতে বুকের পাঁজরা ব্যাতা অইয়া গেল । আবার ফিরা আইলাম বাংলা ত্যাশে । মালের বস্তার মতন আইন্না ফালাইল এইখানে । কইল খাল কাটো—পুনর্বাসন পাইবা । খাল তো কাটুম—কিন্তু খাল কাইটা আবার কুমইর আনুম কি না কে জানে । আমাগো কি মানুষ বইলা মনে করে ! আমরা যে রিফুজী—বেওয়ারিস মাল । না অইলে এইবাবে রাখ্‌ব ক্যান্ !

নটবর ॥ ক্ষতি তো আমাদেরও কম হচ্ছে না । সরকার আপনাদের এখানে এনে জোর করে আমাদের জমিতে বসালো···

অধর ॥ পতিত জমিগুলি যদি সরকার আমাগো বন্দোবস্ত কইরা দেয় তবেই তো আপনেগো জমি আমরা ছাইড়া দিতে পারি । জলা জমি পাইলেও তা বরাট কইরা লইতে কয়দিন লাগে ! তা তো দিব না । ক্ষেতি দুই দিকেরই নজর মশয় । ত্যাশ বা'গ কইরা যে সর্বনাশ অইছে···

নটবর ॥ [যেন অতীত জীবনটাকে স্মরণ করে] হুঁ। [দীর্ঘশ্বাস ফেলে]

অধর ॥ [আবেগপূর্ণ কণ্ঠে] কে বা'বছিল, কে বা'বছিল এই বা'বে বিটামাটি ছাড়তে অইব—এইখানে আইয়া কুত্তাবিলাইর মতন বাচতে অইব। কত্তারা বোদ করি তাগো কুত্তাগুলিরেও এক রাত্রের লেইগা আমাগো তাম্বুতে আইনা রাখতে ব'রসা পাইব না—মশার কামড়ে মইরা যাইব। আমরা কুত্তারও অদম অইয়া গেছি, নস্কর মশয়।

[বলতে বলতে অধরের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে—চোখের কোণে জল দেখা দেয়। নটবর সমবেদনায় স্তব্ধ। খানিকক্ষণ স্তব্ধতার পর অধর চোখের জল মুছে মুখে জোর করে হাসি টেনে আনে।]

দুঃখে পল্লে মুখ বুইজা তা সহ্য করণই উচিত, নস্কর মশয়—নিজের দুঃখের প্যাচাল পাইড়া অন্যের মনে ব্যাতা দিয়া লাব' নাই। —নিমু নাকি জিংগইল দুইখান ?

নটবর ॥ বাঁশটাও নিয়ে যান।

অধর ॥ [লজ্জিতভাবে) না না না ··

নটবর ॥ বাঁশ না নিলে মাচার খুঁটি দেবেন কী দিয়ে ?

অধর ॥ [আবেগরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠে] নস্কর মশয়, নস্কর মশয়, আপনেগো মতন মানুষ আছে বইলাই আইজও আমরা বাইচা আছি—না অইলে শুক্‌না মরুবুমিত্তে পইড়া জীবনটা আমাগো শুকাইয়া যাইত···

নটবর ॥ [অধরকে জড়িয়ে ধরে] আহা-হা-হা! অমন করতে নেই—অমন করতে নেই। শান্ত হোন, শান্ত হোন। সুখ দুঃখ জোয়ার ভাটার মতন। অতো ভেঙে পড়লে কি চলে ! যান, বেলা হয়েছে, ক্যাম্পে যান।

[অধর প্রস্থানোদ্যত]

আর হ্যাঁ, ক'দিন যাবৎ বাসনা আসে না কেন ? তাকে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

অধর ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কমুনে, কমুনে। আইব না ! আপনের কাছে আইব না তো আইব কার কাছে ? আপনে তো অর বাপের কাম

করতেছেন। অমন বাড়বাড়ন্ত লক্ষ্মীর মতো মাইয়া—বাপ অইয়া তারে না পারি প্যাটের বাত যোগাইতে, না পারি পরনের কাপড়খান জুটাইতে···

[অশ্রুসিক্ত লোচনে অধরের প্রস্থান। নটবর স্থির দৃষ্টিতে তার গমন নিরীক্ষণ করে। কী একটা উদ্‌গত ভাব চাপতে গিয়ে তার কণ্ঠদেশ ঈষৎ কাঁপছে। তরকারীর খোসাভরা একটা চুপড়ি হাতে নিয়ে কৌশল্যার প্রবেশ।]

কৌশল্যা ॥ বলি রিফিউজীদের সঙ্গে অত ভাব কিসের? যত সব বাঙাল নিয়ে হয়েছে মরণ।

নটবর ॥ আঃ! চুপ করো। শুনতে পাবে।

কৌশল্যা ॥ শুনুক। না বলে বাঁশ কাটলো, আর উনি তা ছেড়ে দিলেন! দাতা কর্ণ হয়েছেন। দেখবে রিফিউজিরা একদিন এসে বুকের ওপর হাঁড়ি চড়াবে।

নটবর ॥ একটা বাঙাল মেয়েই তো ঘরে আনবো ভেবেছি।

কৌশল্যা ॥ তা এনো। হেগো কাপড় ঘরে না আনলে লক্ষ্মী বাড়বাড়ন্ত হবে কেন। পিচেশে পেলে লোকের এমন বুদ্ধিই হয়। তবে তুমিও জেনো, এই কৌশল্যা দাসী ঘরে থাকতে তার হেঁসেলে বাঙাল ঢোকানো চলবে না। ছেলে-বউ নিয়ে আলাদা সংসার পাততে হবে।

[নেপথ্যে একটা দামড়া বাছুরের হাম্বা হাম্বা ডাক]

নটবর ॥ দামড়াটা ডাকছে।

কৌশল্যা ॥ কান আছে আমার। [গলার স্বর চড়িয়ে] খাবি খাবি, দাঁড়া রাক্ষুসটা, দিচ্ছি। তর সয় না!

[বাইরের দিকে প্রস্থান। নেপথ্যে তাকে বলতে শোনা যায়]

খা খা, আর ক'দিন খাবি! দু'দিন বাদেই বেচে দেবো। পরের বাড়ি গিয়ে কত আদর পাবি!

[নটবরের অন্দরমহলে প্রস্থান। খালি চুপড়ি হাতে কৌশল্যার পুনঃ প্রবেশ।]

কোত্থেকে উড়ে এসে সব জুড়ে বসেছে !

[একটা কাস্তে টেনে নিয়ে খড় কাটতে বসে ।]

যেমন কথার ছিরি, তেমন চালচলন ! তোরা কে রে বাপু ! দেশটা তো আমাদের । দয়া করে থাকতে দিয়েছি তাই আছিস । তার আবার অতো বাড়াবাড়ি কেন ? কথা শুনলে গা জ্বালা করে । কোথাকার কোন্ হাবাতে বাঙাল, বলে কিনা—আপনারাও চাষী, আমরাও চাষী ! ঝাঁটা মারি তোদের মুখে । আমরা হলাম সচ্চাষী । তোরা আমাদের সমান ঘর ? ওয়াক্—থুঃ ! [আবার দামড়াটা নেপথ্যে ডেকে ওঠে] আর পারি না বাবা ! মড়াগুলোর জন্য খেটে খেটে আমার গতর গেল ।

[একটা গরুর দড়ি হাতে করে রাখাল ও তার সঙ্গে তাহেরের প্রবেশ । দড়িটা সে বারান্দায় ছুঁড়ে রেখে দেয় ।]

রাখাল ॥ কেষ্ট মণ্ডলকে খুব শুনিয়ে দিয়ে এলাম, মা । শালা বুড়ো বড়ো বাড় বেড়েছে ।

কৌশল্যা ॥ [খড় কাটা বন্ধ করে] কেন, তোর কী ক্ষেতি করলো সে ?

রাখাল ॥ আমার আবার ক্ষেতি করবে কী ! কিন্তু শালা সবার পেছনেই লেগে আছে । কী করেছে জানো ? খাল কাটার জন্য ওর জমিতে দাগ পড়েছিল । শালা ঘুষ দিয়ে সেটা সরিয়ে দিয়েছে ।

তাহের ॥ গেল এখন বলাইদের জমি ।

কৌশল্যা ॥ তা নিজের জমি বাঁচাবার চেষ্টা কে না করে !

তাহের ॥ কিন্তু খালি গরিব মারার ফন্দী তো ভালো না, চাচী ।

[কাটা বিচালি জাবের গামলায় ঢেলে দেয় কৌশল্যা]

রাখাল ॥ কেন, বুড়োর কি কিছু কম্‌তি আছে ? শালার পঁচাত্তর বিঘে জমি নিজের নামে—তারপর বেনামা জমি যে কত আছে তার তো লেখাজোখা নেই । তা থেকে দু'এক বিঘে গেলে কী এসে যেত ! তাতে কি ওর হাঁড়ি শিকেয় উঠতো ! তা নয়—শালার দিষ্টিই ছোট । বলাইদের আছে দু'বিঘে—শালার কারসাজিতে তা থেকে যাবে প্রায় আধ বিঘে ।

কৌশল্যা ॥ যাদের জমি গেছে তারাই বুঝবে। তোর তা নিয়ে মাথাব্যথা কেন! সব কিছুতেই নাক গলানো তোর একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে, রাখু। গাঁয়ের সবাই যাকে মান্যি করে···

তাহের। হুঁ, মান্যি করে না ছাই! ভয়ে লোকে মুখের ওপর কিছু বলে না।

রাখাল ॥ অগোচরে শালা খচ্চরের কোষ্ঠি না কাটে কে?

কৌশল্যা ॥ ভয়েই হোক ডরেই হোক মানে তো।

রাখাল ॥ শালা গোপনে গোপনে তাড়ির ব্যবসা করে। ধরা পড়লো কতবার—টাকার জোরে ছাড়া পায়।

কৌশল্যা ॥ তবেই বোঝ্‌ তার ক্ষেমতা আছে।

রাখাল ॥ দশবার চোরের, একবার সাদের। শালা একবার পাঁকে পড়বেই, তখন ··

[অকস্মাৎ কেষ্ট মণ্ডলের প্রবেশ। তার মুখে কুটিল হাসি। কৌশল্যা মাথার কাপড় টেনে দেয়।]

কেষ্ট ॥ তখন কী করবি রে রাখু, দেখে নিবি, এই তো?

কৌশল্যা ॥ [ঘোমটা টেনে রাখালকে উদ্দেশ করে] কতদিন বলেছি, মানী লোকের মান রাখতে হয়। হারামজাদা কি আমার কথা শোনে। [কেষ্টকে] আপনারা গাঁয়ের মুরুব্বি। ছেলেমানুষের কথা নেবেন না। বেয়াদবি দেখলে শাসন করে দেবেন।

[কৌশল্যা চুপড়িটা নিয়ে বাড়ির মধ্যে চলে যায়।]

কেষ্ট ॥ হ্যা রে রাখু, কে তোকে বললে যে নরেন দাশকে ধরে আমি আমার জমিটা বাঁচিয়েছি? তার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক তুই জানিসনি।' ভোটের সময় সে যখন এসে আমাকে পেড়াপেড়ি করতে লাগলো, আমি তো তাকেই স্পষ্টই বলে দিয়েছিলাম—মন যাকে চায় তাকেই ভোট দেব। নরেন দাশ সেই থেকে আমার ওপর বিষম খাপ্পা। সে করবে আমার উপকার!

তাহের ॥ ভোটের কথা ছেড়ে দেন মণ্ডলমশায়। ভোট তো ফাটকাবাজি।

কেষ্ট। তা কি আর আমি জানি নে, তাহের। তোদের মিঞাপাড়ায় ভোটের সময় কে কত টাকা খায় সবই আমার জানা।

তাহের ॥ আপনার হাত দিয়েই টাকা যায়—আপনি জানবেন না !

কেষ্ট ॥ ছোট মুখে বড়ো কথা ভালো নয়, তাহের। হিন্দুস্থানে থেকে তো পাকিস্তানের দালালি করিস ··

রাখাল ॥ দালালি কে করে সবাই জানে। তাহের মিঞা তো আর পাকিস্তানের সঙ্গে সুপারির চোরা কারবার করে না। তার টাকা কই ! সে গরিব।

কেষ্ট ॥ বটে !

[নটবরের প্রবেশ]

নটবর ॥ কী হয়েছে, খুড়ো ? দাঁড়িয়ে কেন ! বসো।

[নটবর রাখালকে চোখের ইশারায় চলে যেতে বলে। রাখাল কেষ্ট মণ্ডলের দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে বাইরের দিকে চলে যায়। তাহের তাকে অনুসরণ করে।]

কেষ্ট ॥ না না, বসবো নি। কাজ আছে।···না, তেমন কিছু হয়নি। তবে তোর ছেলের কান বড়ো পাতলা রে, নটবর। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে। বলাইরা বোধ হয় বলেছে, আমারই কথায় তাদের জমিতে দাগ পড়েছে। আর তোর ছেলে অমনি তাই বেদবাক্যের মতো বিশ্বাস করে বসে আছে। মাঠে পেয়ে আমাকে তা নিয়ে যা মুখে এলো তাই বললো।

নটবর ॥ ওর কথা ছেড়ে দাও খুড়ো। এখনো কাঁচা বুদ্ধি।

কেষ্ট ॥ [কপট হাসি] হে হে, ছেড়ে তো দেবই। ও নিয়ে কি আর আমি থানা পুলিশ করতে যাচ্ছি ! কিন্তু কথাটা তো গুরুতর ॥ ঘুষ দিয়ে নাকি আমি সরকারী লোক হাত করেছি ! বল্‌তো কেমন কথা ? ওপরঅলাদের কানে যদি কথাটা যায়, কেমন হবে ! আবার শুনছি বলে বেড়াচ্ছে—দল বেঁধে খাল-কাটায় বাধা দেবে। সব ব্যাপারেই গোয়াতুঁমি করা কি ভালো ?

নটবর ॥ কার কাছে শুনলে তুমি ?

কেষ্ট ॥ এসব কথা কি আর চাপা থাকে। ছেলের মাথা ঠাণ্ডা না রাখতে পারলে শেষটায় তুই-ই একদিন ফ্যাসাদে পড়বি, নটবর। গেরস্ত লোক—ঝামেলায় গেলেই ক্ষেতি।

নটবর ॥ আচ্ছা, আমি রাখালকে বুঝিয়ে বলবো।

কেষ্ট ॥ সরকার যখন ঠিক করেছে খাল কাটবে তখন কাটবেই। বাধা দিয়ে কি তা ঠেকানো যাবে? আর যেখান দিয়ে খাল নিলে সুবিধে হবে সেখান দিয়েই তো নেবে। তোর-আমার কথায় কি তা পাল্টে যাবে?

নটবর ॥ তা কি পাল্টায়!

কেষ্ট ॥ তবেই বল্। আমাকে যা-ইচ্ছে বলুক তোর ছেলে—তাতে আমার গায়ে ফোস্কা পড়বে না। কিন্তু সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া! তুই-ই ভেবে ছাখ তার ফল।

[নেপথ্যে চেঁচামেচি। দু'জনের আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। চুল ধরে টানতে টানতে শীতলকে নিয়ে রাখালের প্রবেশ। সঙ্গে বাসনা, গৌরাঙ্গ, বলাই ও তাহেরের প্রবেশ।]

রাখাল ॥ [শীতলকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে] শালা, খুন করে ফেলবো।

নটবর ॥ কী হয়েছে রাখু?

কেষ্ট ॥ এভাবে মারধর করা ভালো নয়, রাখাল, ওরা দলে ভারি।

রাখাল ॥ আপনি চুপ করুন। [শীতলকে] আবার যদি কখনো এমন কথা শুনি, জ্যান্ত মাটিতে পুতে রাখবো। শালা দিনরাত খালি নষ্টামি করে বেড়াবে!

শীতল ॥ [উঠে বসে] আমি! না তুমি?

রাখাল ॥ [শীতলের মুখের কাছে ঘুষি বাগিয়ে] আবার কথা! এক ঘুষিতে বত্রিশটা দাঁত ফেলে দেব। শালার জ্বালায় ক্যাম্পের কোনো মেয়ের বেরুবার উপায় নেই!

কেষ্ট ॥ তা ক্যাম্পের লোকই বুঝবে, রাখাল। তোর তা নিয়ে এত মাথা ব্যথা কেন!

গৌরাঙ্গ ॥ আপনেরও যে দেখতেছি শীতলের লেইগা দরদে পরাণটা একেবারে ফাইটা যাইতেছে।

কেষ্ট ॥ তা তোমরা দেশগাঁ ছেড়ে এসে এখানে আছ—তোমাদের ভালোমন্দ···

বলাই ॥ [শ্লেষের কণ্ঠে] অ-হ্-হ্-হ্ঃ!

কেষ্ট ॥ [বিরক্ত হয়ে] আজকালের ছেলেপিলেরাই যেন ক্যামন হয়েছে!

তাহের ॥ [বিদ্রূপ ক'রে] অবাধ্য অবাধ্য—জাহান্নমে গেছে তারা! দোজকেও ঠাঁই হবে না।

কেষ্ট ॥ গেছেই তো—হাজার বার বলবো, উচ্ছন্নে গেছে তারা। গুরুজনকে যারা মান্যি করে না! আর তাহের, তুই কেন এসবের মধ্যে?

বলাই ॥ [সুর করে ছড়া কাটে]

আমার প্রভুরে নি দেখছ তোমরা
খেজুর খেতে গাছতলায়।
প্রভু প্রাণগোবিন্দ শিবানন্দ রে,
প্রভু কাঁকড়া নন্দন ধরে খায়।

নটবর ॥ বলাই, এসব কী হচ্ছে!

[বলাই চুপ করে]

কেষ্ট ॥ ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ নটবর, ভালো করে ছ্যাখ্। এসব চ্যাংড়াদের কী গতি হবে আমি ভেবে পাইনে।

নটবর ॥ মারধর কেন? হয়েছিল কী?'

বলাই ॥ এক-একটা ছাগল আছে না কাকা, খালি গেরস্তবাড়ির বাগানের দিকে নজর।

নটবর ॥ ভণিতা চাই না। সোজা করে বল্ কী হয়েছিল?

গৌরাঙ্গ ॥ বাসনা আপনেগো পিছনের পুকইরে ঠাইল্যা কাখে কইরা জল নিতে আইতেছিল।

নটবর ॥ ঠাইল্যা!

গৌরাঙ্গ ॥ হ ঠাইল্যা, ঠাইল্যা···

বলাই। মাটির কলসী।

নটবর ॥ অ। তারপর?

গৌরাঙ্গ ॥ বাসনা এইখান থেইকা যাউক।

নটবর ॥ বাসনা, যা তো তোর কাকীমার কাছে।

[বাসনার অন্দরমহলে প্রস্থান]

কেষ্ট ॥ তাহেরই বা এখানে থাকবে কেন, নটবর ?

রাখাল ॥ হ্যাঁ, থাকবে।

কেষ্ট ॥ আগুন নিয়ে খেলা ভালো নয়, রাখু।

নটবর ॥ তাহের, তুইও যা।

[তাহেরের বহির্গমন]

গৌরাঙ্গ ॥ আমাগো ক্যাম্পের কলটা আইজ সকাল থেইকাই খারাপ অইয়া গ্যাছে। খালি গটং গটং করে—জল ওঠে না এক ফোটাও।

কেষ্ট ॥ কল ব্যবহার করতে জানলে তো !

গৌরাঙ্গ ॥ তা জানুম ক্যামন কইরা ! আমরা তো আর কলের জল খাইতাম না, খাইতাম গাঙের জল। এইখানে আইয়া তো একশ'টা পরিবারের লেইগা একটা কল।

নটবর ॥ সেসব কথা থাক। আসল কথা বল্।

গৌরাঙ্গ ॥ কী কমু ! নিজের বইনের বেইজ্জতের কতা কইতে সরম লাগে। আপনেগো বাগানে বাসনা যখন পাও দিছে [শীতলকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে] ঐ শূয়রটা তখন বাশঝাড়ের আড়াল থেইকা বাইরইয়া বাসনারে জাপটাইয়া দ'রে।

শীতল ॥ [লাফিয়ে উঠে] মিছা কতা কইস না গৌরাঙ্গ, মুখ খইসা পড়বো।

গৌরাঙ্গ ॥ তুই দরস্ নাই ? বাসনা খালিখালিই চিৎকার কইরা উঠছিল !

শীতল ॥ আমি দরছিলাম, না রাখাল দরছিল ত'র বইনেরে ?

রাখাল ॥ [শীতলের দিকে রুখে গিয়ে] শালা, তোর থোতা মুখ ভোঁতা করে দেব। নচ্ছার কোথাকার ! মেয়েছেলের গায়ে হাত দেবার শখ আছে, স্বীকার করার সাহস নাই। নপুংসক কোথাকার !

নটবর ॥ [ধমক দিয়ে] বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে, রাখু।

কেষ্ট ॥ বাপকে পর্যন্ত মানে না !

রাখাল ॥ হ্যাঁ বাবা, তেমন কাজ যদি আমি করি তা স্বীকার করার সাহস আমার আছে। [শীতলের দিকে অঙ্গুলিহেলন করে] এই নেংটি ইঁদুরের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে গেরস্তর সর্বনাশ করার স্বভাব আমার নয়।

কেষ্ট ॥ ধর্মপুত্তুর নয়—একেবারে ভীষ্মদেব !

রাখাল ॥ ভীষ্মদেব না হলেও কেষ্ট মণ্ডলের মতো শকুনিমামা নয়।

বলাই ॥ শকুনি দেখতে কেমন ছিল রে রাখাল ?

গৌরাঙ্গ ॥ মস্ত একটা টাঁক, গালে আঁচিল, নাকটা বকের ঠোঁটের মতন···

কেষ্ট ॥ [রেগে গিয়ে] ফাজিল, ফাজিল সব। নটবর, তুই কি চোখকান খেয়ে বসেছিস ?—কিছু দেখছিসও না, কিছু শুনছিসও না ?

নটবর ॥ তোরা তিনজনই সেখানে ছিলি ?

বলাই ॥ না। রাখাল আর তাহের ছিল পাশের ক্ষেতে। আপনাদের ক্ষেতের ধান পাকলো কিনা দেখছিল রাখাল।

নটবর ॥ তুই ?

বলাই ॥ আমি ছিলাম একটু দূরেই। আমাদের ধানে পোকা লেগেছে—তাই দেখছিলাম।

নটবর ॥ গৌরাঙ্গ ?

বলাই ॥ গৌরাঙ্গও আমার কাছেই ছিল।

নটবর ॥ তারপর ?

বলাই ॥ হঠাৎ দেখলাম রাখালকে বাগানের দিকে ছুটতে। আমরাও তখন সেদিকে ছুটলাম। গিয়ে দেখি রাখাল ও শীতল দু'জনায় ধস্তাধস্তি কচ্ছে। বাসনার কলসীটা মাটিতে পড়ে ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে।

কেষ্ট ॥ কাঁদবারই কথা। বৃন্দাবনে শ্রীরাধার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের যুগল মিলন—তার মধ্যে আয়ান ঘোষ এসে হাজির !

নটবর ॥ মণ্ডলখুড়ো, রসিকতারও একটা সময় আছে।

কেষ্ট ॥ আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে। বুঝি, সবই বুঝি। মেয়েছেলের মুখ দেখি নি বা মেয়েছেলে নিয়ে ঘর করি নি এমন তো নয়। তাদের মন আমি বুঝি।

বলাই ॥ বোঝেন বলেই তো অনেকে মজেছে আর অনেকে মরেছে।

কেষ্ট ॥ হেঁ হেঁ-হেঁ। [কাষ্ঠহাসি] তা তো বলতেই পারিস। তোদের মতো একটা গাইর পেছনে আমরা পাঁচটা ষাঁড় ছুটতাম না—আমাদের পেছনেই পাঁচটা দশটা ছুটতো। মুরদ থাকা চাই, বুঝলি, মুরদ থাকা চাই।

নটবর ॥ মণ্ডলখুড়োর মুখে আর লাগাম নাই। শীতল, এ সম্বন্ধে তোমার কী বলার আছে?

শীতল ॥ আমার কতা কি আপনের বিশ্বাস অইব?

নটবর ॥ বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দাও। তোমার কথা বলো। আমি বুঝতে পারছি না···

কেষ্ট ॥ ছেলে যদি আসামী হয় আর বাপ যদি হয় বিচারক তবে বুঝতে একটু কষ্টই হয়, নটবর।

নটবর ॥ আপনি কি সোজাভাবে কথা বলতে জানেন না।

বলাই ॥ কেষ্ট মণ্ডলের চরিত্রের মতনই তার কথাগুলিও বাঁকা।

কেষ্ট ॥ নটবর, তোর সামনেই আমাকে এভাবে অপমান করতে সাহস পাচ্ছে! আমার চরিত্র তুলে গাল দিচ্ছে।

নটবর ॥ আপনার মতন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে তাতে কোনো দাগই লাগবে না।

[কেষ্ট মণ্ডলের মুখখানা বিবর্ণ হয়ে যায়।]

শীতল, বলো তোমার কী বলার আছে?

[শীতল কী বলতে যায়। তাকে বাধা দেয় কেষ্ট মণ্ডল]

কেষ্ট ॥ শীতল কী বলবে। তুই এই সহজ কথাটা বুঝতে পারিস না, নটবর। তোর স্বজাতের একটা আইবুড়ো মেয়েকে নিয়ে [illegible] কোনো

জোয়ান ছেলে যদি টানাটানি করে, তুই তা দেখে সহ্য করতে পারবি ? তোর রক্ত গরম হয়ে উঠবে না ?

[কেষ্ট মণ্ডল শীতলকে চোখে ইশারা করে]

শীতল ॥ হ, আমিঅ তা সহ্য কত্তে পারি নাই—আমার রক্ত গরম অইয়া উঠছিল ।

বলাই ॥ শালার দেহে কত বদরক্ত আছে রে ?

গৌরাঙ্গ ॥ চুলের ছাট দ্যাখো না ।

বলাই ॥ দশ আনা ছ আনা ।

রাখাল ॥ পাঞ্জাবীর কত বাহার ।

বলাই ॥ পকেটমারা পয়সায় তো ।

রাখাল ॥ শালার নাকটা ঘষে থেঁতলে দিলে ভালো হতো ।

শীতল ॥ নস্কর মশয়, আমি বিচার চাই ।

কেষ্ট ॥ দ্যাখ্ নটবর, দেশ গাঁ ছেড়েই আসুক আর যাই করুক, ওদেরও একটা সমাজ আছে ।

শীতল ॥ চখের সামনে অনাচার দেখলে কার সহ্য অয়, কন্ আপনে ?

বলাই ॥ অ-হ-হ-হঃ । যুবতী মেয়ে দেখলেই শালা শিস দেয়, হাতছানি দিয়ে ডাকে । ছেঁচড কোথাকার !

গৌরাঙ্গ ॥ হকাল বেলা মাছ বেচে, বিকাল বেলা লোচ্চামি করে । হালার গায় আইস্টা গন্দ । থুঃ !

[শীতল গৌরাঙ্গর দিকে কটমট করে চায়]

কেষ্ট ॥ [নটবরকে] বাসনা ভিন্ন দেশের, ভিন্ন জাতের মেয়ে । আমাদের সমাজেরও নয়, আমাদের স্বজাতিরও নয় । তার দিকে তোর ছেলের.অত নজর কেন ?

রাখাল ॥ মুখ সামলে কথা বলবে বুড়ো ।

কেষ্ট ॥ না হলে মারবি নাকি ? হেঃ-হেঃ-হেঃ । [তাচ্ছিল্যের হাসি] তোর ছেলের ভয়ে আমাকে এখন ইঁদুরের গর্তে লুকোতে হবে নাকি রে, নটবর !

নটবর ॥ রাখু, আমি বুঝতে পারছি না…

কেষ্ট ॥ বুঝতে তুই পারছিস সবই, নটবর। বুঝেও যদি ছেলের দোষ ঢাকতে চাস, ঢাকবি। সত্যিই তো, জোয়ান ছেলে—তার মন বাঁধবার চেষ্টা যদি না করিস, তবে ছাড়াগরুর মতো গেরস্তর বাগানের বেড়া তো সে ভাঙবেই। জাতঘরের একটা মেয়ে এনে গলায় বেঁধে দে—ঃ টোপাটি সব বন্ধ হয়ে যাবে।

শীতল ॥ কিষ্ট ঠাকুর বাঁশী বাজান আর শ্রীরাদা কলসী কাখে জল বরতে যান।

কেষ্ট ॥ ওসব কথা ছেড়ে দে শীতল। বুড়োর চোখে অনেক কিছুই পড়ে। সেদিন বাগানের পাশ দিয়ে দোকানে যাচ্ছি। একটা মেয়েছেলের গলার আওয়াজ পেলাম। কাছে গিয়ে দেখি বাসনা—থরথর করে কাঁপছে। জিজ্ঞেস করতেই বলে—'একটা জাইত সাপ'। বুঝলাম সবই। সাপটা যে জাত নয়, বেজাত আর সেটা যে নটবরেরই পোষা সাপ, তা কি আর বুঝতে বাকী রইল!

[রাখালের মুখের দিকে ইংগিতপূর্ণ দৃষ্টি হানে। রাখালের দু'চোখে আগুন জ্বলতে থাকে। বেগে প্রবেশ করে বাসনা।]

বাসনা ॥ মিছা কতা! বানাইয়া বানাইয়া মানুষ এত মিছা কতাও কইতে পারে।

কেষ্ট ॥ কোন্‌টা মিছে? রাখাল? না সাপটা?

বাসনা ॥ মিছা মিছা—সবৈ মিছা।

কেষ্ট ॥ হরিবোল হরিবোল! অনিত্য সংসার—সবই মিছে!

নটবর ॥ আচ্ছা বল্ তো মা, কী হয়েছিল?

বাসনা ॥ [শীতলকে দেখিয়ে] ঐ ষণ্ডাটা একলা পাইয়া আমারে জাপটাইয়া দরছিল। ছাড়াইতে গিয়া আত থেইকা ঠাইল্যাটা মাটিতে পইড়া বাইঙ্গা গেল। আর একটা ঠাইল্যা যে কিনুম তার পয়সা কি আমাগো আছে!

কেষ্ট ॥ চক্রধারী, তুমি আছ। না হলে রমণীর লজ্জা নিবারণের জন্য রাখালের বেশ ধরে ঠিক সেই সময়েই সেখানে হাজির হবে কেন!

বাসনা ॥ আছেই তো। একশ' বার আছে, আজার বার আছে, লক্ষ বার আছে। মাথার উপ্পরে যিনি আছেন তিনি সবৈ দেখেন সবৈ শোনেন, না অইলে মানুষ বাচতে পারতো না।

কেষ্ট ॥ দেবতায় তোর অচলা ভক্তি দেখে খুশি হলাম, বাসনা। কিন্তু ডুবে ডুবে জল খেলে মানুষের নজরে না পড়তে পারে; তিনি তো দেখতে পান।

বলাই ॥ হ্যাঁ, তিনি সবই দেখেন—মানুষের কাজও দেখেন, বাঁদরের নাচও দেখেন।

রাখাল ॥ তিনি সাপের মুখে বিষও দেন, আবার বেজিও সৃষ্টি করেন।

বাসনা ॥ কয়টা ড্যাকরা আমাগো ক্যাম্প্‌টারে একেবারে জ্বালাইয়া খাইতেছে, নস্কর কাকা। [কেষ্টর দিকে দৃষ্টি হেনে] তাগো মন্ত্রণা দেওয়নের লোক জুটছে কয়জন। খালি পরের নিন্দা আর কতায় কতায় কাইজা!

[রাগতভাবে ধর্মদাস ও নিশির প্রবেশ। ধর্মদাসের বয়েস পঞ্চাশের কাছে। পোশাকপরিচ্ছদে একটু ভদ্রস্থ। নিশির বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি।]

ধর্মদাস ॥ বাব্‌ছেন কি আপনেরা, নস্কর মশয়? পিটাইয়া আমাগো এইখান থেইকা খ্যাদাইবেন নাকি?

নিশি ॥ আমরা রিফুজী, সরকারী লোক। আমাগো গায় টোকা পল্লে আপনেগো পিঠ আস্তা থাকব না।

শীতল ॥ [কাঁদতে কাঁদতে] আমারে মাইরা শ্যাষ করছে, ধর্মদাস খুড়া।

ধর্মদাস ॥ [শীতলকে বুকে জড়িয়ে ধরে] এত বড় সাহস! আমরা পদ্মা-পাড়ের লাইঠাল। বাড়িঘ'র ছাইড়া আইছি—আমাগো বা'ত গ্যাছে, কিন্তু জাইত যায় নাই।

নিশি ॥ আমাগো মান আছে, জান আছে, ড্যানায় জোরও আছে।

[নিশি ঘুষি বাগায়। গৌরাঙ্গ ছুটে গিয়ে তার হাতটা ধরে মোচড়াতে থাকে।]

গ্যালাম গ্যালাম, গৌরাঙ্গ আমার আতটা বাইঙ্গা ফালাইল, ধর্মদাস কাকা।

নটবর ॥ [গৌরাঙ্গকে বাধা দিয়ে] ছিঃ গৌরাঙ্গ, বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

গৌরাঙ্গ ॥ [নিশির হাত ছেড়ে দিয়ে] পদ্মাপাড়ের মেনি বিলাই, এইখানে আইয়া সুন্দরবনের বা'গ সাজে। লাইঠালের পো কে, দেখাইয়া দিলাম।

[নিশি ব্যথায় হাতটা ঝাড়তে থাকে।]

ধর্মদাস ॥ ত'র বাপ কোনোদিন লাঠি দ'রছে? কোন্ পুরুষে কে লাঠি দরছিল, হেই সুবাদে সর্দার!

গৌরাঙ্গ ॥ বাপ তুইল্যা কতা কইও না কইতেছি।

ধর্মদাস ॥ তুলুমই তো—আজার বার তুলুম। নিশির ড্যানাটা তুই মচকাইয়া দিলি কোন্ সাহসে?

গৌরাঙ্গ ॥ বেইশ করছি। বেশি বাড়াবাড়ি করবা তো তোমারও ঐ দশাই অইব।

ধর্মদাস ॥ এত বড় সাহস ত'র! চড়াইয়া দাত ফালাইয়া দিমু। নিজের বইনেরে দিয়া ব্যবসা করতেছে···

গৌরাঙ্গ ॥ [ছুটে গিয়ে নাকের কাছে ঘুষি বাগিয়ে] এক গুষিতে নাক উড়াইয়া দিমু।

ধর্মদাস ॥ তবে রে গ'রের শত্তুর বিবি'ষন···

[ধর্মদাস মারমুখো হয়ে ওঠে। কেষ্টু মণ্ডল মাঝখানে পড়ে থামিয়ে দেয়। বাসনা ছুটে গিয়ে গৌরাঙ্গর হাত ধরে।]

বাসনা ॥ দাদা, পড়শীর লগে বিবাদ বা'লো না। ক্যাম্পেই তো থাকন লাগবো আমাগো।

নিশি ॥ থাকবি থাকবি ! তাম্বুতে আগুন লাগাইয়া দিমু ।

কেষ্ট ॥ তাতে বাসনার থাকার জায়গার অভাব হবে না। [নটবরের দিকে একবার চেয়ে নিয়ে] নটবরের দয়ার শরীর—বিপন্নকে আশ্রয় ও নিশ্চয়ই দেবে। ধর্মদাস, তুমি যাও। পাশাপাশিই যখন থাকতে হবে, ঝগড়াঝাটি করে লাভ নেই। [রাখালের দিকে দৃষ্টি হেনে] সবারই মাথা গরম—তাছাড়া প্রণয়ে বাধা পেলে লোকে খুন পর্যন্ত করে বসে, দু'চারটে কিলঘুষি তো সুক্তুনির ঝোল—পিত্তি দমন, পিত্তি দমন। যাও যাও, ঠাণ্ডা মাথায় সবাই বাড়ি যাও তো ।

ধর্মদাস ॥ না, বিচার না কইরা আমরা যামু না। উদ্বাস্তু মাইয়া কি খালেবিলে বা'ইস্যা আসা মরা মাছ নাকি যে যার খুশি সে দ'ইরা নিব !

[কৌশল্যার প্রবেশ]

কৌশল্যা ॥ কিসের বিচার করবেন আপনারা ? কার বিচার করবেন ? [বাসনাকে] তুই ভিতরে যা ।

[বাসনা অন্দরমহলে চলে যায়।]

গেরস্তবাড়িতে এসে হামলা ! ভেবেছেন কী আপনারা ?

কেষ্ট ॥ রাখুর মা, তুমি কেন আবার এলে এসবের মধ্যে !

কৌশল্যা ॥ না এসে উপায় কী ! আমার কানে গেছে সবই। ভালোমানুষ পেয়ে···

ধর্মদাস ॥ আপনের পোলারে আপনে শাসন করেন ।

কৌশল্যা ॥ অন্যায় করে থাকলে শাসন নিশ্চয়ই করবো—তবে আপনাদের কথায় করবো না। বাসনাকে নিয়ে এত ঝামেলা কেন ? বাসনা আমাদের কে ?

নিশি ॥ আপনের পোলারেই জিগান ।

কৌশল্যা ॥ রাখু, আমি এসব পছন্দ করি না ।

নিশি ॥ বিনা বাতাসে গাছ নড়ে না ।

কৌশল্যা ॥ এই সব বাঙালদের সঙ্গে আমাদের মিশ খায় না। আমি হাজার দিন বলেছি, বাঙালদের সঙ্গ তুই ছাড় ।

নিশি ॥ বেশি বাঙ্গাল বাঙ্গাল করবেন না। বাঙ্গালরা উইড়া আহে নাই। এই হ্যাশটার উপ্পর তাগোও অদিকার আছে।

কৌশল্যা ॥ সেই অধিকার খাটান গিয়ে আপনারা ক্যাম্পে। এখানে তম্বি করবেন না। আপনারা যান।

শীতল ॥ বাসনারে আমরা লগে লইয়া যামু—তার বিচার করুম।

কৌশল্যা ॥ তার বিচারক তুমি নও। তোমার মত লম্পটকে সে ঘেন্না করে।

[দ্রুতপদে অন্দরে প্রবেশ]

শীতল ॥ বুজলি তো নিশি, ম্যাড়া কোঁদে কার জোরে?

নিশি ॥ সতী মা অইলে কি আর পোলারে এই বা'বে কুকাজে আশকারা দেয়।

[রাখাল ছুটে বাড়ির মধ্যে যায় ও দ্রুত একটা লাঠি নিয়ে বেরিয়ে আসে।]

রাখাল ॥ ভালো চাস তো যা নেড়ী কুত্তার দল। না হলে মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

নটবর ॥ (বাধা দিয়ে) আঃ রাখু। গোয়ার্তুমি ভালো না।

রাখাল ॥ তোমরা স্বদেশী করেছ, পড়ে পড়ে মার খেয়েছ। তোমাদের এসব সহ্য হয়, বাবা। আমাদের সহ্য হয় না।

নটবর ॥ এদের মেরে কী হবে? এরা তো মরেই আছে—বাইরেও মরেছে, ভেতরেও মরেছে। বাদুড়চোষা ফলের মতন এদের শুকনো আঠিটা শুধু ঠক্‌ঠক্ কচ্ছে। লাঠি যদি ধরতেই হয়, এদের বাঁচাবার জন্য ধরবি—মারবার জন্য নয়। যান আপনারা।

[খানিকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটে। সবাই নিশ্চল অবস্থায় দাঁড়িয়ে নটবরের মুখের দিকে তাকায় ও তারপর ধর্মদাস, শীতল, নিশি নীরবে প্রস্থান করে।]

কেষ্ট ॥ তোর মনের আগুন দেখছি একটুও কমেনি রে, নটবর—ভেতরটা একেবারে লক্‌লক্ কচ্ছে!

[নটবরের প্রতি কুটিল দৃষ্টি হেনে কেষ্ট মণ্ডলের প্রস্থান।]

রাখাল ॥ [অনুতপ্ত কণ্ঠে] ক্ষমা করো বাবা !

নটবর ॥ ক্ষমা চা নিজের কাছে। নিজেকে পরোপকারী ভাবলেই আসে অহংকার। মানুষকে সেবা করতে শেখ। সহ্যগুণ না থাকলে সেবক হওয়া যায় না।

[শান্ত ধীরপদে অন্তঃপুরে গমন]

গৌরাঙ্গ ॥ হালা বুড়া তো কম শয়তান না !

রাখাল ॥ পাজীর পা-ঝাড়া। ও যখন রেগে কথা কয় তখন ওকে বোঝা যায় ; কিন্তু শালা খচ্চর যখন হাসে তখনই ভয় হয় কী একটা কু-মতলব আছে ওর। কেউটের বিষ দাঁতে —ওর বিষ ঠোঁটে।

বলাই ॥ (গৌরাঙ্গকে) তোদের ধর্মদাসও জুটেছে এই শয়তানের সঙ্গে।

গৌরাঙ্গ ॥ ও একটা পাকা দালাল—ক্যাম্পের লোকেরা জানে।

রাখাল ॥ কেষ্ট মণ্ডল হরিদাসীকেও খেদাবার তালে আছে।

গৌরাঙ্গ ॥ হরিদাসী অর কে ?

রাখাল ॥ মামাতো বোন। ঐ দুঃখেই তো শালার বউ গলায় দড়ি দিয়ে মলো।

বলাই ॥ মামা মারা যেতে মামী নিরুপায় হয়ে এসে আশ্রয় নিল ওর সংসারে।

রাখাল ॥ শালা মামীকে পর্যন্ত রেহাই দিল না !

[গৌরাঙ্গ লজ্জায় জিভ কাটে ও কানে আঙুল দেয়।]

বলাই ॥ কলংক ঢাকবার জন্য মামী চলে গেল নবদ্বীপে।

রাখাল ॥ শুনেছি, পরে সে ভেক নিয়েছে। আর এই বেটা এখানে মামাতো বোনকে নিয়ে···

বলাই ॥ [সুর করে গেয়ে ওঠে]

কুল মজানো মন ভোলানো কেষ্ট তোমার বাঁশী
তোমার প্রেমে মরলো ডুবে কানী হরিদাসী।

গৌরাঙ্গ ॥ দূর দূর ! কেচ্ছার গান বা'লো লাগে না রে। শোন্, গান কারে কয় শোন্—[গান গাইতে শুরু করে। খানিকক্ষণ বাদে

রাখাল এবং বলাইও তাতে যোগ দেয়। বাসনা এসে দরজা ফাঁক করে দূরে দাঁড়িয়ে গান শুনতে থাকে।]

(গান)

কোন্‌খানেতে থাকো নাইয়া
কোন্‌ বা তোমার গাঁও।
কোন্‌ লাজে বান্ধিলা বলো
আমার ঘাটে নাও।
পথ ভুইলা কি আইলা তুমি
উজান বাইয়া বাইয়া,
আমার পানে আছ কেন
অমন কইরা চাইয়া।
মনের গাঙে তুফান তুইলা
কি গান তুমি গাও।

জানতে আমার মনের কথা
কেন তোমার আকুলতা—
(তোমার) নাই কি শরম কিছু।
নয়না হেনে আমায় কেনে
ডাকো অমন পিছু।
তোমার নাই কি শরম কিছু।

আমার পরাণ, আমার হিয়া
কি ফল পামু তোমায় দিয়া (গো)—
যা পাইলা তা বেশি পাইলা,
আবার কেন চাও।

[আবেগে রাখাল ও বলাই গৌরাঙ্গকে ধরে নাচতে থাকে। গৌরাঙ্গর দু'চোখ ছলছল।]

গৌরাঙ্গ ॥ [বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে] বাইরে, শ্যাষ রাইতে মাজিরা যখন গান গাইয়া গাঙে নৌকা বাইয়া যাইত তখন পরাণটা পাগল পাগল করতো—মনে অইত আমিও ছুইটা যাই মাজিগো লগে গাওয়াল

কত্তে—দেইখ্যা আছি ভ'াটির হেই সোনার দ্যাশ যেইখানে একটা মাটির অ'াড়ি দিলে এক অ'াড়ি ধান পাওয়া যায়, একটা মাইট্যা পা'তিল দিলে এক পাতিল তিল পাওয়া যায়। ত'রা তো ছ্যাখস্ নাই হেই ছ্যাশ। ছয় মাল্লাই আট মাল্লাই নৌকা—গাঙের এক পাড়ে খাড়ইলে কারেক পাড দেখা যায় না। নদীর পাডে একেকটা গঞ্জ য্যান্ গম্‌গম করে। আমরা জলের ছ্যাশের মানুষ—ডাঙ্গায় আইয়া ছটফট করতে আছি। তব' যদি এক চিলতা মাটি পাই, দেখাইয়া দিতে পারি ফলন কয় কারে।

[বলতে বলতে গৌরাঙ্গ যেন একটা স্বপ্নরাজ্যে চলে যায়। হঠাৎ তার স্বপ্নভঙ্গ হয় কৌশল্যার ঝ'াজালো কণ্ঠস্বরে।]

কৌশল্যা ॥ [দরজার কাছে বাসনাকে ধমক দিয়ে] এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রেমের গান শোনা হচ্ছে। আইবুড়ো মেয়ে—লজ্জা করে না?

[বাসনা লজ্জা পেয়ে ভেতরে চলে যায়।]

খালি আড্ডা আড্ডা, আর আড্ডা। বুড়ো বাপ মরবে মাঠে মাঠে লাঙ্গল ঠেলে, ছেলে আড্ডা দিয়ে বেড়াবেন। গানের আসর বসেছে বাড়িতে। গেরস্ত বাড়িতে এত আড্ডা চলবে না। আমাদের তো আর সরকার থেকে ডোল আসে না যে বসে বসে খাবো! চাষীদের গতরে খেটে খেতে হয়। আরে রাখু, তোকেও বলি আর যাই করিস, কেষ্ট মণ্ডলের পেছনে লাগিস নি। ভালো না করতে পারলেও অনিষ্ট করার ক্ষেমতা রাখে সে।

রাখাল ॥ ওসব কথা বলে লাভ নেই, মা। সুযোগ পেলে কেষ্ট মণ্ডলের বিষদাঁত আমি উপড়ে ফেলব।

কৌশল্যা ॥ অত সোজা না। উল্টো সেই এমন ছোবল মারবে যে সেই বিষের জ্বালায় জ্বলেপুড়ে মরতে হবে। সে ক্ষেমতাবান। আর না হলেই বা কী—সে আমাদের জাতভাই। ওই বাঙালরা আমাদের কে? হাঘরেদের মতন আজ এখানে, কাল সেখানে। তুই যাস ওদের দলে নাচতে!

রাখাল ॥ আঃ! তোমার মুখে কি লাগাম নাই মা!

কৌশল্যা ॥ হ্যাঁ বলবো—কার ডরে বলবো না? ওরা আসায়ই এখানে যত অশান্তি। এ-পাড়ায় ঝগড়া, ও-পাড়ায় মারামারি—চুরি-চামারি তো গাঁয়ে লেগেই আছে।

রাখাল ॥ মা, তুমি চুপ করবে, না কি?

কৌশল্যা ॥ তোর বাপ চুপ করে থাকে বলে আমিও চুপ করেই থাকবো ভেবেছিস। [গোরাঙ্গকে] রাখুর সঙ্গে তোমার অত খাতির কিসের? ও গেরস্তর ছেলে। তোমার মতো ছন্নছাড়া হলে তো ওর চলবে না। আর যদি ভেবে থাকো তোমরা শালা-বোনাই হবে, সে গুড়ে বালি। তুমি এদিকে আর আসবে না বা রাখুকেও ডাকবে না। [দু' পা গিয়ে আবার ঘুড়ে দাঁড়িয়ে] তোমার বোন বাসনাও যেন আর এদিক না মারায়।

[কুপিত অবস্থায় দ্রুতপদে কৌশল্যার প্রস্থান। গোরাঙ্গ স্তব্ধ অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পর প্রস্থানোদ্যত হয়।]

রাখাল ॥ [মিনতিভরা কণ্ঠে] মায়ের কথায় রাগ করতে আছে! মা ওরকম বলে থাকে।

বলাই ॥ কালের হাওয়া বদলালেও ওঁরা বদলাতে পারেন না, গোরাঙ্গ। আমাকেই কি নস্করখুড়ীর কাছে কম গালাগালি খেতে হয়!

[গোরাঙ্গ নিঃশব্দে প্রস্থান করে। এক ডালা মুড়ি ও গুড় নিয়ে কৌশল্যার গজগজ করতে করতে পুনঃ-প্রবেশ।]

কৌশল্যা ॥ এতখানি বেলা হয়েছে—দামড়াগুলোর পেটেও তো কিছু পড়েনি। আড্ডায় জমলে তো আর খিদেতেষ্টা জ্ঞান থাকে না! নেও, গেলো। [গোরাঙ্গকে দেখতে না পেয়ে] আরেকটা কই? চলে গেছে বুঝি?

[রাখাল ও বলাই নিরুত্তর]

যাবেই তো—না হলে গেরস্তর অকল্যাণ হবে কেমন করে। বলি এতই যদি মান, তবে আসে কেন জ্বালাতে? চাট্টি মুড়িগুড় মুখে

দিয়ে গেলে জাত যেত ? আসবে না, আসবে না আবার মরতে ? তখন মুখে মুড়ো ঝাঁটা।

[বাসনা প্রবেশ ক'রে বেরিয়ে যেতে থাকে ।]

চললি যে বড়ো ! জল নিয়ে যেতে হবে না ?

[কৌশল্যা ভেতরে গিয়ে একটা মাটির কলসী নিয়ে আসে ।]

নে, পুকুর থেকে জল ভরে নিয়ে যা। ভাগ্যিস কলসী ভেঙেছে—কারো মাথা যে ভাঙেনি !

[বাসনা কলসী নিয়ে প্রস্থানোদ্যত হয় ।]

দাঁড়া। [হাঁক দেয়] শুন্ছো, বলি ওগো শুনছো !

নটবর ॥ [নেপথ্যে] আমাকে ডাকছো ?

কৌশল্যা ॥ তোমাকে ডাকবো না তো কাকে ডাকবো ! বাড়ির মধ্যে আবার আছে কে ! ভাব দেখে মরে যাই !

[নটবর প্রবেশ করে ।]

নটবর ॥ কী, বলো।

কৌশল্যা ॥ যা কাণ্ড হয়ে গেল ! মেয়েটাকে একলা পাঠাই কেমন করে ?

নটবর ॥ তা রাখাল রয়েছে, বলাই রয়েছে। ওদের কেউ দিয়ে আসুক না ?

কৌশল্যা ॥ আ-হা-হাঃ ! কথা শুনে পিত্তি জ্বলে যায়। বলি বুদ্ধি বাড়ছে, না কমছে ? ওদের নাওয়া-খাওয়া নেই ? যা, তোরা ভেতরে যা।

বলাই ॥ আমিও ?

কৌশল্যা ॥ ভর দুপুরে এসে পিণ্ডি না গিলে কবে যাওয়া হয় শুনি ?

বলাই ॥ [সুর করে ছড়া কাটে]

খুড়ী গো তোমায় বোঝা ভার।
যে বোঝে সে ভালোই বোঝে—
জোটে ফলাহার।

[রাখাল ও বলাইর ভেতরে প্রস্থান ।]

কৌশল্যা ॥ এই গুড়মুড়ি কোঁচরে করে নিয়ে যাও। এর পরে গিয়ে মেয়েটা হাঁড়ি ঠেলবে, তবে তো পেটে পড়বে কিছু। বুড়ো বাপটা হয়তো পথ চেয়ে বসে আছে। আর গৌরাঙ্গর সঙ্গে দেখা হলে বলো—পেটের জ্বালাই যদি মানুষের না থাকতো তবে মান ক'রে সবাই ঘরে বসে থাকতে পারতো।

[নটবর আঁচল পাতে। কৌশল্যা ডালার মুড়িগুড় তাতে ঢেলে দেয়।]

[বাসনাকে] তিনজনে খাবি।

নটবর ॥ চল্‌, মা, চল্‌।

[নটবর আগে যায় ও বাসনা কাঁখে কলসী নিয়ে তাকে অনুসরণ করে। কৌশল্যা একদৃষ্টে বাসনার দিকে চেয়ে থাকে। ওরা অদৃশ্য হয়ে গেলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে]

কৌশল্যা ॥ পেটে যদি এমন একটা মেয়ে ধরতাম। সে কপাল নিয়ে তো আসি নি।

[মন্থর গতিতে ভেতরে প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ঘটনাস্থল পূর্বের দৃশ্য। কয়েকদিন পর। কাল সায়াহ্ন]

কেষ্ট ॥ [নেপথ্যে] নটবর বাড়ি আছিস ? নটবর !

নটবর ॥ [নেপথ্যে] আছি, আসেন।

[বাড়ির ভিতর থেকে নটবরের ও বাইরের দিক থেকে কেষ্ট মণ্ডল ও ধর্মদাসের প্রবেশ।]

কী মনে ক'রে, মণ্ডলখুড়ো ?

কেষ্ট ॥ এলাম। সেদিনের সেই ঘটনার পর থেকে মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ কচ্ছিল, নটবর। হাজার হোক, পাশাপাশি বাস করি। তোর আমার মধ্যে একটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে যাবে, এ তো আর কাজের কথা হলো না। বসো ধর্মদাস, বসো।

[তক্তাপোশে দুজনের উপবেশন।]

[ধর্মদাসকে] যে কারণেই হোক, যে ভাবেই হোক, তোমরা এখানে এসে বসেছ। তোমাদের সঙ্গে আমাদের একটা বিরোধ লেগে থাকে, এটাও কাজের কথা নয়। কী বলো ধর্মদাস ?

[ধর্মদাসকে চোখে ইশারা করে।]

ধর্মদাস ॥ নস্কর মশয়, আপনে কিছু মনে রাখবেন না। রাগের মাতায় হেইদিন যদি আপনেরে কিছু অলেহ্য কতা কইয়া থাকি, বুইল্যা যাইবেন। ছ্যামরা গুলির মাতা গরম—কী কইতে কী কয় ঠিক নাই··· !

কেষ্ট ॥ জোয়ান মরদদের রক্ত গরম হবে না কি হবে তোমার আমার, ধর্মদাস? এই যে রাখু মাথা গরম করে আমাকে যখন তখন যা নয় তাই বলে; তাই বলে কি আমি মাথা গরম করি, না আমার করা সাজে?

ধর্মদাস ॥ আমি তো রাখাল্‌রে কতদিন কইছি—দ্যাখো বাপু, আমরা রিফুজী—আমাগো তোমরা চিন না, আমাগো অবস্থা তোমরা বোঝ না বা আমাগো মনের খবরও তোমরা রাখো না। ক্যান্ মিছামিছি আহ আমাগো ব্যাপারে নাক গলাইতে!

কেষ্ট ॥ গলায় গলায়—একদল লোক থাকে যারা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়। এই নটবরই কি ওর যৌবনকালে কম করেছে! আমাদের কারো কথা শুনতো ও! পুলিশ এলো লাঠি উঁচিয়ে—এক হাঁড়ি গরম জল মাথায় নিয়ে ও দাঁড়িয়ে রইলো। ভাগ্যিস পুলিশের লাঠিটা ওর মাথায় সেদিন পড়েনি—পড়লে একেবারে মুখপোড়া হনুমান হয়ে যেত না! কী বলিস নটবর? লবন সত্যাগ্রহের সময় তোর যে জেদ দেখেছিলাম, সেই জেদই আবার তোর ছেলেকেও পেয়েছে। আচ্ছা নটবর, তুই তো করেছিলি স্বরাজের জন্য—তোর ছেলে কচ্ছে কিসের জন্য?

নটবর ॥ আপনারা কি রাখুর বিরুদ্ধে নালিশ করতে এসেছেন?

কেষ্ট ॥ এই দ্যাখো! এটাই তোর দোষ নটবর। নালিশ কেন করবো! আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই...

নটবর ॥ সবই আপনি জানেন, সবই বোঝেন।

কেষ্ট ॥ কিচ্ছু বুঝি না আমি, কিচ্ছু বুঝি না। আমরা এতদিন যা বুঝে এসেছি, তোর ছেলে বলে—তা সবই নাকি মিথ্যা।

ধর্মদাস ॥ রাখাল অনেক বা'লো বা'লো কতা কয়। সময় সময় মনে অয় ঐ রকম একটা ব্যাবস্তা যদি অয় তবে আর কারো দুখ্‌খু থাকবো না।

[বিড়ি ধরায় ধর্মদাস]

কেষ্ট ॥ দুঃখই যদি না থাকে তবে সুখটা অনুভব করবে কেমন ক'রে ধর্মদাস?

দুঃখের শেষ আছে—কিন্তু সুখের তো নাগাল নাই। যে অবস্থায়ই থাকো, সব সময়ই মনে হবে দুঃখেই আছি, আরো সুখ পেলে ভালো হয়। দুঃখের লাটাই থেকে সুতো ছেড়ে সুখটাকে বাঁধো দেখবে সুখ তোমার হাতের মুঠোয়।

নটবর ॥ জমা খরচের খাতা ছেড়ে মণ্ডলখুড়ো আজকাল শাস্তর পড়ায় মন দিয়েছেন নাকি?

কেষ্ট ॥ হে-হে-হেঃ! [কাষ্ঠহাসি]। অত বিদ্যে আমার নাই রে, নটবর। তবে তুই সৃষ্টির দিকেই চেয়ে দ্যাখ্—আলো আছে, অন্ধকার আছে—রাত আছে, দিন আছে—রোদ আছে, বিষ্টি আছে—উঁচু আছে, নিচু আছে—সূর্য আছে, জোনাকি আছে—হাসি আছে, কান্না আছে—তেম্‌নি সুখ আছে, দুঃখও আছে। কাকে বাদ দিয়ে তুই কা'কে পেতে চাস! এরই মধ্যে মিলেমিশে তো আমরা সবাই বাস কচ্ছি। এ বুঝবার জন্য কেতাব পড়তে হয় না—চোখ থাকলেই দেখা যায়, কান থাকলেই শোনা যায়।

নটবর ॥ একটা কান আর একটা চোখ থাকলেই মুশকিল।

কেষ্ট ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুশকিল বই কি, মুশকিল বই কি! সেজন্যই তো আমি রাখুকে বলি, দ্যাখো বাপু, এক কানে শুনো না, বা এক চোখে দেখ না। ধরো একদিকে বাঘ, আরেক দিকে ব্যাধ—একচোখো হরিণ তখন কা'কে দেখবে?

ধর্মদাস ॥ [গদগদ হয়ে] মণ্ডলমশয় খাসা খাসা কতা কন!

কেষ্ট ॥ খাসা কতা রাখুও বলে।

ধর্মদাস ॥ হ, কয়ই তো। রাখাল পোলা বা'লো।

কেষ্ট। কিন্তু ধর্মদাস, কেবল খাসা কথা বললেই তো হয় না—খাসা কাজও করা চাই। খাসা কথায় খুশি হওয়া যায়—কিন্তু পেট তো ভরে না। ভরলে রাখুর খাসা কথায় এতদিনে তোমাদের মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে ঢেকুর উঠতো।

নটবর ॥ তাড়ির ঢেকুর কারো কারো ওঠে বই কি।

কেষ্ট ॥ আমার ব্যবসা তুলে কথা বলিস না নটবর। তুই কি ভাবিস, আমি যদি তাড়ির ব্যবসা না করি আর কেউ করবে না? করবে, নিশ্চয়ই করবে—একজন না করে, আরেক জন করবে। আর লোকে তাড়ি যদি না পায়, শহরে গিয়ে মদ খাবে। নেশা যারা করে তারা করবেই। গাঁয়ের পয়সা যাতে গাঁয়েই থাকে, আমি তার চেষ্টা করি বলে কি আমার অপরাধ? বলি তালের রস তো আর খালে ফেলে দেবে না সবাই—বা রাতারাতি সবাই সাধুসন্তও হয়ে যাবে না।

ধর্মদাস ॥ সাধুসন্তরাও মদ খায়।

কেষ্ট ॥ খাবে না কেন! খাবার জিনিস খেলে দোষের কি আছে? তবে গেঁয়ো ভূতগুলি খেয়ে মাতাল হয়—আর শউরে বাবুরা মদ হজম করেন। আরে লোকে মদই যদি না খেতো তবে কলকাতার বড়ো বড়ো হোটেলগুলি উঠে যেত। গরিব লোকে তাড়ি গেলে—আর শিক্ষিত ভদ্দরলোকেরা সুরা পান করেন। মাছির ভন্‌ভনানি আর ধোপ-দুরস্ত পিরিতের গুনগুনানি—এই যা তফাৎ হে হে হেঃ···বুঝলে ধর্মদাস, এই যা তফাৎ···

নটবর ॥ গাঁয়ের লোককে তাড়ি না গেলালে মহাজনী ব্যবসা জমবে কেমন করে!

কেষ্ট ॥ [প্রথমে মুখখানা বেজার হয়ে যায়। তারপর এক গাল হেসে] তোর কথায় না হেসে পারলাম না রে, নটবর। মহাজনী ব্যবসা ছেড়েই দেব ভাবছি। আদায়ের চেয়ে বাকী বেশি। ক' পয়সা উশুল হয়? নাচার দেখলে আসলও তো আমি ছেড়ে দিই।

নটবর ॥ হুঁ, দশগুণ সুদ আদায় হবার পর।

কেষ্ট ॥ তুই কি বলতে চাস টাকা কর্জ দিয়ে আমি ফতুর হয়ে যাই?

নটবর ॥ তা কেন হবেন! আপনার বাড়বাড়ন্ত হোক। যারা ফতুর হবার তারাই হয়।

কেষ্ট ॥ আচ্ছা ধর্মদাস, তুমিই বলো তোমাদের ক্যাম্পে মাদুর বোনার জন্য যে আমি দাদন দিয়েছি তাতে তোমাদের উপকার হয়নি?

ধর্মদাস ॥ তা অইছে না! আপনে ট্যাকা না দিলে গরিব রিফুজীরা সূতা কিননের দাম জুটাইত কৈত্থনে?

কেষ্ট ॥ আর জিনিস তৈরি করলেই তো হয় না—বাজারে তা বেচাও তো চাই। একখানা একখানা করে তো বাজারে নিয়ে বেচা চলতো না। আমিই তো লোক দিয়ে তা বাজারে পাঠিয়ে বেচার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। লোকগুলোর কষ্ট দেখে…

নটবর ॥ উপকার না করে থাকতে পারেন নি।

কেষ্ট ॥ তা যে পারি না তা তো তুই ভালোভাবেই জানিস নটবর। লোকের কষ্ট দেখলে আমি ঠিক থাকতে পারি না। তারই জন্য দশ কথা শুনতেও হয় আমাকে।

নটবর ॥ শিলনোড়া দেখলেই আপনার বাটনা বাটতে ইচ্ছে করে, না মণ্ডল খুড়ো?

কেষ্ট ॥ [হেসে] যা বলেছিস!

নটবর ॥ বাটনা বাটলে আর যাই হোক না হোক, অন্তত হাতে একটু হলুদের দাগ লাগবেই।

কেষ্ট ॥ হে-হে-হেঃ! [হাসি] কে বলে নটবর রসিকতা করতে জানে না!… তাই যদি বলিস, বিনা স্বার্থে কে কার বোঝা বয় বল?

নটবর ॥ শুনেছি ভগবান বইতেন। এখন বোধ হয় তিনিও ব'ন না।

ধর্মদাস ॥ ব'ন ব'ন, মানুষ সাইজা তেনিও ব'ক্তের বোজা' ব'ন।

নটবর ॥ মণ্ডলখুড়োকে দেখে তা অবিশ্বাস করার উপায় নেই।

কেষ্ট ॥ আমার কথা ছেড়ে দে নটবর। আমি যে তোদের দুচক্ষের বিষ তা আমি জানি। কিন্তু বলি রাখুরই বা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার এমন কী দায় পড়েছে?

[ধর্মদাসকে চোখে ইশারা করে।]

ধর্মদাস ॥ নস্করমশয়ের পোলারে ছাখলাম আমাগো পাড়ায় খুব মিটিং করতেছে।

কেষ্ট ॥ কিসের মিটিং ?

ধর্মদাস ॥ রিফুজীগো বুঝাইতেছে, খাল কাটনের লেইগা তারা য্যান্ কোদাল না দ'রে। পুনর্বাসনের লেইগা রিফুজীরা যাতে হেই জলা জমিটা পায় তার চ্যাষ্টা নাকি এইখানের চাষীরাও করবো। এইখানকার চাষীগো লড়াই আর রিফুজীগো লড়াই নাকি একৈ !

নটবর ॥ গরিবের লড়াই একই থাকে।

কেষ্ট ॥ এসব কথা তোর মুখে শোভা পায় না। তুই গান্ধীর চেলা—তোর মুখে কমুনিস্টি কথা !

নটবর ॥ পুলিশে খবর দিন।

কেষ্ট ॥ তুই আমাকে ঠাওরালি কী, নটবর ! তোর বিরুদ্ধে লাগাতে যাবো আমি ! গোয়েন্দাগিরি করা কি আমার কাজ নাকি ? ঠাট্টা হলেও এধরনের কথা তোর মুখ দিয়ে বেরোনো উচিত না। তা ধর্মদাস, জবর মিটিং বুঝি ?

ধর্মদাস ॥ খুব বেশি বড়ো না। শতেক দ্যাড়শ' লোক অইছে।

কেষ্ট ॥ তারা কী বলে ?

ধর্মদাস ॥ সকলের মুখেই এক কতা : মাটি না কাটলে আমাগো ক্যাশ ডোল বন্দ অইব। তা অইলে আমরা খামু কী ?

কেষ্ট। ঠিকই তো। মাটি না কাটলে সরকার ডোল দেবে কেন ? এমন কুবুদ্ধিও মানুষকে মানুষ দেয় ! নটবর, রিফুজী ক্যাম্পের ডোল যদি বন্ধ হয় এতগুলো ক্ষুধার্ত মানুষ তোকে আমাকে চিবিয়ে খাবে—ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে হবে। রাখু যেন আগুন নিয়ে না খেলা করে।

(হঠাৎ রাখালের প্রবেশ।)

রাখাল ॥ পেটে যদি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে তবে কারো ঘরই বাঁচবে না, মণ্ডলবুড়ো।

কেষ্ট ॥ আমিও তো সেকথাই বলছিলাম। কী, বলি নি, নটবর ? রিফুজীদের যদি ক্যাশ ডোল বন্ধ হয়…

রাখাল ॥ বন্ধ হবে কেন ?

কেষ্ট ॥ বাঃ, বেশ বললি তো তুই ! মাটি না কাটলে সরকার ডোল দেবে কেন ? বসিয়ে বসিয়ে ডোল দেবে ?

রাখাল ॥ হ্যাঁ, দেবে । যাতে দেয় তার ব্যবস্থা করতে হবে ।

কেষ্ট ॥ কী ব্যবস্থা করবি তুই ? লড়াই করবি ?

রাখাল ॥ ওরা কি শুধু পাথর ভাঙা আর মাটি কাটার জন্যেই এদেশে এসেছে ?

কেষ্ট ॥ গতর না খাটালে কে খেতে দেয় বল ?

রাখাল ॥ হ্যাঁ, গতর খাটাবে ওরা । গতর খাটাতে ওরা নারাজ নয় । মাটিও কাটবে—তবে শুধু আপনার আমার ক্ষেতে খালের জল দিয়ে ফসল বাড়াবার জন্যে নয় । যদি মাটি কাটতে হয় তবে ওরা নিজেদের জমির জন্যেও কাটবে—যে জমিতে গড়ে উঠবে ওদের বসতবাটী, যেখানে পাবে ওরা মানুষের মতো মাথা গুঁজবার ঠাঁই ।

কেষ্ট ॥ কী বলতে চাস তুই ?

রাখাল ॥ বলতে চাই, যে মতলব আপনি এঁটেছেন তা ফাঁসিয়ে দেব আমরা । পাশের বিরাট জলায় আপনার মেছোঘেরী করা চলবে না ।

কেষ্ট ॥ কে বললে তোকে !

রাখাল ॥ জানে সবাই । তলে তলে সেটা ইজারা নেবার তালে আছেন । সেগুড়ে বালি । দশ হাজার উদ্বাস্তুর পুনর্বাসন হবে সেখানে । সরকারকে দিয়ে আমরা সে জলা রিকুইজিশন করাবো ।

কেষ্ট ॥ সরকার তোর তাঁবে আছে বলে মনে হয় !

রাখাল ॥ আমার তাঁবে না থাকলেও আপনার দুটো কব্জির চেয়ে বিশ হাজার কব্জির জোর অনেক বেশি ।

(রাখাল প্রস্থানোদ্যত হয়)

কেষ্ট ॥ শোন্ শোন্...

[রাখাল থেমে দাঁড়ায়।]

তোর কথা শুনলে মরা মানুষও লাফিয়ে ওঠে—লড়াই করার জন্যে হাতিয়ার খোঁজে। হবে না! কেমন বাপের ছেলে তা তো দেখতে হবে। (নটবরের দিকে কটাক্ষ হানে।) আচ্ছা রাখু, তোর বাবা লড়েছিল বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে। তার একটা মানে ছিল বুঝি। এখন তো আমাদের নিজেদের সরকার। তার বিরুদ্ধে তোদের এই লড়েঙ্গে লড়েঙ্গে ভাব কেন, বলতো? আমাদের সরকার কি এযাবৎ কিছুই করে নি?

রাখাল ॥ করেছে বই কি—অনেক কিছুই করেছে!

কেষ্ট ॥ বিদ্রূপই করিস আর যাই করিস, ভেবে দ্যাখ্ তো—এই পাড়াগাঁয়ে পিচের রাস্তা, দু'দুটো প্রাইমারী ইস্কুল, ঘরে ঘরে সাইকেল, বিজলী বাতিও আসবো আসবো কচ্ছে। এ কাদের আমলে হয়েছে? গাঁয়ের লোক এসবের কথা কোনোদিন ভাবতে পারতো?

রাখাল ॥ বড়লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছেন কোনোদিন?

কেষ্ট ॥ না খেলেও পোড়া ঘিয়ের গন্ধ নাকে এসেছে বই কি!

ধর্মদাস ॥ গী কই মণ্ডলমশয়! খালি তো টিন টিন ডাল্ডা!

রাখাল ॥ সেসব বাড়ির আশেপাশে কী দেখতে পান?

কেষ্ট ॥ লোকজনের ভিড়।

রাখাল ॥ এঁটো খায় কারা?

কেষ্ট ॥ নেড়ী কুকুরের দল।

ধর্মদাস ॥ খালি ন্যাজ নাড়ে আর গেউ গেউ করে।

রাখাল ॥ ভিখিরির দল থাকে না সেখানে?

কেষ্ট ॥ আরে রামঃ রামঃ! সেগুলার রুচিও কুকুরেরই মতন।

রাখাল ॥ কেন! তাকে কাঙালীভোজন বলতে আপত্তি কী! বড়লোকের বাড়ি বিরাট ভোজ হয় বলেই তো গরিবগুলো এঁটো কুড়িয়ে ভালোমন্দ যাহোক কিছু খেতে পায়।

ধর্মদাস ॥ তাও জোটে না। আকালের বাজার তো—বাবুরা অ্যামন্ পাত চাইটাই খান…

কেষ্ট ॥ তুই কী বলতে চাস, রাখু ?

রাখাল ॥ আজ আমরা অসংখ্য ভিখিরিতে পরিণত। উপরতলার পেট মোটা করে উচ্ছিষ্ট যা থাকে তাই আমাদের বরাতে জোটে। এঁটো চেটে কৃতজ্ঞতায় আমরা লেজ নাড়ি।

কেষ্ট ॥ তোর কথার ধরণ বড়ো বিচ্ছিরি, রাখু !

রাখাল ॥ হ্যাঁ, ভিখিরিরা যদি মানুষের মতো বাঁচতে চায়, বিচ্ছিরি শোনাবেই তো। কিন্তু কেন ওরা রাজার হালে চলবে—আর ওদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে আমরা ভিখিরির মতন বাঁচবো ? আমরা কি ওদের দয়ার পাত্র ? মানুষের মতো বাঁচার অধিকার কি সবাইর নাই ?

ধর্মদাস ॥ কন্ তো মণ্ডলমশয়, এই রকম গরম গরম কতা শুনলে কারো রক্ত ঠাণ্ডা থাকে ?

রাখাল ॥ কেষ্ট মণ্ডলের পা' চাটলেই রক্ত ঠাণ্ডা হবে।

ধর্মদাস ॥ [রুদ্ধ কণ্ঠে] নস্করমশয় !

রাখাল ॥ ঘরের শত্রু বিভীষণ !

নটবর ॥ [ধমকের সুরে] রাখু !

রাখাল ॥ তুমি জানো না, বাবা, এই লোকটার চরিত্তির। রিফুজীদের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির তালে আছে এই বুড়ো মণ্ডল। ধর্মদাস কর তার দালাল।

কেষ্ট ॥ তুই বলিস কী রাখু ! রিফুজীদের মধ্যে আমি কেন যাবো দলাদলি সৃষ্টি করতে ! তারা কি আমার স্বগোত্র, না জাতভাই ? আর আমার দালালি করে ধর্মদাসের লাভ ?

রাখাল ॥ যারা অন্ধকারে লাভলোকসান খতায়, সরল লোকেরা প্রথমে তাদের চিনতে পারে না। এই ধর্মদাস কর ক্যাম্পে ক্যাম্পে রটিয়ে

বেড়াচ্ছে, পুনর্বাসনের জন্যে পতিত জলাটা দাবি করা নাকি সরকারবিরোধী কাজ—তা করলে ক্যাশ ডোল বন্ধ হয়ে যাবে। কে এসব রটায় আমি বুঝি না ? ষড়যন্ত্র আমি ভেঙে দেব।

[দ্রুতপদে রাখালের বাড়ির ভিতরে প্রস্থান।]

ধর্মদাস ॥ নস্করমশয়, আপনের পোলারে সাবদান কইরা দিবেন। এত ত্যাজ বা'লো না।

[রাগতভাবে ধর্মদাসের প্রস্থান।]

কেষ্ট ॥ ছাখ্ নটবর, তোর ছেলে অবুঝ বলে তো আর তুই অবুঝ নোস্। কম হোক বেশি হোক, তোরও তো একটু খেত-খামার আছে—আর খেতি করেই তোকে আমাকে খেতে হবে। গাঁয়ে যদি একটা অশান্তি লেগেই থাকে, তাতে তোরও ক্ষেতি, আমারও ক্ষেতি

নটবর ॥ সেসব কথা থাক্।

কেষ্ট ॥ না না, শোন। এই যে এক পাল রিফুজীকে এই তল্লাট বসিয়েছে, তুই কি বলতে চাস এতে আমার সায় আছে ? আমার কার না ক্ষেতি হচ্ছে তাতে !—আর ভুগছিই কি চামারের মতো এক-একটার ব্যবহার। এ অঞ্চলে আমরা এ লবণ সত্যাগ্রহ করেছি, আইন অমান্য করেছি—তাই সরকার দিয়েছে আমাদের ঘাড়ে এই জ্যান্ত পিটুনী ট্যাক্স।

[নটবর কেষ্ট মণ্ডলের মুখের দিকে বিস্ময় তাকায়। কেষ্ট খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

আরে একই কথা হলো। আমি না করে থাকি তুই তো করে তুই আমাদের জাতভাই—তোকে নিয়ে আমরা গর্ব করি বই f

[কৌশল্যার প্রবেশ]

কৌশল্যা ॥ দামড়াটা এখনো বাড়ি ফিরেনি। সেটাকে খুঁজে দেখতে না এখানে বসে বসে গালগল্প করলেই চলবে ?

[নটবর বাইরের দিকে রওনা

ওদিকে না। বাড়ির পিছনের বাগানটা খুঁজে ছাখো।

কেষ্ট ॥ দ্যাখ ছ্যাখ নটবর, খুঁজে ছ্যাখ। দামড়াকে কখনো ছেড়ে দিতে আছে!

[নটবরের বাড়ির ভেতরে প্রস্থান।]

কৌশল্যা ॥ আমাদের দামড়া আমরাই সামলাবো। তা নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না, মণ্ডলমশাই।

[কৌশল্যার অন্তঃপুরে প্রস্থান।]

কেষ্ট ॥ কী মেয়েছেলেরে বাবা!

[ব্যস্তভাবে গৌরাঙ্গর প্রবেশ।]

গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব যে! অবধূতের খোঁজে নাকি?

গৌরাঙ্গ ॥ [বিতৃষ্ণা ভরে] অদ্ভুত!

কেষ্ট ॥ অদ্ভুতই বটে। দুনিয়াটা আজব কারখানা। যা হবে না, হবার নয়, তাই লোকে ভাবে। হেঃ—হেঃ—হেঃ!

[হাসতে হাসতে কেষ্ট মণ্ডলের প্রস্থান। গৌরাঙ্গ কটমট করে তার দিকে তাকায়।]

গৌরাঙ্গ ॥ রাখাল, রাখাল বাড়িতে আছিস?

রাখাল ॥ [নেপথ্যে] আছি।

[গৌরাঙ্গ ব্যস্তভাবে পায়চারি কচ্ছে। রাখাল প্রবেশ করে।]

রাখাল ॥ কী খবর?

গৌরাঙ্গ ॥ ধর্মদাস কর-রে শায়েস্তা না কল্লে অইব না।

রাখাল ॥ কেন, নতুন আবার কী হলো?

গৌরাঙ্গ ॥ ক্যাম্পে ক্যাম্পে রটাইতেছে, আমরা নাকি কোন্ একটা দলের পরামর্শে চলতেছি।

রাখাল ॥ চললেই বা কি ক্ষতি?

গৌরাঙ্গ ॥ রিফুজীরা যাতে দুইটা দলে বা'গ অইয়া যায় তারই চক্রান্ত।

রাখাল ॥ কিছু শয়তান সব জায়গায়ই থাকে।

গৌরাঙ্গ ॥ শয়তানের শিরোমণির বিষদাঁতটা বা'ইঙ্গা দেওন দরকার।

রাখাল ॥ কী ভাবে!

গৌরাঙ্গ ॥ কিছু আন্দাইরা কিল খাইলেই সজুত অইয়া যাইব।

রাখাল ॥ গৌরাঙ্গ, কড়া ইস্পাত ঘা খেলে ভাঙে, নরম লোহা তুমড়ে যায়। ওরা চরিত্রহীন—ওরা মচকায়, ভাঙে না।

গৌরাঙ্গ ॥ শয়তানেরে আসকারা দিয়া এই বা'বে পইড়া পইড়া মাইর খাওন আমার বালো লাগে না।

রাখাল ॥ মার খেতে কার ভালো লাগে বল্? কিন্তু মার ঠেকাতে হলে মনের দিক থেকে তো শক্ত হওয়া চাই।

গৌরাঙ্গ ॥ শক্ত কইরা তোল্।

রাখাল ॥ আমি কে? আমি রিফ্যুজী নই—এ অঞ্চলের এক চাষীর ছেলে। তুই কি মনে করিস এখানকার চাষীরাই আমাকে সবাই সুনজরে দেখে? অনেকে মনে করে আমি তাদেরও শত্রু।

গৌরাঙ্গ ॥ [বিরক্ত হয়ে] অ!

[প্রস্থানোদ্যত হয়। রাখাল তার একটা হাত চেপে ধরে।]

রাখাল ॥ আমাকে ভুল বুঝিসনি গৌরাঙ্গ। এটাই মানুষের দুর্বলতা। কথায় কথায় যারা মারমুখো হয়ে ওঠে, আসলে ভিতরে ভিতরে কিন্তু তারা দুর্বল। বাঁশপাতা যতো সহজে জ্বলে শালকাঠ তত সহজে জ্বলে না—কিন্তু একবার জ্বললে শালকাঠ আর নিভতে চায় না।

গৌরাঙ্গ ॥ [কাঁদ কাঁদ হয়ে] আমাগো জীবনটা তো শুক্না বাঁশপাতার মতনই অইয়া গেছে রে, রাখাল···। অয় মানুষ আমাগো পায় দইল্লা যায়, না অইলে আগুনে পোড়াইয়া ছাই করে। শালকাঠের মতন শক্ত হওনের সুযোগ আমরা পাইলাম কই?

রাখাল ॥ [গৌরাঙ্গকে আবেগে জড়িয়ে ধরে] জানি গৌরাঙ্গ, আমি সবই জানি। বুঝিও সব। আগুনে পুড়ে শুধু তোরাই মরছিস না, মরছে

সারা দেশেরই লোক। মাঝে মাঝে আমারও রক্ত আগুন হয়ে ওঠে, হাত দুটো নিশপিশ করে, মনে হয় এক ঘুষিতে শয়তানের মাথা গুঁড়িয়ে দিয়ে দুনিয়াটার চেহারা পাল্টে দিই। কিন্তু পাল্টাবো বললেই তো পাল্টানো যায় না। একটা কব্জির কাজ নয়

গৌরাঙ্গ ॥ আত গুটাইয়া বইসা থাকলে আমাগো বুকের পাজরা একখানও থাকবো না '

রাখাল ॥ না না, আমি তা বিশ্বাস করি না। থাকবে, নিশ্চয়ই থাকবে। কব্জির জোর বাড়াতে হলে মনকে ইস্পাতের মতো শক্ত করতে হবে। মার দেখি জোরে ওই তক্তাটায় একটা ঘা।

[গৌরাঙ্গ বিস্মিত হয়ে রাখালের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।]

মার না, আমি বলছি, দ্যাখ্ না মেরে।

[গৌরাঙ্গ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আচ্ছা, আমিই মেরে দেখাচ্ছি।

[ছুটে গিয়ে তক্তাপোশটায় খুব জোরে একটা ঘুষি মারে।]

উঃ। বড্ড লাগলো রে, গৌরাঙ্গ।

[গৌরাঙ্গ হি হি করে হাসতে থাকে।]

হাসছিস কেন। দাঁড়া না, দেখাচ্ছি।

[আবার গিয়ে গুনে গুনে তক্তাপোশে একে একে দশটা ঘুষি মারে।]

গৌরাঙ্গ ॥ কী করতে আছস পোলাপানের মতন।

রাখাল ॥ [হাসতে হাসতে] পোলাপান। শুধু তুই-ই না—এ গাঁয়ের মুরুব্বিরা বলেন, আমি যা করি তা সবই নাকি ছেলেমানুষি। কিন্তু দ্যাখ্ গৌরাঙ্গ, এতগুলো ঘুষি খেয়েও ওই নড়বড়ে তক্তাপোশটা ভাঙলো না। কিন্তু এই দশটা ঘুষি যদি এক সঙ্গে এক জায়গায় পড়তো, পারতো ওটা সহ্য করতে ?

গৌরাঙ্গ ॥ আমি ত র কথা বুঝতে পারি না।

রাখাল ॥ কিন্তু বুঝতে হবে। আমাদের পিঠ একটা না, দুটো না—হাজার হাজার লাখ লাখ পিঠ। ওদের ক'টা হাত আছে? ক'টা কিল মারবে আমাদের ক'জনের পিঠে? কিন্তু এই লাখ লাখ হাত উঠে যখন এক সঙ্গে ঘুষি মারবে তখন সামলাতে পারবে ওরা ওদের পিঠ?

[গৌরাঙ্গ আবেগে রাখালকে জড়িয়ে ধরে।]

গৌরাঙ্গ ॥ [আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে] রাখাল রাখাল, এমন স্বপ্ন দেখতে দেখতে বুঝি মরণও বা'লো রে।

রাখাল ॥ দ্যাখ্, দ্যাখ্ গৌরাঙ্গ, এমন স্বপ্নই দেখতে থাক্। দেখবি দুনিয়াটা তোর কাছে কেমন বদলে গেছে, মানুষ তোর কত আপন হয়ে উঠেছে, সবার দুঃখের সঙ্গে তোর দুঃখ মিশে গিয়ে কি ভয়ঙ্কর আকাশছোঁয়া ঢেউ তুলছে। অশান্ত হাওয়ার সঙ্গে কোলাকুলি করবে সেই বেদনার ঢেউ, আঘাতে আঘাতে জন্ম দেবে এক নতুন পৃথিবীকে।

গৌরাঙ্গ ॥ রাখাল, এসব কথা তুই কোথায় শিখলি?

রাখাল ॥ জানি না, আমার মন বলে।

কৌশল্যা ॥ [নেপথ্যে] রাখু, খুব বক্তিমে চলেছে! আমার কানে আসছে সবই। বাপ মরেন লাঙ্গল ঠেলে—উনি করেন নেতাগিরি! গোলা থেকে ধান নামিয়ে দিয়ে যা।

[হন্তদন্ত হয়ে তাহেরের প্রবেশ।]

তাহের ॥ রাখু রাখু, ক্যাম্পে বেজায় গণ্ডগোল।

গৌরাঙ্গ ॥ ধর্মদাস বুজি···

তাহের ॥ না না, ধর্মদাস না, ধর্মদাস না। কানাই মোক্তারকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে পুলিশ···

রাখাল ॥ কানাই মোক্তারকে!

তাহের ॥ হ্যাঁ, সেই বুড়ো মোক্তার নাকি সেদিন ক্যাম্প-সুপারকে অপমান করেছিল।

গৌরাঙ্গ ॥ কইছিল, রিফুজীগো যদি মাটি কাটতে অয় তবে ক্যাম্প-সুপারে বা মাটি কাটবো না ক্যান্? সেও তো বাঙাল দ্যাশেরই লোক। কইব না! বুড়া জ্যালখাটা লোক···

তাহের ॥ রিফুজীরা পুলিশের গাড়ি ঘেরাও করে আটকে রেখেছে···

গৌরাঙ্গ ॥ বেইশ করছে। ক্যাম্প সুপারের মতন দুই মুইখ্যা সাপ আমি আর দেখি নাই—চোরেরে কয় চুরি করতে, গিরস্তরে কয় সজাগ থাকতে।

তাহের ॥ সবার দাবি—কানাই মোক্তারকে ছেড়ে দিতে হবে।

রাখাল ॥ ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো মনে হয়।

গৌরাঙ্গ ॥ বুড়া মোক্তার উচিত কথা কইতে ছাড়ে না। কইব না! সারা জীবন কোর্টে সওয়াল করছে···

রাখাল ॥ বুড়ো কোর্টে গিয়ে মোক্তারি করে না কেন?

গৌরাঙ্গ ॥ কয়, দ্যাশে কানাই মোক্তারের নামডাক আছিল—এইখানে চিনব কেডা?

তাহের ॥ বুড়ো কাউকে ছেড়ে কথা কয় না। স্পষ্ট মুখের ওপর শুনিয়ে দেয়। কেষ্ট মণ্ডল চেয়েছিল আমাকে বর্গা থেকে উৎখাত করতে। বুড়োর এক ধমকে ঠাণ্ডা হয়ে গেল—এমন কি বীজধানও ঘর থেকে বের করে দিল।

গৌরাঙ্গ ॥ বুড়ার কতা শুইনা অবাক অইয়া যাই। কয়—মোক্তারি কইরা কত পয়সাই তো কামাইছি, আনতে পারি নাই এক পয়সাও। এক কাপড়ে জীবন লইয়া দ্যাশ থেইকা পলাইয়া আইছি। যখন বিত্ত গেল, মান গেল, যশ গেল, তখন এইবার থেইকা বিনা পয়সায়ই মোক্তারি করুম।

তাহের ॥ কানাই মোক্তারকে পুলিশ জোর করে ধরে নিলে ক্যাম্পে আগুন জ্বলবে।

রাখাল ॥ চল্ চল্, দেখে আসি ব্যাপারটা কী।

[তিনজনেই প্রস্থানোদ্যত হয়। অন্তঃপুর থেকে প্রবেশ করে কৌশল্যা।]

কৌশল্যা ॥ রাখু!

[রাখাল থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় ফিরিয়ে একবার মায়ের দিকে তাকায় এবং পরমুহূর্তেই রওনা হয়।]

রাখু! এত বাড়াবাড়ি ভালো না। ওসব গণ্ডগোলে তোকে যেতে হবে না।

রাখাল ॥ তা হয় না, মা।

[বলেই তিনজনের এক সঙ্গে প্রস্থান। কৌশল্যার চোখ দু'টো রাগে আগুনের মতো জ্বলতে থাকে। অন্দর থেকে প্রবেশ করে নটবর। তার হাতে একটা গরুর দড়ি।]

নটবর ॥ পিছনের বাগানে তো দামড়াটাকে পেলাম না।

কৌশল্যা ॥ সে দামড়াকে গোয়ালে ঢুকিয়েছি অনেক আগেই। এবার নিজের দামড়াকে সামলাও।

নটবর ॥ তবে যে বললে···

কৌশল্যা ॥ না হলে কি ওই বুড়ো কেষ্ট মণ্ডল সহজে উঠতো! রাখু দামড়া গেল ক্যাম্পে।

নটবর ॥ কেন?

কৌশলা ॥ সেই বুড়ো মোক্তারকে নাকি পুলিশে ধরতে এসেছে।

নটবর ॥ লোকগুলোকে আর শান্তিতে থাকতে দিবে না!

কৌশল্যা ॥ তোমাদের জন্য আমারও শান্তিতে থাকার উপায় নাই। যাও, শিগ্‌গির যাও, দামড়াটাকে ডেকে নিয়ে এসো।···

নটবর ॥ ডাকলেও সে আসবে না।

কৌশল্যা ॥ আসবে না !

নটবর ॥ না, আসবে না । দ্যাখো রাখুর মা, বিকারের রোগীর মাথায় বরফ দিতে হয়, কিন্তু সুস্থ মানুষের মাথায় বরফ চাপাতে গেলে লোকে তাকে পাগলই বলে ।

কৌশল্যা ॥ অ ! মাথা ফাটুক, গুলি খাক, জেলে যাক—তাতে তোমার সুখ বাড়বে ! মরণ হয়েছে আমার ! এমন শত্তুর পেটে ধরার চেয়ে সাত জন্ম বাঁজা থাকা ভালো ।

[রাগতভাবে অন্দরে প্রবেশ ।]

নটবর ॥ রাখুর মা মনে করে, হাম্বা হাম্বা করে ডাকলেই বাছুরের মতন মানুষও এসে গোয়ালে ঢোকে ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

[হাসতে হাসতে বাইরের দিকে প্রস্থান । সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে । কৌশল্যা একটা মাটির পিদিম জ্বালিয়ে ঢোকে ।]

কৌশল্যা ॥ জ্বালা, জ্বালা ! সারাটা জীবন জ্বলেপুড়ে ম'লাম । যত ঝকমারি !

[পিদিম নিয়ে বাইরে চলে যায় ও তুলসীতলায় দিয়ে আসে । ঠাকুরপ্রণামের ভঙ্গিতে দুহাত কপালে ঠেকাতে ঠেকাতে আবার ঢোকে ।]

ঠাকুর, দেখো ওর যেন কোনো অকল্যাণ না হয় । ও তো কারো ক্ষেতি করে না । আমি বুঝি সব । কিন্তু মায়ের মন কি মানে ? পরের ভালো যে করে তাকে লোকে দেখতে পারে না । তার জন্যই তো আমার এতো ভয় !

[ছলছল নয়নে অন্দরে প্রস্থান । বাইরের দিক থেকে বাসনার হাত ধরে নটবরের প্রবেশ । বাসনার কোঁচড়ে কিছু জংলা কচুর মূল ।]

নটবর ॥ [গলা চড়িয়ে] রাখুর মা, রাখুর মা, দ্যাখো এসে বাগান থেকে চোর ধরে এনেছি ।

কৌশল্যা ॥ [নেপথ্যে] চোরেরই রাজত্ব—কটা চোর ধরবে !

নটবর ॥ [বাসনাকে] কী হয়েছে ? মুখখানা অমন ক'রে আছিস কেন ? কথা ক ।

[বাসনা মাথা নোয়ায় ।]

চুপ করে আছিস কেন ? না কইলে আমি বুঝবো কেমন করে !

[বাসনার চোখ থেকে দু'ফোঁটা চোখের জল নটবরের হাতে পড়ে ।]

পাগলী মেয়ে ! খালি কান্না ! বুঝেছি, সারাদিন কারো পেটেই কিছু পড়ে নি । রাখুর মুখে শুনেছি ক্যাশ ডোল বন্ধ । তা সারাটা দিন গেল, একবার আসতে পারলি না !

বাসনা ॥ আপনেগো আর কত জ্বালামু !

নটবর ॥ তা জ্বালাচ্ছিস তো । নিজেরা পেটের জ্বালায় জ্বলে আমাদেরই কি কম জ্বালাচ্ছিস !

[একটা ঝাঁটা হাতে কৌশল্যার প্রবেশ ।]

পালাতে চেয়েছিল । কিন্তু ধরে ফেলেছি । কী সাজা দিব রাখুর মা ?

কৌশল্যা ॥ বড়ো বড়ো চোরেরাই ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে । এই ছিঁচকে চোরকে সাজা দিয়ে আর কী হবে

নটবর ॥ শুনলি কথা ! রাখুর মা ভারি চালাক । তোকে কয়েদ করে রাখলে খেতে-পরতে দিতে হবে । তাতে সে রাজী নয় ।

কৌশল্যা ॥ থাক, আর রসিকতা করতে হবে না ।

নটবর ॥ রাখুর মা দয়া দেখালে কী হবে, আমি তোকে সাজা দিবই । বার বার চুরি করে সেরে যেতে পারবি নি । আজীবন বন্দী করে রাখবো তোকে । পালাবার ফন্দী করবি তো পায়ে এমন বেড়ি দিব যে তা আর খুলতে হবেনি ।

কৌশল্যা ॥ মুখে ঝ্যাঁটা ।

[কৌশল্যা প্রস্থানোদ্যত]

নটবর ॥ যাচ্ছ কেন ! ওর শাস্তিটা বাত্‌লে যাও ।

কৌশল্যা ॥ থাক্‌, আর আদেখ্‌লেপনা করতে হবে নি ! রাজ্যে মেয়ের আকাল পড়েছে ! কোথাকার কোন্‌ বাঙাল…

নটবর ॥ ঘটি হলেও এমন মেয়েকে বউ করে আমি ঘরে আনতাম না । তুমি বললেও না । ও কী করেছে জানো ? খোল্‌, কোঁচড় খোল্‌—খোল্‌ বলছি…

[বাসনা কোঁচড় থেকে কচুর মূলগুলো মাটিতে ঢেলে দেয়]

কৌশল্যা ॥ [এক হাত মাথায় দিয়ে] সর্বনাশ, এ যে বিষকচুর মূল গো !

নটবর ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, সর্বনাশী বিষ খেয়ে মরবার তালে ছিল ।

কৌশল্যা ॥ না মরলেও রক্ষা ছিল ! এক-একজনের গলা কলাগাছের মতো ফুলে উঠতো না !

নটবর ॥ ভাগ্যিস আমার হাতে ধরা পড়েছে !

কৌশল্যা ॥ রাক্ষসগুলো ! পেটের জ্বালায় যা পায় তাই খায় ! মরণ হয়েছে আমাদের । ওলাউঠা হলে এগুলো তো মরবেই, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও মরবো ।

বাসনা ॥ [কেঁদে ফেলে] আমি জানতাম না, আমি জানতাম না নস্করকাকা, যে এইগুলি বিষকচু । গ'রে কিছুই নাই—তাই বাবলাম যে কিছু কচুর মোথা তুইল্লা আইনা সিদ্ধ কইরা…

কৌশল্যা ॥ খুব হয়েছে—কেঁদে আর মন গলাতে হবে না । তোরা যে কাঁদতে পারিস তা জানি । কোত্থেকে সব হাঘরের দল এসে জুটেছে । একটা বেলা শান্তিতে দু'মুঠো ভাত মুখে দেবার উপায় আছে !

[কৌশল্যার অন্দরে প্রস্থান । কাশতে কাশতে অধরের বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ ।]

অধর ॥ এই যে—তুই এইখানে ! সন্ধ্যা অইল, তব তর ছ্যাখা নাই । [কাশি] আমি বাইবা মরতেছি—কই গেলি তুই…

নটবর ॥ দাস মশাইর শরীরটা খুবই খারাপ মনে হচ্ছে ?

অধর ॥ আর কইবেন না। হেইদিন বাদায় ওগলাপাতা কাটতে গিয়া খুব জলে বিজছিলাম। তার পরদিন থেইকাই সর্দিকাশি আর জ্বর। দুই সপ্তাহ দইরা ক্যাশ ডোল বন্ধ। সুপারবাবু কন্ উপ্পর থেইকা নাকি ট্যাকা আহে নাই। আবার শুনি চুপে চুপে ক্যাও ক্যাও নাকি ট্যাকা পাইতেছেও। বিস্কোট বেচনের লেইগা রাখাল গৌরাঙ্গরে যে কয়টা ট্যাকা দিছিল, এই কয়দিনে হেই মূলদনও খাইয়া বইয়া আছি। তিনটা প্যাট কি কইর্যা যে চল্‌বো !

নটবর ॥ দাঁড়ান একটু।

বাসনা ॥ [নটবরের সামনে গিয়ে বাধা দিয়ে] না, কাকা।

নটবর ॥ [বিস্মিত হয়ে] বাসনা !

বাসনা ॥ হ কাকা। বিষকচুর মোথা খাইলে গলা কুটকুট করে—কিন্তু খুড়ীমার কতা শুনলে অন্তর জ্বইলা যায়।

[কচুর মূলগুলো তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে অাঁচলে ভরতে থাকে।]

নটবর ॥ [বাধা দিয়ে] ভালো হবে না বলছি, বাসনা, ভালো হবে না···

বাসনা ॥ [ক্রন্দনরুদ্ধ কণ্ঠে] না কাকা, ছাইড়া দেন আপনে, আমার আত ছাইডা দেন। আপনের দয়ার কতা বুলতে পারি না। কিন্তু খুড়ীমা মনে করেন আমরা কুত্তাবিলাইরও অদ'ম। বালবাইসা যদি খুদকুড়া দেয় তাও অমর্ত, কিন্তু গিন্না কইর্‍া যদি দয়া দেখায় তা বিষ অইয়া ওঠে, কাকা, বিষ অইয়া ওঠে···

অধর ॥ বাসনা !

বাসনা ॥ তুমি বুইল্লা যাইও না যে তুমি সর্দারের পো—তোমার বাপদাদারা লাইঠাল আছিল। আইট্টা কুড়াইয়া খাওয়নের থেইকা না খাইয়া মরণ অনেক বা'লো—তাতে পরাণ গেলেও মান বাচে।

[অধরের হাত ধরে বাসনার দ্রুত বেগে প্রস্থান। নটবর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। কৌশল্যা একটা ডালায় করে কিছু চাল নিয়ে প্রবেশ করে।]

নটবর ॥ চলে গেছে।

কৌশল্যা ॥ চলে গেল।

নটবর ॥ হ্যাঁ, যাবে যাবে—ওরাও মানুষ।

[দ্রুত বেগে বাইরে প্রস্থান। কৌশল্যা হতবাক হয়ে মুঠোয় চাল ধরে ঘাটতে থাকে। চোখ দুটো ছলছল। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[রিফিউজী ক্যাম্পের মাঝখানে একটা বট গাছের গোড়ায় রক বাঁধানো। বহু দিনের পুরনো রক—এখানে সেখানে ফাটল ধরেছে। বটগাছের গোড়ায় সিঁদুর মাখানো একটা ত্রিশূল। সেখানে শুকনো ও টাটকা কিছু ফুল বেলপাতা। সামনে রেকাবে সাজানো বাতাসা। ধর্মদাস, নিশি, শীতল প্রভৃতি আশেপাশের ঢিবিতে ও গাছের গুঁড়িতে ছড়িয়ে বসেছে। শীতলের হাতে একখানা সত্যনারায়ণের পাঁচালি। কাল গোধূলি। একটা অট্টহাসির মধ্যে পর্দা উঠবে।]

নিশি ॥ আমার ইচ্ছা অইছিল এক চড়ে বত্তিরিশটা দাত ফালাইয়া দেই।

ধর্মদাস ॥ [কচুর ডাঁটা দিয়ে কান চুলকোতে চুলকোতে] আমরাই ত তারে আশকারা দিতেছি। অদর দাসের বাড়িতে তার কত খাতির!

শীতল ॥ গৌরাঙ্গর লগে কি বা'ব! একজন আর একজনেরে ছাইড়া থাকতে পারে না—য্যান্ জোড়মানিক!

নিশি ॥ উপলক্ষ্য গৌরাঙ্গ, লক্ষ্য তো অর ছোট বইন। বাসনা, বাসনা···

শীতল ॥ [সুর করে] বিন্দে গো, মোর মনের কথা
কারে বা জানাই।

[একসঙ্গে হো-হো করে হেসে ওঠে সবাই।]

নিশি ॥ ছেমরিটারও খুব খ্যামাক, কাকা। অহংকারে মাটিতে পাও পড়ে না।

ধর্মদাস ॥ অর বাপের অহংকারই কম নাকি ! একদিন কতায় কতায় অদর দাসেরে কইছিলাম, আমার মনার লগে তোমার মাইয়ার বিয়া দেও না। কী জবাব দিল শুনবি ? কইল—তোমার মনার আতে দিলে সে আমার মাইয়ারে খাওয়াইব কী ? হুঃ ! ধর্মদাস য্যান্ মইরা গেছে !

নিশি ॥ মল্লেও তুমি বড়। মরা বামুন শূদ্রের দুনা। তোমার পোলার কাছে দিব ক্যান্ ! মাইয়ারে দিয়া রোজগার করণের মতলব অইছে অদর দাসের।

ধর্মদাস ॥ আর কইস না—ছেমরিটারে নটী বানাইয়া ছাল্ল !

[পেছনে কলসী কাঁকালে সুখদার প্রবেশ। তাকে দেখতে পেয়ে সবাই যেন চুপসে যায়।]

সুখদা ॥ [দু' পা এগিয়ে এসে] আইজকাইল বুজি মনার বাপের আর কোনো কাম নাই ! পাড়ার বউ-জিগোর কিচ্ছা গাইয়াই দিন কাটে।

ধর্মদাস। যা কইছ নারাণের মা ! দ্যাশগাও ছাইড়া আইয়া বউ-জিগোর ত আর পর্দা রইল না। কে কারে শাসন করব, কও ? এইখানে আইয়া সবৈ মোড়ল ! কার থেইকা কে ছোট !

নিশি। এইখানে আইয়া বানের জলে সব বাইস্যা গেছে—বাগে-ছাগলে এক গা'টে জল খায়।

সুখদা ॥ তাতেই ত তগো সুবিদা অইছে। কলতলায় মাইয়া মানুষ দেখলে শিস দেয়ন চলে।

ধর্মদাস ॥ কি যে কও নারাণের মা !

সুখদা ॥ কি যে কই ! শীতৈলারে জিগাও না, একটু আগেই কলতলায় ও কী করছে।

ধর্মদাস ॥ কি রে শীতল, কি কয় নারাণের মা !

শীতল ॥ সত্যনারায়ণের পাঁচালি পড়তে অইব। দেরি অইয়া যাইতেছিল— তাই আতপাওটা তরাতরি ধু'ইয়া আইছি।

সুখদা ॥ বাসনারে তুই ঠ্যালা মারস নাই ?

শীতল ॥ কতবার কইলাম সইরা যাইতে—সর না ক্যান্ !

সুখদা ॥ তার লেইগা একটা ওঠত্ত বয়সের মাইয়ার গা'র উপর গিয়া তুই পড়বি !

শীতল ॥ গা'র উপ্পুর পড়ি নাই—আত দিয়া ঠেইল্লা সরাইয়া দিছি ।

সুখদা ॥ [কটমট করে] সরাইয়া দিছি ! ত'রে হজুত করন দরকার ।

নিশি ॥ এক চখে দেখলে এইরকম অয় ! জাইতের ছোঁয়া লাগলে ইজ্জত যায় ! আর বেজাইত আইয়া যখন খাবলা খাবলা করে ?

সুখদা ॥ নিশি !

নিশি ॥ কমুনা ! কমুই তো । অগো লগে আমাগো মিশ খায় না, খাইতেই পারে না । বাঙ্গাল বাঙ্গালৈ আর গ'টি গ'টি ঐ ।

সুখদা ॥ গ'টিগো ত্যাশে যখন আইছস তখন তাগো লগে মিলামিশাই থাকতে অইব ।

ধর্মদাস ॥ কেষ্ট মণ্ডলও তো হেই কতাই কয় ।

সুখদা ॥ কেষ্ট মণ্ডল ! ঐ নচ্ছার বুড়া···

ধর্মদাস ॥ যাউক, আর কতা বাড়াইয়া লা'ব নাই, নারাণের মা । আইজ শনিবার । সত্যনারায়ণের পূজা দিতে আইছি এইখানে । পাঁচালি শুনতে আইও । এক জায়গায় থাকি—কাইজাকাটি বা'ল না । বাসনারেও লগে লইয়া আইও । মা-মরা মাইয়া—ছেমরির লেইগা আমার কষ্ট অয় ।

[সুখদা ধর্মদাসের প্রতি কটাক্ষপাত করে ।]

হ, বুল বুইজ না আমারে । তুমিও মা অইছ, আমারও ছাওয়াল পাওয়াল আছে । আমরা বুজি সবৈ । অগো কতা ছাইড়া দেও । জোয়ান বয়স—ত্যাল তো অখনো মজে নাই ।···আইও কিন্তু ?

সুখদা ॥ [ঈষৎ ঠোঁট বাঁকিয়ে] না আইলে তোমাগো পাঁচালি শুনুম ক্যামন্ কইরা ! শীতৈলা, সাবান মাইখ্যা গা'র আইষ্টা গন্দ ছাড়ান্ যায়—কিন্তু মনের আইষ্টা গন্দ আজার বার দুইলেও যায় না ।

[শীতল ও নিশির দিকে তীব্র কটাক্ষ হেনে সুখদার প্রস্থান ।]

ধর্মদাস ॥ সুখদারে রাগাইয়া লা'ব নাই। তাই একটু ঠাণ্ডা কইরা দিলাম।

শীতল ॥ কুট্‌নী মাগী! ওৎ পাইতা শুনতে আইছে আমরা কি কই না-কই। এই মাগীরে এইখান থেইকা খ্যাদাইতে অইব, কাকা। রাখাল ক্যামন্ কইরা ঠ্যাকায়, দেখুম···

নিশি ॥ হেঁ-হঁ-হেঁ! [কুটিল হাসি] সুখদা মোক্তার য্যান্ বন্নচোরা আম। চ্যাহারা দেইখা বোজনের জো নাই বয়স কত। শরীরের ক্যামন্ বান্ ছ্যাখ্ না!

ধর্মদাস ॥ হেঁ-হেঁ! সুখদার কানে একদিন গ্যালেই অয়—ত'র চখের জল আর নাকের জল এক কইরা ছাড়ব, নিশি।

নিশি ॥ রাহেন রাহেন, কত মাইয়া মানুষ হজুত কল্লাম। সুখদারে আবার ডরাইয়া চলতে অইব! ম্যান্দামারা মাইগা পুরুষরাই অরে ডরায়। পড়তো আমার আতে, ছ্যাখাইয়া দিতাম বিষ দাঁত বাঙ্গে ক্যামন কইরা!

শীতল ॥ মুখটার জোরেই বাইচা আছ নিশিদাদা—না অইলে এতদিনে শিয়ালে টাইনা নিয়া খাইত।

নিশি ॥ মিছা কস নাই শীতল। মুখটা আছে বইলাই সাইর' আছি। এত যে বাইরে গোরাগুরি করি, কিসের জোরে? ট্যাকের জোরে? না না, ক্যাবল এই মুখের জোরে, বুজলি, এই মুখের জোরে। হেইদিন শামবাজার থেইকা শামনগরের মোড়ে আইয়া নাইমা বাসের কণ্ডাক্টাররে চাইর পয়সা দিলাম। কয় পুরা বা'ড়া দিতে অইব!

ধর্মদাস ॥ কস্ কি নিশি?

নিশি ॥ হ। আমি কইলাম, আইজ আর পয়সা নাই, এ-ই নেও। না, হালার জিদ, ছাড়ব না আমারে।

শীতল ॥ তারপর?

নিশি ॥ তারপর যখন চখ পাকাইয়া কইলাম—জানো, আমি সরকারী

লোক, রিফুজী ? চাইর পয়সা যে দিছি এই তো বেশি। বেশি কতা কও তো তাও দিমু না।...আর যায় কোন্‌খানে! বাসের হগল লোক আমার দিকে।

শীতল ॥ কও কি নিশিদাদা!

নিশি ॥ হ, তারা কইল—রিফুজীর উপ্পর জুলুম কইর না। ছাইড়া ছ্যাও।

শীতল ॥ আমার বিশ্বাস অয় না। পিঠে কিছু না দিয়া...

নিশি ॥ অত সোজা না। হালা কণ্ডাক্টারের মুখ তখন শুকাইয়া চুন। নিশিকান্তরে পয়সার লেইগা আটকাইব বাসের কণ্ডাক্টার! হ্যালেই কোনদিন টিকেট কাইটা গ্যালাম না। ছ্যাশ ছাইড়া আইলাম, জমি-জমা ছাইড়া আইলাম···

শীতল ॥ তোমার আবার জমি আছিল কবে আর জমাই বা রাখছিল কে?

নিশি ॥ আরে আছিল, আছিল। এইখানে আইয়া কইতে অয়। কে কার জমির খবর রাখে? জমিদার কইলেই মারে কে! কাররই যখন কিছু নাই তখন আর ছোট অইয়া লা'ব কি! জমিজমা ফেইলা আইছি, এই কতা কইলেই না লোকের একটু দরদ পাওয়া যায়।

ধর্মদাস ॥ জমি লাঙ্গল দুইটাই দিব কইছে সরকার। ত'র তো আ'র আ'ল চাষ করনের খ্যামতা নাই। জোয়ালটা এইবার নিজের গা'ড়েই লইস।

শীতল ॥ বাজারে গিয়া মাছ বেচন আর বা'লো লাগে না। চৌদ্দ পুরুষে যেই কাম ক্যাও করে নাই, প্যাটের দায়ে তাই করতে অইতেছে। আর হালার মাছ যোগাড় করনৈ কি কম ঠ্যালা নাকি! এট্টু জমি পাইলে···

নিশি ॥ ক্যান্! বাজারে গিয়া ক্যামন্ সুন্দর সুন্দর ছুকরী নজরে পড়ে! আইজকাল মাইয়ারাও বাজার করতে আহে, ধর্মদাসখুড়া!

ধর্মদাস ॥ তাগো দেইখা তো আর প্যাট ব'রে না।

নিশি ॥ মন তো ব'রে, ধর্মদাসখুড়া। ক্যাম্পের এই ছিড়া তাম্বুর মদ্দে থাইকা থাইকা মনগুলা একেবারে ছিড়া কাথার মতন অইয়া

যাইতেছে। এমন খাসা খাসা সব মাইয়া আছে বাজারে যে দেইখা মনে অয় য্যান্ চন্দন বিলে পদ্মফুল ফুইটা রইছে।

ধর্মদাস ॥ [উঁকি মেরে দেখে] এ ব'র সন্ধ্যায় খাজুর গাছের ডাইল কাটে কে? রাখাল না?

নিশি ॥ [গলা বাড়িয়ে দেখে] হ, হেই বান্দরটার মতনৈ তো দেখা যাইতেছে।

ধর্মদাস ॥ তলায় কে? বাসনা না?

শীতল ॥ [দাঁড়িয়ে দেখে নেয়] গাছের মাতা'য় কিষ্ট ঠাকুর আর তলায় আছেন শ্রীরাদা! [সুর ক'রে গেয়ে ওঠে]

মরিব মরিব সখী, নিশ্চয় মরিব।
কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো।

[নেপথ্যে]

বাসনা ॥ রাখুদা, আর লাগবো না। এইতেই অইব।

রাখাল ॥ কেন ভয় পেলি নাকি! শ্যাল-কুকুর ওরকম ডেকে থাকে।

[শীতল আবার গেয়ে ওঠে]

সকল অঙ্গ খেয়োরে কাক, না রাখিও বাকী;
শুধু কৃষ্ণ দরশন লাগি রেখো দু'টো আঁখি।

[একটা ধারালো কাটারি হাতে প্রবেশ করে রাখাল]

ধর্মদাস ॥ কার উকুমে খাজুরপাতা কাটতেছ?

রাখাল ॥ খেজুরপাতা কাটতে আবার হুকুমের দরকার আছে নাকি!

ধর্মদাস ॥ এইটা ক্যাম্পের দখলে। কমিটির উকুম ছাড়া এইখানে কিছু করা ব্যাআইনী।

রাখাল ॥ অ!

[শীতল ও নিশি রাখালকে কিলঘুষি দেখায়। রাখাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে।]

নিশি ॥ বাসনার লেইগা অত দরদ থাকে, নিজেগো বাগান থেইকা খাজুরপাতা আইনা দিলেই তো অয়। ক্যাম্পের গাছে আত না দিলে অয় না!

শীতল ॥ বাপের জমিদারি কি না!

রাখাল ॥ [কটমট ক'রে তাকিয়ে] না, তোমাদের জমিদারি! পাকিস্তান থেকে এসে সব জমিদারি পেয়েছো তোমরা ?

ধর্মদাস ॥ এইগুলি সরকারী জমি। অখন আমাগো দখলে।

রাখাল ॥ আপনাদের দখলে তা অস্বীকার করবে কে ? কিন্তু সরকারী জমিই যদি হবে, তবে আর জমি জমি ক'রে চেঁচিয়ে মরছেন কেন ?

শীতল ॥ হালার তো দেখি বড়ো বড়ো কতা!

ধর্মদাস ॥ যাউক, এই সমস্ত ছাতামাতা লইয়া কাইজা কইরা লা'ব নাই! খামাকা অশান্তি।

নিশি ॥ আপনের কাছে ছাতামাতা অইতে পারে, কিন্তু আমাগো কাছে না। এই ক্যাম্পে আইয়া কোনো বাইরের লোক যদি ফপরদালালি করে, আমরা তা সহ্য করুম না।

শীতল ॥ কিছুতেই না। বা'লো আছি মন্দ আছি, আমরা নিজেগোটা নিজেরাই বুজুম। এক সময় কাইজাও করুম, আবার এক সময় মিলুমও। তা লইয়া অন্যের মাতা গামাইতে অইব না।

নিশি ॥ হালা আহে গতরের ত্যাল দ্যাখাইতে! হেইদিন সুখদা মোক্তারের পোলা নারাণরে সাপে কাটলো। ওগলা পাতা সরাইয়া ঢোরা সাপটারে মাইরা আমাগো মাতার উপ্পর দিয়া গুরাইতে লাগলো। ইচ্ছা অইছিল হালার মশকরা করণ ছুটাইয়া দেই। বাপের জন্মে আমরা য্যান্ সাপ দেখি নাই—ও আমাগো সাপ দ্যাখাইছিল!

[বাসনা পেছন দিক থেকে এসে রাখালের হাত থেকে কাটারিটা নিয়ে নেয় ও তাকে চলে যেতে চোখে ইশারা করে]

নিশি ॥ [বাসনাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে] ঐ সাপেই তরে একদিন ছোবলাইয়া খাইব।

[শীতল হি হি করে হেসে ওঠে। রাখাল রাগে দাঁত কড়মড় করতে থাকে।]

বাসনা ॥ [রাখালের হাত ধরে টেনে] তুমি বাড়িতে যাও, রাখুদা। গাঙ দিয়া সারি গাইয়া যায়, তার লেইগা গাঙের জল অশুদ্দ অয় না।

[নিশি ও শীতল এক সঙ্গে হি হি ক'রে হেসে ওঠে। রাখাল প্রস্থানোদ্যত হয়। শীতল নিশিকে এমনভাবে ধাক্কা মারে যে সে গিয়ে রাখালের গায়ের ওপর পড়ে। রাখাল শক্ত মুঠিতে তার হাতটা চেপে ধরে।]

শীতল ॥ তবে রে হালা···

[ধেয়ে রাখালকে মারতে যায়। বাসনা কাটারিটা উঁচিয়ে ধরে।]

বাসনা ॥ আর এক পাও আউগাইবা তো কাইটা দুই টুক্‌রা কইরা ফালামু।

[শীতল থমকে দাঁড়ায়। অন্য দিক দিয়ে প্রবেশ করে সুখদা।]

সুখদা ॥ মনার বাপের সত্যনারায়ণের পূজা দেখছি জমছে বা'লো!

ধর্মদাস ॥ আর কইও না নারাণের মা, ছ্যামরাগো লইয়া আর পারি না!

সুখদা ॥ রাখাল, বাড়িতে যা।

[নিশির হাতটা ছেড়ে দিয়ে রাখাল প্রস্থানোদ্যত হয়। বাসনা তাকে অনুসরণ করে।]

বাসনা, তুই থাক্।

[বাসনা বিস্মিত হয়ে সুখদার মুখের দিকে তাকায়।]

দাওটা রাখাল রে দিয়া দে।

[বাসনা রাখালকে কাটারিটা দিয়ে দেয়। রাখাল আঙুল দিয়ে কাটারির ধার পরীক্ষা করতে থাকে।]

সাবদা'নে যা। মাতা গরম করিস না।

[রাখাল যেন কিঞ্চিৎ লজ্জিত হয়। মাথা হেঁট ক'রে চলে যায়।]

কী অইছিল, মনার বাপ?

ধর্মদাস ॥ রাখাল ক্যাম্পে আইয়া খাজুরের ডাইল কাটতেছিল।

সুখদা ॥ কারো গলা তো কাটে নাই ?

শীতল ॥ খাজুরের ডাইলই বা কাটব ক্যান্ ?

সুখদা ॥ শীতৈলা, খাজুরপাতার পাখা বানাইয়া বাসনা দুইটা পয়সা কামায়। তাতে কি তগো বুকে চিতা জ্বলে ?

নিশি ॥ কইলে আমরা পাইড়া দিতে পারি না !

সুখদা ॥ অ-হ্-হ্-হঃ ! দয়ার শরীর তগো ! এক কুটা দিয়া দশ কাহন চা'বি। তগো আমি চিনি না, ঢ্যাম্না !

নিশি ॥ মুখ খারাপ কইর না সুখদামাসি। এমন খবিশা চোপা আর দেখি নাই !

সুখদা ॥ চিতায় চড়াইলে যে সুখদার মুখ পোড়া যাইব না, এই কতা কে না জানে ! কিন্তু তগো মাংস এমন তিতা যে শিয়ালকুত্তারে দিলেও তারা খাইব না। আয় বাসনা, এই দিকে আয়। আমার কাছে আইয়া বয়।

[বাসনা চলে যাবার জন্যে উস্‌খুস্ করতে থাকে।]

পূজার সাম্‌নে আইয়া যাইতে নাই—পাপ অয়।

[হাত ধরে বাসনাকে টেনে নিয়ে এসে সুখদা একটা জায়গা ক'রে বসে।]

ধর্মদাস ॥ [বাসনার আড়ষ্ট ভাব দেখে] বা'লো অইয়া বয়। ডর কি ! ঠ্যাব্‌তার সাম্‌নে বক্তিনম্র অইয়া বইতে অয়। মনে কোনো পাপ রাখিস না।

সুখদা ॥ খাসা কতা কইছ মনার বাপ। মনে মনে এত যে তোমার জিলাপির প্যাচ, কিন্তু ঠাকুরত্যাব্‌তা দেখলেই তুমি একেবারে লুটাইয়া পড়ো।

ধর্মদাস ॥ কার মনে না পাপ আছে, নারাণের মা ! ব'ক্তি অইল আকাশের বিষ্টির মতন, মনের সমস্ত ময়লা দো'য়াইয়া লইয়া যায়।

সুখদা ॥ কিন্তু নর্দমার ময়লা একেবারে যায় না, মনার বাপ—যেমন যায় আবার তেমন জমেও।

ধর্মদাস ॥ তোমার লগে কতায় পারুম আমি, নারাণের মা! তোমার বয়স বাড়ছে আর রসও বাড়ছে।

শীতল ॥ [সুর ক'রে গেয়ে ওঠে]

আমার রসের নাগর রসের কথা কয়,
যেমন ভাদ্র মাসের তালের বড়া রসে ভরা রয়।

নিশি ॥ অহো!

ধর্মদাস ॥ নে রাখ, তগো রসিকতা রাখ্। লণ্ঠনটা দ'রা দেখি। পাঁচালি পড়ন লাগবো তো।

[শীতল একটা কেরোসিনের লণ্ঠন ধরাতে থাকে।]

নিয়ম রক্ষা করন আর কি। ত্থাশের বাড়িতে আদ মণ পঁচিশ স্যার দুদে'র সিন্নি অইত। এই পোড়া ত্থাশে দুদ কই? আটে যাও বাজারে যাও, এক ফোটা দুদ পাইবা না। পোড়া ত্থাশে মানুষের মদ্দেও রস নাই, গাইয়ের বাটেও দুদ নাই—সব য্যান্ পোড়া কাঠ!

শীতল ॥ [গুনগুনিয়ে পাঁচালির সুরে গায়]

ষোড়শ বয়সী বালা বিষম মদন জ্বালা রে—
ওরে বিধিরে, পতি বিনা রহিব কেমনে।

[নিশি খলখলিয়ে হেসে ওঠে। সুখদা কটমটিয়ে তাকায়।]

ধর্মদাস ॥ [ধমক দিয়ে] আঃ! ঠাকুরত্থাব্‌তার সাম্‌নে এই সমস্ত কি অইতেছে! সব কিছু লইয়া খ্যালা নাকি!

[শীতল লণ্ঠনটা ধরিয়ে সাম্‌নে এনে রাখে।]

সুখদা ॥ আইজকালের ছ্যামরাগুলি এই রকমই অইছে। কোন্‌খানে কি কত্তে অয় জানে না। চব্বিশ গ'ণ্ডা গাটেপাত যা করবো তাইত অইব। অগো ঠাকুরত্থাব্‌তা অইছে অখন ছিনেমার ব্যাটামাগীরা।

নিশি ॥ সুখদা মোক্তারের সবখানেই মোক্তারি! মনে অয় য্যান্ তার চালার নিচে সবে থাকে।

সুখদা ॥ ফোস্কা পল্ল নাকি ?

ধর্মদাস ॥ চুপ কর নারাণের মা। সত্যনারায়ণের স্যাবায় আইয়া একটা বিবাদ বাজাইয়া দিবা নাকি!

নিশি ॥ গলা খুসখুস করতে আছে যে! কাইজা না কল্লে কি বা'লো লাগে ?

সুখদা ॥ নিশি মণ্ডলের বড় গলা অইছে দেখতেছি।

[নিশি শীতলের কানে কানে কি বলে ।]

কানাকানি ক্যান্? সাহস নাই জোরে কওনের ?

ধর্মদাস ॥ শীতল, নে এইবার পাঁচালি দর।

[শীতল ন্যাকড়ায় জড়ানো পাঁচালিটা খুলতে থাকে। তাড়ি খেয়ে মাতাল অবস্থায় ঢোকে ধর্মদাসের ছেলে মনা। পা দুটো ঈষৎ টলছে—কথাও খানিকটা আড়ষ্ট।]

মনা ॥ জয়, বাবা সত্যনারায়ণের জয়। বাবা তিরশূলদারী বো'লানাথ, তোমারও জয়। আর জন্মদাতা পিতা আমার—স্বর্গের থেইকাও বড়—তোমারও জয়। তোমাগো তিনজনের চরণেই আমি দণ্ডবৎ অই···

[সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে মাটিতে সটান শুয়ে পড়ে ও জিভ দিয়ে মাটি চাটতে থাকে। ধর্মদাস রাগে ফুলতে আরম্ভ করে। বাসনা ভয়ে সুখদাকে জড়িয়ে ধরে]

নিশি ॥ এই মনা, ওঠ।

[হাত ধরে টান মারে।]

মনা ॥ না, আমি উঠুম না। বর না পাইলে উঠুম না।

নিশি ॥ কি বর চাস তুই ?

মনা ॥ [মাথাটা খানিকটা তুলে নিশির দিকে তাকিয়ে] বেশি না। [আঙুল দেখিয়ে] মাত্র দুইটা ট্যাকা।

নিশি ॥ ট্যাকা দিয়া কী করবি ?

মনা ॥ ছিনেমায় যামু ।

নিশি ॥ এই অবস্থায় তুই ছিনেমায় যাবি ?

মনা ॥ হ, যামু । বৈজন্তীমালারে দেখুম । বৈজন্তী আমারে পাগল করছে । কই বাবা, আমারে দুইটা ট্যাকা দ্যাও ।

ধর্মদাস ॥ এইখানে আমি ট্যাকা লইয়া আইছি ?

মনা ॥ যেইখান থেইকা পারো হেইখান থেইকা দ্যাও । বৈজন্তী মালারে আমি আইজ দেখুমঐ । অ আমার বৈজন্তী মালারে—তুই কাঞ্চন-মালারে হার মানাইছস···

ধর্মদাস ॥ কিষ্ট মণ্ডল তাড়ি খাওয়াইয়া শ্যাষ কল্ল !

মনা ॥ কিষ্ট মণ্ডলরে দুইষ না । আমারে সে তাড়ি খাওয়ায়, আর তোমারে ? তোমারে খাওয়ায় তাড়ির ব্যবসার বাগ । হু-র্‌-র্‌-রে । আমি সব জানি ।

[টলতে টলতে উঠে বসে ।]

কই বাবা, দেরি সয় না, ট্যাকা ফ্যালো ।

ধর্মদাস ॥ [ধর্মদাস রাগে ছুটে আসে] ট্যাকা ! ও'রে জুতা মারুম ।

[মনা টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায় ।]

মনা ॥ ক্যান্ , জুতা মারবা ক্যান্ ? আমার বুজি শখ আহ্লাদ নাই ? আমার বয়স অয় নাই ? এই বয়সে তোমার কয়টা পোলাপান অইছিল ?

ধর্মদাস ॥ হারামজাদা কুলাঙ্গার ! মুখে যা আহে তাই কয়···

[মারতে উদ্যত হয় । নিশি বাধা দেয় ।]

সুখদা ॥ মনার বাপ, মাইরা কি আর স্বভাব ফিরাইতে পারবা ? দ্যাশগাও ছাইড়া আইয়া আমাগো বা'তও গেছে, জাইতও গেছে । পয়সা দিয়া যারা রোগ কিনা আনে তাগো রোগ ছাড়ান্ যায় না ।

মনা ॥ জুয়ান বয়সের ক্ষুদা নাই বুজি ? জানো সুখদামাসী, চাইর মাস বাদে আমার একটা বা'ই অইব···

সুখদা ॥ মুখে আগুন, মুখপোড়া !

[বাসনা লজ্জায় সুখদার বুকে মুখ লুকোয় ।]

ধর্মদাস ॥ যা শূয়রের বাচ্চা, এইখান থেইকা যা । সত্যনারাণের স্যাবায় আইছি—তার মদ্দে কৈত্থনে আইয়া আপদ জুটলো ?

মনা ॥ সত্যনারাণের কাছে সত্য কইছি—তাতে ডরটা কিসের ?

ধর্মদাস ! [গলা ধাক্কা দিয়ে] যা ব্যাজন্মা কোথাকার !···এমন পোলা জন্ম দিয়া কি গুখোরী কামই করছি ।

মনা ॥ [মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদে] নিশিদাদা, বাবা আমারে মার ! আমি বুঝি জানি না কিছু ! সব জানি আমি, সব জানি—সব কত্তা আমি ফাঁস কইরা দিমু···

[ধর্মদাস ট্যাঁক থেকে দু'টো টাকা বার ক'রে নিশির হাতে দেয় ও তাকে চোখে ইশারা করে । নিশি হাতে ধরে মনাকে তোলে ও কানে কানে কী বলে । মনার মুখে হাসি ফোটে । তারপর টলতে টলতে যেতে থাকে । মুখে তার গুনগুনানি—'আমার বৈজন্তী তাসের বিস্তি—তারে কি গো ভোলা যায় ।' মনাকে বাইরে পোঁছে দিয়ে ফেরার সময় নিশি হাঁটু দিয়ে পেছন থেকে বাসনাকে একটা ঠেলা মেরে চলে আসে । বাসনা আঁতকে উঠে জোরে সুখদাকে জড়িয়ে ধরে ।]

সুখদা ॥ কি রে, কী অইছে ?

বাসনা ॥ চলো । মানুষ—না জানোয়ার !

[নিশি দু'জনের দিকে আড়চোখে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে ।]

সুখদা ॥ [নিশিকে] মাইয়া ছেইলার গায় দাকা না মাইরা বুজি যাওন যায় না ?

নিশি ॥ কে মার দাকা !

সুখদা ॥ তুই-ই মারছস, হারামজাদা । বদামী কইরা কইরা আস্পদ্দা বাইরা গ্যাছে !

নিশি ॥ যা তা কইও না সুখদামাসী। কারে দাক্কা মাল্লাম আমি!

সুখদা ॥ দাক্কা মারস নাই? নাইলে বাসনা অমন কল্ল ক্যান্?

নিশি ॥ আহনের সময় অয়ত অসাবদানে পাওটা অর গায় লাগছে।

সুখদা ॥ অসাবদানে! যুবতী মাইয়ারে ত'রা জাপ্‌টাইয়া দরস অসাবদানে?

নিশি ॥ দ্যাখ্‌ছ তুমি?

সুখদা ॥ দ্যাখ, মুখে মুখে বেশি ঠ্যাটামি করবি না। ক্যাম্পের মাইয়াগো গাটেপতে যাওনের জো নাই তগো জ্বালায়!

শীতল ॥ অঃ! গায়ে পাওটা লাগনেই একেবারে ফোস্কা পইড়া গ্যাছে! একটা জুয়ান পোলার লগে যখন বাগানে গিয়া ল্যাপ্টালেপ্টি করে তখন তো কিছু অয় না।

নিশি ॥ পেয়ারের লোক যে। ক্যাম্পের মানুষ ছুঁইলে জাইত যায়; আর চাষীপাড়ায় গিয়া তো বিন্দাবনের লীলাখ্যালা অয়। আমাগো নজরে পড়ে সবৈ।

সুখদা ॥ [তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে কটমট ক'রে একবার সবার দিকে তাকায়।] সত্যনারায়ণ পূজার নাম কইরা বুজি এই সব ঢ্যামাগো ডাকন অইছে কচাল করনের লেইগা?

ধর্মদাস ॥ [তালুতে জিভ ঠেকিয়ে টুক ক'রে শব্দ ক'রে] ক্ষান্ত দেও নারাণের মা। পাঁচালিটা পড়তে দেও।

সুখদা ॥ কোন্ পাঁচালি? সত্যনারায়ণের পাঁচালি, না তোমাগো পাঁচালি?

ধর্মদাস ॥ তুমি বড় কতা বাড়াইতে পারো, নারাণের মা। অসাবদানে কারো গায় পাও লাগতে পারে না?

সুখদা ॥ তা তো কইবাই। নাইলে তোমার পোলার ঐ দশা অইব ক্যান্!

ধর্মদাস ॥ তোমার মুখে আর লাগাম নাই।

নিশি ॥ গলায় কচু দিয়া খালি বিবাদ করন!

[সুখদা কী বলতে চায়। বাসনা তাকে বাধা দেয়।]

সুখদা ॥ চুপ কর তুই। মনার বাপ কি মতলবে এই পূজা বহাইছে আমি জানি। কিষ্টমণ্ডল তারে লোভ দেখাইছে, জমি দিব। তাই বাদায় বসতের লেইগা আমরা সরকারের কাছে যে দরখাস্ত করছি তাতে উনি দস্তখত করেন নাই।

ধর্মদাস ॥ [তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে] তুমি তো সবৈ জানো!

সুখদা ॥ জানি বই কি। কিষ্ট মণ্ডলের বাড়িতে যে তুমি আড্ডা দ্যাও তা কি কারো অজানা? তোমার লগে একত্র অইয়া জোট পাকাইছে ঐ সব শয়তানেরা। চাষীগো লগে একটা বিরোদ বাদাইতে চাও।

ধর্মদাস ॥ মিছা কতা কইও না নারাণের মা—জিব্বা তোমার খইসা পড়বো।

সুখদা ॥ আর তুমি যদি মিছা কতা কও তবে কুষ্ঠরোগে তোমার সব্বাঙ্গ গইলা গইলা পড়বো।...রাখাল এইসব কুচুটেপনায় বাদা দেয় বইলা তার উপ্পর তোমাগো রাগ।

নিশি ॥ বিন্দে দূতী।

সুখদা ॥ পূতা দিয়া দাত বাইঙ্গা দিমু।

ধর্মদাস ॥ [মোলায়েম সুরে] চুপ দেও, চুপ দেও নারাণের মা। রাগের মাতায় যা তা কইয়া লাব কি? দ্যাশগাও ছাইড়া আইয়া আমরা যদি খালি বিবাদই করি...

সুখদা ॥ বিবাদের প'ত তুমিই খুলছ, মনার বাপ। রিফুজীগো বন্দু সাইজা তাগো সব্বনাশ করার তালে আছ।

ধর্মদাস ॥ তুমি জানো সব?

সুখদা ॥ হ, জানিই তো। রিফুজীগো নাম কইরা সরকারের কাছ থেইকা ট্যাকা আদায় করবা আর তা মাইরা দিবা। এই ফন্দিতেই তো আছ।

ধর্মদাস ॥ বা'লো অইব না, বা'লো অইব না, নারাণের মা। এত মিছা কতা কইলে ধম্মে সইব না।

সুখদা ॥ অঃ আমার ধম্মপুত্তুর যুদিষ্টির রে! আমারে ধম্মের ভয় দেখাইতে

আছে ! ধম্ম যদি তোমার থাকত তবে আর একখান দরখাস্ত ল্যাখার লেইগা ক্যাম্পের গরীবগো কাছ থেইকা চাইর গণ্ডা কইরা পয়সা আদায় করতা না ।

ধর্মদাস ॥ তা খাটুম, নিমু না !

সুখদা ॥ হ হ, কত রকমের খাট্‌নিই আছে তোমার । ক্যাম্পের সব খবর পৌছাইতে কি কম খাটতে অয় !

ধর্মদাস ॥ কোন্‌খানে পৌছাই ?

সুখদা ॥ যেইখানে পৌছাইলে আখেরে তোমার বা'লো অইব হেইখানেই পৌছাও । চাইর টাকা ডোল পাইয়াই তো অত আরামে থাকন্‌ চলে !

ধর্মদাস ॥ নারাণের মা, ছাওয়াল লইয়া গ'র করো । আমার নামে মিছা কতা কইয়া কি তোমার বা'লো অইব ?

শীতল ॥ [গলা চড়িয়ে] সত্যনারায়ণ প্রীতে হরি হরি বলো মন···

সবাই এক সঙ্গে ॥ হরিবোল ।

[অকস্মাৎ নেপথ্যে বহুদূরে জনতার কোলাহল শুনতে পাওয়া যায় । সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে ।]

ধর্মদাস ॥ গণ্ডগোলটা কোন্‌ দিকে রে, শীতল ? চাষীপাড়ার দিকে না ?

শীতল ॥ হ, মনে অয় হেই দিকেই ।

নিশি ॥ কী ব্যাপার বুজতে পারতেছি না, দম্মদাসখুড়া !

ধর্মদাস ॥ এই দিকেই য্যান্‌ আউগাইতেছে মনে অয় ।

শীতল ॥ লোকগুলা ক্ষেপলো নাকি !

[হঠাৎ ব্যস্তভাবে গৌরাঙ্গর প্রবেশ ।]

গৌরাঙ্গ ॥ রাখাল এইদিকে আইছিল, সুখদামাসী ?

সুখদা ॥ একটু আগেই তো এইখান থেইকা গেল ।

গৌরাঙ্গ ॥ অ !

বাসনা ॥ কী অইছে, দাদা ?

গৌরাঙ্গ ॥ নিশি, শীতল ত এইখানেই আছে দেখছি !

ধর্মদাস ॥ কী অইছে, গৌরাঙ্গ ?

গৌরাঙ্গ ॥ এমন দুশমন কে আছে এই ক্যাম্পে !

সুখদা ॥ কী অইছে খুইলা ক' গৌরাঙ্গ ?

গৌরাঙ্গ ॥ চাষীপাড়া আগুন ।

ধর্মদাস ॥ আগুন ! ক্যান্ ক্যান্ আগুন—ক' গৌরাঙ্গ ?

গৌরাঙ্গ ॥ আগুন লইয়া খ্যাল্ছ তোমরা অনেকেই । ল্যাজের আগুন নিবাইতে এইবার নিজেগো মুখ পুড়বো ।

ধর্মদাস ॥ আমরা তো কিছু করি নাই ।

গৌরাঙ্গ ॥ করো আর না-ই করো—ক্যাও র‍্যাহাই পাইবা না । রিফুজী ক্যাম্প আইজ পুইড়া ছাই অইব । রাখালরে খুইজা পাওয়া যাইতেছে না ।

বাসনা ॥ [ব্যাকুলভাবে] দাদা !

সুখদা ॥ কী কস্ গৌরাঙ্গ !

গৌরাঙ্গ ॥ হ, চাষীপাড়ায় রইটা গেছে, কারা নাকি রাখালরে খুন কইরা লাস গুম কইরা ফালাইছে ।

বাসনা ॥ [আর্তনাদ ক'রে ওঠে] দাদা !

গৌরাঙ্গ ॥ সত্য মিথ্যা জানি না । যদি সত্য অয়···তবে কী যে অইব, কী যে অইব আমি বুজতে পারি না ।

[প্রস্থানোদ্যত । বাসনা গৌরাঙ্গর হাত ধরে কাঁদতে থাকে ।]

বাসনা ॥ দাদা দাদা, আমিও ত'র লগে যামু ।

গৌরাঙ্গ ॥ তুই যাবি কোন্খানে ! হতচ্ছাড়ী, তর লেইগাই ত এত কাণ্ড !

সুখদা ॥ [শাসনের সুরে] গৌরাঙ্গ !

বাসনা ॥ হ, আমি যামু, আমি যামু···আমার বিশ্বাস অয় না, বিশ্বাস অয় না আমার । রাখালদারে আমি খুইজা বাইর করুমই । আমি বুজতে

পারছি, বুজতে পারছি আমি—শয়তান•••এর পিছনে শয়তান আছে। রাখালদা মরতে পারে না। আমার মন কয় সে বাইচা আছে···চল্, দাদা তুই চল্···

[গৌরাঙ্গর সঙ্গে প্রস্থানোদ্যত হয় বাসনা।]

সুখদা ॥ সত্যনারায়ণের পরসাদ লইয়া যা।

বাসনা ॥ [আবেগভরা কণ্ঠে] না না, ছ্যাব্ডা আমার মাতায় থাকুক। এইখানে সত্যনারায়ণ নাই, সুখদামাসী, সত্যনারায়ণ নাই—আছে মিথ্যা নারায়ণ।···

[গৌরাঙ্গর সঙ্গে দ্রুত প্রস্থান।]

সুখদা ॥ মনার বাপ!

ধর্মদাস ॥ তুমি বিশ্বাস করো, নারাণের মা, বিশ্বাস করো—গ'টনা যদি সত্যো অইয়া থাকে, তবে আমাগো তাতে কোনো আত নাই। কাইজা করতে পারি, বিবাদ করতে পারি, বাচনের লেইগা অধম্মের কামও করতে পারি—কিন্তু একটা জল্‌জ্যান্ত মানুষরে খুন করামু, এমন কসাই আমি অইনাই, নারাণের মা, এমন কসাই অইনাই। তুমি আমারে বিশ্বাস করো।

সুখদা ॥ সত্যনারায়ণের আসন ছুইয়া কও···

ধর্মদাস ॥ হ, আমি তাই কমু···তাই কমু···

[আসনের দিকে হাত বাড়ায়। হাতটা কাঁপতে থাকে। সুখদা বিকটভাবে হেসে ওঠে।]

সুখদা ॥ আত কাপতেছে ক্যান্, মনার বাপ? মনের অগোচর পাপ নাই।

ধর্মাদাস ॥ [চিৎকার ক'রে বলে ওঠে] না না, আমি কখনো চাই নাই রাখাল খুন অউক···রাখাল খুন আউক, আমি কখনো চাই নাই···

[চিৎকার করতে করতে প্রস্থান। সুখদা আরো জোরে হেসে ওঠে। মঞ্চ অন্ধকার হবে ও পর্দা পড়বে।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যপট। বেলা পূর্বাহ্ন। শান বাঁধানো জায়গায় বসে গৌরাঙ্গ ঝাঁকি জাল বুনছে ও আপন মনে গান গাইছে।]

(গান)

বাবুই রে, তোর ছিল কতই আশা।
ঠোঁটে কইরা আনলি কুটা,
বাঁধলি ডালে বাসা।
বিধাতা যার হয় বিমুখ,
কপালে তার নাইরে সুখ,
হায় ঘর বাইন্দাও সার হয় তার
দুখের জলে ভাসা।
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে
কান্দে আমার মন,
পাখপাখালি কাইন্দা মরে,
কান্দে গহিন বন।
হায়রে আমার এই কি দশা!
ঘর ছাইড়া তোর বাইরে বাসা।
আশার আশায় কাইন্দা মরি,
আশাই সর্বনাশা।

[প্রবেশ করে বৃদ্ধ কানাই মোক্তার।]

কানাই ॥ ত'র গান শুইন্যা দ্যাশের কতা মনে পড়ে রে, গৌরাঙ্গ।

[গৌরাঙ্গর পাশেই উপবেশন করে।]

গৌরাঙ্গ ॥ এই ক্যাম্পের জীবন আর বা'লো লাগে না, মোক্তারকাকা।

কানাই ॥ কানাই মোক্তারেরই কি বা'লো লাগে রে। কী করুম! দ্যাশের

লোকগুলি এইখানে পোকামাকড়ের মতন পইড়া আছে। তাগো ছাইড়া গিয়া কোনোখানে থাকতে বা'লো লাগে না।

গৌরাঙ্গ ॥ ক্যাম্পের ছিড়া তাম্বুগুলির মতনই অইছে আমাগো জীবন। যত তালিই দেই না ক্যান্, ফুটা আর বন্দ অয় না।

কানাই ॥ গীতায় আছে, গৌরাঙ্গ, পরনের কাপড় ছিড়া গেলে তা ফেইল্যা দিয়া যেমন নতুন কাপড় পরতে অয়, জীবনও ত্যামন পুরাণ মনে অইলে নতুন কইরা গড়তে অয়। এই পুরাণ শিবিরে আর চলবো না, এমন নয়া শিবির গড়তে অইব যেইখানে পাবি নয়া জীবন।

[গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কানাই মোক্তারের দিকে তাকায়।]

হ। তুই কি মনে করস পচা ত্যানার মতন জীবন খালি পচতেই থাকবো? জীবন কি এতই ফ্যাল্না জিনিস রে? ঈশ্বর মানুষরে জীবনও দিছে, বুদ্দিও দিছে। হেই বুদ্দি যারা খাটাইতে পারে না, তাগো আমি মানুষ কই না।

গৌরাঙ্গ ॥ বুদ্দি তো শয়তানেরও আছে।

কানাই ॥ হ আছে, স্বীকার করি। কিন্তু একটা কতা মনে রাখবি—বন্দুক দিয়া ডাকাতি করণও যায়, আবার ডাকাইতেরে ঠ্যাকানোও যায়।

গৌরাঙ্গ ॥ জীবনে কত শখ আহ্লাদই আছিল, মোক্তার কাকা। গেরামের পাশেই নদীর পাড়ে আছিল বিরাট গঞ্জ। আশা আছিল, গাওয়াল কইরা কিছু পয়সা কামামু। তারপর গঞ্জে খুলুম একখান্ দোকান। দেখতে দেখতে দোকান বড়ো অইব। মোহন ব্যাপারীর চৌচালাটার মতন তুলুম একটা বড়ো টিনের গ'র—টিন কাইটা সুন্দর জালর জুলাইয়া দিমু চাইরদিকের চালে।...হায়, আইজ ওগলা পাতার জালর জোলে আমার ছিড়া তাম্বুর চালে!

কানাই ॥ বুড়া অইছি—গতরে আর হেই তাগদ নাই। কিন্তু মগজ আমার শুকাইয়া যায় নাই। আমি যান্ দেখতে পাইতেছি—এই ছিড়া তাম্বু থেইকাই একদিন গজাইয়া উঠবো নতুন বালাখানা। হেই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই আমি মরতে চাই।

গৌরাঙ্গ ॥ আপনের মামলার তারিখ পল্ল কবে ?

কানাই ॥ দেরি আছে। দইরা নিলেই তো আর অইব না—চার্জসীট তো দাখিল কত্তে অইব। কানাই মোক্তার নিজেই জ্যারা কইরা কোর্ট' ইনস্পেক্টররে যে কাইত করতে পারবো, জামীনের দিনৈ হেইটা ট্যার পাইছে।

গৌরাঙ্গ। আপনে না থাকলে কাইল রাত্রে এইখানে কী কাণ্ডই যে গটতো।

কানাই ॥ রাখাল বু'ল করছে। বাড়িতে খবর না দিয়া ডাইরি করনের লেইগা সোজা থানায় যাওন ঠিক অয় নাই।

গৌরাঙ্গ ॥ গেছিল থানায় জানাইতে যাতে চাষীগো আর রিফুজীগোর মদ্দে খুনাখুনি না অয়। চাষীপাড়ায় খবরটা রটাইল কে বুজি না।

কানাই ॥ যারা আন্দারে একা পাইয়া রাখালের মাতা ফাটাইছে তাগোই কোনো একজন।

গৌরাঙ্গ ॥ রাখাল চিনতে পাল্ল না ?

কানাই ॥ কারো নাম তো কইতেছে না।

গৌরাঙ্গ ॥ কিন্তু দোষটা তো পল্ল রিফুজীগো উপ্পর।

কানাই ॥ তার লেইগাই ত রাখালরে ঐবা'বে আন্দারে মারছে।

গৌরাঙ্গ ॥ রাখাল নাম কয়না ক্যান্ ?

কানাই ॥ অয়তো কোনো রহস্য আছে। কাউয়ার মাংস কাউয়ায় খাইছে কি না কে কইব !

গৌরাঙ্গ ॥ তবে কি চাষীপাড়ারই কোনো লোক ?

কানাই ॥ অসম্ভব কী !

গৌরাঙ্গ ॥ কিষ্ট মণ্ডল ?

কানাই ॥ মনে অয় না।

গৌরাঙ্গ ॥ আমার কিন্তু মনে অয় তারৈ চক্রান্ত।

কানাই ॥ গৌরাঙ্গ, তুই অখনো পোলাপান—সব বোজনের মতন বয়স অয় নাই। বাইরের শত্তুররে চিনন যায়, কিন্তু গ'রের শত্তুররে চিনন বড়ো কষ্ট। রাখাল এমন একটা তেজীয়ান পোলা যে মুখের

উপুর ক্যাও তারে কিছু কইতে সাহস পায়না, কিন্তু এইখানকার রিফ্যুজীগো লেইগা বুক দিয়া সে লড়াই করে, চাষীপাড়ার হগলে তা পছন্দ করে না। এমন কি…

গৌরাঙ্গ ॥ আপনে কার কতা কইতে চান ?

কানাই ॥ না না, কারো কতাই না। অনুমানের উপুর নির্বর কইরা কারো নামই কওন ঠিক না।

[তাহের মিঞার প্রবেশ।]

তাহের ॥ সেলাম, মোক্তার মশাই, আপনার কাছে বিচার চাই।

কানাই ॥ কী অইল ?

তাহের ॥ আমার পুকুর থেকে আজ সকালে জোর করে মাছ ধরে এনেছে।

কানাই ॥ কে আনলো ?

তাহের ॥ আপনাদের ক্যাম্পেরই লোক।

কানাই ॥ চিনো তাগো ?

তাহের ॥ চিনব না কেন! তবে সবার নাম জানিনে। শীতলও ছিল তাদের মধ্যে।

কানাই ॥ বাদা দিলা না ক্যান্ ?

তাহের ॥ বাধা দেব! মুখের কথা বলেই সারা যায় না। নিষেধ করতেই তারা কী বললো শুনবেন ? বললো—বেশি গণ্ডগোল করবা তো ঘরবাড়ি জ্বালাইয়া দিয়া পাকিস্তানে চালান করবো।

কানাই ॥ পাড়ার লোকজনেরে ডাকলা না ক্যা'ন্ ?

তাহের ॥ ভয়ে কেউ এল না।

কানাই ॥ এত ভয়!

তাহের ॥ দাঙ্গার ভয় কে না করে, বলুন ?

কানাই ॥ ভয় ভয় ভয়—এই ভয়ই আমাগো খাইলো, তাহের। জীবনের মায়া আমাগো বড়ো বেশি বইলাই জীবনটাও আমাগো ফাঁকি দিতে আছে। ভয়রে যারা জয় করতে পারে, জীবন তাগো কাছে

দ'রা ছ্যায়। আইচ্ছা, শীতৈলারে আমি জিগামু, এই সব বান্দ্রামি ক্যান্?

তাহের। আপনি মেহেরবান। গোস্তাকির বিচার আপনি করবেন, এই ভরসায়ই আপনার কাছে আসি।

গৌরাঙ্গ ॥ তাহের মিঞা, কাইলের গটনার কতা তো আপনে জানেন?

তাহের ॥ শুনেছি। কী তাজ্জব কাণ্ড!

গৌরাঙ্গ ॥ রাখালরে কে মাল্ল, আপনে কিছু অনুমান করতে পারেন?

তাহের ॥ অনুমান করা শক্ত। একটা মামদো ভূত আছে এই তল্লাটে। সেটা কখনো যায় চাষীপাড়ায়, কখনো ঢোকে আমাদের মহল্লায়, আবার কখনো আসে এই ক্যাম্পে। কখন যে কার ঘাড়ে চাপবে ঠিক নেই।

গৌরাঙ্গ ॥ ব্‌তেরে আপনে ডরান?

তাহের ॥ ওরে বাপরে, জিনের ভয় কার না আছে!

গৌরাঙ্গ ॥ বুত জা'ড়ার মন্ত্রও তো আছে।

কানাই ॥ যেই সোরষা দিয়া ব্‌ত ছাড়াবি হেই সোরষায়ই যদি ব্‌ত থাকে?

তাহের ॥ ঠিক বলেছেন মোক্তার মশাই। আমরা কি আর ইন্‌সান আছি! আমাগো ইমান নাই—সব বেইমান, সব বেইমান। সামান্য ইনামের লোভে বেইমানি করতে আমাদের একটুও আটকায় না।

গৌরাঙ্গ ॥ আমি বাইবা পাই না, রাখাল বাড়ি গ্যাল না, পাড়ায় ঢুকলো না, কিন্তু চাষীপাড়ায় তার আগেই খবরটা রইটা গ্যাল! এইটা অইল ক্যামন্ কইরা?

তাহের ॥ এখানকার চাষীপাড়া, মুছলমান পাড়া আর উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মধ্যে যাতে একটা ঝগড়া বিবাদ লেগে থেকে, তার জন্য মামদো ভূত উঠে পড়ে লেগেছে।

গৌরাঙ্গ ॥ বুত তো আর কতা কইতে পারে না?

তাহের ॥ আদমীর মুখ দিয়ে বলায়।

গৌরাঙ্গ ॥ সেই আদমীটা কে ?

তাহের ॥ বলাই নাকি প্রথম চাষীপাড়ায় খবরটা ছড়ায় ।

গৌরাঙ্গ ॥ বলাই !

তাহের ॥ তেমনই তো শুনলাম ।

গৌরাঙ্গ ॥ বলাই জানলো ক্যামন্ কইরা ?

তাহের ॥ খোদাতাল্লা জানেন ।

গৌরাঙ্গ ॥ অ ! বুজলাম ব্যাপারটা ।

কানাই ॥ অনুমানের উপ্রর কোনো সিদ্ধান্ত করণ ঠিক না, গৌরাঙ্গ ।

গৌরাঙ্গ ॥ না না, অনুমান না, অনুমান না । আমি বুজ্‌ছি—সবৈ বুজ্‌ছি । আপনে বুজতে পারবেন না, মোক্তার কাকা । এই আগুন আমার নিজের গ'রে—নিজের গ'রেই আমার আগুন !

[রাগে গৌরাঙ্গ দাঁত কড়মড়ায় ও দ্রুত জাল বুনতে আরম্ভ করে ।]

তাহের ॥ আচ্ছা, মোক্তার মশাই, যাই এখন । ঘরে কয়েকজোড়া মুরগীর আণ্ডা জমেছে । তা বেচলে তবে চাল কিনতে পারবো ।

[তাহেরের প্রস্থান]

কানাই ॥ গৌরাঙ্গ, তুই কি বাসনারে সন্দেহ করস ?

গৌরাঙ্গ ॥ [মুখ না ঘুরিয়ে] হেই সমস্ত কতা থাউক, মোক্তার কাকা ।

[ভাঁজ করা একখানা কাগজ হাতে নিয়ে ধর্মদাসের প্রবেশ ।]

কানাই ॥ কী খবর মোড়লের ?

ধর্মদাস ॥ খবর আর কী ! ক্যাশ ডোল বন্দ—মরণের দশা অইছে ।

গৌরাঙ্গ ॥ ক্যান্, কিষ্ট মণ্ডলই তো আছে ।

ধর্মদাস ॥ উস্কানের লোকের অবাব কী ! —কিন্তু আসলের বেলায় লবডং ।

কানাই ॥ হেই কতা বোজে কয়জন !

ধর্মদাস ॥ আর কন্ ক্যান্ ! ছ্যামরাগো কিছুতেই বুজান্ যায় না । সরকারের

দয়ায় বাইচা আছি আমরা। হেই সরকারের বিরুদ্ধে গেলে কল্লে মস্তে অইব না?

[কানাই মোক্তার হাসে ও গৌরাঙ্গ ধর্মদাসের দিকে একবার কটমট ক'রে তাকিয়ে আবার জাল বুনতে থাকে। ধর্মদাস গৌরাঙ্গর পাশ ঘেঁষে বসে।]

পরের কতায় নাচে বোকারা। এইখানকার চাষীরা যে আমাগো দুই চক্ষের কোণে দেখতে পারে না, তা কে না জানে! তাগো কতায় নাচতে যাওয়া আর নিজেগো পায় কুড়াল মারা অ্যাকৈ কতা।

গৌরাঙ্গ ॥ তাইলে ক্যাশ ডোল ক্যান্ বন্দ অইছে আপনে জানেন?

ধর্মদাস ॥ জানি এমন কতা কইতে পারি না—তবে অনুমান কত্তে পারি। কোদাল বন্দ করণের একটা সুর তোলা অইছে যে।

গৌরাঙ্গ ॥ তা না কল্লে এইখানকার চাষীগো লগে দাঙ্গা বাদবো।

ধর্মদাস ॥ কোদাল না দরলে যে প্যাটে শুকাইয়া মরতে অইব। আপনে তো বোজেন মোক্তারমশয়।

কানাই ॥ কোদাল কি আমরা দরিনাই? বারো আনা খাল কাটা অইছে গত সনই। কিন্তু পুনর্বাসনের নামগন্দও নাই। পার অইলে পাটনী শালা। এই খাল কাটন শ্যাষ অইলে দ্যাখবা আরেক খাল কাটতে পাঠাইব তোমাগো।

ধর্মদাস ॥ সরকার শুনবো ক্যান্! উকুমের নাও শুক্‌না দিয়া চলে।

গৌরাঙ্গ ॥ বেশ, নাও ঠ্যালবেন আপনেরা। আমরা পারুম না।

ধর্মদাস ॥ অবুজ অইস না গৌরাঙ্গ। মাতা গরম কইরা লাব নাই। ক্যাম্পে মিটিংফিটিং করা কত্তারা পছন্দ করেন না। সব মানুষ তো সমান না। কে তাগো কানে কতাটা তুলছে···

কানাই ॥ মোড়ল, ক্যাম্পসুপার সব খবর পায় কার কাছে আমরা জানি। তারে কইয়া দিবা, মাটি যদি আমাগো কাটতেই অয় তবে এইবার সুপারও বাদ পড়বেন না। সপ্তাহে আমরা পাই চাইর টাকা কইরা ডোল—আর উনি পান পচাত্তর টাকা কইরা। আমরা যদি কাটি পঞ্চাশ কোদাল মাটি, ওনার দিনে কত কোদাল কাটন উচিত?

ধর্মদাস ॥ [হেসে] এইটা কি একটা কতার মতন কতা অইল, মোক্তারমশয় ।

কানাই ॥ ক্যান্ না ! উনি বাঙ্গাল দ্যাশের লোক না ? উনিও তো উদ্বাস্তুই । তবে আমাগো লগে মাটি কাটবো না ক্যান্ ?

ধর্মদাস ॥ মোক্তারমশয়র লগে কতায় পারুম আমি ! যার সওয়ালে আকিমরা পয্যন্ত কাইত অইত…

কানাই ॥ ঐসব কতা ছাইড়া দ্যাও মোড়ল । ক্যাশ ডোল ফিরা চালু না কল্লে আমরা মাটি কাটুম, না-কাটুম, হেই প্রশ্নই ওঠে না ।

ধর্মদাস ॥ গৌরাঙ্গরও কি অ্যাকৈ কতা ?

গৌরাঙ্গ ॥ মাটি খাইলে তো আর প্যাট বরবো না !

ধর্মদাস ॥ অ ! আইচ্ছা গৌরাঙ্গ, এই যে ক্যাম্পের ডোল বন্দ অইছে—চাষীপাড়া থেইকা আইছে কোনো সাহায্য ? কিন্তু নাচানের লোক আছে ম্যালা । রাখালের কতা শুনলে বুজি প্যাট বরবো ?

গৌরাঙ্গ ॥ তার কতা আবার ক্যান্ ?

ধর্মদাস ॥ হ্যায়ই তো তগো পরামর্শদাতা ।

গৌরাঙ্গ ॥ এই ক্যাম্পের লোকের ক্ষেতি সে চায় না ।

ধর্মদাস ॥ না না, তা চাইব ক্যান্ ! দিলটা তার খাসা । খাসা বইলাই তো তগো তাম্বুতে তার আড্ডা ।

গৌরাঙ্গ ॥ [কুপিত কণ্ঠে] কী কইতে চান আপনে ?

ধর্মদাস ॥ না না, কিছু না । মশকরা বোজস না ক্যান্ ! আমার একটা কতা রাখ্ গৌরাঙ্গ । মাটি কাটস আর না-ঐ কাটস, এই কাগজটায় একটা দস্তখত দে ।

[হাতের কাগজটা গৌরাঙ্গকে দিতে যায় । কানাই মোক্তার তার হাত থেকে টেনে নিয়ে কাগজটা পড়ে ।]

কানাই ॥ মাটি কাটনই যাগো বরাতে আছে তারা মাটি কাটবো । তার লেইগা আবার সই করনের কাম কী ! বিদাতার লিখনের থনে তো আর মানুষের লিখন বড় না ।

ধর্মদাস ॥ তব' একটা দস্তখত দিলে ক্ষেতি কী ! কে মাটি কাটবো না কাটবো হেইটা তো আমরাই ঠিক করুম···

[অকস্মাৎ সুখদার প্রবেশ ।]

সুখদা ॥ মনার বাপ কি মাইঠালগো সর্দারি পাইছে, না খালকাটার ঠিকাদার অইছে যে, কে খাল কাটবো-না-কাটবো সে ঠিক কইরা দিব ? কোদাল যদি দরতে অয় আমিও দরুম ।

ধর্মদাস ॥ সরকারের অনুমতি ছাড়া কোনো মাইয়ামানুষরে মাটি কাটতে দেওন যাইব না ।

সুখদা ॥ কারো বাপের সম্পত্তি না যে সবৈ তার ইচ্ছামত অইব । গতরে যার জোর আছে সেঐ কোদাল দরতে পারে—এতে আবার ব্যাটাছেইলা মাইয়াছেইলার কতা ওঠে কৈখনে ?

ধর্মদাস ॥ [ব্যঙ্গ করে] দশ কোদাল মাটি কাটলে সোনার অঙ্গ কালি অইয়া যাইব !

সুখদা ॥ আহুক না মনার বাপ আমার লগে পাল্লা দিয়া মাটি কাটতে, দেখুম কার কোদালে কতখানি মাটি ওঠে !

ধর্মদাস ॥ না না, নারাণের মা, তোমার লগে পাইরা উঠুম আমি ! আমার মতন পাচদশটা পুরুষরে তুমি অ্যাখনো কাবু কত্তে পারো ।

সুখদা ॥ বুড়া বয়সে মনার বাপের রস দেখতেছি চুয়াইয়া চুয়াইয়া পড়ে । গৌরাঙ্গ, মাটি আমরা কাটুম । তুই সই কর কাগজটায় ।

[গৌরাঙ্গ সুখদার মুখের দিকে তাকায় । সুখদা তাকে চোখে ইশারা করে । গৌরাঙ্গ ধর্মদাসের দিকে হাত বাড়ায় ।]

ধর্মদাস ॥ এই তো লক্ষ্মী ছেইলা আমার । আমি তো অগো কইছিই, গৌরাঙ্গ আপত্তি করবো ক্যান্ ! সে অবুজ ছেইলা না ।

[ধর্মদাস বেনিয়ামের পকেট থেকে একটা অল্প দামের ফাউন্টেন পেন খুলে কাগজ ও কলমটা গৌরাঙ্গর হাতে দেয় । কানাই মোক্তার বিস্মিত হয়ে গৌরাঙ্গর দিকে চেয়ে থাকে ও সুখদা মুচকি মুচকি হাসে ।]

গৌরাঙ্গ ॥ সইটা আর হগলের নামের উপ্রেই করি, কী কন্ ধর্ম্মদাসকাকা ?

ধর্মদাস ॥ খুব বা'লো অয়, খুব বা'লো অয় ।

[গৌরাঙ্গ কাগজটায় সই করে। তারপর সেটা টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে তাতে থুথু ঢালে ।]

গৌরাঙ্গ ॥ ক্যামন সই দিলাম তো ? এই হ্যান আপনের নাকে খৎ ।

[ধর্মদাসের মুখে থুথু মাখানো কাগজের টুক্রোগুলো ছুঁড়ে মারে ।]

ধর্মদাস ॥ থুঃ থুঃ !

[আঁচলে মুখ মোছে। সুখদা খিলখিল ক'রে হাসতে থাকে। কানাই মোক্তার আবেগে ছুটে এসে গৌরাঙ্গকে জড়িয়ে ধরে ।]

কানাই ॥ সাবাস ব্যাটা, সাবাস !

[গৌরাঙ্গ পেন্‌টা ধর্মদাসের পায়ের কাছে ছুঁড়ে মারে ও অসমাপ্ত জালটা গাছের ডাল থেকে খুলে নেয় ।]

গৌরাঙ্গ ॥ চলেন মোক্তারকাকা। খল লোকের মুখও আমার দেখতে ইচ্ছা করে না ।

[গৌরাঙ্গ ও কানাই মোক্তার প্রস্থান করে। অপর দিকে দেখা দেয় শীতল ও নিশির মুখ ।]

সুখদা ॥ বুজতে না পাইরা বু'ল কল্লে লোকে কয়—মাটি খাইছি ; আর মনার বাপ, বু'ল কইরা তুমি খাইলা ছ্যাপ !

[হি হি ক'রে হাসতে হাসতে সুখদার প্রস্থান। শীতল ও নিশি এগিয়ে আসে ।]

নিশি ॥ সুখদা মোক্তারের জিব্বাটা য্যান ক্ষুর দিয়া চাছা !

শীতল ॥ জম্মের পরে অর মা অর মুখে মদু ছোয়ায় নাই ।

নিশি ॥ কাছা দিয়া কাপড় পল্লেই বালো অয়। অরে কয় মাইয়া মানুষ !

[ধর্মদাস কলমটা মাটি থেকে কুড়িয়ে নেয় ।]

ধর্মদাস ॥ চুপ কর্, চুপ কর্, কোন্‌খানে খাড়ইয়া মাগী কতা শুনতেছে ঠিক কি ! অরে বিশ্বাস নাই। অরে জব্দ কত্তে অইব কৌশলে। অ্যামন প্যাচে ফালাইয়া দিমু যে চখে পত দেখতে পাইব না ।

[অন্য দিক দিয়ে অধর ও বাসনার প্রবেশ ।]

এই যে অদর দাস ! তোমার পোলারে সামলাও । গৌরাঙ্গ বড়ো বাড়াবাড়ি আরম্ভ করছে ।

অধর কী কল্ল ?

ধর্মদাস ॥ তারেই জিগাইও । পাশ্‌না থাকব না । রাখাল তারে রক্ষা কত্তে পারব না ।

বাসনা ॥ তার কতা ক্যান্‌ আবার !

ধর্মদাস ॥ অত রাগ ক্যান্‌ ! রাখালের সম্বন্ধে কিছু কইলেই খুব লাগে বুজি ?

বাসনা ॥ যান যান, বেশি কতা কইতে অইব না । আপনেরে আমি চিনি ।

ধর্মদাস ॥ [অধরকে] শুনতেছ তোমার মাইয়ার কতা ? কতায় কি বিষ !

বাসনা ॥ আর শুনাইতে অইব না—কান আছে হগলেরই ।

ধর্মদাস ॥ এই মাইয়া তোমারে ডুবাইব, অদর ।

অধর ॥ [বাসনাকে] যে যা কয় কউক না—কাইজ্জার কাম কী ?

বাসনা ॥ যা জান না তা লইয়া কতা কইও না বাবা । তুমি তাম্বুতে যাও ।

অধর ॥ তিন নম্বরে যাবি না ?

বাসনা ॥ না ।

অধর ॥ চাউল তো বাড়ন্ত ।

বাসনা ॥ যোগাড় করুম ।

অধর ॥ কোন্‌খানে খাবি ?

বাসনা ॥ বিরক্ত কইর না । যামু এক জায়গায় ।

শীতল ॥ আর কই যাইব ? যাইব রাখালগো বাড়ি ।

বাসনা ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] হ, যামুই তো—রাখালদাগো বাড়িই যামু । তাতে যদি কারো বুকে চিতা জ্বলে···

নিশি ॥ হারামজাদী, চুল ছিড়া ফালামু ।

শীতল ॥ মাথা মুড়াইয়া গো'ল ডাইল্লা দিমু।

নিশি। পাড়ায় গিয়া দিনে-দুইফরে নষ্টামি করন!

শীতল ॥ দুইটার গলায় ছাগলের মতন দড়ি পরাইয়া সারা ক্যাম্প গু'রাইয়া ছাড়ুম।

নিশি ॥ দুইটা না, দুইটা না, তিনটা।

অধর ॥ কী অইছে? অ্যামন কত্তে আছস ক্যান্ ত'রা?

শীতল ॥ কী অইছে জান না তুমি! মিচকা শয়তান কোন্খানকার!

অধর ॥ অ্যামন্ ইতর অইছস ত'রা! কী অইছে কবি তো! তা না, আমার মতন একটা বুড়া মাইনষেরে মিছামিছি গাইল পারতেছস!

নিশি ॥ মিছামিছি! তোমার মাইয়া যে নষ্টামি কইরা বেড়ায় তুমি জান না!

[সুখদার প্রবেশ]

সুখদা ॥ যারা নষ্ট তাগো চখে সব কিছুই নষ্টামি বইলা মনে অয়।

ধর্মদাস ॥ ছ্যাখো নারাণের মা, শাগ দিয়া মাছ ডাকনের চ্যাষ্টা কইর না। মাইয়াটার সব্বনাশ করতেছ তোমরা। রাখাল কি অর কিছু রাখছে?

শীতল ॥ আগে ছিল একা কানাই—অখন আবার জুটছে বলাই।

ধর্মদাস ॥ এইর পরে তো বাজারে নাম ল্যাখাইয়া দিতে অইব।

অধর ॥ [রাগে কাঁপতে কাঁপতে] আমার সব্বনাশ করনের লেইগা তোমরা এই সমস্ত কতা রটাইতেছ। কিন্তু তোমাগো বা'লো অইব না কইলাম, মনার বাপ। গৌরাঙ্গরে তোমরা চিনো। তার কানে যদি এই সমস্ত কতা যায়···

নিশি ॥ অঃ! ছুচার ডরে লুকাইতে অইব! বেশি কিছু কয়তো গৌরাঙ্গর আড্ডিও আস্তা থাকব না।

সুখদা ॥ নিশি, আড্ডির ব্যবসা আরম্ভ করছস নাকি?

অধর ॥ কও দেখি নারাণের মা, এই সব কী কতা!

ধর্মদাস ॥ বাপ যদি অন্দ অয় তবে আর কী করণ যায়! আইজ বিয়ানে নস্কর বাগানে বাসনা কী কইরা আইছে তারেই জিগাও না।

[নিশি ও শীতল এক সঙ্গে হো হো ক'রে হেসে ওঠে। সুখদা দাঁত কড়মড় করতে থাকে।]

অধর ॥ কি লো, অরা কী সমস্ত কইতেছে? কী করছস তুই?

নিশি ॥ কইব কী? যা করছে তা কি মুখে আনতে পারে? কিন্তু আমাগো চখে পড়ে সবৈ। আমাগো দেখতে পাইয়াই হনুমানটা ছুইটা পলাইল।

সুখদা ॥ রাখাল?

শীতল ॥ না না—বলাই বলাই।

সুখদা ॥ বলাই!

অধর ॥ তোমরা যাও। আমি পরে জিগামুনে ও কী করছে।

নিশি ॥ না না, পরে না। অখনই অর অপরাদ স্বীকার কত্তে অইব, আর কতা দিতে অইব চাষীপাড়ায় ও আর কোনদিনৈ যাইব না।

অধর ॥ যদি কিছু অইয়া থাকে খুইল্লা ক। যাগো লগে বাস করি তাগো রাগাইয়া তো থাকন যাইব না।

সুখদা ॥ যদি কিছু অইয়া থাকে, আমরা পরে শাসন করুম। বয়স্থা মাইয়া—তুমি কোন্ আক্কলে তারে এতগুলা লোকের সামনে বেইজ্জত কত্তে চাও!

ধর্মদাস ॥ নারাণের মা কি বিন্দা দূতী নাকি?

সুখদা ॥ ছ্যাপকফ খাইয়াও দেখছি মনার বাপের লজ্জা অয় নাই!

[গৌরাঙ্গর প্রবেশ]

গৌরঙ্গ ॥ কী? এত জটলা ক্যান্? কী অইছে?

সুখদা ॥ না কিছু অয় নাই।

ধর্মদাস ॥ কিছুই অয় নাই—ত'র বইনেরে যদি একটা জুয়ান মরদ জড়াইয়া দইরা একটু আদরই করে তাতে আর অ্যামন কি অয়।

গৌরাঙ্গ ॥ আপনে দ্যাখছেন ?

শীতল ও নিশি [একসঙ্গে] আমরা দেখছি। আইজ বিয়ানে···

গৌরাঙ্গ ॥ আইজ বিয়ানে! আইজ বিয়ানে কী অইছে ?

নিশি ॥ বলাই···

গৌরাঙ্গ ॥ বলাই !

নিশি ॥ হ।

গৌরাঙ্গ ॥ কি লো ? কী কয় অরা ? যদি মিছা কতা কস, মাইরা শ্যাষ করুম।

[বাসনা কেঁদে ফেলে।]

সুখদা ॥ তর কি মাতা খারাপ অইছে ? লোকের কতা শুইন্না তুই বইনটার এমন লাঞ্ছনা করতে আছস !

গৌরাঙ্গ ॥ তুমি বুজবা না, সুখদা মাসী। জল অনেক গোলা অইছে। যদি সত্ত্যি কিছু কইরা থাকে, দুই টুক্‌রা কইরা অরে আমি গাঙে বাসাইয়া দিমু। [বাসনার হাত সজোরে ধরে] জীবনের মায়া থাকে তো খুইল্লা ক।

[বাসনা থরথর ক'রে কাঁপতে থাকে।]

সুখদা ॥ [ধমক দিয়ে] গৌরাঙ্গ !

গৌরাঙ্গ ॥ কী ? কতা নাই ক্যান্ ? তুই জানস্ রাখালরে কে মারছে ?

[বাসনা কাঁদতে কাঁদতে গৌরাঙ্গর পায়ে লুটিয়ে পড়ে।]

বাসনা ॥ না না দাদা তুই আমারে বিশ্বাস কর, আমারে বিশ্বাস কর তুই— আমি কিছুই জানি না, কিছুই জানি না আমি···

নিশি ॥ ছিনাল, তর কান্দন রাখ্। তর কান্দন দেইখা আসি পায়।

[ধর্মদাস চোখে ইশারা করে নিশি ও শীতলকে। এক পা দু'পা ক'রে তিনজনই সরে পড়ে।]

গৌরাঙ্গ ॥ বলাইর লগে তর আইজ দ্যাখা অইছিল ?

বাসনা ॥ হ।

গৌরাঙ্গ ॥ কখন ?

বাসনা ॥ বিয়ানবেলা।

গৌরাঙ্গ ॥ কোন্‌খানে ?

বাসনা ॥ নস্করবাগানে।

গৌরাঙ্গ ॥ হেইখানে গেছিলি ক্যান্ ?

[বাসনা চুপ ক'রে থাকে]

তাইলে আগেথনেই ব্যবস্থা করা আছিল ?

বাসনা ॥ আমি রাখালদারে দেখতে যাইতেছিলাম···

গৌরাঙ্গ ॥ মিছা কতা কইবি ত খুন কইরা ফালামু।

বাসনা ॥ মিছা না, মিছা না, একটুও মিছা না। দুরেথনে আমারে দেখতে পাইয়া বলাইদা আমার দিকে ছুইটা আইল···

গৌরাঙ্গ ॥ তারপর ?

বাসনা ॥ আমি কইতে পারুম না, দাদা। তুই আমারে ক্ষমা কর।

গৌরাঙ্গ ॥ বুজতে পারছ সুখদা মাসী ?

সুখদা ॥ বুজলাম ত। কিন্তু কী করবি ?

গৌরাঙ্গ ॥ অ্যামন বইনেরে কাইটা দুই টুক্‌রা কইরা জলে বাসাইয়া দিলে কী অয়!

সুখদা ॥ একজনের পাপে আর একজন সাজা পাইব ক্যান্ ?

গৌরাঙ্গ ॥ একজনের পাপে! তুমি কইতে চাও বাসনা আস্কারা না দিলে বলাইর এত বড় সাহস অয় ?

অধর ॥ অয় রে অয়—কপাল যাগো পোড়ে তাগো সবৈ পোড়ে। আমরা অখন বেওয়ারিস মাল, বুজলি, বেওয়ারিস মাল।

[হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে তাহের]

তাহের ॥ সর্বনাশ! আজ বুঝি খুনোখুনিই হয়ে যায়!

গৌরাঙ্গ ॥ কী অইল ?

তাহের ॥ ঘুনীর মাঠে উদ্বাস্তুরা যে জবরদখল কলোনি করেছে, চাষীরা দল বেধে এসেছে তা ভেঙে দিতে।

অধর ॥ বুঝছি বুঝছি। আগুন আগুন—এই আগুনে সব পুইড়া ছাই অইয়া যাইব।

গৌরাঙ্গ ॥ চাষীগো হঠাৎ অমন্ জিদ চাপলো ক্যান্? কলোনি ত অইছে দুই বছর অইল!

তাহের ॥ চাষীরা আইছিল মাঠে ধান কাটতে। উদ্বাস্তুরা দিল বাধা।

অধর। কাইজ্জা কইরা এইখানে থাকন যাইব নাকি! আইন আছে, পুলিশ আছে। গায়ের জোরেই কি চাষীগো মাঠের ধান আটকান্ যাইব?

তাহের ॥ আমাদের পাড়ার কাছেই মাঠ। এই আগুনে না আমরাও পুড়ে মরি। মোক্তারমশাই কই? তাঁকে যে দরকার। তিনি না গেলে আজ অনর্থ হবে।

গৌরাঙ্গ ॥ রাখাল কই?

তাহের ॥ রাখালের কতা কেউ শুনলো না। সে নিষেধ করেছিল। কিন্তু বলাই এমনভাবে উত্তেজিত করেছে চাষীপাড়ার লোকজনকে যে রাখাল নিষেধ করতেই তারা তার প্রতি মারমুখো হয়ে উঠলো।

গৌরাঙ্গ ॥ বলাই! বলাই! বলাই!!! আইচ্ছা!

[গৌরাঙ্গ গমনোদ্যত হয়।]

সুখদা ॥ কই যাবি?

গৌরাঙ্গ ॥ রাখালের কাছে।

সুখদা ॥ লাব অইব না।

বাসনা ॥ অখন চাষীপাড়ায় দেখলে তরে আস্তা রাখব, দাদা?

গৌরাঙ্গ ॥ তাইলে কী করুম? কী করুম? নপুংসকের মতন চুপ কইরা থাকুম?

সুখদা ॥ ল, আমিও যামু।

গৌরাঙ্গ ॥ কোন্খানে?

সুখদা ॥ জবরদখল কলোনিতে।

তাহের ॥ তারা কারো কথা শুনবে না।

সুখদা ॥ শোনে কিনা দেখি।

[নেপথ্যে দূরে বন্দুকের আওয়াজ]

অধর ॥ বন্দুকের আওয়াজ ! পুলিশ আইল নাকি ?

তাহের ॥ আসতে পারে। কেউ হয়তো খবর দিয়েছে।

গৌরাঙ্গ ॥ পুলিশ ক্যান্ ! পুলিশ ক্যান্ !! দুই পক্ষের মনে যেই আগুন জ্বলছে তা কি পুলিশ নিবাইতে পারবো।

[আহত অবস্থায় মনার প্রবেশ।]

মনা ॥ জ্বলছে জ্বলছে—আগুন দাউদাউ কইরা জলছে। কিন্ট মণ্ডল যেই আগুন জ্বালাইছে হেই আগুন কি সহজে নিব্‌ব ! এই দ্যাখো, এই এ দ্যাখো, বলাই একটা বল্লমের খোঁচায় আমার আতটার কী দশা করছে। হেইদিন যে বলাই রাখালরে মারছিল আমি তা দেখছিলাম। কিন্ট মণ্ডল আমারে না করছিল—হের লেইগাই এতদিন কতাটা আমি কারোরে কই নাই। আইজ উদ্বাস্তু কলোনি বাংতে আইছে দেইখা আমি সহ্য কত্তে পারি নাই। যেই মুখ থেইকা কতাটা বাইর করছি আর অমনি আমার আতে একটা বল্লমের খোচা। মনা মাতাল অইতে পারে, চোর অইতে পারে, ছ্যাচড় অইতে পারে —কিন্তু সে বেইমান না। উদ্বাস্তুগো উপ্পর জুলুম অইলে সে সহ্য করব না।

[ছুটে বিপরীত দিকে প্রস্থান।]

অধর ॥ ষড়যন্ত্র ! ষড়যন্ত্র !! ব'গবান, তুমি কি আছ ?

[নেপথ্যে দূরে কোলাহল। হাঁপাতে হাঁপাতে
কানাই মোক্তারের প্রবেশ।]

তাহের ॥ এই যে মোক্তারমশাই। কী খবর ?

কানাই ॥ আর খবর ! পলাও তাহের, পলাও। এই উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাইরে যত জলদি পারো সইরা পড়ো। নিস্তার নাই—কারো নিস্তার

নাই। ল্যাজের আগুনে লঙ্কা পুইড়া ছারখার অইব। চাইর চাইরটা লোক খুন অইয়া গেল!

সুখদা ॥ খুন!

কানাই ॥ হ হ নারাণের মা। [একটুথেমে] আর নারাণের মা! তোমার নারাণরেও বাচাইতে পাল্লাম না।

সুখদা ॥ নারাণ নাই!

কানাই ॥ না না, নাই। আমি তারে আটকাইতে পাল্লাম না। এই বুড়ার বুকে গুলী লাগলো না—লাগলো একটা জলজ্যান্ত জুয়ানের বুকে!

সুখদা ॥ নারাণরে···নারাণ···তুই আমার অ্যামন্ সব্বনাশ কল্লিরে নারাণ···

[আর্তনাদ করতে করতে ছোটে।]

বাসনা ॥ সুখদা মাসী, তুমি যাইও না, তুমি যাইও না···

গৌরাঙ্গ ॥ থামো সুখদা মাসী, থামো···

কানাই ॥ [সুখদার হাত ধরে] সুখদা!

সুখদা ॥ না না, আমি যামু···আমি যামু···আমার বুকের দ'ন যেইখানে হেইখানে আমি যামু···

[হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেগে প্রস্থান করে সুখদা। তাকে থামাবার চেষ্টায় সবাই ব্যস্তভাবে তার পেছনে ধাবিত হয়। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায় ও পর্দা পড়ে।]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যপট। কয়েকদিন পর। কাল অপরাহ্ণ।
দ্রুতপদে বাসনার প্রবেশ। তাকে গৌরাঙ্গর অনুসরণ]

গৌরাঙ্গ ॥ বা'লো অইব না, বা'লো অইব না, বাসনা—আমার কতা শোন্।

বাসনা ॥ না না, আমি কারর কতা শুনুম না। রাখালদা'রে আমি জিগামু…

গৌরাঙ্গ ॥ কী জিগাবি ?

বাসনা ॥ পুনর্বাসন এইখানে ক্যান্ অইব না !

গৌরাঙ্গ ॥ কী জবাব দিব রাখাল ? কোনো জবাব পাবি না।

বাসনা ॥ ক্যান্ পামু না ! তবে এতদিন আমাগো নাচাইল ক্যান্ ?

গৌরাঙ্গ ॥ আমরাই বা নাচলাম ক্যান্ !

বাসনা ॥ চাষীপাড়া দিয়া উদ্বাস্তুরা যাইতে পারবনা—উদ্বাস্তু ক্যাম্পে চাষীগো আহন বন্দ। অ্যামন্ তো আছিল না। রাখালদা থাকতে অ্যামনটা অইল ক্যামন কইরা !

গৌরাঙ্গ ॥ রাখাল কি ত'র ব'গবান নাকি ?

বাসনা ॥ ঠাট্টা কইর না।

গৌরাঙ্গ ॥ ঠাট্টা ! রাখাল সম্বন্ধে তুই অন্দ।

বাসনা ॥ বেইশ তাই।

গৌরাঙ্গ ॥ চাষী পাড়ায় আইজ রাখালের দিকে একজনও নাই।

বাসনা ॥ হেয় একাই একশ'।

গৌরাঙ্গ ॥ মাতা খারাপ অইলে অ্যামন্ বুদ্ধিই অয়। এইখানে আমাগো থাকন চলবো না।

বাসনা ॥ যাবি কোন্ চুলায়?

গৌরাঙ্গ ॥ উলি পোকার পাখা গজাইলে সে আগুনে জাপাইয়া পুইড়া মরে—গর্তে থাকতে পারে না।

বাসনা ॥ কোন্খানে যাবি? যাওনের জায়গাটা আছে কোন্খানে!

গৌরাঙ্গ ॥ কালাপানির পাড়।

বাসনা ॥ কোন্খানে?

গৌরাঙ্গ ॥ কালাপানির পাড়, কালাপানির পাড়—আন্দামান।

বাসনা ॥ যাইতে অয় ত'রা যাবি—আমি যামু না।

[দ্রুতপদে বাসনার বিপরীত দিকে প্রস্থান। গৌরাঙ্গ একদৃষ্টে তার গমন লক্ষ্য করে ও তারপর ধীরে ধীরে বটগাছের গোড়ায় বাঁধানো বেদীতে বসে গান ধরে।

[গান]

প্রেম কইরা কি হইল রে জ্বালা
অবুঝ বন্ধুর সাথে।
প্রেম কিরে গাছের গোটা
ছিড়া দিমু তোর হাতে।
মনের মানুষ হইয়া তুমি
বুঝলানারে মন,
পিরিতি কি মুখের কতা—
নয় সামান্য ধন,
ও সে অমূল্য রতন।
আরে আসমানে উঠিলে চাঁদ
সাপলা হাসে জলেতে।

বুকের মাঝে জমলে মধু
জানো বঁধু,
পাপড়ি মেলে ফুল—
মাতাল হইয়া গুনগুনাইয়া
ধায়রে অলিকুল,
তুমি তাও কি জাননা রে, বন্ধু,
তাও কি জান না।
প্রেমের জোয়ার দুকূল ভাসায়
তাও কি মান না রে, বন্ধু,
তাও কি মান না!
আরে হাওয়ার সাথে কোলাকুলি—
তবেই তো ঢেউ নদীতে ॥

নাঃ! কিছুই বা'লো লাগে না! মাটি মাটি, তোমারে এত বা'লবাসি, তোমারে জড়াইয়া জড়াইয়া দ'রি—আর তুমি খালি সৎমার মতন ঠেইলা ঠেইলা দূরে সরাইয়া দেও…

[গৌরাঙ্গর দু'চোখ দিয়ে দরদর করে ধারা বয়ে চলে। দুই হাঁটুতে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে থাকে]]

[ধর্মদাস, শীতল ও নিশির প্রবেশ।]

ধর্মদাস ॥ নে অইল ত! একশ' চুয়াল্লিশ দা'রা জারী। আবার কোর্ট থেইকা ইংজাংশন—খাল কাটন বন্দ।

[গৌরাঙ্গর বিপরীত দিকে প্রস্থান।]

শীতল ॥ নিশিদাদা, গৌরাঙ্গ এইখানে বইসা কান্‌ছিল নাকি?

নিশি ॥ চখ দেইখা তো হেই রকমই মনে অইল।

শীতল ॥ অর চখে জল!

ধর্মদাস ॥ হগলের চখেই জল আইব। অবস্তা যেই রকম অইল…

শীতল ॥ আপনের বুদ্দিতেই ত এই দশা।

ধর্মদাস ॥ আমার বুদ্দিতে ? তরা করস নাই কিছু ? কতবার কইছি, বেশি বাড়াবাড়ি বা'লো নারে···

নিশি ॥ কিষ্ট মণ্ডলের বুদ্দিতেই তো আপনে বিরোদটা পাকাইলেন। অখন চাষীপাড়ার দা'রকাছ দিয়া আমাগো যাওনের উপায় নাই। আটে বাজারে যাওন বন্দ।

ধর্মদাস ॥ আমি ত আর বা'বি নাই গটনা এতদূর গড়াইব! বা'বছিলাম কিষ্ট মণ্ডল সরকারের আতের লোক—তার দিকে থাকলেই আমরা সহজে পুনর্বাসন পামু।

নিশি ॥ অখন ছুই কূলৈ গেল।

শীতল ॥ কিষ্ট মণ্ডলের বুদ্দি আর না নেওনই বা'লো, কাকা। সে চোরেরে কয় চুরি কত্তে, গেরস্তরে কয় সজাগ থাকতে।

ধর্মদাস ॥ বাইরনের আর উপায় নাই, শীতল। মরি বাঁচি, কিষ্ট মণ্ডলের বুদ্দিতেই চলতে অইব। শয়তানের সঙ্গ নিলে শ্যাষতক যাইতেই অইব। না গ্যালে উল্টা গা'র মটকাইব।

[বলতে বলতে কেষ্ট মণ্ডলের প্রবেশ।]

কেষ্ট ॥ কী বিচ্ছিরি, কী বিচ্ছিরি কাণ্ড! শেষ পর্যন্ত খুনোখুনি!

নিশি ॥ মণ্ডলমশয়র খুব দুঃখ অইছে দেখছি!

কেষ্ট ॥ হবে না! দুঃখ হবে না! সুখদার ছেলেটা গুলী খেয়ে মলো···

ধর্মদাস ॥ হেই কতা আর কন্ ক্যান্!

কেষ্ট ॥ বলবো না! আমিও তো একটা মানুষ—আমারও তো প্রাণ আছে, অন্তঃকরণ আছে···

নিশি ॥ হিচ্চ! [হাঁচি দেয়] বড় সর্দি অইছে, মণ্ডলমশয়।

[কেষ্ট মণ্ডল নিশির দিকে একবার কটমট ক'রে তাকায়।]

কেষ্ট ॥ তা খাল কাটা তো আপাতত বন্ধ রইল।

ধর্মদাস ॥ হেই কতাই ত আমরা কওয়াকয়ি করতেছিলাম।

কেষ্ট ॥ তা বন্ধ আর কতদিন থাকবে ! ও তো সরকারের ডান হাত আর বাঁ হাতের ঝগড়া । দু' হাত আবার মিলবেই । এসো এসো, বসা যাক । একটা বুদ্ধি পরামর্শ তো করতে হবে ।

[বাঁধানো বেদীতে চারজনই বসে ।]

ধর্মদাস ॥ অখন কতা অইল কি—খালকাটা ত এই বছরই শ্যাষ অইব বইলা মনে অয় । তারপর আমরা কী করুম ? আমাগো পুনর্বাসনের কতা ত আর মুখেই আনে না দেখতেছি কত্তারা !

কেষ্ট ॥ হবে হবে, ব্যস্ত কেন ! সরকার যখন কথা দিয়েছে, একটা ব্যবস্থা হবেই ।

ধর্মদাস ॥ আর ব্যবস্থা ! তাম্বুর মধ্যে থাইকা থাইকা পইচা গ্যালাম ।

নিশি ॥ মানুষ এই বা'বে কতকাল থাকতে পারে ?

ধর্মদাস ॥ ছ্যামরা ছেমরীরা অসৎ অইয়া যাইতেছে । আর অইব না ক্যান্ ! মা-বাপ, যুবক-যুবতী ছেইলা মাইয়া সব এক তাম্বুতে থাকে । এরৈ মধ্যে বাচ্চাকাচ্চাও অইতেছে । এই অবস্তায় চরিত্র ঠিক থাকে ! রসাতলে যাইতেছে সব ।

[শীতল ও নিশি অস্বস্তি বোধ করে]

কেষ্ট ॥ কী করতে চাও তোমরা ?

ধর্মদাস ॥ খালের উত্তর পাড়ে যেই মাঠটা পইড়া আছে হেইটা সরকার রিকুইজশন করবো শুনতেছি ।

কেষ্ট ॥ [চমকে উঠে] অ্যাঁ, তাই নাকি !

শীতল ॥ হেইটা দখল করুম আমরা ।

কেষ্ট ॥ [কাষ্ঠ হাসি হেসে] হে-হে-হেঃ ! ভালো কথাই তো ।

নিশি ॥ অনেক জবর দখল কলোনীতে সরকার রিফুজীগো অর্পণপত্র দিতেছে শুনতেছি ।

কেষ্ট ॥ হেঃ হেঃ হেঃ ! [কাষ্ঠ হাসি] তা দিবে বই কি—তা দিবে বই কি ! সরকারের কি আর রিফুজীদের জন্য দরদ নাই ? আছে আছে—তবে সমস্যাটা তো জটিল···

শীতল ॥ মাঠটা ত পইড়াই আছে।

কেষ্ট ॥ তা তো আছেই। তবে চাষীরা কি সহজে ছেড়ে দেবে তাদের জমি?

ধর্মদাস ॥ ডর নাই। আপনের জমি আমরা দখল করুম না।

শীতল ॥ খুটা পুইতা আপনে দাগ দিয়া রাখবেন।

নিশি ॥ আপনের এক ছিটা জমিও যাইব না।

ধর্মদাস ॥ আমারে ত্যাখাইয়া দিবেন আপনের জমি।

কেষ্ট ॥ [রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে] পদ্মার পাড়ে ভাগ্য খুইয়ে এলেও তোমরা বুদ্ধি খুইয়ে যে আসনি, তা আমি জানি।

ধর্মদাস ॥ কী যে কন্! আপনের বুদ্দির কাছে আমাগো বুদ্দি!

কেষ্ট ॥ আমার জমিতে তোমরা হাত দিবে না জানি—কিন্তু ক্যাম্পে কতগুলি গোঁয়ারগোবিন্দও তো আছে। তবে এও বলছি, আমার দু'চার বিঘে জমি গিয়েও যদি তোমাদের একটা হিল্লে হয় তাতে আমি খুশি বই অখুশি হবো না।

ধর্মদাস ॥ আপনের অন্তঃকরণ বড়, জানি। আপনে গো মতন দয়ালু লোক আছে বইলাই তো…

কেস্ট ॥ হোঁ-হোঁ-হোঁ! [চাপা হাসি] তা মানুষের জন্যই মানুষ করে। আচ্ছা, পরে দেখা হবে। এখন উঠি।

[কেষ্ট মণ্ডল উঠে দাঁড়ায় ও গমনোদ্যত হয়।]

ধর্মদাস ॥ মণ্ডলমশয়, একটা কতা কমু?

কেষ্ট ॥ কও।

ধর্মদাস ॥ কতাটা আর কিছুই না। এইর একটা মিটমাট কইরা ফালাইলে অয় না?

কেষ্ট ॥ কিসের মিটমাট?

ধর্মদাস ॥ না—এই যে চাষীপাড়ার লগে একটা বিরোদ…

কেষ্ট ॥ খবর দিয়েছি ওপরে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আপনাদের ক্যাম্পের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট্‌টি বড় ভীরু। আরে বাবা, শাসন চালাতে গেলে কি অত ভয় করলে চলে!

ধর্মদাস ॥ নটবর নস্করের লগে একবার বইলে অয় না?

কেষ্ট ॥ [কুপিত কণ্ঠে] কী হবে বসে?

ধর্মদাস ॥ এই মুল্লুকে তার সুনাম আছে। আমাগো ক্যাম্পেরও অনেকে নটবর নস্করের সুখ্যাত করে।

কেষ্ট ॥ [কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে] বেশ তো, নটবর যদি অতই ভালো মানুষ হয়ে থাকে, যাও না তোমরা তার কাছে। বুদ্ধিপরামর্শ সবই পাবে।

ধর্মদাস ॥ [তোয়াজের সুরে] না না, হেইটা কি একটা কতা অইল! আপনের কাছে নটবর নস্কর!

নিশি ॥ আপনে ত আর ডাকডোল পিটাইয়া কিছু করেন না।

শীতল ॥ আপনের দান নীরব।

ধর্মদাস ॥ ডাইন আতে দিলে বাও আত ট্যার পায় না।

নিশি ॥ আপনের মতন বেচক্ষণ লোক ত এই তল্লাটে দেখি না।

শীতল ॥ বুদ্দিতে আপনে বেরস্পতি।

কেষ্ট ॥ [খুশি হয়ে] হেঃ-হেঃ-হেঃ! মহাজনী ক'রে খাই, নিজের জোতজমি দেখাশুনা করি—বুদ্ধি না থাকলে চলে!

ধর্মদাস ॥ যা কইছেন! আপনের একটা দাতের ফাকের বুদ্দিও নাই আমাগো।

শীতল ॥ আমরা একটা কেলাব কত্তে চাই, মণ্ডলমশয়। কিছু ট্যাকা পাইলে···

কেষ্ট ॥ কেলাব? হেঃ হেঃ হেঃ! কেলাব?

শীতল ॥ হ।

কেষ্ট ॥ খুব ভালো কথা, খুব ভালো। আচ্ছা, সরকারের কাছ থেকে টাকা পাইয়ে দেব। এখন আসি?

[সবাই ঘাড় কাত ক'রে সায় দেয়। কেষ্ট মণ্ডল দু'পা গিয়েই থামে।]

নিশি ॥ ব্যাটা কঞ্জুস···

[কেষ্ট মণ্ডল ঘুরে দাঁড়াতেই নিশি হাত দিয়ে মুখ চাপে]

কেষ্ট ॥ ধর্মদাস, শোনো শোনো।

[ধর্মদাস এগিয়ে যায়। কেষ্ট মণ্ডল তাকে কানে কানে কী যেন বলে। ধর্মদাসের মুখে বিরক্তি ফুটে ওঠে।]

ধর্মদাস ॥ [সরে এসে] না না···এত বড় সব্বনাশ করবেন না···এত বড় সব্বনাশ তার করবেন না···

কেষ্ট ॥ হাঃ-হাঃ-হাঃ! [পৈশাচিক হাসি] কিছুই বোঝ না তুমি, ধর্মদাস, কিছুই বোঝ না। চুম্বকের কাছ থেকে লোহা না সরালে চুম্বক তাকে টানবেই···

ধর্মদাস ॥ না না, মণ্ডলমশয়, আপনে এত নিচে নামবেন না···

কেষ্ট ॥ শুনেছি, শত্রুতা করার জন্য ঘুমন্ত লোকের মশারির মধ্যে তোমাদের দেশে জ্যান্ত কেউটে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে দেশের লোকের এত দুর্বলতা কেন!···

[প্রবেশ ক'রে মনা। তার তখন বাঁ হাতটায় পটি বাঁধা।]

মনা ॥ এই যে বুড়া! হালা খুনী শয়তান। বলাইরে বন্দুক দিয়া তুই রিফুজি খুন করাইছস। ত'রে আইজ শ্যাষ করুম্।

[কোমর থেকে গামছা খুলে তা দিয়ে কেষ্ট মণ্ডলের গলায় জড়ায় ও সজোরে টানতে থাকে।]

কেষ্ট ॥ আঃ! কী করিস মনা! ছাড় ছাড়···

মনা ॥ ছাড়ুম ! কোনো ঠাকুরত্যাবত্তা মানস যদি, তার নাম নে। ত'র অন্তিম দশা। ত'রে আইজ শ্যাষ করুম…

[গামছা দিয়া গলায় ফাঁস জড়াতে থাকে। কেষ্ট মণ্ডল গোঁ গোঁ শব্দ করে। মনে হয় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছে।]

ধর্মদাস ॥ [মনার হাত চেপে ধরে] এই মনা, কী করস !

[মনা বাঁ হাতে ধাক্কা মেরে বাপকে মাটিতে ফেলে দেয়। নিশি ও শীতল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

মনা ॥ হালা বুড়া, বিষ্টার কিরমি, তুই রটাইয়া দিছস বাসনার প্যাট অইছে ! [কেষ্ট মণ্ডলের পেটে ঘুষি মেরে] ছ্যাখ্ হালা, কার প্যাট মোটা অইছে, আর কে কার প্যাট খসায়…

[নিশি ও শীতল দাঁড়িয়ে হাসে।]

কেষ্ট ॥ অরে বাবা রেঃ ! মলাম রে

মনা ॥ মর হালা, তুই মর। তুই মল্লে ভূমণ্ডল পাতলা অইব। হালায় বা'বছিল, তাড়ি খাওয়াইয়া মনারে শ্যাষ করব !

[ধর্মদাস মনার দিকে এগিয়ে যায়।]

ধর্মদাস ॥ মনা !

মনা ॥ চুপ করো বাবা ! ব'বছিলা, নটীবাড়ির ট্যাকা যোগাইয়া মনারে অদঃপাতে দিবা—তার মুখ বন্দ করবা। তুমি আমার ছ্যাহে কুরোগ ঢুকাইছ—কিন্তু মনার মনটারে মাত্তে পার নাই। চিন্‌ছি চিন্‌ছি… হগলেরৈ আমি চিনছি। আমার আর বাইচা থেইকা লাব' নাই। একটা শয়তান্‌রে মাইরা আমি ফাসীতে জুলুম।

[কেষ্ট মণ্ডলের দিকে ঘুষি বাগায়। প্রবেশ করে গৌরাঙ্গ।]

কেষ্ট ॥ [কাতর ভাবে] গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, তুই মনার হাত থেকে আমাকে বাঁচা।

গৌরাঙ্গ ॥ মনা !

[মনা থেমে যায়। গৌরাঙ্গ গিয়ে কেষ্ট মণ্ডলের গলা থেকে গামছাটা খুলে নেয়। কেষ্ট মণ্ডল হাঁপাতে থাকে।]

কেষ্ট ॥ দস্যি দস্যি ! নিশি, শীতল, তোরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলি আমার এই লাঞ্ছনা ! দেখে নেব, আমি দেখে নেব···

মনা ॥ যা হালা, যা। তুই যা লোম ছিড়তে পারবি আমি জানি। বেশি তেরিমেরি করবি ত গা'ড় মটকাইয়া নিষ্কেণ্ঠা কইরা দিমু। ত'র হগল গুপ্ত খবরৈ জানি আমি। কুচকৈরা বুড়া কোন্‌খানকার !

কেষ্ট ॥ ধর্মদাস, শুন্‌ছ শুন্‌ছ মনার কথা ?

ধর্মদাস ॥ আপনে অখন যান। কতায় কতা বাড়ে।

কেষ্ট ॥ তুমি আমাকে ক্যাম্পের বাইরে একটু দিয়ে এসো। কি জানি— বিশ্বাস নাই।

[তাহেরের প্রবেশ]

এই যে, তাহের মিঞারও আগমন ! সলা করতে এসেছিস বুঝি ? নিজের খোলায় ধান তোলা দেখিয়ে দেব।

তাহের ॥ গতর খাটিয়ে যে ধান ফলাই তা যদি নিজের খোলায়ই তুলি, তাতে কি গুণাহ্‌ হয় ?

কেষ্ট ॥ গতর খাটিয়ে ! জমিটা কার ?

তাহের ॥ হালগোরু কার ?

কেষ্ট ॥ তার ভাগ নিবি।

তাহের ॥ আপনিও জমির জন্য ভাগ পাবেন।

কেষ্ট ॥ এতকাল তো আমার খোলায়ই ধান উঠতো।

তাহের ॥ আর উঠবে না।

কেষ্ট ॥ গোরুখোর নিমখারাম কোথাকার !

তাহের ॥ নেমখারাম আপনি। নিজের খোলায় ধান তুলে এক মণ ধানের দেড় মণ সুদ আদায়, মাপে কম দেওয়া—আর চলবে না।

কেষ্ট ॥ বুঝেছি বুঝেছি। রাখুর নয়া শিবির। নয়া শিবির আমি ভেঙে দেব।

ধর্মদাস ॥ [কেষ্ট মণ্ডলকে হাত দিয়ে ঠেলে] আপনে অখন যান মণ্ডলমশয়। আর কতা বাড়াইবেন না।

[কেষ্ট মণ্ডলকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে বাইরে নিয়ে যায়। নিশি এবং শীতলও তাদেরকে অনুসরণ করে।]

গৌরাঙ্গ ॥ কী অইছে রে, মনা ?

মনা ॥ আমি কইতে পারুম না। আমার মুখ দিয়া হেই কতা বাইর অইব না।

গৌরাঙ্গ ॥ মনা, বয়স আমার বেশি না। কিন্তু এরই মধ্যে কত ছাখলাম, কত শিখলাম। ত'র মনটা হীরার টুক্‌রার মতন।

মনা। [অভিমানের সুরে] না না, আমি তাড়িখোর, মাতাল, কুচরিত্তির···

গৌরাঙ্গ ॥ ত'ব তুই মানুষ।

মনা ॥ [বেদনাহত কণ্ঠে] গৌরাঙ্গ, আমি ত অ্যামন আছিলাম না রে, অ্যামন্ আছিলাম না। ঐ কিষ্ট মণ্ডলে আমারে···। হালারে আইজ আমি খুনৈ কত্তাম।

[কানাই মোক্তারের প্রবেশ। তার পেছনে সুখদা।]

কানাই ॥ একটা না রে, একটা না—ছাশে অনেক কিষ্ট মণ্ডল আছে। একটারে খুন কইরা তুই কী করবি!

[সুখদা বেদীতে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।]

গৌরাঙ্গ ॥ মনা, শোন্···

[হাত ধরতে যায়। মনা চট করে দূরে সরে গিয়ে যেন যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকে।]

মনা ॥ ছুইস না ছুইস না, আমারে ছুইস না। বিষ বিষ—আমার সারা অঙ্গে বিষ। আমার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে বিষ। আমার কাছে আহিস

না ত'রা ক্যাও। আমি শ্যাষ অইয়া গেছিরে, আমি শ্যাষ অইয়া গেছি···

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

সুখদা ॥ বিষ বিষ! বিষের জ্বালায় মরতেছি হগলে। সমুদ্রমন্থনে বিষও উঠলো, অমর্তও উঠলো। ছ্যাবতারা পাইল অমর্ত—আমাগো কপালে জুটলো বিষ। হেই বিষেই তো নারাণ মল্ল!

[সুখদার চোখে জল আসে]

গৌরাঙ্গ ॥ আমাগো কপালে খালি মাটি কাটন আর পাথর বা'ঙ্গন!

তাহের ॥ মাঠের ফসল কাটে চাষী—তারই ঘরে অন্ন থাকে না!

কানাই ॥ কাইটাই কাইটাই তো সব্যতার ইমারত গইড়া ওঠে। আত্থিকাল থেইকা চলছে এই কাটার পালা!

তাহের ॥ কেটে কেটে এই দুনিয়াকে সুন্দর ক'রে গড়ি তো আমরাই।

গৌরাঙ্গ ॥ কিন্তু আমাগো জীবন গড়ে না কিছুতেই, তাহের বা'ই! আমরা যদি একটু আলো দেখি···

তাহের ॥ অম্‌নি নিভিয়ে দিতে চায়। সেদিন পীর সাহেব ডাকিয়ে নিয়ে আমাকে কী ধমকান্‌ই ধম্‌কালো!

কানাই ॥ অপরাদ?

তাহের ॥ ভাগচাষের ধান কেটে নিজের খোলায় তুলেছি। তাতে নাকি হাদিস অশুদ্দ্‌ হয়ে গেছে! চোখ রাঙিয়ে পীর সাহেব বললে—হিন্দু চাষী আর উদ্বাস্তুদের সঙ্গে জোট পাকিয়ে বুঝি এসব করা হচ্ছে! জোতদার-মহাজন চটিয়ে দেশে থাকতে পারবে?

কানাই ॥ তা ত কইবই। পীর সায়েব ধম্মের ব্যবসাও করেন, মহাজনীও চালান। চাষীগো জমি গিলনের সময় ত আর হিন্দু-মুসলমানের বিচার থাকে না—দরগার ছিন্নি আর মন্দিরের নৈবদ্য এক অইয়া যায়।

তাহের ॥ স্বার্থ স্বার্থ, সবই স্বার্থ, মোক্তারমশাই। মন্দিরে-মসজিদে কি আর ধর্ম থাকে! আল্লাতালা থাকেন মনে। এনছাপে কসুর না

করলে তিনি মনের আরজ শোনেন। সোবান আল্লা, সোবান আল্লা—খোদা মেহেরবান। দিল সাচ্চা থাকা চাই, মোক্তারমশাই, দিল সাচ্চা থাকা চাই।

[সুখদা উঠে দাঁড়ায়।]

গৌরাঙ্গ ॥ সুখদামাসী!

সুখদা ॥ কী?

গৌরাঙ্গ ॥ তুমি এত বাইঙ্গা পল্লে···

সুখদা ॥ কী ক'বি ক'।

গৌরাঙ্গ ॥ কইতে ডর লাগে।

সুখদা ॥ ডর-ডর-ডর! সুখদামাসী কি সাপ না বাগ' যে তারে এত ডর? আমি অখন কেউটা রে, কেউটা—যদি পাত্তাম, নারাণের রক্তে যেই মাটি লাল অইচে, আমি কেউটা অইয়া হেইখানে ঢুকতাম।

[আবার কান্না। খানিকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটে। তারপর আঁচলে চোখ মুছে বলে।]

ক', কী কবি ক'?

গৌরাঙ্গ ॥ আমাগো কি আর এইখানে থাকন উচিত?

তাহের ॥ কোথায় যাবে?

কানাই ॥ আন্দামানে।

তাহের ॥ এতদূর! সেই কালাপাণির পাড়?

কানাই ॥ উপায় কী, তাহের? আমরা যে আইজ্ যাযাবর!

গৌরাঙ্গ ॥ সুখদামাসী, আমি খোজখবর নিছি। তুমি যদি কও···

সুখদা ॥ [নিস্পৃহ ভাবে] যাবি।

গৌরাঙ্গ ॥ তুমি যাইবা না আমাগো লগে?

সুখদা ॥ [উদভ্রান্তের মতো) অ্যাঁ!···আমি?···আমি? [হঠাৎ হেসে ওঠে] হেঃ হেঃ হেঃ। হ যামু যামু! নারাণরে ত বুলতে পারুম! [আবার কেঁদে ফেলে] নারাণ যেই রাস্তাঘাট দিয়া চলত তা ত আর চখে

পড়ব না—তার কোনো চিহ্নই আর থাকব না আমার চখের সামনে…

[কান্নায় ফেটে পড়ে। অকস্মাৎ প্রবেশ করে রাখাল।]

রাখাল॥ এই যে গৌরাঙ্গ। মোক্তারমশাইও আছেন দেখছি। শুনছি, আপনারা নাকি এখান থেকে চলে যাবেন ?

তাহের॥ তুই একটু ভালো করে বুঝিয়ে বল রাখাল।

রাখাল॥ চলে গেলে তার ফল কি ভালো হবে ? ক্যাম্পে আরো ভাঙ্গন ধরবে। মোক্তারমশাই, আপনি বুঝতে পারছেন না যে সরকারের এটা একটা চাল ?

কানাই॥ বুদ্ধিশুদ্ধি আমাগোও কিছু আছে।

রাখাল॥ নিশ্চয়ই আছে। তবু কেন যে অভিমানে আপনারা এই ফাঁদে পা বাড়াতে যাচ্ছেন আমি বুঝি না।

কানাই॥ ফান্দে ?

রাখাল॥ হ্যাঁ, ফাঁদে। এখানকার রিফুজীদের পুনর্বাসনের দাবি যাতে দুর্বল হয় তারই জন্য এই চাল।

কানাই॥ পুনর্বাসন! পুনর্বাসন !! পুনর্বাসন !!!। কতাটা শুনতে মন্দ না। কিন্তু আমাগো পুনর্বাসন চায় ক্যাটা ? আমরা দ'ান খ্যাতের শুকনা নারা। দ্যাশে আমাগো পোড়াইয়া খ্যাতের সার কত্ত—আর এইখানে আমরা গরুর খোরাক। এইর বেশি কি দাম আছে আমাগো।

রাখাল॥ দাবি আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে।

সুখদা॥ লড়াই! রাখু, আর কত লড়াই করুম রে ? তগো লগে লড়াই, সরকারের লগে লড়াই, ক্ষুদার লগে লড়াই, নিজেগো লগে লড়াই—মানুষ কত লড়াই কত্তে পারে ?

রাখাল॥ সুখদামাসী!

সুখদা ॥ হ হ—যেই লড়াইর শ্যাষ নাই হেই লড়াই মানুষ কত্তে পারে না। তগো জমি আছে, বসতবাটী আছে, দ্যাশগাও আছে, সমাজ আছে। ত'রা লড়াই কত্তে পারস। আমাগো কিছু নাই, কিছু নাই, বাইঙ্গাচুইরা সব টুক্‌রা টুক্‌রা অইয়া গ্যাছে! কিসের লেইগা লড়ুম আমরা? কী লইয়া লড়ুম? চোরাবালিতে পাও আমাগো—এক পাও তুলতে যাই, আরেক পাও ডাইবা যায়।

রাখাল ॥ সুখদামাসী, ভুল করো না।

সুখদা । বু'ল? বু'ল তো করছিই—আশায় আশায় অনেক বুল করছি। আগে বুজতে পারি নাই—তাই ত এত দুঃখ পাইলামরে।··· পুলিশের গুলীতে যদি আমার নারাণ মরতো—আমার দুঃখ থাকত না। সে মল্ল কিনা তগো একজন চাষীর বন্দুকের গুলীতে!

[কান্নায় সুখদার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে।]

রাখাল ॥ তার প্রায়শ্চিত্ত আমরা করবো।

সুখদা ॥ কত্তেই অইব—পাপ কল্লে তার পেরাচিত্তির কত্তেই অয়। তবে আমরা থাকতে না। আমরা এইখানে থাকুম না।

রাখাল ॥ [আফসোস করে] দালালদেরই জয় হলো দেখছি।

[গৌরাঙ্গ ঘাড় ফিরিয়ে রাখালের দিকে কটমট করে তাকায়।]

গৌরাঙ্গ, তোরও কি তাই মত?

[গৌরাঙ্গ ঘৃণাভরে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। তারপর সুখদার হাত ধরে।]

গৌরাঙ্গ ॥ চলো মাসী। . তেলে জলে মিশ খায় না, এই কতা কি বুজতে অখনো আমাগো বাকী আছে!

[রাখালের প্রতি কটাক্ষ হেনে সুখদাকে নিয়ে গৌরাঙ্গর প্রস্থান। কানাই মোক্তারও তাদেরকে অনুসরণ করে। রাখাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

তাহের ॥ জোর করে কি মানুষকে ধরে রাখা যায়, রাখাল ? মানুষ বাধা পড়ে দিলের টানে। হয়তো ভুল আমরাও কিছু করেছি—তাই দিলের বাঁধনটা ঢিলে হয়ে গেছে।

রাখাল ॥ [উত্তেজিত হয়ে] যা যা তাহের—সব্বাইকে আমি চিনেছি।

[অপ্রস্তুত হয়ে তাহের প্রস্থান করে। চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে রাখাল। তার বুকে অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হয় একটা স্বপ্নজগৎ যেন তার চোখের সামনে ভেঙে যাচ্ছে। বিপরীত দিক দিয়ে বাসনার প্রবেশ। তার দু' হাতের মুঠোয় কতগুলো লাল সাপলা।]

বাসনা ॥ [সবিস্ময়ে] এই কি, রাখুদা ! তুমি…তুমি এইখানে ! এতদিন পরে ?

[রাখাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। বাসনা তার কাছে আসে।]

কী অইছে ? কতা কও না ক্যান্ ? কও কী অইছে ?

[রাখালের হাতটা ধরে। রাখাল নীরবে হাত ছাড়িয়ে নেয়।]

অ ! তোমার মনেও বিষ ঢুকছে !

রাখাল ॥ বিষ ! বিষ !! সবাই মিলে যদি বিষ ছড়ায় তবে সে বিষ বোধ করি নীলকণ্ঠও হজম করতে পারে না রে…

[রাখাল গমনোদ্যত হয়। বাসনা আবার তার হাত টেনে ধরে।]

বাসনা ॥ জানো, আমরা এইখান থেইকা চইলা যাইতেছি ?'

রাখাল ॥ [ঘাড় না ফিরিয়েই] জানি।

বাসনা ॥ তুমি বাদা দিবা না ?

রাখাল ॥ [ঘুরে দাঁড়ায়] কেন বাধা দিব ! তোরা আমার কে ?

বাসনা ॥ রাখুদা !

রাখাল ॥ [অভিমানে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোরা আমার কে ? তোরা আমার কে ? কেউ নোস, কেউ নোস—যেখানে খুশি সেখানে তোরা চলে যা ।

[হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাখালের দ্রুত প্রস্থান । বাসনা স্তম্ভিত হয়ে নীরবে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে । তার দু' চোখ থেকে টস্‌টস্‌ করে জল গড়ায় । অন্যমনস্কভাবে সে সাপলা ফুলের পাপড়িগুলো নখে ছিঁড়তে আরম্ভ করে । ছিন্ন পাপড়িগুলো মাটিতে ঝরতে থাকে । আলো ধীরে ধীরে নিভে আসে ও পর্দা পড়ে ।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পূর্ব দৃশ্যপট । প্রত্যূষ কাল । সূর্যোদয় হয় নি । সামান্য কুয়াশার ভাব । এক সাজি ফুল নিয়ে বাসনা ঢোকে । তাতে কয়েকটা পদ্ম ফুলও রয়েছে । পেছনে অনুসরণ করে মুসলমানের বেশে বলাই]

বলাই ॥ বাসনা !

[বাসনা মুখ ঘুরিয়ে দেখে চমকে ওঠে ।]

বাসনা ॥ কে !

বলাই ॥ চিনতে পারলি না ?

[বাসনা বলাইর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে দেখে ।]

বাসনা ॥ অ ! তা এই ব্যাশ ক্যান্ ?

বলাই ॥ চিনতে পেরেছিস তবে ?

বাসনা ॥ গলার আওয়াজ ত আর বদলায় নাই···

বলাই ॥ তাও বদলাতে পারলে ভালো হতো ।

বাসনা ॥ এই বিয়ানবেলা কৈথনে ?

বলাই ॥ পালাচ্ছিলাম। শুনলাম পুলিশ খবর পেয়েছে আমি মুসলমান পাড়ায় আছি। যাবার পথে দেখলাম ঝিলে তুই পদ্মফুল তুলছিস। তাই একবার এলাম তোকে শেষ বারের মতন দেখতে। তোরা নাকি চলে যাবি ?

বাসনা ॥ হ।

বলাই ॥ আমিও চলে যাবো।

বাসনা ॥ কই যাইবা ?

বলাই ॥ কোথায় যাবো ঠিক নেই। তবে দেশ যে ছাড়তে হবে...

বাসনা ॥ ছ্যাশ ছাড়বা !

বলাই ॥ উপায় কী ! পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আর এখানে থাকা যাবে না। ধরা পড়লে হয় ফাঁসী—নয় তো যাবজ্জীবন জেল।

বাসনা ॥ [চমকে ওঠে] ফাঁসী !

বলাই ॥ অসম্ভব কী ! খুনের চার্জ। হুলিয়া বেরিয়েছে আমার নামে।

বাসনা ॥ বলাই দা, দুঃখ অয় তোমার লেইগা। ক্যান্ তোমার অ্যামন্ মতি অইল !

বলাই ॥ সে-সব কথা থাক। সময় বেশি নাই। আচ্ছা বাসনা, রাখালকে তুই ভুলতে পারবি ?

বাসনা ॥ বু'লতে আমি কাররেই পারুম না।

বলাই ॥ আমাকেও না ?

বাসনা ॥ না।

বলাই ॥ মিথ্যে কথা। আমাকে তুই অনায়াসেই ভুলে যাবি।

বাসনা ॥ না না, আমারে তুমি বিশ্বাস করো বলাইদা, বিশ্বাস করো। তোমাগো দুই জনেরেই আমার বা'লো লাগতো।

বলাই ॥ তবে সেদিন আমি যখন তোকে আমার ভালোবাসার কথা জানিয়েছিলাম, তুই আমাকে ওভাবে অপমান করেছিলি কেন ?

বাসনা ॥ কী বু'লৈ করছ বলাইদা, তুমি কী বু'লৈ করছ! বা'ল লাগে অনেকেরেই, কিন্তু হগলেরেই কি বা'লবাসন যায় ?

বলাই ॥ জানি না তোদের মেয়েমানুষের মন। আমি বুঝি, যাকে ভালো লাগে তাকে ভালোবাসাও যায়।

বাসনা ॥ তুমি বুজবা না, তুমি বুজবা না, বলাইদা। তোমারে হেই কতা আমি বুজাইতে পারুম না।

বলাই ॥ বুঝেছি। ভালোবাসা ছিল তোর রাখালের দিকে। আর আমি ছিলাম তোর খেলার পুতুল।

বাসনা ॥ না না, খেলা না। তোমারেও আমি ছ্যাব্‌তার মতনই ছ্যাখতাম। চাষী পাড়ায় এতগুলি জুয়ান আছে—কিন্তু তোমরা দুইজন ছিলা তাগো মদ্দে আলাদা। তোমাগো মদ্দে য্যান্ নতুন মানুষ দেখতে পাইতাম আমি। তোমাগো কতা শুইনা মতে অইত—এই বা'ঙ্গাচুরা পচাগলা পুরান সংসারটা আবার সুন্দর অইয়া উঠব। নতুন জীবনের স্বপ্ন দ্যাখতাম আমি···

বলাই ॥ স্বপ্ন! [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে] স্বপ্ন স্বপ্নই। স্বপ্নের পিছনে ছুটলেই বুঝি মানুষের জীবনে এমন দুঃখ নেমে আসে রে। আমিও স্বপ্ন দেখেছিলাম বাসনা···কিন্তু আজ ? আজ আমি খুনী আসামী··· আমি ফেরার···

[বলতে বলতে বলাইর গলা ধরে আসে।]

বাসনা ॥ যেইদিন শুনলাম, রাখালদারে নাকি তুমিই মারছ···

বলাই ॥ হ্যাঁ, মেরেছি। তার বড় দেমাক ছিল, আমার চাইতে তাকেই তুই বেশি ভালবাসিস। তার সেই দেমাক আমি সহ্য করতে পারি নি।

বাসনা ॥ [কাঁদ কাঁদ হয়ে] আমারে লইয়াই চাইরদিকে এই অশান্তির অনল!

আমার মরণে আছিল বা'লো। বলাইদা, তুমি পার না আমারে গুলী কইরা মারতে? সব গুলী তোমার ফুরাইয়া গ্যাছে!'

[বাসনার কান্না]

বলাই। [এক মুহূর্ত নীরব থাকার পর] না। যদি প্রযোজন হয় আর গুলী কখনো হাতে আসে তবে নিজের গুলীতে নিজেকেই শেষ করবো। যাই। সূর্য উঠছে। কেউ হয়তো দেখে ফেলবে।

[খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে।]

রাখুর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। যদি তোর সঙ্গে দেখা হয় তাকে বলিস—তার বন্ধু তার সমস্ত দাবি, অভিমান, ক্ষোভ নিয়ে চিরদিনের মতো চলে গেছে। তার পথ আজ নিষ্কণ্টক। [দু'পা গিয়ে আবার ফিরে] আর যদি পারিস, তোর এই হতভাগা বলাইদাকে তুই ক্ষমা করিস বাসনা।

[অতি দ্রুতবেগে প্রস্থান। বাসনা বজ্রাহতের মতো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ছুটে গিয়ে বেদীতে কপাল কুটতে আরম্ভ করে। বেদীর ধারে রাখা ফুলের সাজিটা উল্টে মাটিতে পড়ে যায়।]

বাসনা। ভাব্‌তা, ভাব্‌তা! তুমি কি আছ? যদি থাকো, তবে অ্যামন্‌ অন্দ' ক্যান্‌—অ্যামন্‌ কালা ক্যান্‌?

[সুখদার প্রবেশ]

সুখদা। এই কী রে, বাসনা! বিয়ানবেলা অমন কইরা কপাল কুটতেছস ক্যান্‌? কী অইছে ত'র?

[বাসনা নিজেকে সামলে নেয়। আঁচলে চোখ মোছে।]

বাসনা। না, কিছু অয় নাই।

[ফুল কুড়িয়ে সাজিতে তুলতে থাকে।]

সুখদা। মিছামিছি কি আর ক্যাও কান্দে?

বাসনা। এতদিন এইখানে আছিলাম। মায়া পড়ছে ত। আইজ চইলা যামু। মনটা খারাপ লাগতেছে।

সুখদা ॥ বলাই আইছিল ক্যান্ ?

বাসনা ॥ [চমকে উঠে] চিনলা নাকি তারে ?

সুখদা ॥ চিনুম না ক্যান্ ! মুসলমান সাজলেই কি আর সুখদার চখেরে ফাকি দেওন যায় ? পোড়াকপাইলা ! অর কপালে আস্ত লাগছে ।

বাসনা ॥ সুখদামাসী, কইতে পারো, যে যারে পাইব না হেয় তারে চায় ক্যান্ —আর যে যারে চায় হেয় তারে পায় না ক্যান্ ?

[সুখদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ।]

কই জবাব দিলা না ত ?

সুখদা ॥ কী জবাব দিমু ত'রে ! অয় অয়—অ্যামন্ অয় । আমার কপালেও একদিন অ্যামন্ অইছিল ।

[বেদীর ওপর বসে ।]

বাসনা ॥ তোমার !

[সুখদাকে ঘেঁষে দাঁড়ায় ।]

সুখদা ॥ হ । গেরামের জমিদারের পোলা মরতে চাইছিল এই সুখদার রূপযৌবন দেইখা । আমিও না মরছিলাম অ্যামন্ না ।

বাসনা ॥ তারপর ?

সুখদা ॥ ট্যার পাইয়া জমিদার পোলারে কইলকাতায় পাঠাইয়া দিল পড়তে ।

বাসনা ॥ তোমার কী দশা অইল ?

সুখদা ॥ কী আর অইব ! বাবারে কল্ল বি'টা ছাড়া । নমর মাইয়া আকাশের চান দ'রতে চাইছিল—তার ফল বো'গ কত্তে অইব না !

বাসনা ॥ হেই জমিদারের পোলা তোমার আর কোনো খোজখবর করছিল, সুখদামাসী ?

সুখদা ॥ আসালি আমারে ! হেয় অখন জজ । আমার মতন কত দাসীবান্দি আছে তার বাড়িতে ।

বাসনা ॥ তুমি কি তারে বু'লতে পারছ, মাসী ?

সুখদা ॥ কপাল কাইটা গ্যালে গা'ও শুকায়, দাগ কি মোছেরে ছেমরি !

[বাসনা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ।]

যা অইব না তা লইয়া বা'ইবা বা'ইবা আর নিজের মন খারাপ করিস

না। বু'লতে না পাল্লেও অনেক কতা মনে চাইপা রাখতে অয়—নাইলে মানুষ বাচতে পারে না।

বাসনা ॥ দ্যাশে আমাগো বাড়ির পাশে একটা খাল আছিল। রৌজে জোয়ারে হেইটা ব'রতো, বা'টায় শুকাইতো। কয়দিন দইরা হেই খালটার কতাই খালি আমার মনে পড়তেছে।

সুখদা ॥ জীবনটারেও তাই বা'ব। ডোবার পচা জল অইলেই মরণ—জোয়ার-বা'টা থাকন বা'লো।

বাসনা ॥ সবৈ বুজলাম, মাসী। কিন্তু রাখুদা আমারে দুইটা মিষ্টি কতাও ত কইতে পারতো। কিন্তু যেই বা'বে আমার কতার জবাব দিল তাতে মনে অইল, কুত্তাবিলাইর যেইটুকু দাম আছে তার কাছে বুজি আমার হেইটুকু দামও নাই।

[বাসনার কান্না]

সুখদা ॥ [বাসনার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে] মানুষ যেই কতা কইতে চায় হেই কতা যদি কওনের জো থাকে, তবে উল্টাপাল্টা কতাই বাইরয় মুখ দিয়া।

[বাসনা বিস্মিত হয়ে তাকায় সুখদার মুখের পানে।]

হ। তার মুখের কতাটাই ত'র কাছে বড় অইল! তার অন্তরটার দিকে তুই চাইলি না? রাখাল যে ত'রে পাইলে সুখী অইত তা আমি জানি। কিন্তু উপায় নাই। তার পরিজন আছে, পড়শী আছে, সমাজ আছে। তারা কি তরে সম্মান দিব?

বাসনা ॥ পরিজন! পড়শী! সমাজ!···বা'লবাসার বুজি কোনো দাম নাই?

সুখদা ॥ পাহাড়ের মতন জঞ্জাল জমলে বা'লবাসার বীজ মইরা যায়। সব বীজই কি গ্যাজাইয়া মেলতে পারে রে।

বাসনা ॥ তবে যে লোকে কয়, বা'লবাসার লেইগা সবৈ ছাড়ন যায়?

সুখদা ॥ কয় বটে, কতাটা শুনতেও খারাপ লাগে না। কিন্তু তারপর যখন তুফান ওঠে তখন বা'লবাসার ব'রাডুবি অয়। জমিদারের পোলা

যে আমারে বা'লবাসছিল, আমি যে তারে বা'লবাসছিলাম, তা অঙ্কুর মেইলা গাছ অইল না ক্যান্? গাছ অইয়া তাতে ফুলফল দ'রলো না ক্যান্, কইতে পারস?

বাসনা ॥ [সখেদে] কিন্তু আমার এই বা'লবাসার বীজ ত মনে থাইকা থাইকা পইচাই যাইব, সুখদামাসী।

[সুখদা স্তব্ধ হয়ে এক লহমা কী ভাবে। মনে হয় নিজের জীবনস্মৃতি রোমন্থন কচ্ছে। তারপর তার বাক্যস্ফুরণ হয়।]

সুখদা ॥ ত'র এই কতার জবাব আমি অখন দিতে পারুম না। ল' যাই—গুছাইয়া গাছাইয়া লইতে অইব ত। তাম্বুতে চল্।

[বাসনার হাত ধরে সুখদা প্রস্থানোদ্যত হয়। প্রবেশ করে গৌরাঙ্গ।]

গৌরাঙ্গ ॥ [বাসনাকে] অত বিয়ানবেলা উইঠা কই গেছিলি? বাবায় ত'রে খুইজা খুইজা অয়রান। যা যা, জলদি কইরা বাইন্দাছাইন্দা ল গিয়া। বেলা দশটায় বাস দ'রন লাগবো।

[বাসনা ও সুখদার প্রস্থান। গৌরাঙ্গ গুনগুনিয়ে গান গায় ও পায়চারি করতে থাকে। প্রবেশ করে কানাই মোক্তার ও তাহের।]

কানাই ॥ কইলকাতায় জেলেপাড়ার সঙ অইত—জানো তো তাহের?

তাহের ॥ হ্যাঁ, শুনেছি।

কানাই ॥ ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল?

তাহের ॥ তাও শুনেছি।

কানাই ॥ আমরা হেই মিছিলের সঙ। মুখে রং মাখি, সাজিগুজি, নাচিকুদি—তারপর আবার যেই হেই।

গৌরাঙ্গ ॥ [স্বপ্নোত্থিতের মতো] মোক্তারকাকা, এককালে যেইখানে অইত লোকের নির্বাসন-দ্বীপান্তর, আমরা আইজ হেইখানেই যামু পুনর্বাসনের আশায়—হেই কালাপানির পাড়ে—হেই আন্দামানে!

কানাই ॥ চুপ কর, চুপ কর। অমন কতা মুখে আনাও পাপ। যেইখানে আমরা যাইতেছি তা তীর্থ—কানাই মোক্তারের কাছে স্বর্গ। এই বাংলা দ্যাশের কত সোনার ছেইলারে বন্দী কইরা রাখছিল ঐ আন্দামানে। তাগো পা'র পরশ পাইছে যেই মাটি হেই মাটি কি আর মাটি আছে রে! হেই মাটি সোনা···সোনা। তারে আমি নমস্কার জানাই।

গৌরাঙ্গ ॥ তব' মন ক্যান্ জানি কান্দে। এইখানে আইয়া এতদিন যাগো লগে থাকলাম, এক লগে আ'সলাম-কানলাম—তাগো ছাইড়া যাইতে মনটা ক্যামন্ ক্যামন্ করতেছে।

তাহের ॥ আমাদেরই কি ভালো লাগছে, গৌরাঙ্গ। হিন্দু হই মুছলমান হই—আমরা বাঙালী। মায়ের কোলে একই বুলিতে আমাদের কথা ফোটে—আছাড় খেলে একই মাটিতে আছাড় খাই, দাঁড়াতে হলে একই মাটিতে ভর দিয়ে উঠি। বজ্জাতির ফলে একটা অঙ্গ দু'টো অঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু দিল্‌তো আমাদের একটাই।

কানাই ॥ খাসা কতা কইছ তাহের, খাসা কতা। যেইখানে যামু আমরা বাঙ্গালিই থাকুম। আমাগো মুখের ভাষা ক্যাও কাইড়া নিতে পারবো না, আমাগো জাইত ক্যাও মারতে পারবো না—আমাগো মনটারেও ক্যাও ডুবাইয়া দিতে পারবো না। আর গৌরাঙ্গ, আমরা তো পরাদীন দ্যাশে যাইতেছি না—যাইতেছি স্বাদীন দ্যাশেরই এক কোল ছাইড়া আরেক কোলে। এত বা'বনা কিসের?

[সুখদা ও বাসনা সংসারের কিছু জিনিসপত্র নিয়ে প্রবেশ করে ও সেগুলো বেদীর পাশে রেখে দেয়।]

সুখদা ॥ গৌরাঙ্গ, বিছানা ও টেরাঙ্কটা আনতে পাল্লাম না। তুই লইয়া আয়।

[গৌরাঙ্গ প্রস্থান করে। তাহেরও তার পিছু পিছু যায়। বাসনা বেদীর ওপর বসে ফুলের মালা গাঁথতে থাকে। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে নটবর ও কৌশল্যা। দু'জনের হাতে দু'টো পোঁটলা।]

নটবর ॥ এই যে মা! তোরা চলে যাবি শুনে রাখুর মাও আর না এসে পারলো না।

কৌশল্যা ॥ [বাসনার পাশে একটা পোঁটলা রেখে] পোঁটলাটায় চিড়েগুড় ও কিছু নারকলের নাড়ু বেঁধে দিলাম। নতুন ধানের চিড়ে। অনেক দূরের পথ—কষ্ট হবে তোদের যেতে।

নটবর ॥ গিয়ে তো গরিব কাকাকাকীর কথা ভুলেই যাবি। তাই যেন হয়। সুখের নাগাল পেয়ে এই দুঃখের দিনের কথা যেন ভুলেই যেতে পারিস।

[নটবর তার হাতের পোঁটলাটা কৌশল্যাকে দেয়। কৌশল্যা মোড়ক খুলে একখানা নতুন তাঁতের শাড়ি ও একটা রঙিন ব্লাউজ বের করে।]

কৌশল্যা ॥ এই নে। গরিব কাকী তোকে আর কী দিবে!

[বাসনা মালা গেঁথেই চলে।]

সুখদা ॥ [বাসনাকে] নে।

[বাসনা এক হাত বাড়িয়ে নেয় ও পোঁটলার ওপর রেখে দেয়।]

কৌশল্যা ॥ কত গালমন্দ করেছি তোকে—সময় সময় ঝাঁ্যাটাও মারতে চেয়েছি। আজ মনে হয় সেই ঝ্যাঁটা আমি আমার নিজের মুখেই মেরেছি রে! পেটের মেয়ের চেয়েও তোকে বেশি ভালোবেসে ফেলেছিলাম।

[কৌশল্যার চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসে। সস্নেহে সে বাসনার মাথায় হাত বুলোয়।]

দীর্ঘজীবী হ। সুখেশান্তিতে থাকিস্।

[কৌশল্যা আঁচলে চোখ মোছে। বাসনার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। মাথায় বাঁধা বিছানা নিয়ে গৌরাঙ্গ আর মাথায় ট্রাঙ্ক নিয়ে তাহের প্রবেশ করে। তাদের সঙ্গে আছে অধর।]

অধর ॥ এই যে নস্করমশয় আইছেন! রাখুর মাও! বা'লোই অইল—যাওনের আগে ছ্যাখা অইল।

[গৌরাঙ্গ ও তাহের মাথার বোঝা নামিয়ে রাখে ।]

তাহের ॥ আমি জানতাম, নটবরচাচা ও নস্করচাচী না এসে থাকতে পারবেন না । আমি তো চিনি ।

অধর ॥ কত জোরজুলুম অন্যায়-ঐত্যাচারৈ করছি আপনেগো উপ্পর । কিছু মনে রাখবেন না ।

নটবর ॥ না না, যাওয়ার সময় এসমস্ত কথা বলে আর আমাদের অপরাধী করবেন না । আমরাও গরিব । তাই আপনারা আমাদের আপনজন জেনেও বোঝা মনে করেছি, মুখভার ক'রে থেকেছি ।

অধর ॥ না না, আপনে কিছু করেন নাই । বরং···

নটবর ॥ করেছি করেছি···আমি ক'রে না থাকি অন্যে করেছে । দায় ছিল আমাদের সবারই—কিন্তু দায়িত্ব পালন করতে পারলাম কই আমরা ! এখানে এসে অনেক কষ্ট পেয়েছেন আপনারা—আঘাতও পেয়েছেন কম না । [সুখদার দিকে একবার সহানুভূতির দৃষ্টিপাত করে ।] মাটি পেয়ে আপনারা আবার সুখের মুখ দেখেন, এই আশাই করি । [মেরজাইর পকেট থেকে পাঁচখানা দশটাকার নোট বের ক'রে] এই নেন । কাল ধান বেচেছি । বেশি দেওয়া সম্ভব হলো না । মাত্র পঞ্চাশটা টাকাই দিলাম । বাসনার বিয়ের সময় ওকে কিছু কিনে দিবেন ।

[অধর বাসনার দিকে তাকায় । বাসনা মাথা নেড়ে নিষেধ করে ।]

অধর ॥ না না, মাপ করবেন । এইটা আমি নিতে পারুম না ।

কৌশল্যা ॥ আমরা সচ্চাষী, আপনারা নয় । না হলে বাসনাকে আমি শাঁখ বাজিয়েই ঘরে তুলতাম । এ ক'টা টাকা আপনি নেন ।

[বাসনা ঘাড় নোয়ায় । ছুঁচটা তার একটা আঙ্গুলে ফুটে যাওয়ায় আঙ্গুলটা মুখে ঢুকিয়ে চুষতে থাকে ।]

গৌরাঙ্গ ॥ বাসনারে যদি বিয়াই দিতে পারি তবে তার যতুকের ট্যাকাও জুটাইতে পারুম । না পারলে পাচটা অরতকী দিয়াই বিয়া দিমু । এই ট্যাকা দিয়া তারে ব্যাইজ্জত করনের কাম নাই ।

সুখদা ॥ চুপ কর্ গৌরাঙ্গ। বলদের মতন মুখে যা আছে তাঐ কয়! [নটবরের কাছে এগিয়ে গিয়ে] ছান, আমার আতে ট্যাকা ছান।

[নটবর সুখদার হাতে টাকা দেয়। সুখদা নোটগুলো ছোট ক'রে ভাঁজ করে ও বাসনার আঁচলে বাঁধতে থাকে। বাসনা তার দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায়।]

চাইয়া আছ্স কি বল্‌দী! পাকাছাখার আশীব্বাদ, বুজলি, পাকাছাখার আশীব্বাদ।

[বলেই সুখদা শক্ত ক'রে আঁচলে গিঁঠ দেয়। বাসনা আবার মালা গাঁথতে আরম্ভ করে। নটবরের চোখের কোণ ভিজে উঠেছিল। বাঁ হাতে তর্জনী বাঁকিয়ে সে নিজের চোখের জল মোছে। ধর্মদাস, শীতল ও নিশির প্রবেশ।]

ধর্মদাস ॥ যাও গৌরাঙ্গর বাপ। বাদা' দিমু না! তবে আবার ফিরা আইতে অইব।

শীতল ॥ গেছিল তো উড়িষ্যায়। পাতর কাইটা কাইটা বুকের পাজরা ব্যাতা অইয়া গেছিল—পাইছিল চাষের জমি?

নিশি ॥ আবার তো বাংলা ছাশেই ফিরা আইতে অইছিল।

ধর্মদাস ॥ গ্যাছিল না দণ্ডকারণ্যে সব পুনর্বাসনের আশায়! দণ্ডও পাইছে, অরণ্যও পাইছে।

[ঘৃণায় মুখটা ঘুরিয়ে নেয় গৌরাঙ্গ। সুখদা একদৃষ্টে ধর্মদাসের মুখের দিকে চেয়ে থাকে।]

নিশি ॥ এইসব চালাকি আমরা বুজি। রিফুজীগো মদ্দে বা'ঙ্গন দ'রানের চ্যাষ্টা।

ধর্মদাস ॥ যেই কালাপানির পাড়ে তোমরা যাইতেছ হেইখানে খাইব তোমাগো হাঙ্গরকুমইরে।

সুখদা ॥ হেইখানে হাঙ্গরকুমইর থাকে জলে—আর এইখানে আছে ডাঙ্গায়।

[কানাই, তাহের, গৌরাঙ্গ, সুখদা প্রভৃতি হো হো ক'রে হেসে ওঠে।]

নিশি ॥ বেশি আইস না তাহের মিঞা। খারাপ দাতে আসি বা'লো ছ্যাখায় না।

তাহের ॥ [ব্যঙ্গ করে] ভাবনারই কথা বটে। আমার এই খারাপ দাঁতও এর পরে থাকবে কিনা—কে জানে।

শীতল ॥ হালা মোছলা তো বড় চোকা চোকা কতা কইতে শিখছে, ছ্যাখতেছি!

সুখদা ॥ মনার বাপ কি আমাগো যাওনের সময় একটা বিবাদ বাদাইতে আইছ নাকি?

ধর্মদাস ॥ না, বিবাদ কত্তে আহি নাই। আইছি একটা কতা জানাইতে। শুনতেছি, আমাগো পাটাইয়া দিব অন্য জায়গায়। নতুন রিফুজী নাকি আনবো বাকী খাল কাটনের লেইগা। তোমরাই তার পত ছ্যাখাইলা।

কানাই ॥ পাল ছিড়া গ্যালেও হাল ঠিক থাকলে নাও বাচে। এইখানে যে আমরা ব্যাহাল।

ধর্মদাস ॥ রক্ত জল কইরা জমি চাষের যোগ্য করছি। হেই জমি ছাইড়া দিয়া জঙ্গলের নিশায় ছুটুম, অ্যামন্ বলদ আমরা না।

সুখদা ॥ চাষীগো জমি দখল কইরা মনার বাপের আটচালা উঠুক। আমরা চইলা গ্যালে তা দেইখা আর চখ টাটানের মানুষ থাকব না। বা'লই তো অইল মনার বাপের। বা'গাঁদার কমলো। পোলার বিয়ার সময় বাঈখ্যামটা নাচাইও। নিমন্তন্ন পাঠাইও—আমরা আমু।

[সুখদার প্রস্থান]

ধর্মদাস ॥ মোক্তারমশয়, সত্যৈ আপনেরা যাইবেন? কাইজাকাটি যাঐ করি না ক্যান্—আছিলাম এক জায়গায়···

অধর ॥ আমরা ক্যাও কাররে চিনি নাই। বা'বতাম একজন বুঝি আরেক-জনেক শত্তুর। কিন্তু অখন বুজতেছি একজনেরে আরেকজন বা'লোও বাসতাম আমরা।

ধর্মদাস ॥ [গৌরাঙ্গর কাছে গিয়ে] গৌরাঙ্গ, অনেক শত্রুতা করছি তর লগে। আবার বা'লোও লাগত তরে। মনে মনে বা'বতাম— আমার মনা যদি তর মতন অইত।

[মাথায় একটা বোচকা নিয়ে মনার প্রবেশ]

গৌরাঙ্গ ॥ এইটা কার বোচকা, মনা ?

মনা ॥ সুখদামাসীর।

গৌরাঙ্গ ॥ হেয় কই ?

মনা ॥ আমার মাতায় বোচকাটা দিয়া কইল—তুই যা বটতলায়, আমি আইতেছি।

কানাই ॥ রওনা অইতে অইব। আমার গাট্টিটাও লইয়া আহি।

তাহের ॥ আমি সঙ্গে যাবো ?

কানাই ॥ না না, চুলাচাকতি আমার কিছুই নাই। দুইখান কাপড়, একটা গামছা, একখান কম্বল আর একটা ছিড়া কাতা'—এই তো সম্বল।

[কানাই মোক্তারের প্রস্থান।]

গৌরাঙ্গ ॥ তাহের বা'ই, আপনে যাইবেন নাকি আমাগো লগে বাসের রাস্তা পর্যন্ত ?

তাহের ॥ হ্যাঁ, যাবো।

মনা ॥ আমিও যামু।

গৌরাঙ্গ ॥ [হাসে] বাসনা, ওঠ। দেরি কল্লে চলবো না। আরেক দল অপেক্ষা করতেছে আমাগো লেইগা।

[বাসনা উঠে দাঁড়ায়। মালাটা সে হাতে জড়িয়ে রাখে। চিড়েগুড়ের পোটলা ও শাড়ি ব্লাউজ বাসনা অধরের হাতে দেয়। একদলা কাঁচা মাটি ডান হাতের তালুতে নিয়ে সুখদা অর্ধোন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে ঢোকে।]

সুখদা ॥ ছ্যাখ্‌ ছ্যাখ্‌ ছ্যাখ্‌ গৌরাঙ্গ, এই মাটির দলা ছ্যাখ্‌! অখনো কালা অয়নাই রে—রক্তে রাঙ্গাই আছে···

[সুখদা আকুলভাবে কাঁদতে থাকে।]

গৌরাঙ্গ ॥ দেও মাসী দেও—ঐ তীর্থের মাটি আমারে দেও।

[সুখদার হাত থেকে মাটির দলাটা গৌরাঙ্গ নেয়।]

এই মাটি নিয়া মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দিমু। নতুন জীবন গজাইব তাতে, শোদ অইব রক্তের ঋণ।

সুখদা ॥ সবৈ অইবরে, সবৈ অইব। পামুনা শুদু আমার নারাণরে!

[সুখদার কান্নায় একটা থমথমে ভাব বিরাজ করে। কাঁধে বোচকা ও হাতে ঘটি নিয়ে কানাই মোক্তারের প্রবেশ।]

কানাই ॥ সুখদা, জানি ত'র এই চখের জলের শ্যাষ নাই। তব' নিজেরে শান্ত কর। ত'র এক নারাণ গ্যাছে—শ' শ' আজার আজার নারাণ পাবি তুই। তুই বুদ্ধিমতী। ত'রে কী বুজামু আমি! নিজেরে প্রবোদ দে। তুই আইজ এক নারাণের মা না—অনেক নারাণের মা।

বাসনা ॥ সুখদামাসী, ওঠো। আমরাও তোমার সন্তান। তোমারে আমরা মার মতনই দেখি।

[সুখদা আবেগে বাসনাকে বুকে চেপে ধরে।]

সুখদা ॥ তাইতো এইখানে থাকতে পাল্লাম না—তগো ছাইড়া আমি থাকতে পারুম না।

[সুখদা নিজেকে সংযত করে। অাঁচলে চোখের জল মোছে। তারপর উঠে দাঁড়ায়।]

চল্‌।

[সুখদা বেদীতে মাথা নুইয়ে ঠাকুর প্রণাম করে। তারপর মনার কাছে যায়।]

দে, বোচকা দে।

মনা ॥ না, আমি বাসে উঠাইয়া দিমু।

তাহের ॥ ট্রাঙ্কটা আমার মাথায় তুলে দে, গৌরাঙ্গ।

[গৌরাঙ্গ তাই করে। তারপর বিছানাটা তুলতে গেলে শীতল বাধা দেয়।]

শীতল ॥ তুই না, আমি নিমু।

[গৌরাঙ্গ বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়।]

কাইজ্জা করছি আগে—অখন আবার কি রে!

[শীতল বিছানাটা নিজের কাঁধে তুলে নেয়। নিশিও ছুটে গিয়ে একটা বালতি ও গাড়ু হাতে নেয়।]

ধর্মদাস ॥ [কানাইর কাছে গিয়ে] ছ্যান্, গাড়ুটা আমারে ছ্যান্।

কানাই ॥ না না, আমিঐ নিতে পারুম।

ধর্মদাস ॥ না দিলে বুজুম আপনের মনের বোজা' নামলো না।

[কানাই মোক্তার হেসে গাড়ুটা ধর্মদাসকে দেয়।]

কানাই ॥ জ্যার নাই, জ্যার নাই। ছ্যানাপাওনা সব শোদ।

[একে একে সবাই বেরিয়ে যায়। সবার পেছনে যায় বাসনা। গিয়েই আবার সে ফিরে আসে। মালাটা বেদীর ত্রিশূলে ছুঁড়ে হেয়।]

বাসনা ॥ আমার মনের মালা তোমারেই দিয়া গ্যালাম, ঠাকুর। দেইখ, রাখালদার য্যান্ কোনো অমঙ্গল না অয়।

[বেদীতে প্রণাম করে। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ঘুরেই দেখে সামনে রাখাল। বাসনা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। তার শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। আর স্থির থাকতে পারে না। ছুটবার-ভঙ্গিতে সে পদক্ষেপ করে।]

রাখাল ॥ বাসনা!

[বাসনা না ঘুরেই দাঁড়ায়।]

শোন্।

[বাসনা এবার ঘুরে দাঁড়ায়।]

কাছে আয়।

[বাসনা এক পা দু'পা ক'রে এগুতে থাকে। রাখাল ছুটে গিয়ে তার হাত ধরে।]

যেতে পারবি না।

বাসনা ॥ জোর ?

রাখাল ॥ হ্যাঁ, জোর।

বাসনা ॥ এই জোর এতদিন তোমার কই আছিল, রাখুদা !

রাখাল ॥ যাই বলিস, আমি তোকে যেতে দেব না।

বাসনা ॥ মন যদি চইলা যায়, ত্যাহরে কি জোর কইরা রাখন যায় ?

রাখাল ॥ যায় কিনা দেখি।

[বাসনাকে সজোরে জড়িয়ে ধরে।]

বাসনা ॥ আঃ ! ছাড়ো। করতেছ কী ! তুমি সচ্চাষী—আমি নমর মাইয়া—ছুইলে জাইত যায়। কী করতেছ তুমি ! তোমার মাতা খারাপ অইছে ? ছাড়ো আমারে।

[বাসনা নিজেকে রাখালের বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে।]

রাখাল ॥ এত দেমাক তোর !

বাসনা ॥ দ্যামাক !

রাখাল ॥ হ্যাঁ, দেমাক। আমার ভালোবাসার দাবি তোর কাছে কিছুই নয় !

বাসনা ॥ সব সব সব, তুমি আমার সব, রাখুদা। কী কইরা তোমারে বুজামু ! তব' তোমারে ছাইড়া আমার যাইতে অইব। আমার লেইগা তুমি হাইরা যাইবা এ আমি সইতে পারুম না।

রাখাল ॥ রাখাল কেনোদিন কারো কাছে হারেনি। একমাত্র তোরই কাছে হার হলো তার।

বাসনা ॥ না, জিতলা। আমি এইখানে থাকলেই তুমি হারবা। কেউ

তোমারে ছোট না বা'বে, তোমার মাথা উঁচা থাকে, এই ছ্যামাকটুকু লইয়া আমারে যাইতে দেও রাখুদা।

রাখাল ॥ আমার এতদিনের স্বপ্ন তোকে নিয়ে ঘর বাঁধবো…

বাসনা ॥ হেই গ'র পুইড়া ছাই অইয়া যাইব। তোমার আমার ভালোবাসার দাম দিব কে? জাইনা শুইনা আগুনে আত দিও না। আমি একটা তুচ্ছ মাইয়া—আমার লেইগা তুমি নিজের জীবন নষ্ট করবা ক্যান্!

রাখাল ॥ [আবেগ কম্পিত কণ্ঠে] বাসনা!

বাসনা ॥ হ, তোমার পরিজন, তোমার সমাজ আমারে নিব ক্যান্!' বানের জলে বাইস্যা আইছি আমরা, পায়ের তলে মাটি নাই, আমাগো দাম কী? যদি পাও রাখনের মতন মাটি পাই, মাথা গোজনের একটু ঠাঁই পাই, তবে মন যা চায় তাই করুম।…অরা অনেক দূর চইলা গেল—অখন যাই। মন খারাপ কইর না। জোয়ারের টানে কুটা বাইস্যা আহে, বা'টার টানে চইলা যায়। তার মায়ায় কেউ মন খারাপ করে!

রাখাল ॥ [ধরা গলায়] আমারে ছাইড়া থাকতে পারবি তুই?

বাসনা ॥ [দু পা এগিয়ে] কী কইলা? [দু চোখ ছলছলিয়ে ওঠে] না, কমুনা কমুনা, মনের কতা আমার মনেই থাউক।

[আবেগ চাপতে না পেরে ঘুরে ছুটে পালায়। রাখাল তাকে ধরবার জন্যে দুহাত বাড়ায়। ততক্ষণে বাসনা খানিকটা দূরে চলে যায়।]

রাখাল ॥ বাসনা! বাসনা!!

বাসনা ॥ [থমকে দাঁড়িয়ে না ঘুরে] পিছু ডাইক না, পিছু ডাইক না—পিছু ডাকলে অমঙ্গল অয়।

[বলতে বলতে সে অদৃশ্য হয়ে যায়। রাখাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সমস্ত চোখে মুখে তার বেদনার ছাপ। বিপরীত দিক দিয়ে প্রবেশ করে কেষ্ট মণ্ডল।]

কেষ্ট ॥ হেঃ হেঃ হেঃ ! তোর নয়া শিবির তা হ'লে ভেঙে গেল রে রাখু ।

[রাখাল তার দিকে কটমট করে তাকায় । বাসনাকে নিয়ে প্রবেশ করে সুখদা ।

সুখদা ॥ আয় ছেমরি, আয় [বাসনাকে টানতে টানতে প্রবেশ] মন থাকব ত'র এইখানে পইড়া, আর আমাগো গিয়া তুই জ্বালাবি ?

রাখাল ॥ [বিস্মিত হয়ে] সুখদা মাসী !

সুখদা ॥ হ, আইলাম । ছেমরির দেরি দেইখা আইলাম ডাকতে । গাছের আড়ালে খাড়ইয়া ছাখলামও সব, শোনলামও সব । এত্তই যদি টান…

কেষ্ট ॥ হরিবল, হরিবল…

সুখদা ॥ আঁটকুড়ীর পোঁ—মার মুখে ঝ্যাটা [তেড়ে যায়]

কেষ্ট ॥ না না, আমি কিছু করি নি, আমি কিছু করি নি…

[ভয় পেয়ে কেষ্ট মণ্ডল এক পা দু পা করে সরে পড়ে ।]

সুখদা ॥ [বাসনাকে রাখালের দিকে ধাক্কা মেরে ঠেলে দিয়ে] যা ছেমরি, রাগ করবি কার উপ্পর ! মান কইরা থাকবি কয়দিন ?

রাখাল ॥ আমার কী দোষ, আমার কী দোষ সুখদামাসী, যে আমার উপর রাগ করে সবাই…

সুখদা ॥ চইলা গেল ? ক্যান্ গেল ? থাউক, যাওনের সময় আর হেই সব প্যাচালে লা'ব কী ? বাসনা রইল । তারে তুই দেখিস । আর আমার নারাণরে যারা…

[গলা ধরে আসে । উদগত কান্না নিয়ে দ্রুত প্রস্থান]

বাসনা ॥ আমারে ফালাইয়া কই যাও সুখদামাসী—শত্তুরগো মধ্যে আমারে ফালাইয়া কই যাও…

রাখাল ॥ [বাসনার ড্যানায় ধরে থামিয়ে] বাসনা !

[বাসনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ।]

বাসনা, কথা ক তুই, কথা ক । অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকিস নি ।

[বাসনা তবু স্তব্ধ । রাখাল তাকে বুকের কাছে আনে । বাসনা স্থির দৃষ্টিতে রাখালের মুখের দিকে চেয়ে থাকে ।]

আমার স্বপ্নকে তুই ভেঙে দিস নি বাসনা। তোকে পাশে পেলে এই ছেঁড়া তাঁবু জোড়া দিয়েই আমি আবার নয়া শিবির গড়বো—এপার-ওপারের মাঝখানে যে কাঁটার বেড়া তা ভেঙে দিয়ে নতুন জীবনের নয়া শিবির । কাছে আয় ।

[বাসনার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে । রাখালের হাতে নিজের দেহটাকে এলিয়ে দেয় । তার অধরোষ্ঠ আবেগে কাঁপতে থাকে । রাখাল তাকে বুকে জড়িয়ে নেয় । বাসনা কান্নায় ফেটে পড়ে । দুহাতে তাকে জোরে চেপে ধরে রাখাল দেহটাকে শক্ত সোজা করে সামনের দিকে তাকায়—তার চোখেমুখে যেন নতুন পৃথিবী গড়বার প্রতিজ্ঞা ।]

॥ ধীরে ধীরে পর্দা নামবে ॥

: শ)

অস্ত্র শিবির

রচনা—নভেম্বর, ১৯৬৪

ক্রান্তি শিল্পী সংঘ কর্তৃক

প্রথম অভিনয় ঢাকুরিয়া

সেন্ট এণ্ড্রুজ হলে

১৯৬৫ সালের ১২ জুন।

অমৃত সমান

নাটকের পাত্রপাত্রী

পুরুষ

বেন্দা—গুণ্ডা। বয়স পঁচিশ।

ভৈরব—ছন্নছাড়া প্রবীণ। বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে।

নকুল—মদ্যপ শ্রমিক। বয়স ত্রিশ।

কার্তিক—বালক। বয়স বারো।

জয়রাম—চোলাই মদের কারবারী। বয়স পঞ্চাশোর্ধ্বে।

চিন্তাহরণ—গান্ধীবাদী সমাজসেবী। বয়স ত্রিশ।

জহীর—হিন্দুস্থানী ধুনকর। বয়স চল্লিশ।

সনৎ—ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী শ্রমিক। বয়স ত্রিশ।

মনসুর—বৃদ্ধ চাষী। বয়স ষাটের কাছে।

চরণদাস—কৃষক। বয়স চল্লিশোর্ধ্বে।

নারী

গঙ্গামণি—লাঞ্ছিতা রমণী। বয়স পঁয়তাল্লিশ।

চম্পা—নকুলের স্ত্রী। বয়স পঁচিশ।

অমৃত সমান

প্রথম পর্ব

[শহরতলী। দু'পাশে বস্তি। কিছুকাল আগেও এটা গ্রাম ছিল। মাঝখানে সরু গলির এক পাশে এখনো কয়েক ঘর চাষীর বাস, অন্য পাশে টালীর টানা বস্তিঘর। সেখানে সব জাতের লোকই ঘর ভাড়া করে থাকে। গলির ডান পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে একটা চায়ের দোকান। চায়ের দোকান হলেও অন্যান্য জিনিস আছে; সেখানে কিছুটা মণিহারী, কিছুটা মুদিখানার জিনিস, দোকানের সামনে বেঞ্চ ও কয়েকটা প্যাকিং বাক্স। তাতে বসে চা খায় খদ্দেররা। গোপনে মদ তাড়িও চলে। দোকান ছাড়িয়ে গলিটা একটু বেঁকে গিয়ে পড়েছে বড়ো সড়কে। কারখানা গড়ে ওঠায় সড়কটা হয়েছে নূতন। মাঝখানে গাছপালা থাকায় সড়কটা দেখা যায় না; কিন্তু সড়ক দিয়ে মোটরগাড়ী ও লরী গেলে হেড লাইটের আলো দেখতে পাওয়া যায়। গলির বাঁ পাশে চরণদাসের বাড়ীর পেছনের দিকের খানিকটা দেখা যায়, জানালা দিয়ে রাস্তার লোকের সঙ্গে কথা বলা চলে। দোকানেরও সবটা দেখা যায় না—খানিকটা ঢাকা, খানিকটা বাইরে। কাল সন্ধ্যার পর।]

বেন্দা ॥ [হাতে একটা থলে] মাসী, ও মাসী !

[গঙ্গা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে।]

গঙ্গা ॥ কী রে! ডাকাত পড়েছে নাকি ?

বেন্দা ॥ তুমি থাকতে ডাকাতের ভয়! এই নাও তোমার জিনিস।

[গঙ্গার হাতে থলেটা দেয়।]

গঙ্গা ॥ ক'টা এনেছিস ?

বেন্দা ॥ তিনটে।

গঙ্গা ॥ মাত্র তিনটে! ক'চুমুকের মাল ধরবে!

বেন্দা ॥ বেশি কিনতে গেলে দোকানী সন্দেহ করতে পারে।

গঙ্গা ॥ আহা-হা-হা। কথা শোন না ছেলের আমার। সন্দেহের ভয় তোর। আচ্ছা বেন্দা, তোকে সন্দেহ না করে এমন লোক এ তল্লাটে আছে?

বেন্দা ॥ তবু একটু সামলে চলতে হয়, গঙ্গামাসী।

গঙ্গা ॥ এতই যদি ভয়, এলি কেন এপথে?

বেন্দা ॥ পেটের দায়ে।

গঙ্গা ॥ একতারা নিয়ে বেরিয়ে পড়, নাম করলেই পেট ভরবে।

বেন্দা ॥ [অভিমানে] সব কথাতেই তোমার ঠাট্টা, মাসী!

গঙ্গা ॥ গায়ে ফোস্কা পড়লো নাকি? এ পথে যখন নেমেছিস তখন সব সাজই ধরতে হবে।

বেন্দা ॥ তোমার কিন্তু কোনো সাজ লাগে না, দেখলেই লোকে কাত।

গঙ্গা ॥ তোরও নজর পড়লো নাকি? চল্ তবে দুজনে গিয়ে আখড়া পাতি।

বেন্দা ॥ ছিঃ ছিঃ! কী যে বলো মাসী! তোমাকে আমি ছের্দা করি।

গঙ্গা ॥ থাক থাক, আর ছের্দা-ভক্তিতে কাজ নেই। কখন যাবি তুই?

বেন্দা ॥ কাল সকালের প্রথম গাড়ীটাই ধরতে হবে। ভেণ্ডারদের সঙ্গে যাওয়াই ভাল।

গঙ্গা ॥ তা আমি ভরে রাখবোখন। শেষ রাত্তিরে এসে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিসনে—পাড়ার লোকে সন্দেহ করবে। দোকানের ঝাঁপ না ফেলতেই এসে নিয়ে যাস।

বেন্দা ॥ লোকের সন্দেহকে তুমিও ভয় করো মাসী!

গঙ্গা ॥ চুপ কর নচ্ছার কোথাকার। সন্দেহকে গঙ্গামণি ভয় করে না। সাবধানে চলতে ক্ষতি কি?

বেন্দা ॥ ভাল মানুষকে ফাঁকি দেয়া যায়, কিন্তু মাতালকে ফাঁকি দেয়া বড়ো শক্ত মাসী। ভয় আমার সেই মাতাল আবগারী দারোগাটাকে। বেটা যেন মাছির মতো মদের গন্ধ পায়। ধরা পড়লেই যাবে আমার তিন ব্যালাডার থেকে এক ব্যালাডার।

গঙ্গা ॥ নগদ বিদেয় করবি।

বেন্দা ॥ নগদে সব দেবতা তুষ্ট হয় না, মালের ভাগ না পেলেই গোসা।

গঙ্গা ॥ ভাগ ভাগ, ভাগ—সবাই ভাগ চায়রে, সবাই ভাগ চায়।

[মাতাল অবস্থায় ভৈরবের বড়ো সড়কের দিক থেকে গলি দিয়ে প্রবেশ। দেখে গঙ্গা একটু চমকে ওঠে।]

ভৈরব ॥ হ্যাঁ, ভাগ চায়, সবাই ভাগ চায়—ত্যাগের নামাবলি প'রে সবাই ভাগ চায়। সেই যে দেশটা ভাগ হলো সেই থেকে খালি ভাগ, ভাগ, আর ভাগ।

বেন্দা ॥ কে তুমি বাবা এমন তত্ত্বকথা আওড়াচ্ছ?

ভৈরব ॥ তত্ত্ব? সত্য বললেই কি তত্ত্ব? না, তবে থাক, সত্য বলতে বারণ। [নিজ হাতে দু গালে ঠোনা মেরে] চুপ বেয়াদব, মাতালের মুখে বড়ো কথা শোভা পায় না। ভদ্দরলোকেরা শুনলে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে। [বগল থেকে খালি শিশিটা বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে] শূন্য, একেবারে শূন্য, ভারতভাণ্ডার শূন্য। ঋণও আর পাওয়া যাবে না। ···দেবে দেবে? একটু মদ দেবে? গলাটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। কল্‌জেটা সাহারা মরুভূমি। দাও না লক্ষ্মী এক ফোঁটা—গলাটা ভিজিয়ে নিই।

গঙ্গা ॥ আহা-হা-হা, কথা শোন না মিন্সের! রঙ্গ করার আর জায়গা পেলে না! এটা কি মদের ডিপো যে এসে ঢক্‌ঢক্ করে গিলবে? ভদ্দর পাড়ায় মাতলামি করতে লজ্জা করে না?

ভৈরব ॥ ভদ্দরপাড়া! হা-হা-হা! [উচ্চহাসি] ভদ্দরপাড়াতেই তো ভালো মাল পাওয়া যায় গো, ছোটলোকে তা চোখেও দেখে না। তাদের পয়সা কোথায়?

বেন্দা ॥ বুড়ো তো দেখছি বড়ো বজ্জাত। কেমন বুকনি ঝাড়ে!

ভৈরব ॥ না বাবা। কিচ্ছু ঝাড়বো না। তুমি একটু ঝাড়ো দেখি—গলাটা ভিজিয়ে নিই।

গঙ্গা ॥ আঃ! মরণ আমার! পাড়ায় যাও, পাড়ায় যাও, যে পাড়ায় গেলে মদ মিলবে সে পাড়ায় যাও। এখানে কেন এসেছ হাড় জ্বালাতে? মদ-তাড়ি সিদ্ধি ভাং এখানে কিছুই মিলবে না।

ভৈরব ॥ তবে যে বললে···

বেন্দা ॥ কে বললে? কী বললে?

ভৈরব ॥ বললে এখানে মদ পাওয়া যায়।

[বেন্দা চমকে ওঠে। গঙ্গা কটমট করে তাকায়।]

বেন্দা ॥ কে বললে?

ভৈরব ॥ কে বললে? ···চিনি নে তো।

বেন্দা ॥ চিনি নে তো! শালা বদমাশ, তোকে জ্যান্ত কবর দোব।

[ছুটে গিয়ে ভৈরবের ছেঁড়া-ময়লা জামাটা টেনে ধরে।]

ভৈরব ॥ মেরো না বাবা, মেরো না। আমি মাতাল, ভবঘুরে। কি বলতে কি বলেছি, তা নিয়ে রাগ করতে আছে? মদ না পেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছি। শুকনো কাঠে আগুন দিতে পারো, মেরে সুখ পাবে না। বলো তো, ভাতে মরা হাড়গিশগিশ লোকগুলোর পিঠে এতো যে লাঠি পড়ছে, মেরে সুখ হচ্ছে কারো? কেবল হাড় আর লাঠির ঠকঠকানি। কিছু পেটে দিয়ে আগে ঠাণ্ডা করো, তারপর মারো-পিটো, দেখবে হাতে সুখ পাবে।

গঙ্গা ॥ বেন্দা!

বেন্দা ॥ বলো মাসী।

গঙ্গা ॥ ছেড়ে দে।

বেন্দা ॥ তুমি বলছো?

গঙ্গা ॥ হঁ্যা, বলছি। মাতাল মেরে লাভ কী!

বেন্দা ॥ আমার কিন্তু সন্দেহ……

গঙ্গা ॥ চুপ কর। এই বুদ্ধিতে করে খাবি!

বেন্দা ॥ [গঙ্গার কাছে গিয়ে] মতলবটা কি?

গঙ্গা ॥ আ-হা-হা, সব কথাই ওকে বলতে হবে।

[বেন্দা অপ্রস্তুত হয়ে যায়। গঙ্গার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে]

অমন করে তাকিয়ে আছিস কেন? মাসীর রূপ দেখছিস! দোকান করে পেট চালাই। এখানে হামলা করলে আমারই ক্ষেতি।

[বেন্দা রহস্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। গঙ্গা হাতের থলেটা দোকানের একটা র‍্যাকের পেছনে রেখে দেয়]

ভৈরব ॥ সত্য থাকে দাঁড়িয়ে, পাপ চলে ডানা মেলে…

বেন্দা ॥ কি বকছ তুমি?

ভৈরব ॥ উঁ! না, কিস্‌সু না। নেশার ঝোঁকে কত কথা মাথায় আসে, কিন্তু বাসা বাঁধে না। মগজটায় ঠোকর মেরেই আবার চলে যায়। তাই তো বাঁচি। তা না হ'লে এইটুকু ছোট মাথা অত ভারী কথার বোঝা কি বইতে পারতো? খালি বকতাম, বকতাম আর বকতাম।

গঙ্গা ॥ কম বকা হচ্ছে নাকি?

ভৈরব ॥ বকছি? হঁ্যা, বকছি। তবে মিল খুঁজে পাবে না কেউ। তাই মাথা হালকা। মনে যা আসে বলে যাও—মানে খুঁজো না। সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা, রাত বিরেত খালি বকে যাও—এক চুমুকে, শুধু এক চুমুকে সব ভুলে যাবে। ওই যে কে বলেছিলেন, মদের দোকান খুলে রেখে মাতালকে দোষ দিও না। খুব সাচ্চা কথা। কিন্তু সাচ্চা কথা মানে কে? বাবা, মদের দোকান বন্ধ করলে সরকারী তফিলে টাকা আসবে কোত্থেকে? জনকল্যাণ হবে কী দিয়ে?

আবগারী বিভাগের অতগুলো ছাপোষা লোক মারা যাবে না? না বাপধনেরা, কিস্সু ভেবো না—আমরা মদ খাবো, জনকল্যাণ করবো। আমরা মদ না খেলে নেতারা সুরা নিবারণের গরম বক্তৃতা করবেন কেমন করে? সেই মধুর বাণী কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করে অন্তরটা যখন উথাল পাথাল করতে থাকবে তখন ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে করজোড়ে বলবো—প্রভো, আপনার বচনসুধা আর আমার গেলাসের সুধা এক হয়ে আমাকে ভূমানন্দে ডুবিয়ে দিলে।

[মাটিতে শুয়ে পড়তে চায়।]

গঙ্গা ॥ শুয়ে পড়ছো যে! লোকজন আসবে চা খেতে—তারা ভাবকে কী!

ভৈরব ॥ আমি কাউকে কিস্সু বলবো না। চুপচাপ শুয়ে থাকবো।

বেন্দা ॥ তা কি হয়! কী নাম তোমার? কোথায় বাড়ি।

ভৈরব ॥ অ্যাঁ। নাম? ভৈরব, ভৈরব। বাড়ি একটা ছিল—কোথায় ছিল মনে নেই। এখন ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে।

বেন্দা ॥ লেখাপড়া জানো দেখছি। ভদ্রঘরের বলেই তো মনে হয়। এমন দশা কেন?

ভৈরব ॥ দশানন হতে চেয়েছিলাম, দশানন। স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করবো। নাবতে নাবতে পাতালে নেবে গেলাম। আপাতত ভূতলে শয়ন।

[শুয়ে পড়ে।]

গঙ্গা ॥ ঘাটের মড়া এসে জুটলো কোত্থেকে! জ্বালাবে দেখছি।

[অকস্মাৎ নেপথ্যে চরণদাসের বাড়ির অভ্যন্তরে চেঁচামেচি। চরণ দাসের ছোট ভাই নকুলের তর্জনগর্জন—"বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে, না পোষায় বেরিয়ে যা।" রেডিও বাজছিল, হঠাৎ রেডিওটা বন্ধ হয়ে যায়। নেপথ্যে চেঁচামেচি বাড়ে।]

চম্পা ॥ [নেপথ্যে] না, কার্তিক এখানেই পড়বে। রেডিও এখন বন্ধ থাকবে।

নকুল ॥ [নেপথ্যে] তোর কথায়?

চম্পা ॥ [নেপথ্যে] হ্যাঁ, আমার কথায়। বাজাতে হয় বাইরে গিয়ে বাজাও। দুদিন বাদে ছেলেটার পরীক্ষা—উ'নি এখন তার কানের কাছে বসে রেডিও বাজাবেন!

নকুল ॥ [নেপথ্যে] বটে!

[একটা ট্র্যানজিস্টর সেট নিয়ে নকুল বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। পেছনে পেছনে ছুটে আসে কার্তিক। তার হাতে খানকতক বই।]

কার্তিক ॥ কাকা তুমি যেও না। আমি গঙ্গা পিসীর এখানে বসে পড়বো। তুমি ঘরে গিয়ে রেডিও বাজাও।

ভৈরব ॥ বাজ রে শিঙা বাজ এই রবে……

[জানলা দিয়ে চম্পার মুখ দেখা যায়। গঙ্গা কার্তিককে একটা বিস্কুট দেয়।]

চম্পা ॥ কার্তিক, ঘরে আয়। ওই আড্ডায় বসে পড়া হয়!

কার্তিক ॥ না কাকী, এখানে বসেই পড়বো। কাকার সাধ রেডিও বাজাতে—বাজাক না। আমি আর কিচ্ছু বলবো না।

[কার্তিক বিস্কুট খেতে থাকে।]

ভৈরব ॥ [গান ধরে] আমার সাধ না মিটিল,
আশা না পুরিল
সকলি ফুরিয়ে যায় মা।

বেন্দা ॥ থামলে কেন বাবা? গাও না।

গঙ্গা ॥ বেন্দা, তোর কাজ নেই?

[বেন্দা মাথা গু'জে চলে যায়!]

নকুল ॥ এ কে, গঙ্গাদি?

গঙ্গা ॥ কোথাকার কোন্ এক মাতাল।

ভৈরব ॥ আমার দিকে নজর কেন, বাবা! তোমার যন্তরটা বাজাও না, শুনি।

[চম্পার প্রবেশ]

চম্পা ॥ কার্তিক, চল্ ।

কার্তিক ॥ না ।

চম্পা ॥ না ! [কার্তিকের হাত থেকে বিস্কুট টেনে ফেলে দেয় ।]

গঙ্গা ॥ মানুষ, না জানোয়ার ! বিস্কুটটায় কি দোষ করেছিল ?

চম্পা ॥ ও বিষ না খেলেও চলবে ।

নকুল ॥ দেখছ গঙ্গাদি, ছেলেটার কেমন মাথা খাচ্ছে !

চম্পা ॥ তা তো বলবেই । নিজে তো উচ্ছন্নে গেছই । বংশের একটা ছেলে, তারও ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করবে ।

গঙ্গা ॥ চম্পা, গেরস্তর বউ তুই । চৌহদ্দির বাইরে এসে সোয়ামীর সঙ্গে কোঁদল করতে লজ্জা করে না !

চম্পা ॥ লজ্জা-শরম সবই আছে ! চাষী পাড়া হয়েছে নটীপাড়া । বারো জাতের তের রঙ্গ ।

গঙ্গা ॥ চম্পা, তোদের এখানে কেউ মৌরসী পাট্টা দেয় নি । কলকারখানা যেখানে বসবে লোকজনও সেখানে আসবেই । ঠেকাবি কাকে ? না পোষায় এখান থেকে চলে গেলেই পারিস ।

চম্পা ॥ উপায় থাকলে যেতাম । দু'চার বিঘে যা আছে তার মায়ায় পড়ে আছি । যাবে, তাও যাবে । চাষীর ঘরে ঘড়ি, রেডিও, চোঙা প্যান্ট, ছুঁচোল জুতো ঢুকলে থাকে কিছু ?

নকুল ॥ রোজগার করি তাই পরি । কারো বাপের টাকায় তো আমার চলে না ।

চম্পা ॥ বাপ তুলে গালি দিও না বলছি ।

নকুল ॥ ফোস্কা পড়লো নাকি ?

চম্পা ॥ পড়বে না ! সে তোমার মতো মজুর নয় ; নিজের খেত খামারে গতর খাটিয়ে খায় । কারো ধার ধারে না ।

নকুল ॥ যা যাঃ, বেশি বকিস নি । চালে যার খড় নেই…

চম্পা ॥ না, নেই! অমন বিশ পঁচিশটা মুখে নুড়ো জ্বেলে দিতে পারে।

ভৈরব ॥ উঃ! গেল গেল। জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেল। একটু শেতল কর বাবা। দু ফোঁটা দিয়ে বাঁচাও, মাত্র দু ফোঁটা···

[পাশ ফিরে শোয়।]

গঙ্গা ॥ নকুল, তোরা বাড়ির ভেতরে গিয়ে বিবাদ কর। আমার দোকানের সামনে কেন? দু চারজন খদ্দের আসে, তাও বন্ধ হবে যে।

চম্পা ॥ তোমার খদ্দের তো বেশি রাতের—গায়ে গরম ফ্যান ঢাললেও তারা যাবে না।

ভৈরব ॥ চামড়া যাদের পুরু তাদের গায়ে কিস্‌সু লাগে না। এই যে আমি, আমার গায়ে কিছু লাগে?

চম্পা ॥ এমন সাচ্চা কথাটা কে বললে গো তুমি? গঙ্গাদিদি, এও কি তোমার খদ্দের? বড়ো খদ্দেরই মনে হয়। সাঁঝ রাতেই কাত।

গঙ্গা ॥ চম্পা, তোর জিভটা এমন ধারালো যে···

চম্পা ॥ দাও না একটা ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে। খনার জিভও তো কাটা গেছ্‌ল—তা বলে খনার বচন কি মুছে গেছে, না মিথ্যে হয়েছে?

ভৈরব ॥ বাহবা! বাহবা!! আর শুয়ে থাকা নয়, এবার গাত্রোত্থান। [উঠে বসে] তোমার শ্রীপাদপদ্মে দণ্ডবৎ হই, মা।

[সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত]

চম্পা ॥ [সরে গিয়ে] আহা হা, কী হচ্ছে! বাপের সমান বয়স,—পাপ হবে যে আমার।

ভৈরব ॥ পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম সবই তোমায় সঁপে দিলাম, মা। তুমি জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী। এই মহাপাতকীকে তুমি ধারণ করো। হাত বাড়াও মা—ভয় নেই, আমি এখন ভারহীন, মহাশূন্যে বিচরণ কচ্ছি।

মহাতমিস্রায় ডুবে আছি, মা—তোমার তৃতীয় নয়নের এক ঝলক আলো ফেলে আমায় পথ দেখাও।

[চম্পার দিকে হাত বাড়ায়। নকুল মারমুখো হয়ে ওঠে ও কার্তিক বিস্মিত হয়ে তাকায়।]

গঙ্গা ॥ নিয়ে যা না চম্পা ঘরে, মনের মানুষ পেলি।

চম্পা ॥ সাবাস তোমার বুকের পাটা। এমন নাগর পেয়ে হাতছাড়া করতে চাচ্ছ, এ কি কম কথা!

গঙ্গা ॥ গ্যাখ্, নকুলকে দিয়ে তোর যে সাধ পুরলো না সে সাধ যদি পোরে।

চম্পা ॥ সাধ আহ্লাদ আমার আছে বই কি। তবে তোমার সাধে বাদ সাধবো না। মুখে আগুন। চলো দাদা। মাতাল হও আর যাই হও, ঠাঁই যখন চেয়েছ ঠাঁই দোব। চম্পা মাতাল নিয়েই ঘর করে—মাতালে আর তার ভয় কী? তবে যারা মদ খাইয়ে মাতাল করে তাদের চাইতে মাতালরা ঢের ভালো। এসো তুমি আমাদের বাড়িতে।

ভৈরব ॥ [বিস্মিত হয়ে চম্পার দিকে তাকায়] না না, লোভ দেখিও না, লোভ দেখিও না তুমি আমায়। ঘর আমার জন্যে নয়—পথ পথ—আমার জন্যে শুধু পথ। আমি ভবঘুরে, ছন্নছাড়া, পাঁড় মাতাল······কেউ বাঁধবে না আমায়, বাঁধতে পারবে না······উড়ে চল, মনপাখি উড়ে চল, যেখানে খুশি তোর উড়ে চল্—সোনার শেকলে বাঁধতে চায় তোকে······হাঃ হাঃ হাঃ······বাঁধা পড়িস নি, বাঁধা পড়িস নি ······পালা পালা······ছুটে পালা······যে দিকে চোখ যায় সেদিকে পালা······হাঃ হাঃ হাঃ।

[বিকটভাবে হাসতে হাসতে গলি দিয়ে বড়ো সড়কের দিকে এগিয়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়। নেপথ্য থেকেও খানিকক্ষণ তার হাসির শব্দ আসে। সবাই স্তম্ভিত হয়ে যায়।]

গঙ্গা ॥ কি লো চম্পা, পাখি যে ফুড়ুৎ।

[চম্পা গঙ্গার দিকে কটমটিয়ে তাকায়।]

অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? আমি তো আর তোর নাগর নিয়ে পালাই নি। কী সাহস ছ্যাখ্ নকুল! একটা মাতাল—তাও আবার অজানা অচেনা—তাকে নিয়ে যাচ্ছিল ঘরে ঠাঁই দিতে। তোদের বাড়িতে কি শুড়িখানা আছে নাকি রে নকুল, যে মাতালকে এত আদর?

চম্পা ॥ কার্তিক, বাড়ির ভেতরে আয়।

[কার্তিক চম্পার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।]

আয় বল্‌ছি।

[কার্তিক চম্পার কাছে যায়।]

নরককুণ্ড, নরককুণ্ড—নরকে ডুবে আছি আমরা।

[কার্তিকের হাত ধরে চম্পা তার বাড়ির মধ্যে চলে যায়।]

গঙ্গা ॥ তোর বউ অনেক খেল জানে রে, নকুল।

নকুল ॥ আচ্ছা গঙ্গাদি, লোকটা কে? কিছু ঠাহর করতে পারলে?

গঙ্গা ॥ তোর কি মনে হয়?

নকুল ॥ পুলিশের লোক নয় তো?

গঙ্গা ॥ হ'লেই বা ভয় কিসের?

নকুল ॥ কী বলছো তুমি!

গঙ্গা ॥ বেঠিক কি বললাম?

নকুল ॥ আমার মনে হয়, মাতাল সেজে লোকটা এসেছিল সব জানতে। সারারাত এখানে ঘুপটি মেরে পড়ে থাকতো আর সব জেনে যেত।

গঙ্গা ॥ কী জানবে রে, বোকা? গঙ্গামণি যা করে জানিয়েই করে। আমি ভাবছি তোর বৌয়ের এত দরদ উথলে উঠলো কেন লোকটার জন্যে!

নকুল ॥ আমিও তো তাই ভাবছি। তোমার সন্দেহ হয় নাকি? কিন্তু যাই বলো, চম্পার স্বভাব চরিত্তির খারাপ নয়।

গঙ্গা ॥ হাসালি তুই। সে দোষ থাকলে ওই বুড়োটার দিকে নজর যাবে কেন? এখানে কি জোয়ান মরদের আকাল নাকি!

নকুল ॥ তবে?

গঙ্গা ॥ ঘর সামলা, নিজের ঘর সামলা নকুল। বিপদ আসবে তোর ঘর থেকে।

নকুল ॥ কী বলছো গঙ্গাদি!

গঙ্গা ॥ আমার ওপর তোর বউ হাড়ে হাড়ে চটা।

নকুল ॥ তার রাগে তোমার কী এসে যায়?

গঙ্গা ॥ কিচ্ছু এসে যায় না। তবে তোর বউ সুযোগ পেলে আমাকে জব্দ করতে ছাড়বে না।

নকুল ॥ তার এত ক্ষেমতা কোথায়?

গঙ্গা ॥ বিষ পিঁপড়ে দেখতে ছোট, কিন্তু কামড়ালে বড়ো জ্বালা। তুই ঘর করিস, বুঝিসনে?

নকুল ॥ বুঝি আর না! একটা বিচ্ছু।

গঙ্গা ॥ আমার ওপর তার রাগের কারণ—আমি নাকি এখানকার ছেলে-ছোকরাদের নষ্ট কচ্ছি। কিন্তু কার কী অহিত করেছি বলতো? দুটো পয়সা কামিয়ে তোরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাক, সাধ আহ্লাদ মেটা, এই তো আমি চাই। তোর বউর দেমাকে বাঁচিনে। সে নাকি বলে অসৎ পথের টাকা থাকে না। কে আজ সৎ পথে টাকা রোজগার কচ্ছে? লাখ লাখ, কোটি কোটি টাকা হজম করে ফেলছে। আর গরিবের ঘরে দুপয়সা এলেই একেবারে পেট ফেঁপে মরতে হবে! নকুল, আমি বলি তুই তোর বউর আঁচল ধরেই থাক। সতী সাধ্বী বউর হাতের গণ্ডূষ খেয়ে তোর পিত্তিদমন হবে।

নকুল ॥ তুমি এমন খোঁচা মেরে কথা বলতে পারো, গঙ্গাদি! আচ্ছা, আমি কি আমার বউর কথা শুনে চলি?

গঙ্গা ॥ তবে চম্পার ভয়ে অমন শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাস কেন ?

নকুল ॥ তা নয়—ঠিক তা নয় । তবে কি জানো, ও যখন রেগে কথা বলে তখন ওর চোখ দুটো দিয়ে কেমন একটা ইয়ে মানে ইয়ে······আমি ঠিক তোমাকে বোঝাতে পারবো না ।

গঙ্গা ॥ ও আমার মরদ রে ! দূর হ আমার কাছ থেকে । কারখানায় গতর খাটিয়ে যা পাবি তাই দিয়ে সংসার চালাবি ।

নকুল ॥ যদি চলতো তবে আর দুঃখ ছিল কি !

গঙ্গা ॥ তোর বউ তো ভাবে চলে ।

নকুল ॥ তার কথা ছেড়ে দাও । তোমার বুদ্ধিতে কারখানার ট্রাকে মালের মধ্যে ভরে যদি গাঁজা চালান না দিতাম···

গঙ্গা ॥ বোকার মত সেদিন তো ধরা পড়ে গেছিলি আর কি······

নকুল ॥ ড্রাইভারটা এমন বোকা যে আবগারী দারোগার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল······

গঙ্গা ॥ আর অমনি তুই দিলি ছুট ।

নকুল ॥ ছুট ! তোমার কাছে ছুটে এলাম । না হ'লে টাকা পেতাম কোথা ?

গঙ্গা ॥ তখন যদি মাল তল্লাস করতো ?

নকুল ॥ আরে আমি তো তার ব্যবস্থা করেই এলাম ।

গঙ্গা ॥ চারশ' টাকা গেল সেদিন ।

নকুল ॥ কিন্তু ত্রিশ সের গাঁজা তো বাঁচলো ।

গঙ্গা ॥ ও টাকা কাটা যাবে ড্রাইভার ও তোর পাওনা থেকে ।

নকুল ॥ সর্বনাশ করো না দিদি । কাজ কারবার সব বন্ধ হবে ।

গঙ্গা ॥ বোকামি করলে তার মাশুল দিতে হবে না ?

নকুল ॥ দোহাই তোমার দিদি, এই ট্র্যানজিস্টার সেটটা বাকীতে কিনেছি । আমার বখরা কেটে নিলে এটা তো যাবেই, ঘড়িটাও বাঁধা দিতে হবে ।

গঙ্গা ॥ এবারের মতো মকুব করলাম। ভবিষ্যতে সাবধান হয়ে চলবি।

নকুল ॥ তোমার দয়াতেই তো বেঁচে আছি, দিদি! দাও তোমার পায়ের ধুলো দাও।

গঙ্গা ॥ নে রাখ, আর ঢং করতে হবে না। যা বলি শোন্। যে বুড়ো মাতালটাকে দেখলি, নজর রাখবি সে এ মুল্লুকেই আছে, না চলে গেছে।

নকুল ॥ তা হ'লে তুমিও সন্দেহ কচ্ছ?

গঙ্গা ॥ গঙ্গা সন্দেহ করে সবাইকেই। সে যেদিন মানুষকে বিশ্বাস করবে সেদিন তার মৃত্যু। আর এও শুনে রাখ, আমার চোখে যে ধুলো দিতে চাইবে, কাল তার শিয়রে।

[গঙ্গা ঘরের মধ্যে চলে যায়। আতঙ্কিত ভাবে নকুল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। খানিকক্ষণ বাদে গঙ্গা একটা থলে হাতে বেরিয়ে আসে।]

গঙ্গা ॥ এটা ত্রিলোচন সাউকে দিয়ে আসবি।

নকুল ॥ কী আছে এর মধ্যে?

গঙ্গা ॥ বেশি কৌতূহল ভালো নয়।

নকুল ॥ তা হ'লে আমার ট্র্যানজিস্টারটা তোমার এখানেই থাক।

গঙ্গা ॥ না, এটা বাজাতে বাজাতে যাবি। কেউ সন্দেহ করবে না।

নকুল ॥ একটা থলে নিয়ে যাবো, এতে আর সন্দেহ করার কী আছে?

গঙ্গা ॥ খুব যে চালাক হয়ে গেছিস। নিজের ছায়াকেও বিশ্বাস করতে নেই।

নকুল ॥ গঙ্গাদি, তুমি যদি দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে…

গঙ্গা ॥ শুধু বকে বকে মরতাম। আর জ্বালাস নে। যা দেখি।

[নকুল প্রস্থানোদ্যত হয়। ঢোকে জয়রাম]

আসুন জয়রাম বাবু। বিকেলে আসবার কথা ছিল।

জয়রাম ॥ আর বলিস কেন ! পাঁচ দিকের ঝামেলা, সামলাতে পারিনে । নকুলের খবর কি ?

নকুল ॥ ভালো ।

জয়রাম ॥ কাজ-কারবার চলছে কেমন ?

নকুল ॥ চলছে একরকম ।

[গঙ্গা নকুলকে চলে যেতে ইশারা করে । নকুল চলে যায় ।]

জয়রাম ॥ নকুল ট্র্যানজিস্টার সেট কিনেছে দেখছি ।

গঙ্গা ॥ কাঁচা টাকা পাচ্ছে, শখও বাড়ছে ।

জয়রাম ॥ বেশি শৌখিন হলেই মুশকিল ।

গঙ্গা ॥ জোয়ান, ছেলেপুলে নেই, একটু শখ আহ্লাদ মেটাবে বই কি ।

জয়রাম ॥ তা মেটাক । কিন্তু বাড়াবাড়ি করলে ধরা পড়ে যাবে ।

গঙ্গা ॥ কৌপীন পরে দিন কাটাবার জন্যে তো আর এ লাইনে আসে নি । আপনার মত কঞ্জুস সবাই নয় ।

জয়রাম ॥ নিজে বিলাসিতা করিনি বলেই পাঁচটা সৎকাজে দান করতে পারি ।

গঙ্গা ॥ টাকায় টাকা না এলে আপনি দান করতেন ?

জয়রাম ॥ কানে জল ঢুকলে জল দিয়েই তা বার করতে হয়, গঙ্গা । যাক সে সব কথা । একটু চা হবে নাকি ?

গঙ্গা ॥ বসুন ॥

[জয়রাম একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে । গঙ্গা চা তৈরি করতে থাকে ।]

জয়রাম ॥ এ হপ্তায় মাত্র তিন পিপে মাল গেল ।

গঙ্গা ॥ রাস্তায় ঝকমারিও মেলা । এই ইনস্পেকটরটি নাকি খুব কড়া ।

জয়রাম ॥ কি রকম ?

গঙ্গা ॥ সে নাকি বলে এ অঞ্চলে মদ গাঁজার চোরা চালান সে বন্ধ করবেই।

জয়রাম ॥ বলে নাকি?

গঙ্গা ॥ শুধু বলে না, চারদিকে লোক লাগিয়েছে সে।

জয়রাম ॥ [হেসে] তবে তো ভালোই। কারবার আরো ভালো চলবে।

[গঙ্গা বিস্মিত হয়ে জয়রামের মুখের দিকে তাকায়।]

এ লাইনে এতদিন ধরে আছিস্, তবু তোকে বুঝিয়ে বলতে হবে! পাহাড়াদার বাড়লেই চোরের সুবিধে। ক'টা অভাবি লোক টাকার লোভ সামলাতে পারে? তুই সাবধান থাকলেই হলো।

গঙ্গা ॥ ভয় নকুলের বাড়িটাকে। ওর বউটা তাকে-তাকে আছে। কখন কি করে বসে ঠিক নেই।

জয়রাম ॥ দু'চারটে মাস অপেক্ষা কর। ওদের ভিটেছাড়া করবো। চরণ দাসকে আমি প্রস্তাব দিয়েছি। যদি ভিটে না বেচে, পাশেই এমন ভাড়াটে বসিয়ে দোব যে তখন বাপ বাপ বলে পালাতে হবে।

[গঙ্গা মাটির ভাঁড়ে করে চা এনে জয়রামকে দেয়]

গঙ্গা ॥ নকুলটাকে হাতে রাখবেন। ওকে চটালে মুশকিল হবে।

জয়রাম ॥ সে ভার তোর ওপর। [চায়ে চুমুক দিয়ে] তোর হাতের চা খেয়ে আর কোথাও চা খেতে ভালো লাগে না রে, গঙ্গা।

গঙ্গা ॥ হাত খাসা। কিন্তু মনটা তো ময়লা।

জয়রাম ॥ সে কিরে! ময়লা পড়ে গঙ্গার জল কখনো অপবিত্র হয় নাকি?

গঙ্গা ॥ কথায় আপনি বৃহস্পতি।

জয়রাম ॥ খানিকক্ষণ আগে এখানে একটা বুড়ো মাতাল নাকি এসেছিল?

গঙ্গা ॥ [একটু অপ্রস্তুত হয়ে] কে বলল আপনাকে?

জয়রাম ॥ শুনলাম বেন্দার মুখে। সত্যি মাতাল তো ?

গঙ্গা ॥ বুঝতে পারলাম না।

জয়রাম ॥ বলিস্ কী! মাতাল চিনতে তোরও ভুল ?

গঙ্গা ॥ কেউ মদ খেয়ে মাতাল, কেউ ভাবের মাতাল।

জয়রাম ॥ তুই ভাবে পড়লি না-কি ?

[শূন্য চায়ের ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দেয়।]

গঙ্গা ॥ আপনার লোকসান নেই।

জয়রাম ॥ লাভই বা কী ?

গঙ্গা ॥ অত জমা খরচ খতাবেন না জয়রামবাবু। ঠকবেন।

জয়রাম ॥ ঠকেই তো আছি।

গঙ্গা ॥ [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে স্বগত] নকুলের বউর এত সাহস যে সে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলো!

জয়রাম ॥ তুই রেগে যাচ্ছিস কেন ?

গঙ্গ ॥ মরণ আমার।

জয়রাম ॥ সেও তবে ব্যবসা ধরেছে ?

গঙ্গা ॥ আপনার মুখে লাগাম নেই।

জয়রাম ॥ আরে না না, আমি তা বলছি না। বলছি, চোরাই মদের ব্যবসা তবে সেও ধরেছে ?

গঙ্গা ॥ তা হ'লে আর ভয় ছিল কী।

জয়রাম ॥ ব্যাপারটা জটিল মনে হচ্ছে।

গঙ্গা ॥ জটিল তো বটেই।

জয়রাম ॥ নকুল জানে ?

গঙ্গা ॥ তার সামনেই তো ঘটনা।

জয়রাম ॥ নকুল কিছু বললো না ?

গঙ্গা ॥ চম্পার কাছে সে কেঁচো।

জয়রাম ॥ মেয়ে জাতটাই হারামী। আর দেখছি পুরুষগুলো ওই এক জায়গায় বড়ো দুর্বল।

গঙ্গা ॥ মেয়ে মানুষে এত অরুচি হলো কবে থেকে জয়রামবাবুর ?

জয়রাম ॥ হে-হে-হে! [দাঁত বার করে] অরুচি হবে কেন? তোর মতো গঙ্গা পেলে তাতে আমি ডুবে মরতেও রাজী।

গঙ্গা ॥ তাই নাকি! কিন্তু আদি গঙ্গায় শুধু পাঁক, জয়রামবাবু। স্নানে পুণ্য থাকলেও তৃপ্তি নেই।

জয়রাম ॥ গঙ্গা, তোর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো আমি! কত পুরুষকে তুই আঁচলে গিঁঠ দিয়েছিস।

গঙ্গা ॥ ছেঁড়া আঁচলে এখন আর কেউ বাঁধা পড়ে না। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] পুরুষ জাত বেইমান।

জয়রাম ॥ একেবারে জাত তুলে কথা বললি ?

গঙ্গা ॥ বজ্জাত, বজ্জাত—সব সুখের পায়রা। পুরুষ জাতকে যে ভালবাসে সে বোকা।

জয়রাম ॥ বলতে পারিস। যার জন্যে এতখানি করলি···

গঙ্গা ॥ সোয়ামী ছাড়লাম, কুল ছাড়লাম—সুখের আশায় এপথ ধরলাম। খাওয়ালাম, পরালাম—এত করলাম কার জন্যে বলতে পারেন জয়রামবাবু ?

জয়রাম ॥ সত্যি তো। নিমকহারাম শেষ পর্যন্ত পালালো!

গঙ্গা ॥ পালিয়ে যাবে কোথায় ? তাকে আমি খুন করব।

[গঙ্গামণির দুচোখে যেন আগুন জ্বলতে থাকে। জয়রাম খানিকটা অপ্রস্তুত হয়।]

সে সব কথা যাক। আমাকে রেহাই দিন জয়রামবাবু। এসব কাজ আর আমার ভালো লাগে না।

জয়রাম ॥ বলিস্ কী! তবে তো পথে বসবো। কাজ-কারবার আমাকে গুটাতে হবে।

গঙ্গা ॥ কেন, মোটর ও সাইকেল মেরামতের দোকানটা তো আপনার থাকবেই।

জয়রাম ॥ কিন্তু টিউবে ভরে যে মালটা চালান যায় সেটা তো বন্ধ হবে।

গঙ্গা ॥ তা বন্ধ হবে কেন? এত লোকজন আছে আপনার।

জয়রাম ॥ তুই তাদের বশ করে রেখেছিস বলেই তো তারা বিনা ওজরে কাজ করে।

গঙ্গা ॥ [রেগে] জয়রামবাবু!

জয়রাম ॥ [সামলে নিয়ে] না না, কথাটা খারাপ ভাবে নিচ্ছিস কেন? তোর হুকুম তামিল করতে পারলে ওরা খুশি।

গঙ্গা ॥ সবাইকে খুশি করে আমায় লাভ? কার জন্যে এসব করি বলতে পারেন?

জয়রাম ॥ কারো জন্যেই নয়—আবার ধর—সকলের জন্যেই। আমি কার জন্যে করছি বল? ছাপোষা লোকগুলোর জন্যেই তো? আমি হাত গুটোলে ওরা শুকিয়ে মরবে। তুইও তাই করছিস—এতগুলো লোকের মুখে অন্ন জোগাচ্ছিস্।

গঙ্গা ॥ পাপের পথে।

জয়রাম ॥ সত্যি হাসালি। গঙ্গার ময়লা তো দেবতার চরণামৃত রে।

গঙ্গা ॥ খোসামোদ রাখুন। বলুন কী করতে হবে?

জয়রাম ॥ আর কিছু নয়, কারখানায় যে নূতন ম্যানেজারটি এসেছে তাকে হাত করতে হবে। তাকে মদ না গেলাতে পারলে কারবার চলবে না।

গঙ্গা ॥ সে আসবে নাকি আমার এখানে মদ খেতে?

জয়রাম ॥ আরে তা আসবে কেন! কী ভাবে গেলাতে হবে সেই কৌশলটা বার করবি তুই। সে নাকি হুকুম করেছে, কারখানার প্রত্যেকটা ট্রাক পরীক্ষা করে দেখতে যে, তাতে কি শুধু কোম্পানির মালই থাকে, না বাইরের মালও যায়।

গঙ্গা ॥ সে তো আর নিজে পরীক্ষা করে দেখবে না—তা দেখা সম্ভব নয়। যারা মাল নিয়ে যায় তারা তো আপনার হাতেরই লোক।

জয়রাম ॥ তবু গোড়া ঠিক থাকলে কারবারে সুখ হয়। আগের ম্যানেজার হাতে ছিল বলেই তো কারবার ভালো জমে উঠলো।

গঙ্গা ॥ এ কি তেমন লোক নয়?

জয়রাম ॥ বোঝা যাচ্ছে না। সুরা নিবারণ তহবিলে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে।

গঙ্গা ॥ হো হো হো হোঃ! [উচ্চ হাসি]

জয়রাম ॥ হাসছিস যে?

গঙ্গা ॥ হাসির কথা শুনলে হাসবো না?

জয়রাম ॥ এটা হাসির কথা হলো?

গঙ্গা ॥ লোকটার দান খয়রাত আছে তা হলে!

জয়রাম ॥ ও কি আর নিজের পকেট থেকে দিয়েছে, কোম্পানির তহবিল থেকেই গেছে। আমি সুরা নিবারণ তহবিলে হাজার টাকা দিতে চাইলাম, নিলে না। চিন্তাহরণবাবু বললেন, কারখানার ম্যানেজার দিলেন পাঁচ হাজার, আর আপনি মাত্র এক হাজার?

গঙ্গা ॥ ঠিকই তো বলেছে চিন্তাহরণবাবু। ম্যানেজার আর কত খাবেন? দু চার বোতল? আপনি মাসে ক'হাজার বোতল চালান দেন?

জয়রাম ॥ তোর ধারণা ম্যানেজার মদ খায়?

গঙ্গা ॥ শুধু খান না, আরো কিছু করেন।

জয়রাম ॥ বটে!

গঙ্গা ॥ আপনি যে কারণে টাকা দেন তিনিও সেই কারণেই দিয়েছেন।

জয়রাম ॥ বাহবা বাহবা! খাসা বুদ্ধি তোর। এ না হ'লে গঙ্গামণি! তা হ'লে কড়াকড়িটা বখরার জন্যে, কী বলিস্?

গঙ্গা ॥ আপনিই ভেবে দেখুন।

জয়রাম ॥ তবে একটা কাজ করা যাক।

গঙ্গা ॥ কী?

জয়রাম ॥ ম্যানেজারকে একটা পার্টি দেয়া যাক।

গঙ্গা ॥ উপলক্ষ্য?

জয়রাম ॥ তাও তো বটে। [একটু ভেবে নিয়ে] তার দানের জন্যে অভিনন্দন। এত বড়ো একটা সমাজসেবার কাজ করলেন তিনি।

গঙ্গা ॥ যদি রাজী না হন?

জয়রাম ॥ সে জন্যেই তো তোর সঙ্গে পরামর্শ করা।

গঙ্গা ॥ চিন্তাহরণবাবু কী বলে দেখুন।

জয়রাম ॥ তাঁকে তো চাই-ই। সভায় গুছিয়ে গাছিয়ে আর বলবে কে? আমি সে সভায় ছ'হাজার টাকা ডোনেশন ডিক্লেয়ার করবো।

গঙ্গা ॥ জয়রামবাবু, আপনার বুদ্ধি আছে জানি—তবে মাঝে মাঝে বোকার মতো কথাও বলেন।

জয়রাম ॥ কেন? এতে বোকামির কী দেখলি?

গঙ্গা ॥ যাকে অভিনন্দন দেবার জন্যে সভায় আনবেন তার সামনে আপনি অমন মোটা অঙ্ক ঘোষণা করলে সে তা ভালোভাবে নেবে কেন?

জয়রাম ॥ তাও তো বটে, তাও তো বটে। সে মনে করতে পারে তাকে জব্দ করলাম। কিন্তু চিন্তাহরণবাবুর ভাবে মনে হলো এর কমে তিনি রাজী হবেন না। এতগুলো টাকা দেবো, অথচ একটু প্রচার হবে না, দশজন জানবে না···

গঙ্গা ॥ ওসব বুদ্ধি ছেড়ে দিন। অন্য পথ দেখুন।

জয়রাম ॥ তুইই বাতলে দে না পথটা।

গঙ্গা ॥ অন্ধকারের কাজ অন্ধকারেই সারতে হয়, জয়রামবাবু। পথ রোশনাই করে বরযাত্রা হয়, চোরাকারবার চলে না।

জয়রাম ॥ কী ভাবে হবে তুই বল

গঙ্গা ॥ হবে হবে, অত উতলা হবেন না। সবুরে মেওয়া ফলে। ম্যানেজারটির বয়স কত?

জয়রাম ॥ ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হবে।

গঙ্গা ॥ হুঁ। [খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে] পরিবার নিয়েই আছে নাকি এখানে?

জয়রাম ॥ শুনেছি বে-থা করে নি।

গঙ্গা ॥ বটে! [দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে কামড়ে ধরে চুপ করে খানিকক্ষণ কী ভাবে।] আচ্ছা জয়রামবাবু, আমি কি বুড়ী হয়ে গেছি?

জয়রাম ॥ আরে রামঃ রামঃ। সাজলেগুজলে এখনো তোকে…[হঠাৎ থেমে যায়।]

গঙ্গা ॥ থামলেন কেন? বলুন।

জয়রাম ॥ আমাকে দিয়ে বলালে কি ভালো শোনাবে?

গঙ্গা ॥ ঠিক আছে। যাকে দিয়ে বলালে ভালো শোনাবে তাকে দিয়েই বলাবো। আপনি এখন আসতে পারেন।

জয়রাম ॥ তোর মনে কী আছে বল না?

গঙ্গা ॥ মেয়েছেলের মন জেনে কী হবে? যা নিয়ে কারবার তাই ভাবুন।

[গঙ্গা ভেতরে চলে যায়। জয়রাম স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। খানিকক্ষণবাদে পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে ধরায়। তাকে চিন্তাকুল দেখায়। প্রবেশ করে চিন্তাহরণ। তার হাতে একটা ফাইল। গলি ধরে সে হনহনিয়ে বড়ো সড়কের দিকে এগুতে থাকে।]

জয়রাম ॥ ও চিন্তাহরণবাবু, মুখ ঘুরিয়ে যাচ্ছেন কেন? কী অপরাধ করলাম আমি?

চিন্তাহরণ ॥ না না, কাজ আছে আমার।

জয়রাম ॥ কাজ ছাড়া আপনি থাকেন কখন ! কোথায় যাবেন ?

চিন্তাহরণ ॥ যেতে হবে শহরে। পোস্টারের অর্ডার আজই দিতে হবে।

জয়রাম ॥ দেবেন। অত ব্যস্ত কেন ?

চিন্তাহরণ ॥ না, দেরি করলে ফেরার বাস পাবো না।

জয়রাম ॥ না পান ট্যাক্সি করে আসবেন।

চিন্তাহরণ ॥ পাবলিক ফাণ্ডের টাকা ওভাবে খরচ করা যায় না।

জয়রাম ॥ পাবলিক ফাণ্ড হবে কেন ! ট্যাক্সি ভাড়া যা লাগবে আমিই দিয়ে দিচ্ছি !

চিন্তাহরণ ॥ ঘুষ ?

জয়রাম ॥ আরে ছিঃ ! আপনার মতন নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এ মুল্লুকে দ্বিতীয়টি আছে ! ঘুষ যাদের দেবার তাদের দিই। আপনারা দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছেন। আমরা তো কিছু করতে পারি নে। দু-চার-দশ টাকা যদি সৎ কাজে না দিই তবে আপনারাই বা টাকা পাবেন কোথেকে আর দেশের কল্যাণই বা হবে কেমন করে ? দেশ তো উচ্ছন্নে যেতে চলেছে। আপনাদের মতন দু'চার জন নিঃস্বার্থ সমাজসেবী আছেন তাই ভরসা।

চিন্তাহরণ ॥ আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।

জয়রাম ॥ চলুন না, আমার দোকান হয়ে যাবেন।

চিন্তাহরণ ॥ না না, আরো দেরী হবে।

জয়রাম ॥ পুষিয়ে দোব, পুষিয়ে দোব, গরিবের ওপর রাগ করবেন না। আপনারা রাগ করলে আমরা বাঁচতে পারি ? [এগিয়ে গিয়ে] চলুন।

[চিন্তাহরণ পা বাড়ায়।]

কত পোস্টার ছাপাবেন ?

চিন্তাহরণ ॥ এক হাজার।

জয়রাম ॥ এক হাজারে কী হবে ! পাঁচ হাজার, পাঁচ হাজার। পাঁচ

হাজারের কমে হবে কেন! লোকের যেদিকে চোখ পড়বে সেদিকেই পোস্টার। [পা বাড়িয়ে চিন্তাহরণের আগে চলে যায়।] আসুন, বায়নার টাকাটা নিয়ে যান। প্রেসকে বলবেন, বিলটা যেন আমার নামেই করে।

[জয়রামের পেছনে চিন্তাহরণ চলে যায়। গঙ্গা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে ও দোকানের জিনিস-পত্র গোছাতে থাকে। জহীর মিয়া ও সনৎ-এর প্রবেশ। চিন্তাহরণের পুনঃপ্রবেশ।]

গঙ্গা ॥ [চিন্তাহরণকে] ফিরে এলে যে?

চিন্তাহরণ ॥ জয়রামবাবু বললেন তিনিই পোস্টারগুলো ছাপিয়ে এনে দেবেন।

গঙ্গা ॥ হো হো হো হো! [হাসি] খুব ভালো হবে, খুব ভালো হবে।

জহীর ॥ দিদি, এক পিয়ালা চা পিয়াও।

[কাঁধের তুলোর বস্তা ও ধুননী নামিয়ে রেখে বেঞ্চের ওপর বসে]

সনৎ ॥ হপ্তার টাকা পাবে আর শালারা মদ খেয়ে উড়োবে।

[প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে। চিন্তহরণ থলে থেকে বের করে কিসব কাগজপত্র দেখে।]

জহীর ॥ আর বোলো কেনে দাদা, হারামীর দল।

সনৎ ॥ মদের টাকা না জুটলেই ছিনতাই, রাহাজানি। কথায় কথায় ছোরা বার করে। শালারা সব স্বরাজ পেয়েছে!

জহীর ॥ হাঁ হাঁ, হালচাল সোব বদল হো গিয়া ভাই। আদমী সবো বেইমান হো গিয়া। দেহাতী লোগোঁকো ভরপেট খানা নেহী মিলে তো দারু পীতা রহে।

গঙ্গা ॥ সনৎ, তোকেও চা দোব তো?

সনৎ ॥ দাও দিদি এক কাপ চা। যা ঝামেলা পোয়াতে হলো সারাটা দিন।

গঙ্গা ॥ কী হলো আবার ?

সনৎ ॥ নতুন আর কী হবে। হুজ্জত হাঙ্গামা লেগেই আছে। কতগুলো মাতাল এসে কারখানার গেটে হামলা শুরু করলো। ম্যানেজার তো রেগে আগুন।

গঙ্গা ॥ হামলার কারণ ?

সনৎ ॥ তাদের ডবল শিফট বন্ধ করা হলো কেন ?

জহীর ॥ রুজি বোন্ধ্ হোলে তো কোরবেই।

সনৎ ॥ তার জন্যে তো ইউনিয়ন আছে।

জহীর ॥ [বিজ্ঞের মতো] সহি বাৎ হৈ।

গঙ্গা ॥ তারা ইউনিয়নের লোক নয় ?

সনৎ ॥ না না, ডাকলেও শালারা ইউনিয়নের ধারে কাছে আসবে না, বাইরে থেকে হামলা করবে। দোষটা এসে পড়ে ইউনিয়নেরই ঘাড়ে। ম্যানেজারের ধারণা ইউনিয়নই এসব করাচ্ছে। সারাটা দিন এ নিয়ে ঝামেলা গেল। কারা করাচ্ছে আমি জানি। আমাদের ইউনিয়নটার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে একটা পাল্টা ইউনিয়ন দাঁড় করাতে চায়। সেটি আর হচ্ছে না।···দাও গঙ্গাদিদি, এক কাপ চা দাও। আজ আবার নাইট শিফটে ডিউটি পড়েছে! বাড়ি যাওয়া আর হবে না। [হাতের ঘড়ি দেখে] সাড়ে সাতটা বাজে। আটটায় কারখানায় ঢুকতে হবে। দু'খানা বিস্কুট দাও।

জহীর ॥ চা পিয়ে রাতভর খাটবে সনৎ ভাই ?

সনৎ ॥ কী করবো ? দেখি কারখানার গেটে যদি কিছু খাবার মেলে কিনে নোব।

[গঙ্গা কাঁচের গ্লাসে করে চা এনে দুজনকে দেয়।
সনৎকে দুখানা বিস্কুটও দেয়া হয়।]

জহীর ॥ [চা খেতে খেতে] বঙ্গাল মুল্লুক কিমন বন গিয়া! দেহাতি লোগোঁকো ফুটানি দেখে হামার চমক লাগে। হাতমে ঘড়ি, চিকনাই পিরান, বহুৎ জেল্লা, ঔর হরবকস্ চিল্লাচিল্লি, হল্লাহল্লা···।

সনৎ ॥ না জহীর মিয়া, সত্যি যারা দেহাতি এসব করার মতো পয়সা তাদের নেই। দিনভর মাঠে খাটতে হয় তাদের। নকুলের বড়ো ভাই চরণদাসকে দেখো না। কী হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে। আর নকুল ফুটুনি করে বেড়ায়। এসব হচ্ছে কাঁচা পয়সার বদহজম। বিকার হ'লে কুপথ্যের দিকে ঝোঁক বাড়ে। এই আমরা—আমরা কী জানো? আমরা না চাষী না মজদুর। জমিকেও ভালোবাসিনে আবার কারখানাকেও নিজের করে নিতে পারিনে। গরিব চাষীর পয়সা না থাকলেও ফসলে তার আনন্দ। মজদুর পয়সা পেলেও কারখানার ফসল তার নয়, তাই তার আনন্দও নেই। হাতের কাজে আনন্দ নেই বলেই সে বাইরে আনন্দ খুঁজে বেড়ায়।

জহীর ॥ সহি বাত হৈ। এই যে হামি দিন ভর মেহনৎ করে, লেপ তোষক বনাই—হামার তকলিফ হোয় না। হামি কারো নোকর না আছে। হরকিসিম লেপ তোষক বনাইয়ে হামার দিল বহুৎ খুশি হোয়। আপনা ভবিষ্যৎ খাটাইয়ে হামি কামাই—রকম রকম সেলাই করি, বাহার বাহার চীজ হোয়, বাবুলোগ খুশি হোয়ে যায়। আরে হামি তো মনে মনে বাদশা আছে। কুছ পরোয়া নেই।

চিন্তাহরণ ॥ দেশ তখন স্বাধীন হয়নি। স্বরাজ বলতে একজন একথাই বুঝতেন।

জহীর ॥ কৌন্? কোন আদমী?

চিন্তাহরণ ॥ তিনি আজ নেই। মহাত্মা গান্ধী। তিনি না থাকলেও তাঁর কথাগুলি মরে যায়নি। তিনি বলতেন, স্বরাজ আসবে নিচের তলা থেকে, আসবে প্রত্যেকটি মানুষের মনে।

জহীর ॥ বহুৎ দামী কথা আছে।

সনৎ ॥ দামী কথা শিকেয় তোলা। তাঁর নামে ঝাণ্ডা তুলে দেশটাকে উচ্ছন্নে দিচ্ছে। স্বাধীন মানুষ আরো পরাধীন হচ্ছে। গোল্লায় যাওয়ার সব পথই খোলা।

চিন্তাহরণ ॥ আমরাও সে কথাই বলি। গান্ধীজীর পথে না চলেই দেশের

আজ এ হাল। হবে, এর একটা পরিবর্তন নিশ্চয়ই হবে। অন্ধকার তো চিরদিন থাকে না।

সনৎ ॥ সে তো ঈশ্বরে বিশ্বাসের মতো কথা হলো।

চিন্তাহরণ ॥ বিশ্বাস না থাকলে কিছুই হয় না।

গঙ্গা ॥ বক্তৃতা ছাড়া কারো কথা নেই!

সনৎ ॥ কে কম বক্তৃতা কচ্ছেন, গঙ্গাদি? আমাদের মন্ত্রী উপমন্ত্রী থেকে শুরু করে খুদে নেতা পর্যন্ত কেউ কি বাদ যান। ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ। কিন্তু তাঁরা যা বলেন তা কি বিশ্বাস করেন? লোককে যা করতে পরামর্শ দেন নিজেরা কি তা করেন? বক্তৃতা শুনে শুনে আমরাও বক্তৃতা শিখে ফেলেছি।

জহীর ॥ হো হো হো হো। [উচ্চ হাসি] বহুত আচ্ছা, সনৎ ভাই, বহুৎ আচ্ছা। হামার সাথী ধুননীও ভি বকতিরতা কোরে—গনং গনং গনং গাং···গনং গনং গনং গাং···না সনৎ ভাই?

সনৎ ॥ [ইষৎ হেসে] হ্যাঁ, একেবারে গণসংগীত। নাঃ, উঠি। কথায় কথায় দেরী হয়ে গেল। [গেলাসটা রেখে] আজকের দামটা বাকী রইলো গো, গঙ্গাদি। কাল পাবে।

গঙ্গা ॥ [হেসে] দামের জন্যে তো তোর গলায় গামছা দিচ্ছিনে।

সনৎ ॥ গলায় গামছা দিয়ে আদায় করলে ক্ষতি কী? দোকানের বাকী কম পড়বে।

[সনৎ এর প্রস্থান]

জহীর ॥ দেও দিদি. এক গেলাস সরবৎ দেও। আবার আদমী আমদানী হোবে।

গঙ্গা ॥ সনৎটা এত বকতেও পারে। নিজেকে ও মনে করে দৈত্যকুলে পেল্লাদ।

জহীর ॥ সনৎকে হামার-ভোয় করে। জব্বর কড়া আদমী হৈ।

চিন্তাহরণ ॥ ভয় করলেই মরবে জহীর মিয়া। বাপুজী বলতেন, ভয়কে জয় করো।

[কাগজপত্র থলেতে ভরে চিন্তাহরণের প্রস্থান।]

গঙ্গা ॥ জহীর মিয়া, বেশি কড়া হলেই গড়ায় সহজে।

জহীর ॥ তা হোবে, তা হোবে। তুমি যাদু জানো দিদি। তোমার ভোজবাজী পুলিশকে ভি কানা কোরে।

গঙ্গা ॥ [জহীরকে এক গেলাস মদ দিয়ে] নাও, গিলে এবার নিজে কানা হও।

জহীর ॥ হামি কিঁউ কানা হোবে! চাঁদি আদমীকে কানা কোরে। ময় তো চাঁদি খাই না, সরাব গিলি।

[গেলাসে চুমুক দেয়।]

গঙ্গা ॥ চাঁদি কামাবে ?

জহীর ॥ মৈ তো কামাই, দিদি।

গঙ্গা ॥ তাতে আর কত মেলে ? লেগে যাও না আমাদের দলে। পেট ভরবে।

জহীর ॥ হামি পারবে না, দিদি, ও কাম হামি পারবে না। গুণাহ্ হোবে। ঘরমে হামারা বালবাচ্চা আছে। ওই হারামী কাম করণে মৈ নেহী শকেগা।

গঙ্গা ॥ অঃ! চোরাই মদ গিললে পাপ হয় না, গেলালে পাপ হয় ? পাপ-পুণ্যের জ্ঞানটা দেখছি টনটনে।

জহীর ॥ [গেলাসে আরেক চুমুক দিয়ে] হামার কেনো পাপ হোবে! ময় তো নগদা দামে সরাব গিলে। [আবার গেলাসে চুমুক দেয়। বড় সড়কের দিক থেকে মনসুর মিয়ার প্রবেশ। তার হাতে একটা হুঁকো ও নতুন কাঁস্তে।]

মনসুর ॥ জহীর মিয়া, তুমি মুছলমান না ?

জহীর ॥ [অপ্রস্তুত হয়ে] কিঁউ মনসুর মিয়া ? ঐছন বাত আপ কাঁহে বলতা হ্যায় ?

মনসুর ॥ ছিঃ ছিঃ। সরাব গিলছ বসে এখানে! তোমার যে দোজকেও ঠাঁই হবে না।

জহীর ॥ দিনভর হামি মেহনৎ কোরে। আপনা রোজগারে আপনে সরাব খায়। তাতে আপনার কি লোকসান আছে ?

মনসুর ॥ না না, আমার কিছু নয়, আমার কিছু নয়। সরাব দেশটাকে খেলে। আমার জোয়ান ছেলেটাকেও সরাবে ধরেছে। লেখাপড়ায় ছিল ভালো। কলেজে ভর্তি করে দিলাম। শহর থেকে রোজ সরাব গিলে ফিরে। টাকা না দিলে আমাকে মারধর করতে চায়। তার ফুটুনির ঠেলা সামলাতে আমি নাস্তানাবুদ। বলে চাষীর মতো পোশাক পরে গেলে নাকি তাকে ইয়ার-বন্ধুর কাছে লজ্জা পেতে হয়।

গঙ্গা ॥ চাষীর ছেলেকে গেলে কেন লেখাপড়া শিখিয়ে বাবু করতে ?

মনসুর ॥ নিজে মুরুখ্যু, তাই ভাবলাম লেখাপড়া শিখে ছেলেটা মানুষ হোক! সে যে এমন অমানুষ হয়ে যাবে তা কি জানতাম! আর লেখাপড়া না শেখালেই বা কী হতো ? সরাব ধরতো সে। মানুষ সরাব গিলছে না, সরাব গিলছে মানুষকে। কারখানার নর্দমার পাঁক ঢুকেছে গাঁয়ে। শেষ করবে···সব শেষ করবে···

[বিড় বিড় করতে করতে মনসুরের প্রস্থান। গঙ্গা হো হো করে হেসে ওঠে। থলে ও ট্র্যানজিস্টার হাতে নকুলের প্রবেশ।]

গঙ্গা ॥ কিরে, থলে নিয়ে ফিরে এলি ?

নকুল ॥ যেতে পারলাম না।

গঙ্গা ॥ কেন ?

নকুল ॥ ভেতরে চলো।

গঙ্গা ॥ আয় ।

[গঙ্গা গমনোদ্যত হয় ।]

জহীর ॥ দামটা দিদি !

গঙ্গা ॥ দাও ।

[জহীর গুণে পয়সা দেয় । তারপর ধুননী ও তুলোর বস্তা কাঁধে নিয়ে সামনের দিকে এসে ডানদিক দিয়ে প্রস্থান করে । যাবার সময় গুণগুনিয়ে গান ধরে ।]

শাওলিয়া, তু কাঁহে
যমুনাকা তীরে—
খাড়া রহে ।

নকুল ॥ সাবধানে চলতে হবে, গঙ্গাদি ।

গঙ্গা ॥ কী হয়েছে বল্ ।

নকুল ॥ পেছনে লোক লেগেছে ।

গঙ্গা ॥ কী করে বুঝলি ?

নকুল ॥ মাঝপথে একটা লোকের সঙ্গে দেখা, তার খালি প্রশ্নের পর প্রশ্ন । রেডিওটা কোথা থেকে কিনেছি, কত দিয়ে কিনেছি, কোথায় যাবো, কেন যাবো ? আমি তাকে যতই এড়িয়ে যেতে চাই, ততই সে আঠালী পোকার মতো আমার গায়ের সঙ্গে লেগে থাকতে চায় ।

গঙ্গা ॥ আচ্ছা !

[গঙ্গা কি যেন ভাবতে থাকে ।]

নকুল ॥ নতুন লোক মনে হয় ।

গঙ্গা ॥ সোজা এখানে ফিরে এলি নাকি ?

নকুল ॥ আমি কি অতোই বোকা ! আর তুমিই তো বলেছ নিজের ছায়াকেও

বিশ্বাস করতে নেই। সাতরাজ্যি ঘুরে তবে এলাম। থলেটা রাখো, রেডিওটাও তোমার কাছেই রেখে যাবো।

[গঙ্গা থলেটা নিয়ে ভেতরে যায়। নকুল ট্র্যানজিস্টারটা দোকানে রেখে বাইরে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে। কার্তিক প্রবেশ করে নকুলের হাত ধরে টানে।]

কার্তিক ॥ কাকা, খেতে এসো।

নকুল ॥ [হাত ছাড়িয়ে নিয়ে] না, আমি খাবো না।

কার্তিক ॥ কাকী সেই কখন থেকে বসে আছে তোমার ভাত বেড়ে।

নকুল ॥ তোর কাকীকেই খেতে বল গে, আমি খাবো না।

কার্তিক ॥ [নকুলকে জড়িয়ে ধরে] আমি আর কখ্খনো অমন করবো না কাকা। যতক্ষণ খুশি তুমি রেডিও বাজিও। তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়বে আমি তখন পড়বো।

নকুল ॥ যা যাঃ।

[কার্তিকের হাত দুটো ছাড়িয়ে দেয়।]

গঙ্গা ॥ শিখিয়ে পটিয়ে ছেলেটাকে কেমন ডেঁপো করে তুলছে তোর বউ, দেখছিস নকুল ?

নকুল ॥ পিটিয়ে যেদিন আত্মারাম খাঁচাছাড়া করবো টের পাবে সেদিন মজাটা।

গঙ্গা ॥ না আছড়ালে গামছা সাফ হয় না, নকুল।

[চরণ দাসের প্রবেশ]

নকুল ॥ আমি তো বাড়ির কেউ নই।

চরণ ॥ কী হয়েছে নকুল ?

নকুল ॥ [বিদ্রূপ ভরে] তোমার ছেলে এত বড়ো দিগ্‌গজ হয়ে উঠেছে দাদা যে বাড়িতে আমাকে চোরের মতন থাকতে হবে! একটু শখ-আহ্লাদ মেটাবারও উপায় নেই।

চরণ ॥ কেন, কী হলো ? খুলে বল না ।

নকুল ॥ কী আর হবে ? শখ করে রেডিওটা কিনলাম । বাজাবার উপায় নেই । তোমার ছেলের তাতে পড়া বন্ধ হয়ে যায় । কারখানায় গতরের রক্ত জল করে বাড়িতে এসে দুটো গান শুনে মনটাকে হাল্‌কা করব তারই কি জো আছে ? আমার রোজগারের দিকেই খালি নজর । আমার মনের দিকে চায় কে ?

চরণ ॥ কার্তিক !

কার্তিক ॥ [কাঁচুমাচু হয়ে] না বাবা···

চরণ ॥ হারামজাদা ! চাষীর ছেলে লেখাপড়া শিখে জজ্‌ম্যাজিস্টর হবেন । খাচ্ছিস কারটা, বলি খাচ্ছিস কারটা ?

গঙ্গা ॥ নকুলের তো আর নিজের নেই, এইটার জন্যেই তো এতো খাটে ।

নকুল ॥ আমার একলা পেটের জন্যেই তো ওভারটাইম খেটে মরি ।

কার্তিক ॥ বাবা···

চরণ ॥ চুপ কর হতচ্ছাড়া !

[কার্তিকের গালে ঠাস করে চড় মেরে বসে । কার্তিকের চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে, হাতের আঙ্গুল গালে বুলতে থাকে । প্রবেশ করে চম্পা ।]

চম্পা ॥ [কার্তিকের হাত ধরে] ঘরে আয়···

চরণ ॥ ছোট বউ, বেশি লাই দিও না, মাথায় চড়বে ।

চম্পা ॥ মা মরা ছেলেটার গায়ে হাত তুলতে বটঠাকুরের একটু আটকালো না ? আশ্চর্য ! ভাইয়ের রোজগার খান বলে কি তার জুলুমও সহ্য করতে হবে ?

চরণ ॥ নকুল আমার ছোট ভাই ।

চম্পা ॥ কার্তিকও নিজের ছেলে । নিজের ছেলে মুখ্যু হয়ে থাকুক, রাখাল-গিরি করে খাক, মুটে মজুর হয়ে খাক—তাতে বটঠাকুরের কি এসে যায়···

গঙ্গা ॥ ভাশুরের সঙ্গে কোঁদল করতে তোর লজ্জা করে না, চম্পা !

চম্পা ॥ গঙ্গার জলে লজ্জা-শরম ধুয়ে মুছে গেছে। মদের বান ডাকে এখানে। রাতের অন্ধকারে এসে সবাই তাতে হাবুডুবু খায়।

গঙ্গা ॥ দেখেছিস্, দেখেছিস্ তুই ?

চম্পা ॥ খালি আমি দেখবো কেন, অনেকেই দেখে। পাপ বেশিদিন চাপা থাকে না। ধরা একদিন পড়বেই।

গঙ্গা ॥ [দাঁত কড়মড় করে] চম্পা, ইচ্ছে করছে তোর বিষ দাঁতটা···

চম্পা ॥ উপরে ফেলতে ? [এগিয়ে গিয়ে] ফ্যালো না, ফ্যালো দেখি কেমন সাহস তোমার ?

নকুল ॥ ছোট বউ, বড্ড বাড় বেড়েছিস, না ?

চম্পা ॥ চুপ করো লম্পট কোথাকার। গঙ্গাদিদির ল্যাজকাটা কুকুর।

নকুল ॥ এত বড় মুখ তোর !

[ছুটে গিয়ে চম্পার চুলের মুঠো ধরে মারতে থাকে। গঙ্গা মুচকি হাসে। কার্তিক 'কাকী কাকী' বলে কাঁদতে থাকে।]

চরণ ॥ নকুল, নকুল, এ কী করলি তুই ! ঘরের লক্ষ্মীকে ধরে মারলি ? অলক্ষ্মীতে পেয়েছে রে তোকে, অলক্ষ্মীতে পেয়েছে। ছোট বউ, আমি যা আঁচ করেছিলাম তাই সত্যি ; ঘরে আগুন লেগেছে আমার, ঘরে আগুন লেগেছে। চাষীর ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। আমি তো তোমার কোনো ক্ষতি করিনি, গঙ্গামনি। আমার ঘরে কেন তুমি আগুন লাগালে ? গেল গেল, আমার মান-ইজ্জত সবই গেল।

[দু'হাতে মুখ ঢেকে চরণদাসের বাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ। চম্পার চোখে আগুন। খানিকক্ষণ কটমট করে নকুলের দিকে তাকায় ও পরে কার্তিককে নিয়ে বাড়ির ভেতরে চলে যায়। নকুল অধোবদনে দাঁড়িয়ে থাকে।]

গঙ্গা ॥ দাঁড়িয়ে রইলি কেন নকুল ? যা, গিয়ে পায়ে ধরে মাফ চা। হি-হি-হি-হি ! [বিকট হাসি]

দ্বিতীয় পর্ব

[তিন দিন পর। একই দৃশ্যপট। কাল প্রত্যূষ। গঙ্গা দোকানের ঝাঁপ তখনো খোলেনি। ভৈরব একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। চিন্তাহরণের বগলে এক বাণ্ডিল পোস্টার। কার্তিক মন্ত্র নিবারণ সপ্তাহের পোস্টার লাগাচ্ছে।]

ভৈরব ॥ "যদি মুঝে এক ঘণ্টে কে লিয়ে ভারতকা ডিক্টেটর বনা দিয়া যায়ে তো মেরা পহলা কাম য়িহ হোগা কি মৈঁ সরাবকী তমাম দুকানেঁা কো বিনা মুআবজা দিয়ে বন্দ্ করা দুঁগা"—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। বিলকুল বন্দ্ হো গিয়া, বাপুজী, বিলকুল বন্দ্ হো গিয়া।…… [তন্দ্রাতুর অবস্থায়] লাগাও লাগাও ভালো করে পোস্টার লাগাও। পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে ফেলো দেশটা! এত কোবরেজ, এত ডাক্তার, এত হেকিম, শিশুটা বাঁচলে হয়

চিন্তাহরণ ॥ কে তুমি? বকবক কচ্ছ কেন?

কার্তিক ॥ পাগল। সেদিন দেখেছিলাম এখানে।

[আঠা মেখে আর একটা পোস্টার সাঁটতে যায়।]

চিন্তাহরণ ॥ সারারাত এখানেই ছিলে বুঝি?

ভৈরব ॥ কেমন করে বলবো? কখন কোথায় থাকি হুঁশ থাকে না।

চিন্তাহরণ ॥ কার্তিক, পোস্টারটা উল্টো করে মারলি যে!

কার্তিক ॥ তাইতো. ভুল হয়ে গেছে।

[পোস্টারটা খুলে নিয়ে আবার সোজা করে মারে।]

ভৈরব ॥ গণেশ উল্টোলেই ভালো বাবা, লক্ষ্মী ঘরে আসে। যতবার গণেশ উল্টোবে ততবার তোমার বাজার দর বাড়বে।

চিন্তাহরণ ॥ উল্টো গণেশে আর চলবে না। এবার থেকে গণেশ সোজাই রাখতে হবে।

ভৈরব ॥ লক্ষ্মী বেঁকে বসবেন।

চিন্তাহরণ ॥ না, অলক্ষ্মী দূর হবে।

ভৈরব ॥ লক্ষ্মী অলক্ষ্মী চেনা দায়। বাঁধা আছে তো হিসেবের খাতায়। কোন্‌টা আসল খাতা আর কোন্‌টা নকল খাতা, জানে মহাজন। তুমি আমি খবর রাখি কি? গণেশ ঠাকুর সবার আগে পুজো পেলে কি হবে, তার ভাগ্যে কুঁচো নৈবেদ্য। আসল ভোগটা, এই তোমরা লক্ষ্মীই বলো আর অলক্ষ্মীই বলো, তারই ভাগ্যে। লোকে গণেশ গণেশ করে বটে, কিন্তু গণেশ কথাটার মানেই জানে না। কে গণেশ? তোমরা? তোমরা যারা গণসেবা করো তারা? না যারা গণের ঈশ হয়ে গদি এঁটে বসে আছে তারা? জবাব দাও দেখি আমার প্রশ্নটার?

চিন্তাহরণ ॥ গণতন্ত্রে গণ'ই ঈশ।

ভৈরব ॥ ধুঃ। সব উল্টো। মানুষ পায়ে হাঁটছে না, হাঁটছে মাথায়। পোস্টারগুলো উল্টো করে মেরে দাও, সবাই পড়বে; সোজা মারো, কেউ নজরও দেবে না। উল্টো দেশের উলট্ পুরান। সোজা কথা কেউ বোঝে না, সোজা পথে কেউ চলে না।

কার্তিক ॥ চিন্তাহরণদা, পাগলটা খালি বকেই চলেছে। পাগলের কথা শুনতে তোমার ভালো লাগে?

[আর একটা পোস্টারে আঠা মাখতে থাকে।]

ভৈরব ॥ বাবা, পাগলে কী না বলে, ছাগলে কী না খায়? রামছাগলেরা দেশটাকে গিলে খাচ্ছে। আমাকেও গিললে, আমিও গিললাম। এমন গেলাই গিললাম যে নিজের জীবনটা নিয়ে এখন জাবর কাটছি। ঢেকুরে ঢেকুরে পুরানো কথাগুলো উঠে আসে। চাপতে পারিনে। অম্বলের ব্যথা—ভেতরে থাকলেও জ্বালা, গলা দিয়ে উঠলেও জ্বালা। তাই ঢক্‌ঢক্ করে গিলি আর বক্ বক্ করে বলি।

চিন্তাহরণ ॥ আশ্চর্য! জীবনের ইতিহাসটা জানতে পারি?

ভৈরব ॥ ইতিহাস? হো হো হো হো! [উচ্চহাসি] ইতিহাস কাকে বলে জানো? হাসিতে যার ইতি তারেই বলে ইতিহাস। সত্যিকার ইতিহাস আছে? সবই তো মনগড়া ইতিহাস গো। পর্বতে না উঠেই শৃঙ্গজয়ের কাহিনী। যারা ইতিহাসের চাকা ঘোরায় তাদের কথা কেউ লেখে না, কেউ লেখে না। ইতিহাসের রথে চড়ে মানুষ দলে যারা বিজয়কেতন উড়োয় তাদের ঢাকই তো সবাই পেটে গো। জনক রাজা মাটি চষে জানকী পেলেন আর তাকে নিয়ে গেল লঙ্কার বেটা রাবণ! কী দরকার ছিল বাবা চাষীর মেয়েকে অযোধ্যার রাজপুরীতে পাঠাবার? না পাঠালে কি এত কাণ্ড ঘটতো? আর বেটা মুখ্‌খু রাবণ লোভে পড়ে সবংশে নির্বংশ হলো। ত্রেতায় হয়েছিল একটা লঙ্কাকাণ্ড, আর এই কলিযুগে? কত লঙ্কাকাণ্ড হচ্ছে তার লেখাজোখা আছে? সাত সমুদ্দুরের জল লাল হয়ে যাচ্ছে—তবু—একটা বাল্মীকির দেখা নেই! কে লিখবে ইতিহাস? সাল তারিখ দিয়ে ঘটনার বিবরণ লিখলেই ইতিহাস হয় নাকি গো? আমার ইতিহাস বোতল, সে তার অন্তরের তরলতা দিয়ে আমার মনটাকে সরল করে দেয় আর মুখে যা আসে তাই বলে যাই। ইতিহাস জানতে চেয়ো না। ওয়াক্ থুঃ। বানানো ইতিহাসে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। ইতিহাস বইয়ের পাতায় নেই, ইতিহাস আছে জীবনে, জীবনে। জীবন ইতিহাস মেনে চলে না। ইতিহাস জীবনের পিছু পিছু ধায়, বুঝলে, ইতিহাস জীবনের পিছু পিছু ধায়।

[উঠে গমনোদ্যত হয়।]

চিন্তাহরণ ॥ চমৎকার আপনার কথাগুলো। এত জ্ঞান আপনার, মদ খেয়ে জীবনটাকে নষ্ট করছেন কেন?

ভৈরব ॥ নষ্ট কচ্ছি! কে বললে তোমাকে নষ্ট কচ্ছি? আমার মদ খেতে ইচ্ছে হয়, আমি খাই, সবার সামনে খাই। মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকি, কত পুণ্যাত্মার চরণধূলি অঙ্গে মাখি। আর পুণ্যাত্মারা যখন সুরা নিবারণের তহবিলে চাঁদা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ গেলে, মদের চোরা কারবার করে, তখন? আমি সৎ, তারা অসৎ।

লাগাও, লাগাও, ভালো করে পোস্টার লাগাও। দেশটাকে শুষ্ক মরুভূমি করে দাও। আমি সেখানে মরু-উদ্যান হয়ে থাকবো— হো হো হো হো—মরু-উদ্যান, মরু-উদ্যান·

[বড় সড়কের দিকে প্রস্থান। ভেতর থেকে গঙ্গামণি দোকানের ঝাঁপ খোলে।]

চিন্তাহরণ ॥ লোকটা সত্যি পাগল।

গঙ্গা ॥ কার সঙ্গে এতক্ষণ গল্প কচ্ছিলে চিন্তাহরণবাবু ?

কার্তিক ॥ সেই বুড়ো মাতালটা, পিসী।

গঙ্গা ॥ কোন্ বুড়ো ?

কার্তিক ॥ সেই যে সেদিন এখানে মাতলামি কচ্ছিল।

চিন্তাহরণ ॥ মাতাল হলেও লোকটা বিদ্বান।

গঙ্গা ॥ খুব জ্ঞান দিচ্ছিল বুঝি ?

কার্তিক ॥ এমন বকতেও পারে বুড়োটা !

গঙ্গা ॥ চুপ কর, তোকে জিজ্ঞেস কচ্ছে কে ? চিন্তাহরণবাবু, কি বলছিল ?

চিন্তাহরণ ॥ সব কথা কি মনে আছে। এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছিল। শুনে মনে হয় প্রলাপ, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে সার কথাও আছে।

গঙ্গা ॥ লোকটাকে তোমার দলে নাও না, কাজে লাগবে।

চিন্তাহরণ ॥ আমার দলে !

গঙ্গা ॥ ক্ষতি কি ! সুরাপানের অপকারিতা সম্বন্ধে ভালো বক্তৃতা করতে পারবে।

চিন্তাহরণ ॥ মাতালের মুখে মদ খাওয়ার বিরুদ্ধে বক্তৃতা।

গঙ্গা ॥ শুধু বক্তৃতা নয়, একটা জ্যান্ত উদাহরণ।

চিন্তাহরণ ॥ ঠাট্টা করে লাভ কি ?

গঙ্গা ॥ ঠাট্টা ! তুমি একজন সমাজসেবী। কত বড়ো কাজ নিয়েছ ঘাড়ে। তোমাকে ঠাট্টা করতে পারি আমি। এত দারোগা পুলিশ, এত

বড়ো একটা আবগারী বিভাগ থাকতেও যখন তোমার ডাক পড়েছে, তুমি কি যে সে লোক! কিন্তু চিন্তাহরণবাবু, এটা যে সরকার-বিরোধী কাজ হয়ে যাচ্ছে।

চিন্তাহরণ ॥ কেন, সরকারও চান মদ খাওয়া বন্ধ করতে।

গঙ্গা ॥ মদের দোকানের লাইসেন্সগুলি দেন কারা? আবগারী কর্তারাই তোমার পেছনে লাগবেন। একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলবে চিন্তাহরণ বাবু, দিনকাল ভালো নয়। লাইসেন্স করা মদের দোকান থেকে বেশি দামে মদ কিনে খাবার মতো পয়সা কোথায় গরিবদের?

[দোকানে গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে করজোড়ে নমস্কার করে।]

চিন্তাহরণ ॥ মানুষের মনের পরিবর্তন করাই আমাদের কাজ।

গঙ্গা ॥ তা করো, কিন্তু ছোকরাটার মাথা খাচ্ছো কেন?

চিন্তাহরণ ॥ ও তো ভালো কাজই কচ্ছে।

গঙ্গা ॥ নাম-মাহাত্ম্য জানো তো? বার বার মদের কথা কানে গেলে মদের নেশায় পেয়ে বসবে না তো ওকে?

চিন্তাহরণ ॥ তা কেন হবে? নিচের তলা থেকে ধরতে হবে।

গঙ্গা ॥ ওপরের তলাটা ভারী, চাপে চেপ্টে যাবে। [ধমকের সুরে] কার্তিক, এখন তোর পড়াশুনা নষ্ট হয় না? ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়েছিস পোস্টার মারতে।

কার্তিক ॥ আজ তো রবিবার। আজ আবার পড়া কিসের? চিন্তাহরণদা, আর কোথায় কোথায় পোস্টার মারতে হবে?

[বেন্দার প্রবেশ]

বেন্দা ॥ এই ছোকরা, কিসের পোস্টার মারা হচ্ছে?

কার্তিক ॥ পড়ে দেখলেই হয়।

বেন্দা ॥ ডেঁপোমি! এক চড়ে গাল ফাটিয়ে দোব।

কার্তিক ॥ তুমি গাল ফাটাবার কে? মদের চোরা কারবার করে করে সাহস বেড়ে গেছে।

বেন্দা ॥ ছোকরার মরণ ঘনিয়ে এসেছে দেখছি। কাকীর মতই মুখ।

গঙ্গা ॥ তোর মতন মুখ হবে নাকি, বেন্দা! ঝিনুকে যা গিলবে তাই তো উগরোবে। ছোট কেউটেও ফণা তোলে।

বেন্দা ॥ বিষ হবার আগেই দাঁত উপড়ে ফেলবো।

চিন্তাহরণ ॥ বেন্দা, তোর কথাবার্তার ধরণ বড়ো খারাপ।

বেন্দা ॥ শিখিয়ে দাও না চিন্তাহরণবাবু, কীভাবে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে হয়।

গঙ্গা ॥ কানে ইষ্টনাম দাও চিন্তাহরণবাবু, শিষ্ট হয়ে উঠবে।

চিন্তাহরণ ॥ কিছু লোক আছে যাদের এক কানে কথা ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।

বেন্দা ॥ বলো কি! মরা মরা বলতে বলতেও রাম নাম আসবে না মুখে? আমি তোমাদের সেই কি না…কি না…সেই রত্নাকর দস্যুরও অধম?

চিন্তাহরণ ॥ পাপীর মুক্তি আছে, কিন্তু অপরাধ করে করে যারা মনের পাপ বোধকেও খুইয়ে বসে তাদের মুক্তি নেই।

বেন্দা ॥ কি বললে…কি বললে? পাপবোধ? সেটা কেমন? মাছের কাঁটা গলায় ঠেকলে যেমন হয় তেমন? আর যে মানুষ কাঁটা শুদ্দু চিবিয়ে গিলে ফেলে তার বেলা?

কার্তিক ॥ চিন্তাহরণ দা, মাতালের সঙ্গে বকে বকে তুমি সময় নষ্ট কচ্ছ।

বেন্দা ॥ চোপ রও শূয়রের বাচ্চা। আমি মাতাল? তোর বাপ মাতাল, তোর চোদ্দপুরুষ মাতাল।

কার্তিক ॥ বাপ পিতাম' তুলে কথা বলো না বলছি।

বেন্দা ॥ অ্যাঁ! কুত্তীর বাচ্চার কথা শোন। ওই শালা নকুলের বউটা লাই

দিয়ে দিয়ে এটাকে মাথায় তুলেছে। পায়রার মতন শালার গর্দানটা ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে। শালা এসেছে পোস্টার লাগাতে! লোকে মদ খাবে না, তুলসীধোয়া জল খেয়ে হরিনামের ঢেকুর তুলবে। দে শালাদের সব পোস্টার ছিঁড়ে—গঙ্গামাসির উনন ধরাবার কাজে লাগবে।

[ছুটে গিয়ে একটা পোস্টার ধরে টান মারে। পোস্টারের খানিকটা ছিঁড়ে আসে।]

গঙ্গা ॥ [ধমক দিয়ে] বেন্দা, বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছে না? [বেন্দা অপ্রস্তুত হয়ে গঙ্গার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।] চিন্তাহরণবাবুর পায়ে ধরে মাফ চা। কার অপমান করেছিস জানিস? জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পুন্যস্মৃতির অপমান করেছিস তুই। তিনি যা চেয়েছিলেন চিন্তাহরণবাবুরা তাই কচ্ছেন। চা ,মাফ চা।

[বেন্দা চিন্তাহরণের পায়ে ধরে মাফ চাইতে যায়।]

চিন্তাহরণ ॥ [বাধা দিয়ে] না না না, মাফ চাইতে হবে না। না বুঝে ভুল করে ফেলেছে, গঙ্গাদি। ওর দোষ কি! ভুল তো কত বড়ো বড়ো হোমরাচোমরাও কচ্ছেন। মানুষকে বুঝিয়ে আমরা পথে আনবো। জোর খাটিয়ে নয়, মানুষের মনের পরিবর্তন করবো আমরা।

বেন্দা ॥ চিন্তাহরণবাবু, আমাকে তোমাদের দলে নাও না।

চিন্তাহরণ ॥ দলে তো রয়েছই ভাই। তোমাদের নিয়েই তো আমাদের কাজ।

বেন্দা ॥ অন্যায় হয়ে গেছে আমার। দাও না কিছু পোস্টার। রাস্তার মোড়ে মোড়ে লাগিয়ে আসি।

চিন্তাহরণ ॥ [খুশি হয়ে] এই তো চাই। মানুষের মনে রং ধরতে কতক্ষণ। নাও, যত খুশি নাও।

[খান কতক রেখে বাণ্ডিলের সমস্ত পোস্টারই বেন্দাকে দিতে যায়।]

কার্তিক ॥ [বাধা দিয়ে] না, পোস্টার আমি মারবো ।

বেন্দা ॥ উঃ ! ও মারবে ! ক'খানা পোস্টার লাগাবি রে ছোকরা ? কচি ডেনা ব্যথা হয়ে যাবে ।

চিন্তাহরণ ॥ কার্তিক, আরো মেলা পোস্টার আছে । ওগুলো বেন্দাই লাগাক ।

[কার্তিক মুখ বেজার করে রগড়িয়ে রগড়িয়ে হাতের আঠা ছাড়াতে থাকে । চিন্তাহরণ পোস্টারগুলো বেন্দাকে দেয় । বেন্দা সেগুলো বগলদাবা করে রওনা হয় ।]

গঙ্গা ॥ এমন এমন জায়গায় লাগাবি যাতে সবারই নজরে পড়ে ।

বেন্দা ॥ আবগারী বিভাগের ঘাঁটির সামনেও মারবো মাসী ।

[হাসতে হাসতে বেন্দা চলে যায় ।]

চিন্তাহরণ ॥ এবার একটু চা খাওয়াও দেখি গঙ্গাদি ।

গঙ্গা ॥ [চা বানাতে বানাতে] চিন্তাহরণবাবু, কারখানার মালিক নাকি এই বস্তিটাকে কিনে নিতে চান ?

চিন্তাহরণ ॥ লোকমুখে তো শুনি তাই ।

গঙ্গা ॥ এতগুলো গরিব যাবে কোথায় ?

কার্তিক ॥ চিন্তাহরণদা, দেরি হয়ে হয়ে যাচ্ছে ।

চিন্তাহরণ ॥ দাঁড়া, একটু চা খেয়ে নিই ।

[গঙ্গা চিন্তাহরণকে চা দেয় ।]

গঙ্গা ॥ [কার্তিককে] তর সয় না ! তোর কাকীকে সঙ্গে নিয়ে এলেই পারতিস পোস্টার মারতে ।

কার্তিক ॥ আসবে আসবে, সেও একদিন আসবে ।

গঙ্গা ॥ [ব্যঙ্গ করে] তাই নাকি ! তোর কাকাও তবে মদ ছাড়বে ?

কার্তিক ॥ কাল কাকীর গা ছুঁয়ে কাকা দিব্যি করেছে মদ আর সে ছোঁবে না ।

গঙ্গা ॥ হো হো হো হো ! [উচ্চ হাসি] পোস্টারগুলো সের দরে বিক্রি করে দাও চিন্তাহরণবাবু। মদের পিপেয় এবার থেকে গঙ্গাজল ভরা হবে।

চিন্তাহরণ ॥ কিছুই অসম্ভব নয়।

গঙ্গা ॥ না না, কে বলেছে অসম্ভব ? তবে একটা কথা কি চিন্তাহরণবাবু, আগে গাছের গোড়া কাটা হবে কি মাথা কাটা হবে, সেটা ভাববার বিষয়।

চিন্তাহরণ ॥ মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলবো আমরা।

গঙ্গা ॥ ভয় আছে। গাছটা হুড়মুড় করে পড়লে চাপা পড়তে পারো। তার চেয়ে এক কাজ করো না—মাথার ডালগুলো আগে ছেঁটে ফেলো ; গোড়াটা পরেই ধরবে।

কার্তিক ॥ চলুন চিন্তাহরণদা, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

চিন্তাহরণ ॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি যাচ্ছি। [চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে] এ সম্বন্ধে পরে পরামর্শ করা যাবে। দেখো গঙ্গাদি, পোস্টারগুলো যেন কেউ না ছেঁড়ে।

গঙ্গা ॥ কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে যে এ পোস্টারে হাত দেবে। কার্তিক, সময় করে এখানে আরো খানকতক পোস্টার মেরে যাবি।

[চিন্তাহরণ ও কার্তিক রওনা হয়। প্রবেশ করে জয়রাম।]

জয়রাম ॥ পোস্টার লাগানো হলো, চিন্তাহরণবাবু ? [এদিক সেদিক দেখে নিয়ে] এত কম কেন ?

[বেঞ্চিতে বসে।]

গঙ্গা ॥ [হেসে] চিন্তাহরণবাবু মনে করে এমন একটা বাজে জায়গায় বেশি পোস্টার মেরে লাভ কী ?

চিন্তাহরণ ॥ না, ঠিক তা নয়···মানে···

জয়রাম ॥ এখানেই তো বেশি করে পোস্টার মারা দরকার—পাঁচজন চা খেতে আসে।

[গঙ্গা মুচকি মুচকি হাসে।]

চিন্তাহরণ ॥ এখন এ ক'টা মারলাম ; পরে আরো মারবো।

জয়রাম ॥ চেক পোস্টের কাছে ভালো করে পোস্টার মারবেন। আঠার অভাব হবে না। চেক পোস্টে যারা পাহাড়া দেয়, দক্ষিণা নেবার জন্যে তারা হাতে আঠা মেখেই থাকে।

[সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।]

হাসবেন না। সিকিটা আধুলিটা দিলেই চলে। এর জন্যে আমাদের থলে ভরে সিকি আধুলি রাখতে হয়। অবশ্য তার ওপরে গেলে দশ টাকা একশ টাকার নোটও বার করতে হয়। লাইসেন্সের মাল আটক হয়, আর বিনা লাইসেন্সের মাল অনায়াসে পাচার হয়ে যায়।

চিন্তাহরণ ॥ আপনি বিনা লাইসেন্সের মালও চালান দেন নাকি!

জয়রাম ॥ [জিভ কেটে] অমন কথা বলবেন না। লাইসেন্সের মাল নিয়ে ভুগতে হয় বলেই মনের জ্বালা চেপে রাখতে পারলাম না—ফস্ করে মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে পড়লো। কাউকে আবার বলবেন না যেন, আমার ব্যবসা বন্ধ হবে।

চম্পা ॥ [জানলা ফাঁক করে] কার্তিক, বাড়ি আয়। কাজ আছে।

[আবার জানলা বন্ধ করে দেয়।]

জয়রাম ॥ নকুলের বউটার দাপট আছে। সব্বাইকে কেমন দাবড়িয়ে রাখে।

গঙ্গা ॥ লেজের ঝাপটায় আপনিও ভয় পান নাকি!

জয়রাম ॥ ঝাপটার ভয় কে না করে ?

গঙ্গা ॥ রক্তশোষা ডাঁশরা ভয় করে বই কি। হা-হা-হা-হা।

[বিকট হাসি]

জয়রাম ॥ তোর জিভ একেবারে ক্ষুর দিয়ে চাঁচা, গঙ্গা। নে চা খাওয়া।

কার্তিক ॥ চিন্তাহরণদা, ওবেলা পোস্টার লাগাবো। কাকী ডাকছে।

[কার্তিক দু' এক পা এগোয়।]

চিন্তাহরণ ॥ তোর কাকীকে বলিস আরো আঠা জ্বাল দিয়ে রাখতে।

কার্তিক ॥ বলবো।

[কার্তিকের প্রস্থান।]

গঙ্গা ॥ [চা তৈরি করতে করতে] নকুলের বউ ভালো আঠা তৈরি করতে পারে, না চিন্তাহরণবাবু?

চিন্তাহরণ ॥ সে আমাদের কাজে অনেক সাহায্য করে।

গঙ্গা ॥ তা করবে বই কি, মানুষ সাঁটবার আঠাও যে সে তৈরি করতে জানে।

[গঙ্গার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে চিন্তাহরণ বিস্মিত হয়ে তাকায়।]

কিছু মনে করো না, বয়েস তোমার বেশি নয়। দেশের কাজ করো, লোকের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে লাভ কী?

চিন্তাহরণ ॥ এসব কী বলছো তুমি!

গঙ্গা ॥ কিছু না, কিছু না। মনে এলো বললাম। সারাদিন চোর, মাতাল, ছ্যাঁচোর নিয়ে কাটাই--মন ছোট না হয়ে পারে? তুমি বড়ো, তোমাকে কেউ ছোট না ভাবে, তাই হুঁশিয়ার করে দিলাম।

[জয়রামকে চা দেয়।]

চিন্তাহরণ ॥ ছি ছি ছি!

[চিন্তাহরণের প্রস্থান।]

জয়রাম ॥ কী মতলব তোর, গঙ্গা?

গঙ্গা ॥ আপনারও যা আমারও তাই।

জয়রাম ॥ তা বলে একটা গেরস্ত বউর নামে দুর্নাম রটিয়ে……

গঙ্গা ॥ চুপ করুন আপনি। আপনি বোঝেন টাকার অঙ্ক—এসবের আপনি কী বোঝেন ?

জয়রাম ॥ নকুল যে বিগড়ে যাবে।

গঙ্গা ॥ না বিগড়োলে কাজ হবে ? তাকেই হাতিয়ার করতে হবে। নকুলদের বাড়িটা আপনার চাই তো ?

জয়রাম ॥ পেলে তো ভালোই হয়।

গঙ্গা ॥ পাবেন।

[জয়রাম এতক্ষণে চায়ের কাপে মুখ দিয়ে স্বস্তির ঢোক গেলে।]

তাড়াতাড়ি সেই পোস্টার ছাপাতে পারেন ?

জয়রাম ॥ কবে ?

গঙ্গা ॥ আজই সন্ধ্যায় পেলে ভালো হতো।

জয়রাম ॥ আজ রবিবার, শহরের সব প্রেস বন্ধ।

গঙ্গা ॥ কাল সন্ধ্যায় ?

জয়রাম ॥ তা হতে পারে।

গঙ্গা ॥ তাই করবেন।

জয়রাম ॥ [ইতস্তত করে] কিন্তু গঙ্গা, অতটা করা কি ভালো ?

গঙ্গা ॥ আহা হা-হা। দরদী গোসাঁই আমার! সময় সময় আপনি এমন ভ্যাবা গঙ্গারাম সাজেন যে আপনাকে দেখে ঘেন্না হয়।

জয়রাম ॥ ঘেন্নাই তো আমার সম্বল। লোকে শ্রদ্ধা করলে ফতুর হতাম।

গঙ্গা ॥ এতক্ষণে একটা কথার মতো কথা বললেন বটে।

জয়রাম ॥ তোর কাছে এলে বোবার মুখেও খই ফোটে।

গঙ্গা ॥ খোসামোদ করা আপনার অভ্যেস। এখন যান, আমার কাজ আছে।

[শেষ-চুমুক দিয়ে জয়রাম চায়ের কাপটা বেঞ্চির ওপর এক পাশে রাখে। প্রবেশ করে জহীর মিয়া। তার হাতে একটা তেলের শিশি।]

জহীর ॥ দেও দিদি পঞ্চাশ গেরাম তেল অউর আধা কেজি নিমক।

[শিশিটা গঙ্গার হাতে দেয়।]

জয়রাম ॥ [রহস্য করে] জহীর মিয়ার.নিমক বাড়ন্ত ?

জহীর ॥ হাঁ জইরামবাবু, নিমক হামার জাস্তি লাগে। [হাসে]

জয়রাম ॥ নিজের নিমক খেয়ে পরের গুণ গাও।

জহীর ॥ কী কোরে। হামার তো কোই গুণ না আছে। কেতনা গুণী আদমী ইধর দেখতা হৈ। হামারা দেহাত মে তো গুণী না আছে।

জয়রাম ॥ আচ্ছা, এখানে কা'কে কা'কে তোমার ভালো লাগে ?

জহীর ॥ সবভি আচ্ছা আদমী হৈ।

গঙ্গা ॥ জহীরের পেটের কথা বার করবেন আপনি, জয়রামবাবু !

জহীর ॥ কেনে ! হামার দিল তো খোল্‌সা আছে।

গঙ্গা ॥ তবে তোমার ধুননীর তারে মাঝে মাঝে তুলোর অাঁশ জড়িয়ে যায় এই যা।

জহীর ॥ [হাসতে হাসতে] সব তো হামি খুলে ফেলে।

জয়রাম ॥ আমি জানি তোমার মনে কোনো জট নেই। কিন্তু জহীর মিয়া, এখানে যদি সরাব খাওয়া বন্ধ হয় তোমার কেমন লাগবে ?

জহীর ॥ কেনে বন্দ্‌ হোবে ?

জয়রাম ॥ তুমি তো জানো এখানে সরাব চলে লুকিয়ে চুরিয়ে।

জহীর ॥ হামি তো নগদা দামে কিনে খাই।

জয়রাম ॥ ধরো তাও বন্ধ করার জন্যে যদি কেউ লাগে।

জহীর ॥ হামি তাকে রুখবে।

জয়রাম ॥ ব্যস্‌ ব্যস্‌, তাই চাই। কেউ যদি এতে নাক গলাতে চায় তার মুণ্ডু নিতে হবে।

জহীর ॥ ইয়া আল্লা, ও হামি পারবে না। এক আদমীর এক শির হৈ—

ওই শির হামি দিতে পারবে না। গঙ্গাদিদি, দেও হামার তেল নিমক দেও।

[গঙ্গা তেলের শিশি ও লবণের ঠোঙা জহীরের হাতে দেয়]

জইরামবাবু, বঙ্গাল মুল্লুকের নিমক খাই হামি—নিমকহারামি হামার দ্বারা হোবে না। আপনি কী বোলতে চাইছেন হামি সমঝ কোরতে পারছে। তোবা তোবা, ইমন কাম কোই আদমী কোরে!

[বিড় বিড় করতে করতে প্রস্থান।]

গঙ্গা ॥ [রেগে গিয়ে] আপনার সঙ্গ ছাড়তে হবে দেখছি আমাকে।

জয়রাম ॥ কেন ?

গঙ্গা ॥ আপনার মতো একটা নির্বোধের সঙ্গে পথ চলে কি বিপদে পড়বো ?

জয়রাম ॥ বিপদ !

গঙ্গা ॥ তা নয়তো কী ? আপনার ধারণা আমাদের এখানে যারা মদ খায়—তারা সবাই গুণ্ডা, সবাই খুনী ? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এই বুদ্ধি আপনার !

জয়রাম ॥ নিজের বুদ্ধির দেমাক বেশি করিস নি গঙ্গা। তুই ফিরিস ডালে ডালে, আমি ফিরি পাতায় পাতায়। আমাকে চিনতে তোর এখনো ঢের দেরি। তোর মতো কত মেয়েছেলেকে আমি কাছায় বাঁধি।

[রুষ্টভাবে প্রস্থান।]

গঙ্গা ॥ বটে !

[দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকে। তার দুচোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। বাড়ির ভেতর থেকে ক্রুদ্ধভাবে নকুলের প্রবেশ।]

নকুল ॥ না, এ বাড়িতে আমি আর থাকবো না। আমার অংশ আমি বেচে দোব। এই এক রত্তি ছেলের জন্যে আমাকে দিনের পর দিন

অপমান সয়ে থাকতে হবে! [রাগতভাবে বেঞ্চিতে বসে।] দাও গঙ্গা দি, এক কাপ চা দাও।

[গঙ্গা চা তৈরি করতে থাকে। বড়ো সড়কের দিকে থেকে আসে চরণদাস ও মনসুর মিয়া।]

মনসুর ॥ আমার জমির দিকে কারখানার মালিকের চোখ পড়েছে চরণ চাচা, দু বিঘে বেচে যে তখন কী ভুল করেছি। আর এক ছটাক জমিও আমি হাতছাড়া করবো না। বাল-বাচ্চা নিয়ে দাঁড়াবো কোথায়?

নকুল ॥ দাদা, আমার অংশ আমাকে ভাগ করে দাও, বেচে দোব। এ বাড়িতে আর আমার থাকা পোষাচ্ছে না।

চরণদাস ॥ বাড়ি বেচবি! তোকে অলক্ষ্মীতে পেয়েছে।

নকুল ॥ তুমি লক্ষ্মী নিয়ে থাকো। আমার বাড়িতে পরের অধীন হয়ে আমি থাকতে পারবো না।

চরণদাস ॥ পরের অধীন! কার অধীন হয়ে আছিস তুই?

নকুল ॥ তোমার ছেলের, তোমার ছেলের। সে চিন্তাহরণবাবুর সাকরেদ হয়েছে। উঃ, কি বড়ো বড়ো কথা! যারা মদ খায় তারা আবার মানুষ নাকি! লেখাপড়া শিখে ও যখন মন্ত্রী হবে তখন আইন করে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেবে। সব চিন্তাহরণবাবুর শেখানো কথা। ছোট মুখে বড়ো কথা শুনে গা-জ্বালা করে। আর তোমাদের ছোট বউ এসব কথা শুনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসে। আমাকে অপমান করতে সাহস পায় সেদিনের কার্তিক!

[গঙ্গা নকুলকে চা দেয়।]

চরণদাস ॥ এসব কথা যখন বলে তখন গালে চড় মারতে পারিসনে?

নকুল ॥ তোমাদের ছোট বউর জন্যে কিছু পারার উপায় আছে! কথা বলেই সারা যায় না তো চড়। কার্তিক লাই পায় ছোট বউর কাছে আর ছোট বউকে আশকারা দাও তুমি।

চরণদাস ॥ তোকেও তো দিই ।

নকুল ॥ আমার টাকার জন্যে ।

চরণদাস ॥ [হেসে] তাই তো বলবি । বাবা যখন মারা যান তখন তুই কতটুকু ছিলি নকুল ?

নকুল ॥ মানুষ করেছ ? সুদে আসলে তা উশুল করে নিচ্ছ ।

[নকুল চা-পান করতে থাকে ।]

চরণদাস ॥ [সখেদে] বল্ বল্, তোর মনে যা আসে তাই বল্ । সব বুঝি নকুল, কিন্তু বাপের ভিটে বেচে দেবার কথা তোর মাথায় ঢুকলো কেমন করে বুঝিনে । চৌদ্দ পুরুষের ভিটে কি শুধু একটু জমি রে ? বাপপিতাম'র কত স্মৃতি আছে এই ভিটের সঙ্গে । সে কি কুলটা নারী যে যখন যাকে খুশি তখন তাকে সে বুকে নেবে ?

মনসুর ॥ ঠিক কয়েছ চাচা । মজদুরের ভিটের মায়া থাকে না, পাখির মতন যখন যেখানে খুশি তারা বাসা বাঁধে । আর ভিটে হলো চাষীর কলজে । তা ছেড়ে সে বাঁচতে পারে !

নকুল ॥ না খেয়ে ভিটে কামড়ে পড়ে থাকার মতো বোকা মজদুর নয় ।

চরণদাস ॥ কী বললি ? না খেয়ে আছিস ?

নকুল ॥ কারখানায় গতর না খাটালে সংসার চলতো ?

চরণদাস ॥ ক'পয়সা দিস্ সংসারে ? ফুটোনি করে তো সব উড়োস ।

নকুল ॥ বলবেই তো, বলবেই তো । নিমকহারামী না করলে টাকা জমাবে কেমন করে ?

চরণদাস ॥ আমি টাকা জমাই ! গত সন যে তিন মাসের জন্যে কারখানা থেকে লে-অফ করে তোকে বসিয়ে রাখলো তখন ক'পয়সা সংসারে দিতে পেরেছিলি তুই ?

নকুল ॥ রোজগার না থাকলে দোব কোত্থেকে ?

চরণদাস ॥ তবেই বল্ । এই বলদের কাঁধে জোয়াল না থাকলে সংসার চলতো তখন ? তিন মাসে দু'শ টাকা দেনা হলো । এক পয়সা শোধ করেছিস তার ?

নকুল ॥ ছেলের জন্যে টাকা জমালে শোধ হবে কোত্থেকে!

চরণদাস ॥ [খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে থেকে] নকুল, নকুল তুই একথা বলতে পারলি! ওই মা-হারা ছেলেটাকে তোর এত হিংসে! মরুক, মরুক, বংশে বাতি দেবার একটা আছে, সেও মরুক। তুই রাজা হ, বাদশা হ, আমি কিছু চাইনে, কিছু চাইনে আমি, ভিটে মাটি ঘরবাড়ি, কিছু চাইনে আমি। ছেলেটার হাত ধরে আমি যেখানে হয় চলে যাবো। তোর কুদৃষ্টি পড়েছে ওর ওপর, শনির কোপে ও বাঁচবে না, আজই বেরিয়ে যাবো আমি, আজই বেরিয়ে যাবো···

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।]

মনসুর ॥ [অনুসরণ করে] চরণ চাচা, চরণ চাচা···

[চরণদাসের বাড়ির দিকে প্রস্থান। গঙ্গা হো হো করে হেসে ওঠে। তার হাসিতে একটা প্রতিহিংসার ভাব। প্রবেশ করে চম্পা।]

চম্পা ॥ অত হাসি কিসের? ভেতর থেকে শুনেছি সবই। [নকুলকে] এখানে কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছ! বঠ্‌ঠাকুর ভেতরে গিয়ে কপাল কুটছে আর কাঁদছে।

নকুল ॥ কাঁদুক। তাকে আরো কাঁদতে হবে।

চম্পা ॥ ক্ষেমতাবান ভাই, বড়ো ভাইকে কাঁদাবে বই কি! তোমার যে কী গতি হবে!

গঙ্গা ॥ [শ্লেষাত্মক ভাবে] তোর মতো সতী থাকতেও পতির একটা গতি হবে না?

চম্পা ॥ [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] পরের ঘরে আগুন লাগিয়ে হাসতে তোমার লজ্জা করে না?

গঙ্গা ॥ লজ্জা শরম তোর জন্যে চম্পা। আমি তো সোয়ামির ঘর করিনে যে লজ্জা দিয়ে সব ঢাকবো?

চম্পা ॥ কী বলতে চাও তুমি?

গঙ্গা ॥ কিস্‌সু না। ঘরে যা। ভাশুর তোকে এত আদর করে, ভাশুরকে গিয়ে একটু আদর কর তুই।

চম্পা ॥ [রাগে ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ায় ও কটমট করে চায়] ইচ্ছে করে তোমার জিভ টেনে হেসো দিয়ে দু টুকরো করতে!

[গঙ্গা হো হো করে হেসে ওঠে।]

ও হাসি থাকবে না, তোমার কারসাজী সব ধরা পড়লো বলে।

গঙ্গা ॥ গোয়েন্দা লাগিয়েছিস নাকি? মুণ্ডু থাকবে তো?

চম্পা ॥ কার মুণ্ডু থাকে আর কার মুণ্ডু যায় দেখা যাবে তখন।

গঙ্গা ॥ আচ্ছা!

চম্পা ॥ ভেবেছ তুমি ঘর ভাঙাবে, আমার শ্বশুরের ভিটে বেচাবে। সে গুড়ে বালি। এই ভিটে আর কারো নয়, কার্তিকের। [নকুলের দিকে তাকিয়ে] সেই ভিটে যে বেচবে তার এক দশা করে ছাড়বো আমি। আর যে দখল নিতে আসবে দেখবো তার ঘাড়ে ক'টা মাথা। অঁাষ বটির ধার মজেনি আমার।

[দ্রুতপদে বাড়ির ভেতর প্রস্থান করে। গঙ্গা হো হো করে হেসে ওঠে।]

নকুল ॥ তুমি হাসছো! আমার গা জ্বলে যাচ্ছে।

গঙ্গা ॥ চূণ হলুদ লাগা, চুণ হলুদ লাগা। [গম্ভীর গলায়] নিজের ঘর সামলা নকুল। বিপদ তোর ঘর থেকেই আসবে। জেলে গিয়ে যদি পচতে না চাস, সময় থাকতে সামলা।

নকুল ॥ কী করি বউটাকে নিয়ে বলো তো?

গঙ্গা ॥ আহা হা হা! কথা শোনো। তুই মরদ না? তোর কি চোখও নেই? চম্পা কার জোরে এত কোঁদে? তুই তো কারখানায় থাকিস। বাড়ীতে কী হয় খবর রাখিস? চিন্তাহরণবাবু, চিন্তাহরণবাবু, তোর বউর সঙ্গে তার পীড়িত জমেছে।

নকুল ॥ সে তো আসে তার কাজে।

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, কাজেই তো আসে। পোস্টারের জন্যে আঠা জ্বাল করে দেয় তোর বউ। সেই আঠায় শুধু পোস্টারই সাঁটে না রে, মনও এ'টে যায়। আমার কানে আসে সবই। তুই যখন বাড়ি থাকিস নে তখন তোর বাড়ীর মধ্যে কী হাসাহাসি, কী হল্লারল্লা। চিন্তাহরণ-বাবু লোক খারাপ ছিল না; কিন্তু পুরুষের মন তো, গলতে কতক্ষণ।

নকুল ॥ দাদার নজরে পড়ে না এসব ?

গঙ্গা ॥ দাদা তো তোর বউর সম্বন্ধে অন্ধ। জানিস, টাকার সিন্দুকের চাবি দিয়ে মানুষকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু মেয়ে মানুষের মনকে বিশ্বাস করতে নেই।

নকুল ॥ কী করতে বলো তুমি ?

গঙ্গা ॥ আমি আর কী বলবো। তুইই ভেবে ছাখ্ কী করা উচিত।

নকুল ॥ চিন্তাহরণবাবুকে আমি আচ্ছা শিক্ষা দোব। ভণ্ডামি! দেশের কাজের নাম করে মেয়ে মানুষের সঙ্গে নষ্টামি! হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দোব তার।

গঙ্গা ॥ গোঁয়াতুঁমি করিস নে। কৌশলে কাজ সারতে হবে। আমার কেমন সন্দেহ হচ্ছে এখানকার খবর বাইরে চলে যায়।

নকুল ॥ কা'কে সন্দেহ হয় তোমার ?

গঙ্গা ॥ ঠিক ধরতে পারছি নে। যে দিন ধরতে পারবো সেদিন তাকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দোব। হুঁশিয়ার থাকবি।

[ব্যস্তভাবে সনৎএর প্রবেশ।]

সনৎ ॥ গঙ্গাদি, চিন্তাহরণবাবু এখানে এসেছিলেন ?

গঙ্গা ॥ কী ব্যাপার ?

সনৎ ॥ তাকে খুব দরকার।

গঙ্গা ॥ এসেছিল ভোর বেলা। তুইও সুরাপান নিবারণের দলে ভিড়্লি নাকি ?

সনৎ ॥ ওসবে আমার বিশ্বাস নেই। পোস্টার মেরে সভা করে মদ খাওয়া-বন্ধ-করা যায় না। মানুষ ও খেয়েছে, খাচ্ছে, খাবে। তবে মদের চোরা কারবার বন্ধ করা দরকার। কিন্তু করবে কে? যারা করবে তারা নিজেরাই যে স্মাগলার হয়ে বসে। তার ফলে গুণ্ডাদের পোয়া বারো।

গঙ্গা ॥ খোলা পথে মদ পেলে আপত্তি নেই তবে তোর?

নকুল ॥ হবে নাকি এক পেয়ালা?

সনৎ ॥ সে পেয়ালা তোরই জন্যে থাক। চিন্তাহরণবাবুর জন্যে ভাবনা হচ্ছে।

গঙ্গা ॥ কেন?

সনৎ ॥ কারখানার একটা ট্রাকে ত্রিশ গ্যালন মদ ধরা পড়েছে। রটে গেছে চিন্তাহরণবাবুই নাকি পুলিশে খবর দিয়েছিলেন।

গঙ্গা ॥ কে রটালো?

সনৎ ॥ রটাবার লোকের অভাব আছে নাকি! শুনছি তার পিছনে একদল গুণ্ডা লেগেছে।

[গঙ্গা চমকে ওঠে। নিজের মনের ভাব গোপন করার জন্যে মুখে হাসি টানে।]

গঙ্গা ॥ সব কিছুতেই ভূত দেখা তোর স্বভাব, সনৎ।

সনৎ ॥ ভূতের রাজত্বে বাস ক'রে ভূত দেখবো না!

গঙ্গা ॥ ভূতের কি কায়া আছে? সে তো ছায়া হয়ে চলে রে।

সনৎ ॥ কায়া ছাড়া ছায়া হয় না, ছায়া অনুসরণ করেই কায়াকে ধরতে হয়।

গঙ্গা ॥ কর। ছায়ার সঙ্গে লড়াই করে মর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারবি তো?

সনৎ ॥ দেখা যাক্। একটা কথা ব'লে রাখছি, চিন্তাহরণবাবুর মত ও পথে আমাদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু লোকটা সৎ সরল, নিজের বিশ্বাস

মতো চলেন। তাঁর গায়ে যদি টোকা পড়ে আমরা তা সহ্য করবো না।

[বড় সড়কের দিকে দ্রুতপদে প্রস্থান।]

নকুল ॥ সনৎ কেমন শাসিয়ে গেল দেখলে গঙ্গাদি ?

গঙ্গা ॥ মাথা গরম হয়েছে, দাওয়াই দিতে হবে। জয়রামবাবুকে খবর দে।

নকুল ॥ কোথায় পাবো তাকে ?

গঙ্গা ॥ দোকানেই থাকার কথা। না পেলে যেখান থেকে হয় খুঁজে বার করবি। এক্ষুনি যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

নকুল ॥ চিন্তাহরণবাবুর ব্যাপারটা কী ?

গঙ্গা ॥ [ধমক দিয়ে] সব কথা জেনে তোর কাজ নেই। যা বললাম তাই কর।

[কাচুমাচু হয়ে নকুলের প্রস্থান।]

গঙ্গা ॥ [স্বগত] কোথায় যেন কী একটা হয়ে গেছে। দলের মধ্যে দুশমন ঢুকেছে। গঙ্গামণির চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তার কাল ঘনিয়ে এসেছে, গঙ্গাজলে তর্পণ করে ছাড়বো।

[সমস্ত দেহটা তার শক্ত হয়ে ওঠে—আর চোখ দুটো জ্বল জ্বল করতে থাকে। প্রবেশ করে বেন্দা।]

বেন্দা ॥ দিয়ে এলাম সব পোস্টার গঙ্গার জলে ভাসিয়ে।

গঙ্গা ॥ গঙ্গার জলে! না পুরানো কাগজের দোকানে ?

বেন্দা ॥ বুঝতেই পারো। বেন্দার সঙ্গে চালাকি ? এই হাতে মারবো ওই পোস্টার ? বেন্দার হাত পোস্টার চেনে না, চেনে [হাতে ছোরা মারার ভঙ্গী করে]। আমার পোস্টার লেখা হয় টাটকা লাল খুনে।

গঙ্গা ॥ [ধমক দিয়ে] কী পাগলের মত বক্‌বক্ কচ্ছিস্। চুপ কর।

বেন্দা ॥ শুধু তোমার একটা হুকুমের অপেক্ষা, মাসী। তোমার হুকুম না পেলে তো কিছু করতে পারি নে।

গঙ্গা ॥ হুকুম যখন দেবার তখন দোব। তার আগে বল কারখানার ট্রাকে মাল ধরা পড়লো কেমন করে?

বেন্দা ॥ ঐ শালা সনৎ, সনৎ আছে এর পেছনে। আমাদের দল ইউনিয়নে যায় না বলে তাদের ওপর শালার রাগ। তাই শালাই ধরিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার আর তার সঙ্গে চারজনকে। আমি খুন করবো ওকে।

গঙ্গা ॥ আগে সাপের গর্তের মুখ থেকে পা সরা, নইলে ছোবল মারবে।

বেন্দা ॥ খুলে বলো মাসী, ঘুরিয়ে বললে বেন্দা বোঝে না!

গঙ্গা ॥ জয়রামবাবুর দিকে নজর রাখবি।

বেন্দা ॥ [বিস্মিত হয়ে] কী বলছো মাসী! সে তো আমাদের লোক!

গঙ্গা ॥ এ কাজে আপন পর নেই, বেন্দা। আমাদের পথে যে কাঁটা হবে তাকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

[বেন্দা মাথা চুলকাতে থাকে।]

ভাববার কিছু নেই। যদি পথের কাঁটা মনে হয় তবে তোকেও··· [বেন্দা চমকে ওঠে।] গঙ্গামণির চোখ এড়িয়ে যাবার উপায় নেই কারো।

[জয়রাম ও নকুলের প্রবেশ।]

জয়রাম ॥ [হেসে] তলব কেন, গঙ্গামণি?

গঙ্গা ॥ কারখানার লোক বামাল ধরা পড়েছে, জানেন নিশ্চয়ই।

জয়রাম ॥ বোকার মতো কাজ করলে ধরা পড়বে না?

গঙ্গা ॥ তাদের জামিনের কী করলেন?

জয়রাম ॥ আমার কিছু করা মুশকিল। পুলিশের নজর পড়েছে আমার ওপর।

গঙ্গা ॥ পুলিশকে এত ভয় করতে শিখলেন কবে থেকে?

জয়রাম ॥ সরকারকে ভয় করবো না! আমার কাজ কারবার বন্ধ হবে যে।

গঙ্গা ॥ এত দিন তো বন্ধ হয় নি।

জয়রাম ॥ ঘুষ দিতে আমার যত যায় তত আয় হয় না।

গঙ্গা ॥ হিসাব-নিকাশটা বুঝি আজকাল একটু বেশি কচ্ছেন?

জয়রাম ॥ কারবারী লোক, লাভলোকমান খতাবো না!

গঙ্গা ॥ লোকগুলোকে জামিনে খালাস না করলে আপনার ভরাডুবি হতে পারে, বোঝেন? চাপে পড়ে যদি সব ফাঁস করে দেয়?

জয়রাম ॥ [হেসে] কী ফাঁস করবে? ফাঁস করার কী আছে?

গঙ্গা ॥ বটে! জীবনের চেয়ে টাকার মায়া বেশি হয়েছে আপনার? কী করে টাকা বার করতে হয় গঙ্গা জানে। বেন্দা!

[বেন্দা জয়রামের দিকে কটকট করে তাকায়।]

জয়রাম ॥ এসব কী হচ্ছে, গঙ্গা!

গঙ্গা ॥ [হেসে] কিছু হয় নি। ভয় পাচ্ছেন কেন? নিজের ছায়া দেখে ভয়!

জয়রাম ॥ [ভয়ে ভয়ে] কী চাই বল্ না?

গঙ্গা ॥ [পরিহাস করে] জয়রামবাবুর পীরিত চাইনে, চাই টাকা।

জয়রাম ॥ কত টাকা চাই তোর?

গঙ্গা ॥ এই তো ভালো মানুষের মতন কথা। নকুলকে সঙ্গে নিয়ে যান। তার হাতে গুণে হাজার টাকা দেবেন।

জয়রাম ॥ এত টাকা!

গঙ্গা ॥ ন্যাকা সাজবেন না। শুধু উকিল মোক্তারকে টাকা খাইয়েই মামলা জেতা যায় না। যারা মামলা সাজায় তাদের হাতেও যে আগাম গুঁজে দিতে হয়, আপনার তা অজানা! নকুল, জয়রামবাবুর সঙ্গে যা। দেরি করবি নে, তাড়াতাড়ি ফিরবি।

[জয়রাম মাথা হেঁট করে চলে যায় ও নকুল তাকে অনুসরণ করে।]

বেন্দা, দাঁড়িয়ে রইলি কেন! নকুলের সঙ্গে যা।

[গঙ্গার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে চলে যায়।]

জয়রামবাবু, ভেবেছিলে বোড়ের চালে কিস্তি মাৎ করবে। গঙ্গা-মণিকে তুমি চেনো না। হো-হো-হো-হো! [উচ্চ হাসি]

ভৈরব ॥ [নেপথ্যে] কেউ হাসে সুখে, কেউ হাসে দুঃখে, কেউ হাসে রাগে। আমি হাসি কেন? আমার সুখ-দুঃখ-রাগ কিছুই নেই—তবু আমি হাসি। আমি নির্বিকার পরম পুরুষ……

[বলতে বলতে ঢোকে।]

গঙ্গা ॥ আবার কেন এসেছ এখানে?

ভৈরব ॥ তোমাকে দেখতে।

গঙ্গা ॥ আমাকে দেখতে! লজ্জা করে না? ভয় নেই প্রাণের?

ভৈরব ॥ প্রাণ খুইয়েছি অনেক দিন আগেই। এখন আছে জানটা। প্রাণ খুইয়ে জানের মায়া করে কে?

গঙ্গা ॥ যাও, তুমি শিগ্‌গির আমার সামনে থেকে যাও। ওই জানটুকু বাঁচাতে চাও তো একলা আমার সামনে এসো না। তোমাকে দেখলে আমার মাথায় খুন চাপে। তুমি যাও, যাও, আমার চোখের সামনে থেকে চলে যাও।

[বলতে বলতে গঙ্গামণির গলাটা ধরে আসে। নিজেকে যেন স্থির রাখতে পারে না। দ্রুতবেগে সে ভেতরে চলে যায়।]

ভৈরব ॥ এ নাটকের আর কত বাকী? সুতো টানো বিধাতা, সুতো টানো—আমার সামনে যবনিকা ফেলে দাও—আমি অদৃশ্য হই…

[বলতে বলতে পেছনে ফেরে ও বড়ো সড়কের দিকে হাঁটতে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে।]

তৃতীয় পর্ব

[একই দৃশ্যপট, দু'দিন পর, রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর। গঙ্গা গালে হাত দিয়ে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। হঠাৎ নেপথ্যে কোলাহল। গঙ্গা উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। ভৈরবকে মারতে মারতে বেন্দা ও নকুলের প্রবেশ।]

বেন্দা ॥ শালা বুড়ো, মাতাল সেজে এসেছ আমাদের খবর জানতে। মাটিতে পুঁতে রাখবো।

[ঘুষি মারে। গঙ্গা দোকান থেকে নিচে নেমে আসে।]

নকুল ॥ বদমাশ বুড়োটাকে শেষ করে ফ্যাল্ বেন্দা। সব খবর শালা পুলিশে পৌঁছায়।

[বেন্দা মারতে উদ্যত হয়। গঙ্গা তাকে বাধা দেয়।]

বেন্দা ॥ বাধা দিও না মাসী। শালা আমাদের অনেক ক্ষতি করেছে। ও বেঁচে থাকলে আমাদের সর্বনাশ হবে।

[ভৈরবকে লাথি মারে।]

ভৈরব ॥ মারো বাবা, মারো। মারতে মারতে মারটা তোমার ফুরিয়ে যাক। তারপরে হবে লাভক্ষতির হিসেব। জানো বাবা, সত্য বেচারার পিঠে যতই লাঠি মারবে, লেপ তোষকের তুলোর মতো ততই সে ফুলে ফুলে উঠবে ধুনকরের লাঠির ঘায়ে।

নকুল ॥ শালা যেন কথার জাল বুনে চলে। আমার বউটাকে যাদু করে রেখেছে কথার মালা দিয়ে।

গঙ্গা ॥ বলিস কি নকুল!

নকুল ॥ হ্যাঁ গঙ্গাদি, তার মুখে এখন খই ফোটে। কত বড়ো বড়ো কথা! বলে, সত্যকে কি কেউ মারতে পারে? সে থাকে বীজের মতো মাটির তলায় লুকিয়ে—তাকে কেউ দেখতে পায় না—একদিন সে অঙ্কুর মেলবেই। [ঘুষি বাগিয়ে] সব কথা শালার শেখানো।

বেন্দা ॥ শালার জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো। পুলিশকে খবর দিয়েছিস্! জানিস, বেন্দা পুলিশকে পর্যন্ত কবর দিতে জানে।

ভৈরব ॥ পুলিশ তো কবরেই আছে, বাবা! তাইতো দেশ জুড়ে মামদো ভূতের তাণ্ডব।

নকুল ॥ মার খেলেও শালা সোজা হয় না।

ভৈরব ॥ সব সময় সোজা হয় না, বাবা, বেঁকেও যায়।

বেন্দা ॥ সোজা হয় কিনা দেখি ;

[লাথি মারতে উদ্যত হয়। ডেনায় ধরে গঙ্গা তাকে সরিয়ে দেয়।]

মাসী, বেশি দয়া দেখিও না, মরবে।

গঙ্গা ॥ গঙ্গা মরার ভয় করে না—ভয় তার বেঁচে থাকতে। [ভৈরবকে] কেন এসেছ এখানে মরতে? চলো, ভেতরে চলো।

[হাতে ধরে তুলে ভৈরবকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়।]

নকুল ॥ ব্যাপার কী রে?

বেন্দা ॥ বুঝতে পারছি নে।

নকুল ॥ বুড়োর দিকে ওর এত টান কেন?

বেন্দা ॥ জোয়ারের টান না ভাটার টান বোঝা যাচ্ছে না।

নকুল ॥ বুড়োর শিয়রে কাল হাজির মনে হচ্ছে।

বেন্দা ॥ মাসীকে বোঝা কঠিন।

নকুল ॥ বুড়োটাকে আজ রাতেই শেষ করবে নাকি?

বেন্দা ॥ কি জানি।

নকুল ॥ মাসীর দরদে বিষ মেশানো থাকে জানিস তো। বড়ো কঠিন মেয়েমানুষ।

বেন্দা ॥ কিন্তু লখিন্দরের লোহার বাসরেও ছেঁদা ছিল।

নকুল ॥ মানে?

বেন্দা ॥ জয়রামবাবু কী বলেন জানিস?

[গঙ্গামণির পুন: প্রবেশ।]

গঙ্গা ॥ কী বলেন জয়রামবাবু?

[বেন্দা কাঁচুমাচু হয়ে যায়।]

কী? চুপ করে আছিস কেন?

বেন্দা ॥ তিনি বলেন যদি কোন বিপদ আসে এই বুড়োর জন্যই আসবে।

গঙ্গা ॥ তাই তাকে রাস্তায় ধরে মারতে মারতে এখানে নিয়ে এসেছিস্?

বেন্দা ॥ শুধু ধরে মারা নয়, অন্য রকম হুকুম আছে।

গঙ্গা ॥ হুকুম?

বেন্দা ॥ হ্যাঁ, হুকুম।

গঙ্গা ॥ কার হুকুম?

বেন্দা ॥ জয়রামবাবুর। বুড়োকে শেষ করার হুকুম।

গঙ্গা ॥ [অগ্নিমূর্তি হয়ে] এই হুকুম করার অধিকার তাকে দিল কে?

নকুল ॥ সে জন্যেই তো তোমার কাছে নিয়ে আসা।

গঙ্গা ॥ তার হুকুম আমি তামিল করি কি না জানতে?

বেন্দা ॥ তোমার হুকুম ছাড়া কি কিছু করতে পারি, মাসী।

গঙ্গা ॥ তবে আমার হুকুমের অপেক্ষা কর।

নকুল ॥ বেশিদিন হলে সব জানাজানি হয়ে যাবে।

গঙ্গা ॥ জানাজানির কিছু বাকী নেই। এখন জানার পরের পালা।

বেন্দা ॥ সে জন্যেই বুড়োকে তাড়াতাড়ি শেষ করা দরকার।

গঙ্গা ॥ তাতেই কি পার পাবি? আসল সাক্ষী থেকে যাবে।

নকুল ॥ এই বুড়ো পুলিশকে সব খবর দেয় ।

গঙ্গা ॥ না ।

বেন্দা ॥ তুমি জানো না ।

গঙ্গা ॥ সব জানি । পুলিশে খবর কে কী ভাবে পৌঁছায় তাও জানি ।

নকুল ॥ জেনেশুনেও লোকটাকে তুমি প্রশ্রয় দেবে ?

গঙ্গা ॥ গঙ্গা কাউকে প্রশ্রয় দেয় না । পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে সে জানে ।

বেন্দা ॥ আজ রাতেই সরিয়ে দাও না ।

গঙ্গা ॥ [হঠাৎ হেসে] সরাবো, সরাবো, আজ রাতেই সরাবে । জয়রাম-বাবুর যে তর সয় না আমি জানি ।

বেন্দা ॥ তা হ'লে আমাদের হাতে দাও ।

গঙ্গা ॥ [কুপিত কণ্ঠে] গঙ্গাকে বিশ্বাস হয় না ? কত টাকা তোদের দিয়েছে জয়রামবাবু ?

নকুল ॥ তার ওপর তোমার এত রাগ কেন ?

গঙ্গা ॥ রাগ ? হা হা হা হা ! [হেসে ওঠে । তারপরই আবার গম্ভীর হয়ে যায় ।] যা তোরা । জয়রামবাবুকে বলবি সে যা চায় তাই হবে । [উঠোন থেকে ঘরে ওঠে] দাঁড়া ।

[গঙ্গা ভেতরে গিয়ে এক বাণ্ডিল পোস্টার নিয়ে আসে ।]

তাকে আরও বলবি, তার মুখাগ্নির জন্যে এই পোস্টারের বাণ্ডিল গঙ্গা যত্ন করে রেখে দিয়েছে ।

[নকুল ও বেন্দা বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ।]

দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? যা, জয়রামবাবুকে এই খবরটা দে । নাটক যখন জমে উঠেছে তখন ভালো করেই জমুক ।

[গঙ্গামণি প্রস্থানোদ্যত হয় ।]

বেন্দা ॥ মাসী, দু'গেলাস দাও, খেয়ে যাই । মনটা ভালো নেই ।

গঙ্গা ॥ চাস তো খালি গেলাস দিতে পারি।

বেন্দা ॥ ঠাট্টা করো না মাসী, কাজে বাধা পেলে মনটা খারাপ হয়, তখন না টেনে পারি নে।

গঙ্গা ॥ টানতে হয় জয়রামবাবুর কাছে গিয়ে টান। গঙ্গায় এখন ভাটার টান, সেখানে এক ফোঁটাও মিলবে না।

[দ্রুত পদে ভেতরে প্রস্থান।]

বেন্দা ॥ চল্ নকুল, মাসীর আজ মেজাজ খারাপ।

[বেন্দা ও নকুল বড় সড়কের দিকে চলে যায়। গঙ্গা বেরিয়ে এসে চারদিকে তাকায় ও পুনরায় ভেতরে চলে যায়। তারপর ভৈরবকে নিয়ে বেরিয়ে আসে।]

গঙ্গা ॥ প্রাণের মায়া থাকে তো এবার পালাও। এ তল্লাটে মানুষ নেই, সব জানোয়ার হয়ে গেছে।

ভৈরব ॥ আছে অছে, মানুষ আছে, ঘুমিয়ে আছে তারা, তাদের জাগাবার লোক নেই।

গঙ্গা ॥ কথা বাড়িও না। আজ রাতেই এই মুল্লুক ছেড়ে চলে যেতে হবে তোমাকে।

ভৈরব ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] না, এখানেই থাকবো আর তোমারই কাছে থাকবো।

গঙ্গা ॥ আবদার! দেরি করো না আর। জয়রামবাবুর লোকজন এসে পড়ল বলে।

ভৈরব ॥ তুমিও তো তারই লোক।

গঙ্গা ॥ সেই জন্যই তো ভয়। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিনে।

ভৈরব ॥ আচ্ছা, কনক···

গঙ্গা ॥ কনক আবার কে এলো! আমার নাম গঙ্গা।

ভৈরব ॥ পনের বছর আগে গঙ্গা কনকলতাই ছিল।

গঙ্গা॥ সে নেই, নির্মলবাবু তাকে খুন করেছে।

ভৈরব ॥ নির্মল নিজে খুন হয়নি ?

গঙ্গা ॥ খুন হলে তো সে নিজেও বাঁচতো, আমিও বাঁচতাম ।

ভৈরব ॥ তাহলে আমাকে খুন করবে বলে তোমার এত ভয় কেন ?

গঙ্গা ॥ [মনের ভাব গোপন করে হেসে] ভয় ? কই, না তো ।

ভৈরব ॥ মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে ।

গঙ্গা ॥ বাজে কথা ।

ভৈরব ॥ ভৈরব খুন হলে গঙ্গার কিছু আসে যায় না । কিন্তু কনকলতা চায় না নির্মল খুন হোক্ ।

গঙ্গা ॥ [বিচলিত হয়ে] না, না, নির্মলও মরেছে, কনকলতাও মরেছে ।

ভৈরব ॥ হা-হা-হা-হা । কেউ মরেনি, কেউ মরেনি । সেই অমৃত খবরটি জেনেছে তোমাদের জয়রামবাবু ।

গঙ্গা ॥ জয়রামবাবু !

ভৈরব ॥ হ্যাঁ গো, হ্যাঁ । সে জেনেছে নির্মল ফিরে এসেছে তার হারিয়ে যাওয়া কনকলতার কাছে । কনকলতাকে জয়রামবাবু বাঁচতে দিতে পারে না, সে চায় গঙ্গামণিকে । তাই নির্মলকে এই ত্বনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায় সে । তা না হলে যে কনকলতা বেঁচে ওঠে ।

গঙ্গা ॥ না না, কনকলতাও নেই, নির্মলও নেই । তারা ত্বজনেই মরে গেছে । আছে ভৈরব আর গঙ্গামণি ।

[ভৈরবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে । মনে তার প্রচণ্ড ঝড় । অতীতের স্মৃতি তাকে পাগল করে তুলেছে ।]

ভৈরব ॥ চলো, ত্বজনে এখান থেকে পালাই ।

গঙ্গা ॥ [ঘুরে আবেগভরে ভৈরবের ত্বহাত ধরে] না না নির্মলবাবু, আমি পারিনে, পারিনে, আমি পালাতে পারিনে । আমি নিজে নিজের হাত পা বেঁধেছি । তা ছেঁড়ার উপায় নেই আমার । তুমি পালাও, তোমার জীবন বাঁচুক ।

ভৈরব ॥ আমি তো বাঁচতেই চাই কনক, বাঁচতেই চাই। আমাকে বাঁচাতে পারো তুমি।

গঙ্গা ॥ [ভেঙে পড়ে] অমন করে বলো না নির্মলবাবু, অমন করে বলো না। আমি রাক্ষুসী, আমি পিশাচী,—জানো, আমি খুনের হুকুম দিয়ে থাকি ?

ভৈরব ॥ [শান্তভাবে] গঙ্গা খুনের হুকুম দেয়···কনকলতা দেয় না।

গঙ্গা ॥ [অনুতপ্ত কণ্ঠে] না না, আমি তাকে মেরে ফেলেছি। সে এখন চোরাই মদের কারবারী, গুণ্ডার দলের সর্দারনী।

ভৈরব ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত নির্মলও আজ পাঁড় মাতাল ভবঘুরে ভৈরব। কিন্তু কনক, আমরা দুজনেই কি চেয়েছিলাম এই জীবন ? তোমার বর্বর মাতাল স্বামী যখন তোমাকে ধরে পশুর মতো পিটতো আমি সহ্য করতে পারতাম না। ছুটে যেতাম তোমাকে রক্ষা করতে। বাঁচাও বাঁচাও বলে তুমি চিৎকার করতে। তুমি বাঁচতে চাইলে, আমি তোমাকে বাঁচাতে চাইলাম। কিন্তু বাঁচতে ও বাঁচাতে গিয়ে মরলাম দুজনেই।

গঙ্গা ॥ আমিও তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলাম।

ভৈরব ॥ পারো নি। ধরা পড়ে নারী হরণের অপরাধে আমার পাঁচ বছর জেল হলো। জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখি তুমি মদের চোরা কারবারে জড়িয়ে পড়েছ।

গঙ্গা ॥ না হলে পেট চালাতাম কি করে ?

বৈরব ॥ ঠিক কথা। তোমার দোষ নেই ; গেরস্ত ঘরের মেয়ে, লেখাপড়া তেমন করোনি······

গঙ্গা ॥ লেখাপড়া জানা থাকলেও কেউ আমাকে চাকরি দিত না—আমি কুলটা।

ভৈরব ॥ কিন্তু তুমি বুদ্ধিমতী······

গঙ্গা ॥ তাই বুদ্ধি খাটিয়েই রোজগার ধরলাম।

ভৈরব ॥ কিন্তু আমি তা সহ্য করতে পারলাম না। আমার শিক্ষায়, দীক্ষায়, রুচিতে আটকালো। তোমার পাপের অন্নে আমার অরুচি ধরে গেল।

গঙ্গা ॥ কিন্তু কার জন্যে আমি এপথ ধরলাম ?

[ভৈরব নিরুত্তর ।]

কী, চুপ করে রইলে কেন ? জবাব দাও ? ভেবেছিলেম আবার ঘর বাঁধবো, সংসার পাতবো। তাই রোজগারের পথ ধরলাম আমি।

ভৈরব ॥ কিন্তু বড় ঘৃণ্য পথ।

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, ঘৃণ্য পথ। দশজনে আমাকে ঘৃণা করতো, তাই আমাকে ঘৃণ্য পথ নিতে হলো। কিন্তু···কিন্তু তুমি কেন ঘৃণা করলে আমাকে ?

ভৈরব ॥ তার জবাব খুঁজে পাইনি বলেই তো ঘুরে ঘুরে পনের বছর পরে তোমারই কাছে হাজির। এসে দেখি তুমি জয়রামের হাতের পুতুল গঙ্গামণি। কিন্তু এটা ছদ্মবেশ। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে সেদিনের সেই কনকলতা।

গঙ্গা ॥ না না, তুমি যাও। গঙ্গার সামনে থেকে দূর হও—তা না হলে সে তোমাকে খুন করবে।

[নেপথ্যে সনৎ ও চিন্তাহরণের কণ্ঠস্বর ।]

[ভৈরবকে] ভেতরে যাও।

[নিঃশব্দে ভৈরবের ভেতরে প্রস্থান। বলতে বলতে সনৎ ও চিন্তাহরণের প্রবেশ।]

সনৎ ॥ আমি আপনাকে বরাবরই বলে এসেছি চিন্তাহরণবাবু, ভালো ভালো কথা বলে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করা যায় না।

চিন্তাহরণ ॥ জোর খাটিয়ে মানুষকে শাস্তি দিতে পারো, কিন্তু তাতে তার ভেতরের পরিবর্তন হয় কি ?

সনৎ ॥ দাওয়াই দাওয়াই, ধোলাই ছাড়া দুষ্টের দমন হয় না।

চিন্তাহরণ ॥ মনের রোগ সারে না তাতে। অসুস্থ মনের চিকিৎসা করতে হয় সৎ বুদ্ধি দিয়ে।

সনৎ ॥ চিকিৎসা যা হয় তা তো দেখতেই পাচ্ছি। হৃদয় পরিবর্তন। এক দিকে সব টাকার কুমীর হয়ে উঠছে, আর একদিকে না খেতে পেয়ে লোক ধুঁকছে। একটি কুমীরেরও হৃদয় পরিবর্তন করতে পেরেছেন আপনারা?

চিন্তাহরণ ॥ তবু চেষ্টা করতে হবে।

সনৎ ॥ করুন। দুদিন বাদে যখন এ গ্রাম ছেড়ে আপনাকে চলে যেতে হবে তখন আপনার চেষ্টার ফল হাতে হাতে পাবেন।

গঙ্গা ॥ তোরা আছিস কী করতে?

সনৎ ॥ আমরা কিছু করতে গেলেই তো চিন্তাহরণবাবু তাতে হিংসার গন্ধ পান।

চিন্তাহরণ ॥ কিছু করার আমি বিরোধী নই; তবে তোমার পথে আমার বিশ্বাস নেই।

গঙ্গা ॥ চিন্তাহরণবাবু, তোমার পথে তুমি থাকো। কিন্তু রোগটা যখন কঠিন তখন তার চিকিৎসাও জবরদস্ত হওয়া চাই। তুমি জানো, কি একটা ঘোর ষড়যন্ত্র চলেছে তোমার বিরুদ্ধে? শুধু তোমার বিরুদ্ধেই নয়; তোমার আমার সকলের বিরুদ্ধে।

সনৎ ॥ আসতে আসতে সেকথাই আমি চিন্তাহরণবাবুকে বোঝাচ্ছিলাম।

গঙ্গা ॥ তুই জানিস তাহলে সনৎ?

সনৎ ॥ জানি। জয়রামবাবু গুণ্ডা লাগিয়েছে। নকুলের বউকে আজ রাতে মুখে কাপড় দিয়ে বার করে নিয়ে যাওয়া হবে। কাল সকালেই রটে যাবে চিন্তাহরণবাবু তাকে নিয়ে পালিয়েছেন।

চিন্তাহরণ ॥ আমি পালালে তো লোকে বিশ্বাস করবে।

সনৎ ॥ পালাতে হবে না চিন্তাহরণবাবু, সঙ্গে সঙ্গে আপনিও লোপাট হয়ে যাবেন।

চিন্তাহরণ ॥ আমার বিশ্বাস হয় না এসব কথা।

গঙ্গা ॥ তুমি দেবশিশু, তাই তোমার বিশ্বাস হয় না।

[গঙ্গা দ্রুতপদে ভেতরে চলে যায় ও পোস্টারের বাণ্ডিল নিয়ে ফিরে আসে। বাণ্ডিল খুলে একটা পোস্টার চিন্তাহরণের মুখের সামনে তুলে ধরে। চিন্তাহরণ বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে। পোস্টারে লাল কালিতে বড়ো বড়ো হরফে ছাপা "সমাজ সেবকের কীর্তি : চম্পাকে নিয়ে চম্পট।"]

কী, বিশ্বাস হয় ?

[চিন্তাহরণ স্তব্ধ। গঙ্গার হাত থেকে সনৎ পোস্টারটা নেয়।]

সনৎ ॥ [পোস্টারটা ছিঁড়ে] নিকুচি করেছে পোস্টারের। শালাকে আজ রাতেই……

চিন্তাহরণ ॥ এর প্রতিকার অন্যপথে করতে হবে সনৎ।

সনৎ ॥ রেখে দিন আপনার অন্য পথ। শালা কি মতলব এঁটেছে জানেন ? সেই যে একটা বুড়ো এসেছে এখানে, ভৈরব না কি নাম, তাকে আজ রাতেই খুন করাবে আর কাল ভোরেই রটিয়ে দেবে আমার দল তাকে খুন করেছে। শালা অনেকদিন থেকেই তালে আছে আমাকে জেলে পাঠাবার।

গঙ্গা ॥ বুড়োর অপরাধ ?

সনৎ ॥ সে নাকি পুলিশের চর।

গঙ্গা ॥ না। বুড়ো যে পুলিশের চর নয়, জয়রামবাবু তা ভালোভাবেই জানে। বুড়োকে ভয় তার অন্য কারণে। বিষের ভাণ্ড ফুরিয়ে যাবার ভয় তার। সে ভেবেছে, গঙ্গামণি চিরদিনই তার হাতের পুতুল হয়ে থাকবে আর যেমন খুশি তেমন তাকে নাচাবে। গঙ্গাকে সে চেনে না।…সনৎ !

সনৎ ॥ বলো গঙ্গাদি।

গঙ্গা ॥ এতদিন তোরা গঙ্গার একটা রূপই দেখেছিস, আর একটা রূপ দেখিস

নি। তার বুকে বান ডাকলে যে সে দুকূলই ভাসিয়ে প্রলয়কাণ্ড ঘটাতে পারে তা কেউ দেখে নি। তোরা প্রস্তুত ?

সনৎ ॥ শুধু খবর দিতে বাকী।

গঙ্গা ॥ তবে জ্বলুক, আগুন যখন জ্বলেছে, ভালো করেই জ্বলুক। খবর দে সবাইকে। জয়রামবাবু দেখুক এ মুল্লুক কার তাঁবে।

চিন্তাহরণ ॥ দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধলে এখানকার লোকেরই ক্ষতি।

গঙ্গা ॥ তোমার আদর্শকে আমি শ্রদ্ধা করি, চিন্তাহরণবাবু। কিন্তু মানুষগুলোকে অমানুষ করে রেখেছে শয়তানেরা। সেই শয়তানগুলোকে শায়েস্তা না করলে তুমি কোনদিনই এদের মানুষ করতে পারবে না। তোমার কাজ নয় শায়েস্তা করা। আমি শয়তানী, তাই জানি শয়তানকে কেমন করে শায়েস্তা করতে হয়। সনৎ, নকুলের বউকে বলে যা সাবধানে থাকতে।

চিন্তাহরণ ॥ আমি তবে যাই।

গঙ্গা ॥ না, তুমি এখানে থাকবে। ঘরের ভেতরে যাও।

চিন্তাহরণ ॥ [ইতস্তত করে] এই হাঙ্গামার মধ্যে…

গঙ্গা ॥ বিপদকে এড়িয়ে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না, চিন্তাহরণবাবু। সে পিছু পিছু ধাওয়া করে। প্রাণের মায়া থাকে তো ভেতরে যাও।

[চিন্তাহরণ নিঃশব্দে ঘরের ভেতরে চলে যায়।]

সনৎ ॥ কী করতে হবে ?

গঙ্গা ॥ আগে হাঙ্গামা করার দরকার নেই। যদি হাঙ্গামা করতে আসে, বাধা দিতে হবে।

সনৎ ॥ সেই বুড়োকে তো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় যে আছে সে…

গঙ্গা ॥ এখানেই আছে।

সনৎ ॥ তুমি তাকে আশ্রয় দিয়েছ !

গঙ্গা ॥ কথা বাড়াস নি। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

সনৎ ॥ ভেবো না, প্রস্তুত হয়েই তোমাকে খবর দিয়ে যাবো। তুমি সাবধানে থাকবে।

[নকুলের বাড়ির দিকে প্রস্থান।]

গঙ্গা ॥ [হেসে] গঙ্গাকে সাবধান! গঙ্গার মরণ তার নিজের হাতে।

[ভৈরব বেরিয়ে আসে।]

ভৈরব ॥ গলাটা শুকিয়ে গেছে। দেবে একটু? শুকনো গলাটা ভিজিয়ে নিই।

গঙ্গা ॥ দোব দোব, আজ তোমাকে প্রাণ ভরে দোব। চলো, ভেতরে চলো।

[ভৈরবকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। নেপথ্যে ভৈরবের কণ্ঠে আবৃত্তি।]

কহো মিলনের এ কি রীতি এই
ওগো মরণ, হে মোর মরণ
তার সমারোহ ভার কিছু নেই,
নেই কোন মঙ্গলাচরণ?

[আবৃত্তি শেষ না হতেই প্রবেশ করে জয়রাম, বেন্দা নকুল ও আরো একজন গুণ্ডা। গঙ্গা বেরিয়ে আসে।]

জয়রাম ॥ এত রাত হয়েছে, দোকান বন্ধ করিস নি!

গঙ্গা ॥ না, খদ্দের বেশি।

জয়রাম ॥ তা হ'লে বউনি ভালো হয়েছিল বলতে হবে।

গঙ্গা ॥ না হ'লে এত রাত্রে জয়রামবাবুর দেখা পাই! সঙ্গে পাইক-বরকন্দাজ যে?

জয়রাম ॥ দিনকাল ভালো নয়। সাবধানে চলতে ক্ষতি কী!

গঙ্গা ॥ জয়রামবাবুরও ভয় আছে তা হলে!

জয়রাম ॥ ভয় কার না আছে বল?

গঙ্গা ॥ একটু থাকা ভালো। তা কী মনে করে?

জয়রাম ॥ মনে করার আর কি আছে বল ! আচ্ছা, একটা বুড়োকে নিয়ে তুই টানাটানি শুরু করলি কেন ? জোয়ান মরদের কি আকাল পড়েছে ?

গঙ্গা ॥ [বেন্দা, নকুল ও গুণ্ডার দিকে কটমট করে তাকিয়ে] জোয়ান মরদে আমার ঘেন্না ধরে গেছে। আচ্ছা জয়রামবাবু, আমি যদি বলি যে একটা বুড়োকে দেখে আপনারই বা এত চোখটাটানি কেন ?

জয়রাম ॥ [গম্ভীর ভাবে] আমাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির ঠাঁই নেই।

গঙ্গা ॥ কাদের মধ্যে ? আপনার ও আমার মধ্যে ?

জয়রাম ॥ যাই বলিস।

গঙ্গা ॥ আপনার দুর্ভাগ্য।

বেন্দা ॥ গঙ্গা মাসী চায় আমরা সবাই ধরা পড়ি।

নকুল ॥ আর দলের টাকাকড়ি নিয়ে উনি সরে পড়েন।

গঙ্গা ॥ [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে] বেহায়া কোথাকার ! বলতে লজ্জা করে না তোর ! নিজের ঘর পুড়তে চলেছে তবু বোকার হুঁশ নেই !

জয়রাম ॥ সে আগুন তো চিন্তাহরণবাবুই লাগাচ্ছেন।

গঙ্গা ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] না, আপনি। ভেবেছেন কি আপনি জয়রামবাবু ? [পোস্টারের বাণ্ডিলটা তুলে ধরে] এই পোস্টারগুলো কে ছাপিয়েছে ?

জয়রাম ॥ তোর সায় ছিল না তাতে ?

[গঙ্গা চুপ করে থাকে।]

কী, জবাব দিচ্ছিস না কেন ?

গঙ্গা ॥ কিন্তু গঙ্গাকে পুড়িয়ে মারার কথা তো ছিল না।

জয়রাম ॥ কি বলছিস তুই !

গঙ্গা ॥ ঠিকই বলছি। আপনার চক্রান্ত সব জেনেছি আমি। আপনি ভেবেছেন নকুলের ঘরে আগুন লাগিয়ে সেই আগুনে গঙ্গাকেও পুড়িয়ে মারবেন।

জয়রাম ॥ [শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে] ঘর বেঁধেছিস নাকি তুই ?

গঙ্গা ॥ বাঁধি নি। পাছে বাঁধি এই আপনার ভয়। তাই বুড়োটাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছেন।

জয়রাম ॥ কী সব যা তা বলছিস তুই!

গঙ্গা ॥ আপনি তাকে খুন করবার হুকুম দেন নি?

জয়রাম ॥ রাম রাম! কা'কে হুকুম দিলাম!

গঙ্গা ॥ যারা এখানে আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাদের।

জয়রাম ॥ [বেন্দা ও অন্যান্যকে] কি রে, তোদের আমি তেমন কিছু বলেছি?

সবাই ॥ না না, বাজে কথা, বাজে কথা।

গঙ্গা ॥ চুপ কর তোতার দল। আগে জয়রামবাবুর সঙ্গে বোঝাপড়া হোক, তারপর তোদের সঙ্গে।

জয়রাম ॥ লড়াই করবি নাকি?

গঙ্গা ॥ কী মনে হয়?

জয়রাম ॥ ভাবগতিক দেখে মনে হয় পারলে আমার মুণ্ডু নিস।

গঙ্গা ॥ না আমার মণ্ডু নেবার মতলবে আছেন আপনি? আমাকে খুনের মামলায় জড়াবার তাল খুঁজছেন।

জয়রাম ॥ গঙ্গা যখন খুন করে তখন তার সাক্ষীসাবুদের চিহ্ন রাখে কী?

গঙ্গা ॥ সে কথাটা মনে রাখবেন।

জয়রাম ॥ আর একটা খুনের দায়ে জড়াবি নিজেকে?

গঙ্গা ॥ আপনি যখন চারটাতে জড়াতে চান তখন হলোই বা পাঁচটা।

জয়রাম ॥ তোকে খুনের দায়ে জড়িয়ে আমি নিজের পায়ে কুড়োল মারবো! খামকাই সন্দেহ কচ্ছিস আমাকে।

গঙ্গা ॥ সন্দেহ! আপনি মদের দোকানের লাইসেন্সের জন্যে তদ্বির কচ্ছেন না? চিন্তাহরণবাবু তার বিরুদ্ধে বলে আপনি তার ওপর খাপ্পা। আর আমাকে খুনের মামলায় জড়িয়ে আপনি কর্তাদের কাছে সাধু সাজতে চাচ্ছেন। কিন্তু সে বছর আবগারী দারোগাকে খুন করিয়েছিল কে?

জয়রাম ॥ চেঁচাচ্ছিস কেন! যা বলতে হয় আস্তে বল্‌না।

গঙ্গা ॥ না, আরো চেঁচিয়ে বলবো, সমস্ত ফাঁস করে দোব। এই পাপ-চক্রের একটি কথাও কারো অজানা থাকবে না। আপনি তো জানেন মেয়েমানুষের পেটে কথা পচে না।

জয়রাম ॥ তুই কি মেয়েমানুষ নাকি!

গঙ্গা ॥ এতদিন ছিলাম না—আজ হয়েছি। আপনারা এখন যেতে পারেন।

জয়রাম ॥ বুড়োকে বার করে দে, আমরা চলে যাচ্ছি।

গঙ্গা ॥ না।

জয়রাম ॥ তাকে তোর হাতে ছেড়ে দিতে পারি নে। তুই তাকে খুন করবি।

গঙ্গা ॥ হা হা হা হা! [বিকট হাসি]

জয়রাম ॥ খুনের নেশা আছে তোর জানি।

গঙ্গা ॥ জানেন তো সরে পড়ুন।

জয়রাম ॥ বটে! বেন্দা, তোরা ঘরে ঢুকে বুড়োটাকে বার করে নিয়ে আয় তো।

[নকুল দাঁড়িয়ে থাকে। বেন্দা ও তার সাথী ঘরে উঠতে যায়। গঙ্গা রুখে দাঁড়ায়।]

গঙ্গা ॥ সাবধান, আর এক পা বাড়াবি তো কারো ঘাড়ে মুণ্ডু থাকবে না।

[বেন্দা কোমর থেকে ছোরা বার করে।]

বটে! [সামনে এগিয়ে এসে] মার না, মার, সাহস থাকে তো মার।

[বেন্দা ছোরাটা নামিয়ে নেয় ও দুজনই ধীরে ধীরে পেছিয়ে আসে।]

জয়রাম ॥ আমাকে কি আরো লোকজন নিয়ে আসতে হবে?

গঙ্গা ॥ আসুন না। কত লোকজন আছে আপনার দেখা যাবে।

জয়রাম ॥ [দাঁত খিচিয়ে] আচ্ছা, তাই হবে।

[বেন্দা ও তার সাথীদের ইশারা করে। নকুল বাদে আর দুজন চলে যায় জয়রামের পিছু পিছু।]

গঙ্গা ॥ নকুল, তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন! তোর কাছেও ছোরা আছে নাকি?

[অকস্মাৎ নকুলের বাড়িতে কান্নাকাটি শোনা যায়। নকুল বাড়ির দিকে ছোটে। গঙ্গা কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে থাকে খানিকক্ষণ।]

চিন্তাহরণবাবু!

[চিন্তাহরণবাবু বেরিয়ে আসে]

ত্যাখো তো নকুলের বাড়ি কী হলো।

[চিন্তাহরণ নকুলের বাড়ির দিকে যায়। গঙ্গা দোকানের ক্যাশবাক্স থেকে একটা টিনের ছোট কৌটা বার করে ও খুলে কী যেন দেখে। তারপর কৌটাটা বন্ধ করে হাসতে হাসতে কোমরে গুঁজে রাখে। আবার উঠোনে নেমে আসে। ভৈরব বেরিয়ে এসে গঙ্গার সামনে দাঁড়ায় ও তার মুখের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে থাকে।]

কী দেখছ? ভেতরে থেকে শুনেছ তো সবই। খুনীকে দেখে ঘেন্না হয় না?

ভৈরব ॥ না। খুনী গঙ্গাকে দেখছি না। আমি দেখছি কনকলতাকে। একটা দমকা হাওয়া তাকে মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছিল। আমাকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরে আবার সে চাচ্ছে উঠতে।

গঙ্গা ॥ তোমার মরণই ভালো।

ভৈরব ॥ মরেই তো ছিলাম। বাঁচতে চাই আবার।

গঙ্গা ॥ আমার বাঁচার উপায় নেই।

ভৈরব ॥ চলো দুজনে কোথাও চলে যাই।

গঙ্গা ॥ যাবো।

ভৈরব ॥ রাত ভোর হবার আগেই।

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ, রাতের অন্ধকারেই।

ভৈরব ॥ কেউ দেখতে পাবে না।

গঙ্গা ॥ [হঠাৎ ভাব পরিবর্তন] কিন্তু থানার ডাইরিটা? জয়রামবাবুর টাকার জোরে এতদিন সেটা চোখ বুজেছিল। এবার বাজপাখির চোখের মতো সেটা আমাকে খুঁজে বার করবে। আমাকে নিয়ে বিপদ হবে তোমার। [চিন্তাহরণ ও চরণদাসকে আসতে দেখে] ভেতরে যাও।

ভৈরব ॥ আমার কথা যে শেষ হলো না।

গঙ্গা ॥ [হেসে] কোনদিন হবেও না। তুমি ভেতরে যাও।

[ভৈরব ভেতরে যায়। চিন্তাহরণের সঙ্গে চরণ কাঁদতে কাঁদতে ঢোকে।]

গঙ্গা ॥ কী হয়েছে?

চিন্তাহরণ ॥ নকুলের বউ গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিল।

চরণ ॥ [কাঁদতে কাঁদতে] গঙ্গা, ভাগ্যিস আমি বাইরে এসেছিলাম; তা না হলে ছোট বউকে আজ হারাতাম।

গঙ্গা ॥ নকুল কোথায়?

চরণ ॥ সেই গাধার কথা আর বলো না। হাবার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গলায় দড়ি দেবে না! সতী লক্ষ্মী বউ—তার নামে কলঙ্ক। এ কি কেউ সহ্য করতে পারে! তারপর স্বামীটা যদি অপদার্থ হয়, কে পারে সহ্য করতে! আমি আর তাকে কতকাল বোঝাব? গঙ্গামণি, তোদের মনস্কামনাই সিদ্ধ হবে—আমাকে ভিটেমাটি ছাড়তে হবে এবার। [কান্না]

গঙ্গা ॥ কিচ্ছু ছাড়তে হবে না। চিন্তাহরণবাবু, এখানে থাকো। একটু হুঁশিয়ার থেকো। [চরণকে] চলুন।

চরণ ॥ কোথায়?

গঙ্গা ॥ আপনাদের বাড়ির ভেতরে।

চরণ ॥ কী মনে আছে তোর ?

গঙ্গা ॥ [রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে] খু-উ-ব খারাপ। চলুন।

[গঙ্গা ও চরণ নকুলের বাড়ির দিকে যায়। চিন্তাহরণ চিন্তাকুল হয়ে পায়চারি করতে থাকে। প্রবেশ করে মনসুর।]

মনসুর ॥ এই যে চিন্তাহরণবাবু। গঙ্গামণি কোথায় ?

চিন্তাহরণ ॥ নকুলদের বাড়ি।

মনসুর ॥ সনৎ খবর দিল গঙ্গার সঙ্গে দেখা করতে। কি একটা হুজ্জত-হাঙ্গামা নাকি বাধবে।

চিন্তাহরণ ॥ দাঙ্গা ?

মনসুর ॥ কেমন করে বলবো !

[ব্যস্তভাবে জহীরের প্রবেশ।]

জহীর ॥ এই যে মনসুর মিয়া। হামে কি সব শুনছে। সনৎভাই হামারে হুঁশিয়ার কোরে দিল। মৈঁ তো কুছ সমঝ কোরতে পারছে না। এহি বস্তি মে তো হল্লারল্লা হামেশা হোতা হৈ। সরাব পিতা হৈ, জুয়া খেলতা হৈ, কভি এইসা হোতা নহী হৈ। গঙ্গাদিদি কাঁহা ?

মনসুর ॥ নকুলদের বাড়ি।

জহীর ॥ কাঁহে ? ভাব হো গিয়া ?

[গঙ্গা, চম্পা, চরণ ও কার্তিকের প্রবেশ।]

গঙ্গা ॥ হ্যাঁ জহীর, ভাব হো গিয়া। এক দিল হো গিয়া। মনসুর মিয়া এসেছ ? ভালোই হয়েছে। আজকের রাতটা একটু হুঁশিয়ার থাকবে।

মনসুর ॥ গঙ্গা, তোমার মুখে তো এমন কথা কোনোদিন শুনি নি। মনে হয় এখন তুমি একেবারে আলাদা আদমি। খোদাতালার মেহেরবানি যে কখন কার ওপর হয়…

গঙ্গা ॥ আজই আমি এখান থেকে চলে যাবো। তবে যাবার আগে জয়রামবাবুকে দেখিয়ে দিয়ে যাবো যে মানুষ আজও মরে নি। দেরি করবে না মনসুর। বাড়ি যাও—ভয় নেই। সনৎ-এর দল আছে তোমাদের রক্ষা করার জন্যে। জহীর, তুমিও মনসুরের বাড়ি চলে যাও।

জহীর ॥ [কাঁদ কাঁদ হয়ে] দিদি, তুমি চলে যাবে ?

গঙ্গা ॥ আর কথা নয়। তুমি মনসুরের সঙ্গে চলে যাও।

জহীর ॥ [আবেগভরে] আর দিখা হোবে না ?

গঙ্গা ॥ আঃ ! হবে হবে। যা বলছি শোনো।

জহীর ॥ কিমন সোব গড়বড় হো গিয়া···চলো মিয়া, চলো।

[মনসুর ও জহীরের প্রস্থান।]

গঙ্গা ॥ [দরদী কণ্ঠে] চম্পা, তুই এত দুর্বল ! এমন একটা ভুল করলি তুই ! জানিস, তোর দম্ভ সহ্য করতে না পারলেও তোকে আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি। তোর বুদ্ধি আছে, বুকে বল আছে, লড়াই করতে পারিস। যেসব মেয়ে কেবল পড়ে পড়ে মার খায়, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, তাদের আমি সহ্য করতে পারি নে।

চম্পা ॥ কলঙ্ক নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া ভালো।

গঙ্গা ॥ কলঙ্ক ! কোথায় তোর কলঙ্ক ? আমি জানি তুই নিষ্পাপ। অপবাদ ? জানিস, কত অপবাদের বোঝা নিয়ে গঙ্গা বেঁচে আছে। লোকে জানে, গঙ্গা খুনী, চোর। কিন্তু সে খুনীও নয়, চোরও নয়। চোরা ব্যবসার একটা কানাকড়িও কি কি সে নিজের জন্যে খরচ করে ? যখন যে বিপদে পড়েছে, গঙ্গা তাকে টাকা দিয়ে বাঁচাবার চেষ্টা করে নি ? এ তল্লাটের কেউ তা অস্বীকার করতে পারে ? এই দোকানে চা-তেল-নুন বেচে যা পায় তাই দিয়ে সে তার নিজের পেট চালায়।...সত্যিকারের যে খুনী সেই আজ গঙ্গার ঘাড়ে খুনের দায় চাপাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

চম্পা ॥ [ধরা গলায়] কিন্তু...কিন্তু তুমি একদিনের জন্যেও আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো নি...

গঙ্গা ॥ না, করি নি। তোকে দেখে আমার হিংসে হতো। তোর চেয়ে আমার তেজ কি কম? কিন্তু আমার তেজে আমি কেবল পুড়ে পুড়ে ছাই হই—আর তোর তেজে তুই ঘর আলো করিস। দেবতার মতো ভাশুর, পেটে না ধরলেও কার্তিকের মতো সোনার ছেলে পেয়েছিস তুই। কিন্তু আমার কথা ভাব তো। কতগুলো চোর, জোচ্চোর, মাতাল, বদমাশ নিয়ে আমার সংসার। বলবি, তোর স্বামী মাতাল—কিন্তু আমাকে যে অগুণতি মাতাল নিয়ে দিনরাত কাটাতে হয় রে! [চোখ ছলছল করে।]

চম্পা ॥ তাই তুমি আমার ঘর জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলে।

গঙ্গা ॥ পারলাম কই! নিজেই হেরে গেলাম। জিতলি তুই। যদি ঘর পেতাম, আমিও জিততে পারতাম রে তোরই মতন। হেরেই যখন গেছি তখন হারার মাশুলও দিতে হবে।

[গঙ্গা ভেতরে যায় ও ছোট একটা কাপড়ের থলে নিয়ে আসে।]

এই নে।

[চম্পা বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকায়। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পৈঠার ধারে বসে ভৈরব।]

নে, ধর। [চম্পা থলেটা নেয়।] এর মধ্যে তিন হাজার টাকা আছে। পাপের টাকা নয়। দোকানের বিক্রি থেকে তিল তিল করে জমিয়েছিলাম ঘর বাঁধবার আশায়। ঘরবাঁধা আমার হলো না। কিন্তু তোদের ঘর আরো সুন্দর হয়ে উঠুক। এ থেকে হাজার টাকা রাখবি কার্তিকের পড়াখরচ বাবদ আর দু হাজার টাকা দিবি চিন্তাহরণবাবুকে একটা ইস্কুলবাড়ি তৈরি করতে। চিন্তাহরণবাবু, শুধু পোস্টার মারলেই চলবে না। সেই পাঠশালায় তুমি হবে শিক্ষক। আলো দাও, মানুষ তৈরি করো। মানুষকে অন্ধকারে রেখে তুমি যত পথের কথাই বলো, কেউ পথ দেখতে পাবে না। মানুষের মনে আলো জ্বালো—সে নিজেই পথ চিনে নেবে।

চরণ ॥ জয় তো হলো তোমারই, গঙ্গা।

ভৈরব ॥ জয় বলতে জয়—একেবারে ইশকাবনের টেক্কা তুরুপ।

চরণ ॥ নাম রাখব—গঙ্গামণি পাঠশালা।

ভৈরব ॥ না না, কারো নামে নয়, কারো নামে নয়। তার নাম হবে—ভাবীকাল পাঠশালা। সেখানে তৈরি হবে ভাবীকালের মানুষ—যারা এই পাঁকে ডোবা সমাজটারে পাল্টে দিয়ে গড়ে তুলবে বন্ধনমুক্ত নতুন জীবন।

গঙ্গা ॥ আঃ! আজ আমি মুক্ত।

চম্পা ॥ [থলেটা চিন্তাহরণের হাতে দিয়ে] কিন্তু তোমাকে আমরা মুক্তি দিচ্ছিনে, গঙ্গাদি। এখানেই তোমাকে থাকতে হবে।

গঙ্গা ॥ [ঈষৎ হেসে] বাঁধবি আমাকে? পারবি নে। বাঁধবার জন্যে লোক আসছে। কেউ বাঁধতে পারে নি আমাকে। গঙ্গাকে বাঁধবার শক্তি কারো নেই। ঐরাবত এলেও সে ভেসে যাবে। যা তোরা। অনেক কাজ আছে আমার। পালাবার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।

[হন্তদন্ত হয়ে সনৎ-এর প্রবেশ।]

সনৎ ॥ গঙ্গাদি, জয়রামবাবু পুলিশ নিয়ে এদিকে আসছে।

গঙ্গা ॥ অঃ!

সনৎ ॥ কী ব্যাপার বলো তো?

গঙ্গা ॥ বুঝেছি। সে জানিয়েছে বুড়োকে খুন করবো আমি। পুলিশ আসছে উদ্ধার করতে! হা হা হা হা! [উচ্চ হাসি] খুব চাল চেলেছ জয়রামবাবু। তুমি ভেবেছ এই করে গঙ্গাকে পুলিশের হাতে দেবে। গঙ্গা তার আগেই পালাবে।

সনৎ ॥ পালাবার উপায় নেই, গঙ্গাদি। চারদিকে জয়রামবাবুর লোক।

গঙ্গা ॥ উপায় আছে কি নেই দেখতেই পাবি।

সনৎ ॥ পুলিশের সঙ্গে আমরা লড়বো।

গঙ্গা ॥ চোরাবালিতে পা রেখে লড়াই করা যায় না, সনৎ; তার জন্যে চাই শক্ত জমি। আর কিসের জন্যে লড়বি? কার জন্যে লড়বি তোরা?

সনৎ ॥ লড়বো তোমার জন্যে ।

গঙ্গা ॥ গঙ্গা ধোয়া তুলসী পাতা নয় । ধরা পড়লে সাজা তার হবেই । শয়তানের খেলা । এর মধ্যে তোরা থাকবি কেন !

সনৎ ॥ জয়রামবাবুর কুকীর্তি আমরা ফাঁস করে দোব ।

গঙ্গা ॥ তাতে তার কিচ্ছু হবে না । পুলিশ তার হাতে । ন্যায়-অন্যায়ের বিচার এখন টাকার অঙ্কে । লড়বি বইকি । এমন লড়াই লড়বি যাতে জয়রামেরা পৃথিবী থেকে মুছে যায় । সে লড়াই অনেক বড়ো । তার জন্যে তৈরি হ । সেই দিন আসছে । এখন দুশমনদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচা । লড়াইয়ের জন্য বাঁচতে হবে তোদের । তোরা এখানে থাকলে তোদেরও জড়িয়ে ফেলবে মামলায় । চিন্তাহরণবাবু আর বুড়োকে নিয়ে যা বাড়ির ভেতরে । দেখবি তাদের গায়ে যেন টোকাটিও না পড়ে ।

ভৈরব ॥ আমি কোথাও যাবো না ।

গঙ্গা ॥ নির্মলবাবু, তুমি কনকলতাকে চাও, না গঙ্গাকে চাও ? কনকলতাকে চাইলে গঙ্গার আশা ছাড়ো ।

[সবাই বিস্মিত হয়ে ভৈরবের মুখের দিকে চায় । ভৈরব মুচকি মুচকি হাসতে থাকে ।]

যাবে কি না বলো ?

ভৈরব ॥ না ।

চম্পা ॥ তোমাকে একা রেখে আমরা কেউ যাবো না ।

গঙ্গা ॥ চম্পা, অবাধ্যতা ভালো নয় । গঙ্গা একা লড়েছে, একাই লড়বে । ভালোর জন্যে বলছি, তোরা এখান থেকে যা ।

সবাই ॥ [একসঙ্গে] না ।

গঙ্গা ॥ কী, আমাকে তোরা বাঁচাবি ? বাঁচা দেখি ।

[দ্রুত দোকানে ওঠে । কোমর থেকে কৌটা নিয়ে খোলে ও পুরিয়া থেকে বিষ পান করে । হাত থেকে তার কৌটাটা পড়ে যায় । স্থির দৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । চম্পা ছুটে কাছে যায় ।]

চম্পা ॥ [উদ্বিগ্ন কণ্ঠে] কী খেলে দিদি ?

গঙ্গা ॥ [ঈষৎ হেসে] অমৃত।

[ধীরে ধীরে বসে পড়ে ও একটা খুঁটিতে হেলান দেয়। ততক্ষণে সবাই তাকে ঘিরে দাঁড়ায়।]

ভৈরব ॥ [বিষন্ন কণ্ঠে] পালাবার জন্যে শেষে বিষ খেলে তুমি ?

গঙ্গা ॥ ভুল করো না নির্মলবাবু। যতদিন বেঁচে ছিলাম শুধু বিষপানই করেছি। আজ অমৃত খেয়ে সেই বিষের জ্বালা জুড়োলাম।

চিন্তাহরণ ॥ [ব্যস্তভাবে] ডাক্তার ডাকা দরকার···

গঙ্গা ॥ [ম্লান হাসি] কাল বিষ। কোনো ওষুধই বাঁচাতে পারবে না।

ভৈরব ॥ [বিষণ্ণ কণ্ঠে] কনক, আমি যে আবার ঘর বাঁধবো ভেবেছিলাম !

গঙ্গা ॥ সে ঘরও পুড়ে যেত। [ম্লান হাসিতে] এই তো আসল ঘর বাঁধা হলো। অঃ! আজ কী সুখ আমার !

কার্তিক ॥ [কাঁদতে কাঁদতে] পিসী, পিসী !

গঙ্গা ॥ [কার্তিককে বুকে জড়িয়ে ধরে] কাঁদিস নি বাছা, কাঁদিস নি। তোকে অনেক বকেছি। কেন বকেছি আমি জানি। তোকে দেখলেই আমার মনটা আনচান করে উঠতো। তোর মতো একটা ছেলে যদি আমি বুকে পেতাম···

[গঙ্গার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কার্তিককে আরো জোরে বুকে চেপে ধরে।]

চম্পা ॥ [ধরা গলায়] দিদি, আমাকে ক্ষমা করো।

গঙ্গা ॥ [জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে] আমি তোকে ক্ষমা করবো কি রে—তুই আমাকে ক্ষমা করিস্ বোন। কত সময় কত কটু কথা বলেছি তোকে। সব ভুলে যাস বোন। শুধু মনে রাখবি গঙ্গাও একটা মেয়েমানুষই ছিল—তার হৃদয়-প্রাণ, স্নেহ-ভালোবাসা সবই ছিল। ছিল না শুধু তা নেবার কেউ।...আমাকে তুই ঘৃণা করতিস···বল আর ঘৃণা করবি নে—

[চম্পা মাথা নেড়ে জানায় আর সে ঘৃণা করবে না। চম্পার মুখটা বুকের কাছে টেনে নেয় গঙ্গা। চম্পা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।]

বুড়োটার কেউ নেই, তাকে দেখিস চম্পা।

ভৈরব ॥ [কম্পিত কণ্ঠে] বুড়োটাকে সত্যি খুন করলে কনক !

গঙ্গা ॥ না, মুক্তি দিলাম। দুঃখ করো না। গঙ্গা মলো, তোমার কনক বেঁচে রইল। পায়ের ধুলো দাও।

[অবসন্ন দেহে হাত বাড়াতে গিয়ে পড়ে যায়।]

ভৈরব ॥ [হাত ধরে ঝাঁকানি দিয়ে] কনক, কনক ! কনক !!

[সাড়া না পেয়ে শূণ্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকায়। চম্পার কান্না বেড়ে যায়। স্তব্ধতা ভেদ করে নেপথ্যে বাজে করুণ সুর। ধীরে ধীরে আলো মিলিয়ে আসে ও পর্দা নামে।]

শেষ

কেউ দায়ী নয়

নাটকের পাত্রপাত্রী

পুরুষ

পূর্ণেন্দু—সমাজসেবক। বয়েস পঞ্চাশের কাছে।

হরিশরণ—ঠিকেদার। বয়েস পঞ্চাশোর্ধ্বে।

মানিক—চাকর। বয়েস পঁচিশ।

রমেন—সুধার দাদা। বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি।

বিজন—শিক্ষিত যুবক। বয়েস পঁয়ত্রিশ।

নারী

সুধা—শিক্ষিতা তরুণী। বয়েস পঁচিশ।

সুনীতি—অভিনেত্রী। বয়েস ত্রিশের কাছাকাছি।

হেমলতা—সুধার মা। বয়েস পঞ্চাশোর্ধ্বে।

কেউ দায়ী নয়

প্রথম অধ্যায়

[হরিশরণ ঘোষালের বসবার ঘর। ডানদিকে বেরুবার দরজা। পেছনে দেয়াল থেকে কিছু দূরে দুপাশে দুটি কাঠের পার্টিশনের মাঝখানে দামী পর্দা। ডানদিকের পার্টিশনের সামনে তিনখানা বেতের চেয়ার। বাঁদিকের পার্টিশনের সামনে বাইরে বেরুবার দরজার দিকে মুখ করে পাতা বড় একটি টেবিল। টেবিলের পেছনে ও ডানদিকে দুখানা চেয়ার। পার্টিশনের গা ঘেঁষে একটি কাঠের র‍্যাক। র‍্যাকে অনেকগুলি ফাইল সাজানো। টেবিলের ওপরেও কতগুলি ফাইল এবং কাগজ-পত্র। সকালবেলা হরিশরণ ঘোষাল একটি ফাইল খুলে কাগজপত্র দেখছেন। পূর্ণেন্দুবাবুর প্রবেশ। ধূতিপাঞ্জাবী পরনে।]

পূর্ণেন্দু ॥ খুব ব্যস্ত আছেন বুঝি হরিশরণবাবু? একটু আগেই এসে পড়েছি।

হরিশরণ ॥ না না, ব্যস্ত আর কি! ব্যবসাদারদের কি আর ছুটি আছে— সারাদিনই তাদের কাজ। বসুন।

পূর্ণেন্দু ॥ [বসতে বসতে] আমি তো এবার এক বিরাট দায়িত্ব কাঁধে নিলাম। শেষ রক্ষা করতে পারলে হয়।

হরিশরণ। কেন পারবেন না! আপনি কর্মী, বিচক্ষণ ব্যক্তি [ফাইল বন্ধ করে] তাছাড়া একাজে আপনি সবারই সাহায্য পাবেন।

পূর্ণেন্দু॥ পাওয়া তো উচিত। তবে জানেন তো, সংকাজ ভণ্ডুল করার লোকেরও অভাব নেই।

হরিশরণ॥ যা বলেছেন। কল্যাণপুর হাইস্কুলের জন্যে আমি কী না করেছি! হায়ার সেকেণ্ডারী করার জন্যে কি ধরাধরি কম করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত পুরস্কার জুটল অপবাদ—আমি নাকি বিল্ডিং ফাণ্ডের টাকা মেরে দিয়েছি! কল্যাণপুরে আমার কোনো ইনটারেস্ট নেই। তবে পৈতৃক ভিটের প্রতি একটা মমতা থাকা স্বাভাবিক।

পূর্ণেন্দু॥ সে আর কার না থাকে।

হরিশরণ॥ তবেই বলুন। স্কুল কমিটি আমি ছেড়েই দিতে চেয়েছিলাম—তবে ক'জনের পেড়াপেড়িতে···

পূর্ণেন্দু॥ চোরের সঙ্গে রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া আর কি!

হরিশরণ॥ তেমন বুদ্ধি নেই বলেই আজ দুটো পয়সার মুখ দেখছি, পূর্ণেন্দুবাবু।

পূর্ণেন্দু॥ এরই মধ্যে রটে গেছে, হোমের তহবিল থেকে আমি কুড়ি হাজার টাকা লোপাট করে দিয়েছি।

হরিশরণ॥ কোনো সংকাজে হাত দিতে গেলেই আজকাল ওরকম কুৎসা রটে।

পূর্ণেন্দু॥ বাড়ি ভাড়া বাবদ বছরে অতগুলো টাকা বেরিয়ে যায়—তাই ভাবলাম একটা জমি কিনে হোমের জন্যে বাড়ি তৈরি করানোই ভালো।

হরিশরণ॥ ভালো প্ল্যান।

পূর্ণেন্দু॥ [সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে আবার সামলে নেন।] না হলে কটেজ ইণ্ডাস্ট্রির এক্সটেন্সনও হচ্ছে না।

হরিশরণ॥ তা হবে কেমন করে!

পূর্ণেন্দু॥ দু লাখ টাকার প্ল্যান দিলাম।

হরিশরণ ॥ খুব কমই দিয়েছেন।

পূর্ণেন্দু ॥ তা পাস করাতেই হিমশিম খেয়ে গেছি, হরিশরণবাবু!

হরিশরণ ॥ এসব কাজের দায়দায়িত্ব অনেক।

পূর্ণেন্দু ॥ তা বই কি। পাব্লিক সার্ভিস করতে যাওয়ার মানেই তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

হরিশরণ ॥ তবু আপনাদের মতো লোক বনের মোষ না তাড়িয়ে থাকতে পারেন না।

পূর্ণেন্দু ॥ আপনি তবু আমাদের স্পিরিটটাকে ধরতে পারেন। অনেকে এসব বুঝতেই চায় না।

হরিশরণ ॥ বোঝবার মতো মাথাও নেই সবার।

পূর্ণেন্দু ॥ দেখুন, দেশের বেকার সমস্যা নিয়ে মাঠে ময়দানে গলাবাজি করা সহজ কাজ। কিন্তু একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান দাঁড় করিয়ে সেখানে কিছু লোকের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত সহজ নয়। বুদ্ধি থাকা চাই, ধৈর্য থাকা চাই, আর থাকা চাই মানুষের জন্যে দরদ।

হরিশরণ ॥ দরদ না থাকলে কোনো কাজই হয় না।

পূর্ণেন্দু ॥ আপনি যে দরদী লোক তা আমি জানি। কত দুঃস্থ পরিবারকে আপনি সাহায্য করে থাকেন।

হরিশরণ ॥ সাহায্য আর করতে পারি কই! তবে হ্যাঁ, কারো দুরবস্থার কথা শুনলে মনে কষ্ট হয়। আর কিছু করতে না পারি, অন্তত সহানুভূতিসূচক দুটো কথা বলি।

পূর্ণেন্দু ॥ তাই বা বলে ক'জন! দুটো মিষ্টি কথা বলতে তো আর ট্যাঁকের পয়সা খরচ হয় না। তাও লোকে বলতে ভুলে যাচ্ছে।

হরিশরণ ॥ আমার প্রিন্সিপোল্ কী জানেন পূর্ণেন্দুবাবু? যারা টাকার কুমীর, ছলে বলে কৌশলে যেভাবেই হোক তাদের দোহন করে যতটুকু পারা যায় গরিবদের সাহায্য করা।

পূর্ণেন্দু ॥ সমাজতন্ত্রের আদর্শই তো তাই।

হরিশরণ ॥ সমাজতন্ত্র-ফন্ত্র বুঝিনে, মশাই। যে মানুষ সামাজিক তার এটা কর্তব্য।

পূর্ণেন্দু ॥ এই সামাজিক বোধ থেকেই তো দুঃস্থা মেয়েদের জন্যে আমি হোম খুলেছি, মশায়। যা-ই থাক আর যেভাবেই থাক, কতগুলো মেয়ে তো সেখানে খেয়েপরে বেঁচে আছে। কিন্তু সেখানে খাল কেটে একটি কুমীর এনেছিলাম, হরিশরণবাবু। যাকে সুপারিনটেণ্ডেন্ট ক'রে এনেছিলাম সে-ই মেয়েদের নিয়ে দল পাকিয়ে আমার বিরুদ্ধে লাগল।

হরিশরণ ॥ নিশ্চয়ই আপনি তার উপকার করেছিলেন।

পূর্ণেন্দু ॥ আপনি অভিজ্ঞ লোক—তাই আপনাকে সব কথা খুলে বলতে হয় না। আরে মশায়, বি-এ ফেল ক'রে ফ্যা ফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার মা এসে একদিন আমার পা দুটো প্রায় জড়িয়ে ধরেন আর কি! আমার অপরাধ, তাঁর কান্নায় দয়াপরবশ হয়ে আমি মেয়েটিকে আমার হোমে ঢুকিয়েছিলাম। মেয়েটি কাজের দেখে তাকে হোম সুপার ক'রে দিলাম। ওরে বাপস রে, সে দেখি বাঘ হয়ে আমাকেই খেতে চায়। তার অভিযোগ, আমি নাকি হোমের মেয়েদের এক্সপ্লয়েট কচ্ছি!

হরিশরণ ॥ ওটা আজকের দিনের সাধারণ রোগ।

পূর্ণেন্দু ॥ [অপ্রস্তুত হয়ে] তা যা বলেছেন…তা যা বলেছেন। কিন্তু আমি এক্সপ্লয়েট করতে পারি…

হরিশরণ ॥ আরে মশায়, এক্সপ্লয়েটেশন এখন কমন স্লোগান—সবার মুখেই তো ওই এক বুলি। স্ত্রী ভাবছে স্বামী তাকে এক্সপ্লয়েট কচ্ছে, ছেলে ভাবছে বাপ তাকে এক্সপ্লয়েট কচ্ছে, কর্মচারীরা ভাবছে মালিক তাদের এক্সপ্লয়েট কচ্ছে, প্রেমিক ভাবছে প্রেমিকা তাকে এক্সপ্লয়েট কচ্ছে— অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ তিন কাল এক্সপ্লয়েটেড হচ্ছে।

পূর্ণেন্দু ॥ হোঃ হোঃ হোঃ! [উচ্চহাসি] আপনি কনট্র্যাক্টর হলে কী হবে—রসের ভিয়ান দিতেও দেখছি ওস্তাদ!

হরিশরণ ॥ ব্যবসা করতে হলে অম্লবিস্তর সব রসেরই কারবার করতে হয়। কামিনী-কাঞ্চন যোগ থাকা চাই।

পূর্ণেন্দু ॥ হোঃ হোঃ হোঃ! [উচ্চহাসি] যথার্থই বলেছেন হরিশরণবাবু। শুধু কাঞ্চনযোগে হয় না, সুন্দরী একটি কামিনী সঙ্গে নিলে সহজেই কাজ হাসিল হয়ে যায়। হোঃ হোঃ হোঃ! [হাসিতে ফেটে পড়েন।] তা মশায়, গোড়ায় এ বুদ্ধি আমার মাথায় ছিল না। প্ল্যানের প্রথম কিস্তির টাকা আদায় করতে জুতোর সোল ক্ষয়ে গেল। গিয়ে দেখতাম, ভাউচার কেবলই ফাইলের পর ফাইলে মুখ লুকোচ্ছে—তাকে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। কাঞ্চনের অঙ্কটা যখন বেশ বাড়িয়ে দেওয়া হলো তখন ভাউচার মণি সুড়সুড় ক'রে বেরিয়ে এলেন। দ্বিতীয় বারে আর সে ভুল করলাম না। একেবারে কাঞ্চনের সঙ্গে কামিনীও যোগ ক'রে দিলাম। তবে শুধু কামিনীতে হয় না, মশায়, তার সঙ্গে কাঞ্চনও চাই।

হরিশরণ ॥ গোদান করলে ভূদানও করতে হয়।

পূর্ণেন্দু ॥ হোঃ হোঃ হোঃ! [উচ্চহাসি] খাসা বলেছেন, মশায়, খাসা! যাই হোক, সেই দজ্জাল সুপারটিকে তো অতি কষ্টে সরিয়েছি, মশায়। ওই যা বললাম না আপনাকে, তাই নিয়ে আমার ওপর তার রাগ। আরে বাবা, পথটা তো বড়ো কথা নয়—লক্ষ্যটাই বড়ো। উদ্দেশ্য মহৎ থাকলে যে কোনো পথেই যাওয়া চলে। হোমটা যদি উঠে যায়, অতগুলো দুঃস্থা মেয়ে গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? সে এখন আমার নামে রটিয়ে বেড়াচ্ছে আমি নাকি হোমের তহবিল তছরুপ করেছি। আরে মশায়, চোরাগলি-পথে যে টাকাগুলো গেল তা তো আর আমার নিজের পকেট থেকে দেবার সাধ্য নেই। হিসেবে তা অ্যাডজাস্ট ক'রে নিতেই হবে। পাব্লিক ওয়ার্ক করা যে কী ঝকমারি, হরিশরণবাবু, তা আর বলার নয়। কাজ অনেকটা গুছিয়ে এনেছি। এখন একটি স্মার্ট গার্ল চাই আমার হোমের জন্যে। তাকে সুপারের পদে বসাব। আপনার সেই ভাগ্নীটির কথা বলেছিলেন। সে রাজী হয়েছে তো?

হরিশরণ ॥ তাকে দিয়ে কি আপনার কাজ চলবে?

পূর্ণেন্দু ॥ খুব চলবে, মশায়, খুব চলবে। তা ছাড়া আপনি যখন রয়েছেন পেছনে।

হরিশরণ ॥ দেখুন, কলকাতার মেয়ে তো নয়। বাইরে থেকে মানুষ হয়েছে। এখনো তার লাজুক লাজুক ভাবটা কাটে নি।

পূর্ণেন্দু ॥ কাটবে কাটবে, মশায়, কাটবে। লজ্জা খানিকটা মুসলমান মেয়েদের বোরখার মতো—একবার জোর ক'রে টেনে ফেলে দিতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে তারা।

হরিশরণ ॥ [হাঁক দিয়ে] মানিক!

[চাকর মানিকের প্রবেশ। বেশ চটপটে।]

এই ফাইলটা র‍্যাকে রেখে দিয়ে তিন নম্বর ফাইলটা দে তো।

[মানিক তাই করতে গিয়ে তিন নম্বর ফাইলের কিছু কাগজপত্র মেজেতে ফেলে দেয়। তা গোছাতে থাকে সে।]

তুমি একটি অকম্মা! মন থাকে কোন্ দিকে?

[মানিক কাগজগুলো গুছিয়ে ফাইলটা টেবিলে রাখে ও প্রস্থানোদ্যত হয়।]

তোর সুধা দিদিমণিকে ডেকে দে তো।

[মানিকের প্রস্থান।]

পূর্ণেন্দু ॥ আপনার ছোট ছেলেকে হিজলীতে দিয়ে ভালো করেছেন।

হরিশরণ ॥ হ্যাঁ, টেক্‌নলজি পাশ ক'রে বেরুতে পারলে একটা হিল্লে হবে।

পূর্ণেন্দু ॥ মেয়েটি পড়ছে কোথায়?

হরিশরণ ॥ কনভেন্টে রেখেছি তাকে। সিনিয়র কেমব্রিজ দেবে।

পূর্ণেন্দু ॥ ভালো করেছেন, ভালো করেছেন। ছেলেমেয়েদের কেরিয়ার তৈরি করা দরকার।

হরিশরণ ॥ সাধারণ স্কুল-কলেজে পড়ালে তো খালি স্ট্রাইক আর রাজনীতি।

পূর্ণেন্দু ॥ আর বলেন কেন ! একটা হোম খুলেছি—সেখানেও পলিটিক্স !

হরিশরণ ॥ পলিটিক্সই দেশটাকে খেলো ।

[সুধার প্রবেশ । দেখতে সুশ্রী । দোহারা গড়ন । চেহারায় ব্যক্তিত্বের ছাপ ।]

পূর্ণেন্দু ॥ আমি তোমার মামার কাছে একটা প্রস্তাব করেছি, শুনেছ বোধ হয় ?

সুধা ॥ শুনেছি ।

পূর্ণেন্দু ॥ সে সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ ?

সুধা ॥ না, কিছু ভাবি নি ।

[পূর্ণেন্দুবাবু হতাশায় চেয়ারের হেলানে গা এলিয়ে দেন ।]

হরিশরণ ॥ সুধা, প্রস্তাবটা নেহাৎ খারাপ নয় । কোনো অফিসে গিয়ে পাঁচটা পুরুষের মধ্যে বসে কাজ করার চাইতে একটা মেয়ে-প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব নেওয়া মন্দ কী ?

পূর্ণেন্দু ॥ যা বলেছেন । মেয়েদের মেয়ে-প্রতিষ্ঠানেই থাকা ভালো । অবশ্য পেটের দায়ে আজকাল অনেক মেয়েকেই অনেক কিছু করতে হচ্ছে···

[সুধা কটমট ক'রে পূর্ণেন্দুবাবুর দিকে তাকায় । পূর্ণেন্দু অপ্রস্তুত হয়ে বোকার মতো হাসতে থাকেন ।]

হেঁ-হেঁ-হেঁ ! তা বলে সেটা তো আর আমাদের আদর্শ নয় ।

[বিরক্ত হয়ে সুধা প্রস্থানোদ্যত হয় ।]

তা হলে আমাকে কথা দিলে, বলো ।

[সুধা ফিরে দাঁড়ায় ।]

হরিশরণ ॥ ওকে ভাবতে সময় দিন ।

পূর্ণেন্দু ॥ এর মধ্যে আর ভাবাভাবির কী আছে, হরিশরণবাবু ! হোমে থাকলে থাকা-খাওয়ার খরচ তো লাগবেই না । মাসে হাতখরচা

বাবদ পঞ্চাশ টাকা ক'রে পাবে। হোমের কাজে যখন সেখানে যাবে তার রাহা খরচটাও দেব। পোস্টটা আমি অনারারিই রেখেছি। আজকালের বাজারে মাইনে হিসেব দিতে গেলে একটি শিক্ষিতা মেয়েকে তো দু'শ টাকার কম দেওয়া যায় না।

হরিশরণ ॥ তা তো বটেই, তা তো বটেই। নাম লিখতে কলম ভাঙে, তাদেরই একেক জনকে মাসে দেড়শ দু'শ ক'রে দিতে হচ্ছে আমাকে। এমনি বেকার অবস্থায় দোরে ধন্না দেবে, কিন্তু কাজে ঢোকালেই দাবির পর দাবি।

পূর্ণেন্দু ॥ বাঙালী জাতটাই, মশায়, বাক্যবাগীশ। কাজের কথা শুনলেই হাওয়া। দেশগঠন হবে কেমন ক'রে! নেচে গেয়ে, কবিতা লিখে, নাটক ক'রে কি আর পেট ভরে? কর্মযোগী হওয়া চাই, কর্মযোগী। কর্মের মধ্য দিয়েই তো চরিত্র গঠিত হয়।

হরিশরণ ॥ চরিত্রের কথা ছেড়ে দিন। কর্মও নেই, ধর্মও নেই। আমাদের যৌবনকালে যে একটা আদর্শবোধ ছিল, একটা দেশপ্রেম ছিল— আজকালের ছেলেমেয়েদের কি তা আছে? মশায়, কী দুর্নীতিই যে ঢুকেছে দেশে! টেণ্ডার ধরাতে, বিলের টাকা আদায় করতে কত টাকাই যে ঢালতে হয় তার ইয়ত্তা নেই। অন্য পথ থাকলে কনট্র্যাক্টরি ছেড়েই দিতাম।

সুধা ॥ আমি এখন আসি?

পূর্ণেন্দু ॥ সে কী কথা, মা! আমাকে কথা দিয়ে যাও। এসেছি যখন কথা না নিয়ে যাব না।

সুধা ॥ [হেসে] ভাবতে আমাকে একটু সময়ও দেবেন না?

পূর্ণেন্দু ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে···ভাববে বই কি! কথায়ই বলে—ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। আচ্ছা, আমি একটু বসি—তুমি ভেবেই বলো।

সুধা ॥ আজই বলতে হবে?

হরিশরণ ॥ হ্যাঁ হাঁ, আজই এবং এখনি। তবে তুমি ভাবতে চাও, দু'চার দশ মিনিট ভাবতে পারো। ভাবো গিয়ে।

সুধা ॥ আচ্ছা, একটু ভেবে নিয়ে আপনাকে আমি জানাচ্ছি।

[সুধার প্রস্থান।]

পূর্ণেন্দু ॥ কী মনে হয় আপনার?

হরিশরণ ॥ কিছু বোঝা গেল না।

পূর্ণেন্দু ॥ আমার তো মনে হলো, মত আছে।

হরিশরণ ॥ দেখুন।

পূর্ণেন্দু ॥ আরে মশায়, মেয়েজাতের ওই এক স্বভাব। পেটে ভুখ মুখে লাজ। মনের কথা ওরা কিছুতেই খুলে বলবে না।

হরিশরণ ॥ [ঈষৎ বিদ্রূপের সুরে] আপনি অভিজ্ঞ লোক...

পূর্ণেন্দু ॥ [হালকা হাসি হেসে] তা···একটু অভিজ্ঞতা হয়েছে বই কি! ওদের নিয়েই যখন নাড়াচাড়া করি। যত মুখচোরা, বুঝলেন হরিশরণবাবু, চালাকি বুদ্ধিটা তাদের তত বেশি। যারা বেশি বকে, কাজে তারা ততটা চতুর নয়। আপনার ভাগ্নীটি বেশ চালাক বলেই মনে হলো। এক কথায় রাজী হয়ে গেলে দাম থাকে না। হেঃ হেঃ হেঃ! [হাসি] মেয়েটিকে দিয়ে কাজ হবে মনে হয়।

হরিশরণ ॥ বুদ্ধি রাখে মেয়েটা ঠিকই—তবে একটু একগুঁয়ে।

পূর্ণেন্দু ॥ হোক না, হোক না—সে তো ভালোই। চোখ টিপলেই যদি ঢলে পড়ে সে মেয়েকে দিয়ে কোনো কাজ হয়? একটু খেলিয়ে নিতে জানা চাই। যাদের কাছে পাঠাতে হয় তারাও তো এককেটি গভীর জলের মাছ। একটু শক্ত না হলে একেবারে ল্যাজেগোবরে হয়ে যাবে।

হরিশরণ ॥ আর বলেন কেন! এককেটি ধুরন্ধর যা আছে···

পূর্ণেন্দু ॥ আমার মনে হয় আপনার ভাগ্নী তাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরোতে পারবে।

হরিশরণ ॥ বলেন কী পূর্ণেন্দুবাবু!

পূর্ণেন্দু ॥ হ্যাঁ। বুদ্ধিও আছে, রূপও আছে। চোখকান বুজে আমি নেই। বিজনবাবুর মতো একজন বড়ো অফিসার আপনার এখানে ঘন ঘন কেন আসেন, তা কি আমার অজানা? ভাগ্নীটি এখানে না থাকলে তাঁর কাছে হাঁটাহাঁটি ক'রে আপনার জুতোর সোল ক্ষয়ে যেত। হবে না! বঙ্কিমচন্দ্রই বলে গেছেন—সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র।

হরিশরণ ॥ জানেন, সে যেন মেয়েটাকে রাহুর মতো গ্রাস করতে চাচ্ছে। [পূর্ণেন্দুর কানের কাছে মুখ নিয়ে] সে জন্যেই আমি ওকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে চাই।

পূর্ণেন্দু ॥ [হেসে] ভাবছেন কেন আপনি! আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দেব।

[একটা চিরকুট নিয়ে মানিকের প্রবেশ।]

মানিক ॥ দিদিমণি এটা দিলেন।

[হরিশরণের হাতে চিরকুটটা দেয়। সেটা পড়ে তার মুখ গম্ভীর হয়ে যায়।]

পূর্ণেন্দু ॥ কি ব্যাপার, হরিশরণবাবু?

হরিশরণ ॥ সে রাজী নয়।

পূর্ণেন্দু ॥ বটে!

হরিশরণ ॥ না, তা হয় না। আমার ভাত এত বেশি হয় নি! মানিক, যা, তাকে আসতে বল।

পূর্ণেন্দু ॥ [বাধা দিয়ে] না না, তাতে ফল ভালো হবে না। সবুর করুন, সবুর করুন—সবুরে মেওয়া ফলে।

হরিশরণ ॥ [ক্রুদ্ধ ভাবে] না। কিসের জোরে তার এত জেদ! বুঝি, আমি সবই বুঝি। সে মনে করে আকাশের চাঁদ তার হাতে এসেছে। অমাবস্যা ক'রে দেব আমি। [মানিককে] যা, তাকে ডাক।

[মানিকের প্রস্থান।]

পূর্ণেন্দু ॥ কাজটা কি ভালো হলো, হরিশরণবাবু?

হরিশরণ ॥ আপনি বুঝবেন না, পূর্ণেন্দুবাবু। আমার এখানে পাঁচ রকমের পাঁচজন ভদ্রলোকই আসেন। বিজন দত্তের চেয়ে বড়ো অফিসারও আসেন আমার এখানে। তাঁদের কাউকে এক কাপ চা দিতে বললে নিজে আসবে না, চাকর দিয়ে পাঠাবে। আর বিজন দত্তের ছায়া দেখলে পাখির মতো উড়ে এসে পড়বে। কেন এই বৈষম্য! আমার কাছে সবাই সমান…

পূর্ণেন্দু ॥ তা তো বটেই, তা তো বটেই। আপনি ব্যবসাদার লোক— পাঁচজনকেই খুশি রাখতে হয়।

হরিশরণ ॥ এ নিয়ে দু'একজন আমাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপও করেছেন।

পূর্ণেন্দু ॥ তা চোখে দৃষ্টিকটু ঠেকলে লোকে তো বলবেই। পর্দানশিন যখন নয়…

[মানিকের প্রবেশ।]

মানিক ॥ দিদিমণি বললেন, এখন তাঁর কাজ আছে।

হরিশরণ ॥ [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] অ! আচ্ছা, আমি যাচ্ছি।

[উঠে দাঁড়ান। পূর্ণেন্দুবাবু তাঁকে বাধা দেন।]

পূর্ণেন্দু ॥ না না, রাগের বশে কিছু করতে নেই। হাজার হোক, শিক্ষিতা মেয়ে। জোর করতে গেলে তারা আরো বেশি বেঁকে বসে। তাকে আপনি শান্তভাবে বুঝিয়ে বলবেন। আমি বরং আর একদিন সময় ক'রে আসবো।

[হরিশরণবাবু গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন। পূর্ণেন্দুবাবু অধরোষ্ঠে রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে প্রস্থান করেন। প্রবেশ করে সুধার দাদা রমেন। উস্কখুস্ক চুল। চোখ দুটো কোটরে বসা। পরনে ঢোলা পায়জামা। গায়ে পাঞ্জাবী। সর্বাঙ্গে যেন একটা ক্লান্তি ও অবসাদের ভাব। হরিশরণের পায়ের ধুলো নেয়।]

রমেন ॥ ভালো আছেন মামাবাবু?

হরিশরণ ॥ [গম্ভীর ভাবে] হ্যাঁ, ভালোই আছি।

[নিজের চেয়ারে গিয়ে পুনরায় উপবেশন করেন ও গম্ভীরভাবে ফাইলের কাগজপত্রে মন দেন।]

মানিক ॥ বাচ্চা দুটো ভালো আছে, দাদাবাবু ?

রমেন ॥ কী ক'রে আর ভালো থাকে বল ! তোর বৌদি হাসপাতালে। কে তাদের দেখাশুনো করে।

হরিশরণ ॥ কে আবার দেখবে ! নিজের ছেলেমেয়েকে নিজেই দেখবি।

রমেন ॥ পেটের ধান্দায় সারাদিন থাকতে হয় বাইরে। কখন তাদের দেখি বলুন ?

হরিশরণ ॥ তারপর সন্ধেবেলা আছে থিয়েটার !

রমেন ॥ নাটক না করলে আমার ভালো লাগে না, মামাবাবু।

হরিশরণ ॥ তা লাগবে কেন ! নাটক ক'রে ক'রে নিজের জীবনটাকেও নাটুকে ক'রেই তুলেছিস।

রমেন ॥ জীবনটাই তো নাটক, মামাবাবু।

হরিশরণ ॥ রেখে দে, রেখে দে। ওসব নাটুকেপনা আমার ভালো লাগে না।

মানিক ॥ আমি দেখেছি। দাদাবাবু খুব ভালো পে-লে করেন।

হরিশরণ ॥ [মুখ ভেঙচিয়ে] ভালো পে-লে করেন ! যাও না, দাদাবাবুর দলেই গিয়ে জোট না। এখানে আমাকে জ্বালাচ্ছ কেন !

[মানিক থতমত খেয়ে যায়।]

রমেন ॥ কাল ষোড়শী নাটকে জীবানন্দের ভূমিকা ক'রে ফাটিয়ে দিয়েচি, মামাবাবু। লোকে বললে, শিশিরবাবুর পরে আর এমন জীবানন্দ দেখা যায় নি।

হরিশরণ ॥ একটি বিশেষ জীব তো তুই—তাই মরণেই আনন্দ !

রমেন ॥ সত্যি আনন্দ, মামাবাবু। একেকটা চরিত্রে অভিনয় ক'রে কী যে আনন্দ পাই ! কাল ষোড়শীর ভূমিকায় ছিল সুনীতি।

হরিশরণ ॥ সুনীতি ! সেই নচ্ছার মেয়েটা ? তার সম্বন্ধে অনেক কথাই আসে আমার কানে।

মানিক ॥ না না, বাবু সে খুব ভালো মেয়ে। একদিন থিয়েটার দেখতে গিয়ে···

হরিশরণ ॥ [ধমক দিয়ে] চুপ কর হারামজাদা। বাড়ির কাজে ফাঁকি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তুই যে থিয়েটার দেখিস তা আমি জানি। ফের যদি কখনো ওসব কথা আমার কানে আসে তা হলে জানবি এ বাড়ি থেকে তোর ভাত উঠল।

মানিক ॥ গতর খাটালে ভাতের অভাব হবে না আমার। চাকর বলে থিয়েটার দেখতে পাব না, সিনেমা দেখতে পাব না—সেদিন চলে গেছে, বাবু।

হরিশরণ ॥ বটে! ভাত যদি এতই সস্তা হয়ে থাকে, যেখানে খুশি তুই চলে যেতে পারিস।

মানিক ॥ যাব যাব, তাই যাব। এত মুখ শুনে আমার চাকরি করা পোষাবে না।

[মানিকের রাগতভাবে অন্তঃপুরে প্রস্থান।]

হরিশরণ ॥ চাকরবাকর, বাড়িশুদ্ধ সবাই যেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে! কেন! হরিশরণ ঘোষাল কি কারো ভরা মেরেছে? তার ভাতের দাম নেই?

রমেন ॥ মামাবাবু!

হরিশরণ ॥ না না, আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি। লোকের উপকার করতে নেই। কাঁধ এগিয়ে দিলে লোকে মাথায় চড়ে বসে।

রমেন ॥ উপকার করাটা লোকের স্বভাব, মামাবাবু। লাভলোকসান খতিয়ে কেউ পরের উপকার করে না। মাটি মানুষের কাছ থেকে পায় পদাঘাত, আর সে দেয় মানুষকে জীবন।

হরিশরণ ॥ রেখে দে রেখে দে রমেন তোদের ওসব নাটুকে কথা। বিনা স্বার্থে কেউ কারো জন্যে কিছু করে না। প্রত্যাশা প্রত্যাশা—ফলের প্রত্যাশা সবাই করে।

রমেন ॥ বিশ্বাস করি নে। আমি ঠক হতে পারি, জোচ্চোর হতে পারি, অপদার্থ হতে পারি—কিন্তু মানুষের মহত্ত্বের মূল্য দিতে এখনো ভুলি নি।

হরিশরণ ॥ মহত্ত্ব ! সে তো আছে অভিধানে ।

রমেন ॥ না, আমি দেখেছি মানুষের জীবনে । যে সুনীতির নাম শুনলে আপনি নাক সিঁটকোন—

হরিশরণ ॥ থাক থাক, ওসব বেবুশ্যার কথা আমার কাছে বলতে হবে না। নাম শুনলেও ঘেন্না হয় ।

রমেন ॥ কিন্তু তার অন্তঃকরণ দেখলে আপনি তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে পারতেন না । সে যা করেছে—

হরিশরণ ॥ [শ্লেষাত্মক কণ্ঠে] যা করেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছি ।

রমেন ॥ আমাকে দিয়ে বিচার করবেন না । সে যা করেছে আপনিও তা করেন নি ।

হরিশরণ ॥ বটে !

রমেন ॥ হ্যাঁ । সে চেষ্টা না করলে আপনাদের বউ রমাকে হাসপাতালে ভর্তি করা সম্ভব হতো না ।

হরিশরণ ॥ বলিস কী ! এত ক্ষেমতা তার ?

রমেন ॥ ক্ষেমতা না থাকলেও ক্ষেমতাবান লোকেরা তার কথা শোনে ।

হরিশরণ ॥ তা শুনবে বই কি, তা শুনবে বই কি । ওদের হাতে কত লোক থাকে ।

রমেন ॥ আপনার হাতেও অনেক লোক আছে । কিন্তু আপনি কিছুই করেন নি ।

হরিশরণ ॥ তার বিদ্যে আমি পাব কোথায় ? মানুষকে বশ করার বিদ্যে ওরা ভালোই জানে ।

রমেন ॥ টাকা দিয়ে আপনিও কম মানুষকে বশ করেন না ।

হরিশরণ ॥ বশীকরণ মন্ত্রটা আমার জানা নেই, রমেন । যদি থাকত তবে তোদের মুখ থেকে এমন কথা আমাকে শুনতে হতো না ।

রমেন ॥ আমি দুঃখিত, মামাবাবু । সময় সময় দশবিশ টাকা দিয়ে আপনি উপকার না করেছেন এমন নয় । কিন্তু রমাকে যখন ক্ষয়রোগে ধরল…

হরিশরণ ॥ সে তো তোরই দোষে।

রমেন ॥ স্বীকার কচ্ছি, আমারই দোষে। কিন্তু তাকে তো বাঁচানো দরকার। আপনাকে এত ক'রে বললাম—আপনি কিছুই করলেন না। ভাগ্যিস সুনীতি ডক্টরস্ ক্লাবে প্লে করেছিল। তাই একজন ডাক্তারের হাতে পায়ে ধরে রমার জন্যে হাসপাতালে একটা সীটের যোগাড় ক'রে দিল। রমা আর কিছুদিন বাসায় থাকলে আমার ছেলেমেয়ে দুটোকেও ক্ষয় রোগে ধরত।

হরিশরণ ॥ ভালোই করেছে।

রমেন ॥ হ্যাঁ, সুনীতি যা করেছে সে ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। কিন্তু বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে আমি বড়ো ভয়ে ভয়ে আছি। ওই স্যাঁতসেতে ঘরে আর বেশিদিন থাকলে ও দুটোকেও ক্ষয়রোগ ধরবে। তাছাড়া কে দেখে ওদের! বস্তির প্রতিবেশীর কাছে রেখে বেরোই কোম্পানীর বিলের টাকা আদায় করতে। সারাদিন ঘুরে সন্ধেবেলা ফিরি ঘরে।

হরিশরণ ॥ পুরুলিয়ায় পাঠিয়ে দে তোর মা'র কাছে।

রমেন ॥ না, তা হয় না। সুধার মুখে শুনেছি তাদেরই দিন চলে না। আমার শ্বশুরবাড়ির অবস্থাও খারাপ আপনি জানেন। অবশ্য সুনীতি চাইছে বাচ্চা দুটোকে তার কাছে নিয়ে রাখতে।

হরিশরণ ॥ ভালোই তো। তারই কাছে নিয়ে রাখ না। মা'র আদর পাবে।

রমেন ॥ তা পাবে ঠিকই। কিন্তু সেখানে রাখার ইচ্ছে আমার নেই।

হরিশরণ ॥ কেন?

রমেন ॥ বড়ো নোংরা বস্তি। আবহাওয়া ভালো নয়। ছেলেমেয়ে দুটো অমানুষ হয়ে যাবে।

হরিশরণ ॥ তোর ছেলেমেয়ে মানুষ হবে এমন আশাও তুই করিস!

রমেন ॥ কে না করে, কে না করে, মামাবাবু! নিজের সন্তানের ভবিষ্যৎ কে না চায়? আপনি এনে ছেলেমেয়ে দুটোকে আপনার কাছে রাখুন। সুধা ওদের দেখাশুনো করবে। ওরা মানুষ হবে।

হরিশরণ ॥ তা হয় না।

রমেন ॥ কেন হয় না? আমার এই বিপদের দিনে এতটুকু উপকার হবে না আপনাকে দিয়ে? ওদের দরুন খরচা বাবদ যা পারি আমি দেব।

হরিশরণ ॥ আমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে। তোর সম্বন্ধে দিন দিন যেসব কথা আমার কানে আসছে তাতে তুই আত্মীয় বলে পরিচয় দিতেও আমার লজ্জা করে।

রমেন ॥ বেশ, আপনার এখানে আমি আসব না। সুধা যখন আছে—

হরিশরণ ॥ না, তা হবে না। ছুতোনাতা ধ'রে যখন তখন তুই আমার এখানে এসে হাজির হবি। লোকের কাছে আমার মাথা হেঁট হবে। প্রয়োজন হলে এসে দশবিশ টাকা নিয়ে যাবি—কিন্তু আসবি অন্ধকারে, গোপনে। বাইরের লোক থাকলে কখনো আমার ঘরে ঢুকবি নে।

[হরিশরণের কঠিন মুখটার দিকে রমেন স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার চোখ দুটো ছলছলিয়ে ওঠে।]

রমেন ॥ অ! আচ্ছা।

[রমেন অন্দরমহলের দিকে গমনোদ্যত হয়।]

হরিশরণ ॥ কোথায় যাচ্ছিস?

রমেন ॥ ভেতরে।

হরিশরণ ॥ না।

রমেন ॥ সুধার সঙ্গে দেখা করব।

হরিশরণ ॥ না।

রমেন ॥ না!

হরিশরণ ॥ অন্দরমহলে ঢুকতে পারবি নে তুই।

রমেন ॥ বেশ, না ঢুকলাম। সুধাকে ডেকে দিন।

হরিশরণ ॥ সুধার সঙ্গে দেখা হবে না।

রমেন ॥ নিজের বোনের সঙ্গে দেখা করতে পারব না ?

হরিশরণ ॥ না। সুধার সঙ্গে কেন ঘন ঘন দেখা করতে আসিস আমি জানি। সে তোকে গোপনে গোপনে টাকা দেয়।

রমেন ॥ সুধা টাকা দেয় আমাকে! সে টাকা দেবে কোত্থেকে ? সে কি রোজগার করে ?

হরিশরণ ॥ কোত্থেকে দেয় আর কী ভাবে টাকা আসে আমি জানি। হরিশরণ ঘোষালের চোখে ধুলো দেওয়া অত সোজা নয়। বোনের রোজগার খেতে লজ্জা করে না ?

রমেন ॥ আপনি যা তা কথা বলবেন না।

হরিশরণ ॥ বেশি বকাস নি। ভালোয় ভালোয় চলে যা।

রমেন ॥ না, আমি যাব না। সুধার সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে।

[আবার দরজার দিকে এগোয়।]

হরিশরণ ॥ বটে! [ছুটে গিয়ে রমেনের ঘাড় ধরে।] নিজে তো অধঃপাতে গেছই। বোনটিকেও রসাতলে না পাঠালে চলছে না ? যা···ও।

[রমেনকে গলাধাক্কা দেয়। রমেন চেঁচিয়ে ওঠে।]

রমেন ॥ মামাই হোন আর যা-ই হোন--এই গলাধাক্কার প্রতিশোধ একদিন নেব।

[চেঁচামেচি শুনে সুধার প্রবেশ।]

সুধা ॥ কী হয়েছে ?

রমেন ॥ ছাখ সুধা, তোর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে দেবে না!

সুধা ॥ দাদা, কতদিন তো বলেছি এ বাড়িতে তুমি এস না। তবু কেন আস ?

রমেন ॥ বেশ, আর আসব না, কখ্খনো আসব না। বাচ্চা দুটো যদি অযত্নে মরেও যায়, না খেতে পেয়ে যদি রাস্তায় শুকিয়েও মরি, তবু তবু আর এমুখো হবো না।

সুধা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভালো তাই ভালো। এদিক আর মাড়াবে না। তুমি যাও।

রমেন ॥ সুধা !

[কান্না চাপতে না পেরে রমেন ডান হাতের তর্জনীটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ও দ্রুত পদে বাইরে চলে যায়। সুধা ও হরিশরণ দুজনেই বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সুধা অন্তঃপুরের দিকে গমনোদ্যত হয়। হরিশরণ নিজের চেয়ারের দিকে এগিয়ে যান !

হরিশরণ ॥ শোন্ !

[না ঘুরেই বিপরীত দিক মুখ ক'রে সুধা দাঁড়ায়।]

পূর্ণেন্দুবাবুর হোমে তোর কাজ করার ইচ্ছে নেই, বুঝলাম। কিন্তু তাঁর কাছে আমাকে ওভাবে অপমান না করলেও চলত।

সুধা ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] আপনাকে আমি অপমান করেছি !

হরিশরণ ॥ আর অপমান কী-ভাবে করে আমার জানা নেই। আমি তোকে ডেকে পাঠালাম—মানিককে দিয়ে তুই খবর পাঠালি তোর কাজ আছে !

সুধা ॥ বিশ্বাস করুন, আপনাকে অপমান করব বলে নয়—পূর্ণেন্দুবাবুকে মুখের ওপর সরাসরি 'না' বলতে আমার কিরকম বাধো বাধো ঠেকছিল।

হরিশরণ ॥ সেটা আমার মারফৎ জানিয়ে দিলেই হতো।

সুধা ॥ আপনাকে সেদিন বলেছিলাম। তবু আপনি পেড়াপেড়ি কচ্ছেন।

হরিশরণ ॥ কচ্ছি তোরই ভালোর জন্যে। উঁচু মহলের অনেক লোক তাঁর চেনাজানা···

সুধা ॥ সে-কারণেই তাঁর হোমে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

হরিশরণ ॥ আশ্চর্য ! চাকরি করার ইচ্ছে নেই তোর ?

সুধা ॥ চাকরি করব বলেই তো কলকাতায় এসেছি।

হরিশরণ ॥ তবে হোমে যেতে আপত্তি কেন ? যেখানে গেলে একটা হিল্লে হতে পারে—

সুধা ॥ ছিলে হবে না। হয়তো আমি গোল্লায় যাব।

হরিশরণ ॥ আমি তোর অভিভাবক, এটা স্বীকার করিস তো?

সুধা ॥ হাসালেন মামাবাবু! অভিভাবক মনে না করলে আপনার এখানে এসে উঠব কেন?

হরিশরণ ॥ মানুষ প্রয়োজনে আশ্রয় নেয়; কিন্তু সব আশ্রিতই আশ্রয়-দাতাকে অভিভাবক মনে করে না। আমিও হয়তো তেমনি একটা পা'দান—

সুধা ॥ আপনি আমার প্রতি অবিচার কচ্ছেন, মামাবাবু।

হরিশরণ ॥ কিছুদিন যাবৎ দেখছি তোর সুরটা যেন একটু অন্যরকম হয়ে গেছে।

সুধা ॥ ক'মাস হলো এসেছি। এত চেষ্টা করেও একটা চাকরি জুটল না। তাই সময় সময় মেজাজটা কিরকম যেন হয়ে যায়।

হরিশরণ ॥ তা নয়। আসল কারণ আমি জানি।

সুধা ॥ [চমকে উঠে] কী জানেন আপনি?

[হরিশরণ চেয়ারে উপবেশন করেন।]

হরিশরণ ॥ অপ্রিয় সত্য বলতে নেই। থাক সে কথা। হোমের চাকরি নিতে তোর আপত্তি কেন?

[সুধা মাথা হেঁট ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে।]

আমি জেনেশুনে তোর অকল্যাণ করব, এমন কথা তুই ভাবতে পারিস?

সুধা ॥ না, তা আমি ভাবি নে।

হরিশরণ ॥ তবে?

সুধা ॥ পূর্ণেন্দুবাবু ও তাঁর হোম সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার কানে এসেছে।

হরিশরণ ॥ কী শুনেছিস তুই?

সুধা ॥ মাফ করবেন, সে-সব বিশ্রী কথা আমার মুখে আসবে না।

হরিশরণ ॥ তার চেয়েও বিশ্রী কাজ তুই কচ্ছিস।

সুধা ॥ কী বলছেন আপনি!

হরিশরণ ॥ বিজন দত্ত এখন তোর পরামর্শদাতা!

সুধা ॥ তাঁকে কেন আবার এসবের মধ্যে জড়াচ্ছেন?

হরিশরণ ॥ আমি জড়াব কী? সে জড়িয়েই আছে। কিন্তু ক'দিনের জন্যে সে? দিল্লী থেকে সরকারী কাজে এসেছে এখানে। ছ মাস? এক বছর? তারপর তো বদলি হয়ে যাবে। তখন?

সুধা ॥ এসব কথার কোনো মানে হয় না।

[সুধা প্রস্থানোদ্যত হয়।]

হরিশরণ ॥ দাঁড়া। মানে হয় কি না তার প্রমাণ আমার হাতে আছে।

(সুধা মুখ ঘুরিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। হরিশরণবাবু ড্রয়ার টেনে একটা মণিঅর্ডারের রসিদ বার করেন। সেটা হাতে নিয়ে সুধার কাছে তিনি যান ও তাকে দেখান।)

এটা কী? মাকে পঞ্চাশ টাকা মণিঅর্ডার করে পাঠানো হয়েছে। টাকাটা এল কোত্থেকে? এমন বোকা মেয়ে—মণিঅর্ডারের রসিদটা যে আমার হাতে এসে পড়তে পারে সে হুঁশও হয়নি!

সুধা ॥ আর কিছু বলার আছে আপনার?

হরিশরণ ॥ না, বিশেষ কিছু বলার নেই। বিজন দত্তের আশা তোকে ছাড়তে হবে।

সুধা ॥ তাঁর আশা ছাড়ব কি না, সেটা আপনার ভাববার বিষয় নয়। বিজন দত্তের দিকে আমাকে একদিন আপনিই ঠেলে…

হরিশরণ ॥ হ্যাঁ, দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম তার সঙ্গে যতটুকু মেশার প্রয়োজন ততটুকুই তুই মিশবি। কিন্তু তুই ছুটলি একেবারে জোর কদমে। তাই তোকে আমি হোমে পাঠিয়ে দিতে চাই।

সুধা ॥ বিজন দত্তকে ছাড়ব, কি না ছাড়ব, সেকথা আমি পড়ে ভেবে দেখব।

কিন্তু আপনার হাতের পুতুল হয়ে আমি এখানে থাকব, তাও আপনি ভাববেন না।

হরিশরণ ॥ পুতুল! তোকে পুতুল করে রেখেছি আমি? অনেক স্বাধীনতা দিয়েছি তোকে।

সুধা ॥ হ্যাঁ, গলায় দড়ি বেঁধে ঘাস খাওয়ার স্বাধীনতা।

হরিশরণ ॥ বেশ, যেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা মিলবে সেখানেই চলে যা। এই মুহূর্তে চলে যা…

সুধা ॥ [ব্যাকুল কণ্ঠে] মামাবাবু! ওভাবে বলবেন না। আমি নিরাশ্রয়…

হরিশরণ ॥ না না, নিরাশ্রয় নোস, আশ্রয় তোর জুটেছে। যতদিন নিরাশ্রয় ছিলি, আশ্রয় দিয়েছি। বিজন দত্তের কাঁচা টাকার স্বাদ পেয়েছিস। কিন্তু ও-টাকা আসছে কোত্থেকে? আমাদেরই টাকা যায় ওদের পকেটে। সেই বিষই ঢালছে বিজন দত্ত—আর তুই তা গিলছিস! অসহ্য! অসহ্য!!

সুধা ॥ বিষ! হয়তো বিষই। কিন্তু সময় সময় বিষের জ্বালা বিষ খেয়েই মারতে হয়। খিদের জ্বালা যে বিষের জ্বালার চেয়েও বেশি, মামাবাবু।

হরিশরণ ॥ এতই যদি খিদে, আমার কাছে চাইলেই পারতিস।

সুধা ॥ আপনার আশ্রয়ে আছি। আমার সমস্ত ভার আপনি নিয়েছেন। বার বার আপনার কাছে হাত পাততে আমার লজ্জা করে।

হরিশরণ ॥ আর বিজন দত্তের কাছে হাত পাততে লজ্জা করে না!

সুধা ॥ করত, প্রথম প্রথম করত। কিন্তু অভাব বুঝি লজ্জার শেষ আবরু-টুকুও কেড়ে নেয়। পুরুলিয়া থেকে মা'র চিঠিতে কেবলই যখন অভাব-অনটনের কথা জানতে পাই তখন মাথা ঠিক থাকে না—সংকোচের আবরণ কুয়াশার পর্দার মতন নিমেষে কোথায় মিলিয়ে যায়…

হরিশরণ ॥ আর সেই মুহূর্তের সুযোগ নেয় বিজন দত্ত। সে আমাকে অপমান করেছে। আমার মাথা হেঁট করে দেবার জন্যেই—

সুধা ॥ না না, তাঁর কোনো দোষ নেই—তাঁর কোনো দোষ নেই। আমি নিজেই তাঁর কাছে চেয়ে হাত পেতে নিয়েছি…

হরিশরণ ॥ তা হলে এবার সেই নির্দোষ দাতা কর্ণটির আশ্রয়েই যাও।

সুধা ॥ [বিচলিত কণ্ঠে] মামাবাবু!

হরিশরণ ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, যদি পারো আজই, এই মুহূর্তে। এখানে তোমার আর স্থান নেই…

[পাশের ঘরে ফোন বেজে ওঠে। মানিকের প্রবেশ।]

মানিক ॥ বাবু, আপনাকে কে ফোনে ডাকছে।

হরিশরণ ॥ ও! সাড়ে আটটায় সিঙ্গিবাবুর কাছে যাবার কথা ছিল। [ঘড়ি দেখে] পোনে নটা বেজে গেল। মানিক, এক তিন আর চার নম্বর ফাইল গুছিয়ে রাখ। আমাকে এখ্‌খুনি বেরুতে হবে।

[হরিশরণবাবুর ভেতরে প্রবেশ। সুধা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকে। মানিক ফাইল গুছোতে আরম্ভ করে। ভেতরে ফোন-বাজা বন্ধ হয়ে যায়।]

মানিক ॥ কী হয়েছে, দিদিমণি? বাবু রাগারাগি কচ্ছিলেন কেন?

সুধা ॥ কিছু হয় নি।

মানিক ॥ কিছু হয় নি তো এমনিই চোখের জল ফেলছেন?

[সুধা আঁচলে চোখ মোছে ও জোর করে হাসে।]

সুধা ॥ চোখে একটা কী ঢুকেছিল। রগড়িয়েছি, তাই জল বেরিয়েছে।

মানিক ॥ বাবুর যা চোটপাট—না রগড়ালেও চোখে জল আসে। এখানে আর আমার থাকতে ইচ্ছে করে না।

[বেশ পরিবর্তন ক'রে হরিশরণ ঢোকেন। মানিকের শেষ কথাগুলো তার কানে যায়।]

হরিশরণ ॥ আছিস কেন? মাথার দিব্যি দিয়ে তো কেউ রাখে নি। ভালো দেখে মনিব খুঁজে নিলেই তো হয়। শয়তান কোথাকার!

মানিক ॥ কী শয়তানী দেখলেন আমার?

হরিশরণ ॥ চুপ কর হারামজাদা। সুধা গোপনে তোকে দিয়ে রমেনকে টাকা পাঠায়। সেই নষ্টা মেয়ে সুনীতির কাছে তুই সুধার চিঠি পৌঁছে দিস। তাকে সঙ্গে নিয়ে সুধা যায় হাসপাতালে রমেনের বউকে দেখতে···

মানিক ॥ জানি জানি, ওই কুটনী ঝি-মাগী আপনার কান ভারি করে।

হরিশরণ ॥ কী! তোর এত বড়ো কথা! আমি ঝিয়ের কথা কানে নিই। বেরো, বেরো আমার বাড়ি থেকে।

[মানিকের দিকে রুখে যান। সুধা বাধা দেয়।]

সুধা ॥ কী কচ্ছেন মামাবাবু! আমাকে যা খুশি বলতে পারেন। ধরে মারলেও আমি কিছু বলব না। কিন্তু ও চাকর—আপনার সম্মান যদি না রাখে?

হরিশরণ ॥ কী ক'রে রাখবে! তোরাই তো আশকারা দিয়ে ওকে মাথায় তুলছিস। আমার চরিত্র তুলে পর্যন্ত কথা বলতে শুরু করেছে! হবে না! সঙ্গদোষে সবই হয়। তোকেও বলছি, সুধা, দুকুল রাখা চলবে ন'—এক কুল তোকে ছাড়তেই হবে।

[ফাইল তিনটা বগলদাবা ক'রে দ্রুতবেগে বহির্গমন। মানিক হাসতে থাকে।]

মানিক ॥ আমার চোখে সবই পড়ে। গিন্নিমা তার বড়ো ছেলের কাছে যাবার পর থেকে ওই ঝি-বেটীই যেন হয়েছে এ বাড়ির গিন্নি!

সুধা ॥ [ধমক দিয়ে] চুপ কর হতচ্ছাড়া। মুখে যা আসে তাই বলে!

মানিক ॥ আপনিও তো জানেন···

সুধা ॥ না, আমি কিচ্ছু জানি নে। তুই চুপ কর।

মানিক ॥ দিদিমণি, এবাড়িতে আমাদের আর বেশিদিন থাকা চলবে না। আপনি একটা চাকরি পেলেই···

সুধা ॥ চাকরি না পেলেও হয়তো যেতে হবে।

মানিক ॥ আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাব।

সুধা ॥ [হেসে] বটে!

[নেপথ্যে ফোন বেজে ওঠে।]

ছাখ তো কে ফোন কচ্ছে?

[মানিক ভেতরে চলে যায়। নেপথ্যে ফোন-বাজা বন্ধ হয়। সুধা আপন মনে পায়চারি করতে থাকে ও বিড়বিড় ক'রে কী যেন বলে। হঠাৎ স্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে।]

সুধা ॥ না না, তা হয় না! তা কী ক'রে সম্ভব? তা কী ক'রে সম্ভব?

[মানিক প্রবেশ করে।]

মানিক ॥ দাদাবাবু ফোন করছিলেন। বললাম, দিদিমণিকে ডেকে দিই? তিনি বললেন, না দরকার নেই—আমি এখনই যাচ্ছি—অফিসের পথে হয়ে যাবো।

সুধা ॥ অ! [একটু চিন্তা ক'রে] মানিক, তিনি এলে বলবি আমি বাড়িতে নেই।

মানিক ॥ তা কেমন করে হয়?

সুধা ॥ আঃ! তোকে যা বলতে বললাম তাই বলবি।

মানিক ॥ [নিরাসক্তভাবে] বলব।

[সুধার ভেতরে প্রস্থান। মানিক টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে থাকে।]

মানিক ॥ [স্বগত] আমাকে তাড়াবে! এতই সোজা! ফলের বাস্কেটে মদের বোতল পাঠানো হয়। কত রকমের ভেট যায় কত জায়গায়। হোটেলে ডিনার চলে, মেয়েমানুষ আমদানি হয় সেখানে। ঠিকেদারীতে পসার বাড়াবার জন্যে কোন্ কুকর্মটা বাদ থাকে? আমি না জানি কী? স-অ-ব ফাঁস করে দেব।

[স্যুট পরিহিত বিজনের প্রবেশ।]

বিজন ॥ এই যে মানিক। দিদিমণিকে ডেকে দে তো

মানিক ॥ দিদিমণি তো বাড়িতে নেই—বেরিয়ে গেছেন।

বিজন ॥ মশকরা! খানিকক্ষণ আগেই তো ফোনে বললি সে বাড়িতে আছে।

মানিক ॥ অ। তবে অসুখ করেছে। দেখা হবে না।

বিজন ॥ ফাজলামো করতে হবে না। আমার তাড়া আছে। শিগ্‌গির ডেকে দে।

মানিক ॥ নো বিজিটার এলাউড নাউ।

বিজন ॥ ওঃ! আবার ইংরেজীও বলা হচ্ছে!

মানিক ॥ আপনাদের মুখে শুনে শুনে শিখেছি দুচার কথা।

বিজন ॥ হয়েছে হয়েছে, ঢের হয়েছে। এখন তোমার দিদিমণিকে দয়া ক'রে একবার ডেকে দাও দেখি বাপধন!

মানিক ॥ দিতেই হবে?

বিজন ॥ [সুর ক'রে] হ্যাঁ, দিতেই হবে।

মানিক ॥ দেখি, দিদিমণি কী অবস্থায় আছেন।

[মাথা চুলকোতে চুলকোতে প্রস্থান। বিজন একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকে। সুধার প্রবেশ। এরই মধ্যে তার চোখের কোলে যেন কালি পড়েছে। মুখমণ্ডলে একটা বিষাদের ছায়া।]

বিজন ॥ এ কি সুধা! সত্যি তোমার শরীর খারাপ নাকি?

সুধা ॥ [ম্লান হাসি হেসে] না।

বিজন ॥ তবে এমন দেখাচ্ছে যে?

সুধা ॥ ও কিছু নয়। আমার একটা অনুরোধ, বিজনবাবু। আপনি এ বাড়িতে আর আসবেন না, বা এলেও আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন না।

বিজন ॥ কেন, কেন? কি হয়েছে?

সুধা ॥ তা আমি বলতে পারব না। তবে আপনার সঙ্গে আমার বোধ হয় এই শেষ দেখা।

বিজন ॥ এ কি অদ্ভুত কথা তোমার মুখে। এমন কি হয়েছে যার জন্যে…

সুধা ॥ হয়েছে…হয়েছে…অনেক কিছু হয়েছে। যা হয়েছে তা বলার নয়, বোঝাবার নয়। আমি তা প্রকাশ করতে পারব না। শুধু অনুরোধ, আপনি আমার সঙ্গে আর কখনো দেখা করার চেষ্টা করবেন না। আপনি যান…আপনি যান…

[কান্নার বেগ চাপতে না পেরে সুধা ছুটে ভেতরে চলে যায়। বিজন স্তম্ভিত হয়ে কয়েক লহমা দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে এবং তারপর স্বপ্নোত্থিতের মতো চমকে উঠে হাসিমুখে প্রস্থানোদ্যত হয়। পর্দা পড়ে।]

দ্বিতীয় অধ্যায়

[এক মাস পর। হাল ফ্যাশানের ঘর। ডান দিকে বেরুবার দরজা। বাঁদিকে মাঝখানে অন্য ঘরে ও করিডরে যাবার দুটি দরজা। দু দরজায়ই দামী রঙিন পর্দা ঝুলছে। করিডর দিয়ে সকাল বেলার একঝলক উজ্জ্বল রোদ এসে পড়েছে। ঘরে কৌচের সেট সাজানো। সমস্ত ঘরটার চেহারা উজ্জ্বল। মাঝখানে কৌচের বাঁ পাশে পেছন দিককার দেয়াল ঘেঁষে একটা ডেস্ক। তার ওপরে একটা দামী টেবিল-ল্যাম্প ও খানকতক মাসিক পত্রিকা। ঘরের এক কোণে স্ট্যাণ্ডের ওপর একটা বড় ফুল-দানিতে এক গুচ্ছ রজনীগন্ধা। সুধা ফুলের ডাঁটাগুলো থেকে বাসী ফুল বেছে ফেলে দিচ্ছে। বিজন প্রবেশ করে। তার পরনে: মর্ণিং-ড্রেস।]

বিজন ॥ বাসী ফুল বেছে কি হবে? ওগুলো আপনা থেকেই ঝরে পড়বে।

সুধা ॥ না, বাসী জিনিস ফেলে দিতে হয়—না হলে আবর্জনা বাড়ে।

বিজন ॥ বটে!

সুধা ॥ হ্যাঁ। জীবনটাও তাই। অনেক বাসী জিনিস ঝেড়ে ফেলে দিতে হয়। তা না করলে টাটকা তাজা বস্তুর স্বাদ পাওয়া যায় না। যে মালী গাছের ডাল কাটতে জানে না সে ভালো ফুলও ফোটাতে পারে না।

বিজন ॥ [সুধার কাঁধে হাত রেখে] জীবনটা আমার কাছে ছিল একটা হেঁয়ালি, সুধা। মনে হতো রাংতায় মোড়া মেকী জিনিস। কিন্তু তোমাকে পেয়ে জীবন সম্পর্কে আমিও যেন নতুন ক'রে ভাবতে আরম্ভ করেছি। সত্যি জীবনকে তুমি এমন ভালোবাসো যে···

সুধা ॥ নিজের জীবনের প্রতি মমতা না থাকলে অন্যের জীবনেরও মূল্য দেওয়া যায় না।

[সুধা সামনের কৌচের দিকে এগিয়ে আসে। বিজন তাকে অনুসরণ করে।]

বিজন ॥ সুধা!

সুধা ॥ বলো।

বিজন ॥ তুমি সুখী?

সুধা ॥ সুখী, সুখী, সুখী। আর কতবার বলব!

বিজন ॥ আমার মনে হয়, আমি তোমাকে সুখী করতে পারি নি।

সুধা ॥ না গো না, আমি সুখী, সত্যি আমি সুখী। এমন সুখের মুখ জীবনে কখনো দেখি নি। আমার কী মনে হয় জানো? যদি দুটো ডানা থাকত, আমি উড়তাম।

বিজন ॥ আমি উড়তে দিতাম না।

সুধা ॥ কেন?

বিজন ॥ পাছে তুমি পিঞ্জরে আর ফিরে না আসো।

সুধা ॥ হাঃ হাঃ হাঃ! [হাসতে হাসতে প্রায় লুটিয়ে পড়ে।]

বিজন ॥ হাসির কথা নয়। খাঁচার পাখি একবার উড়তে পেলে···

সুধা ॥ আর যে-পাখি আপনা থেকে সোনার খাঁচায় এসে ঢোকে?

বিজন ॥ তবু সে আপন স্বভাব ছাড়তে পারে না। আকাশের দিকেই থাকে তার টান…

সুধা ॥ পায়ে শিকল দিয়ে বেশ শক্ত ক'রে বেঁধে রাখো।

বিজন ॥ শিকল নয়…[সুধাকে জড়িয়ে ধরে।]

সুধা ॥ আঃ! কি কচ্ছ? মানিকটা হয়তো এসে হাজির হবে।

[সুধা নিজেকে বিজনের বাহুপাশ থেকে ছাড়িয়ে নেয়।]

সময় সময় আমার কি মনে হয়, জানো?

বিজন ॥ কী?

সুধা ॥ এত সুখ আমার সহ্য হলে হয়।

বিজন ॥ আমিও ভাবি, তোমার এত ভালোবাসার দাম আমি দিতে পারলে হয়…

সুধা ॥ [মৃদু হেসে] আমার কথাটাই বুঝি ঘুরিয়ে বললে?

বিজন ॥ না না, সুধা, আমাকে ভুল বুঝ না। একেক সময় ভাবি, কালের বুক থেকে কয়েকটি মুহূর্ত ছিনিয়ে নিয়ে এই যে সুখের নীড় রচেছি আমরা, তা যদি কখনো ভেঙে যায়…

সুধা ॥ মুহূর্ত!

বিজন ॥ তা বই কি! জীবনের চরম আনন্দ তো কয়েকটি মুহূর্তের বেশি স্থায়ী হয় না, সুধা।

সুধা ॥ তৃষ্ণার জল মাপা। কিন্তু সাগরের জল!

বিজন ॥ তাই তাই…তুমি আমার কাছে সাগর হয়েই ওঠো।

সুধা ॥ পুকুর কাটতে হয়—কিন্তু সাগর প্রকৃতির খেয়াল।…তোমার এই ব্যাকুলতা আমার ভালো লাগে না।

বিজন ॥ আমি পারিনে, আমি পারিনে। মনের মধ্যে যখন ঢেউ ওঠে…

সুধা ॥ ঢেউ! ঢেউ কেন? কিসের ঢেউ?

বিজন ॥ জানি নে। সময় সময় এমন ঢেউ ওঠে যে মনে হয় নৌকো বুঝি ডুবে যায়। তখন তোমায় আঁকড়ে ধরি বাঁচার আশায়।

সুধা ॥ আশ্চর্য!

বিজন ॥ সুধা, বলো তুমি আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না?

সুধা ॥ তোমার প্রশ্ন আমাকে আরো বেশি বিস্মিত কচ্ছে। তোমার-আমার ভালোবাসার স্রোতে এমন কী বিপরীত হাওয়ার ধাক্কা লাগছে যাতে তোমার মনে…

বিজন ॥ না না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমাকে বিশ্বাস করো সুধা, আমাকে বিশ্বাস করো…

সুধা ॥ বিশ্বাস না করলে সমস্ত ছেড়ে তোমার আশ্রয়ে এসে উঠলাম কেমন করে? [কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে] একটা কথা বলব?

বিজন ॥ বলো।

সুধা ॥ আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

বিজন ॥ না না, কোনো প্রশ্ন নয়, কোনো প্রশ্ন নয়। জানো, এমন অনেক প্রশ্ন থাকে যার কোনো উত্তর নেই। তোমার আমার মধ্যে কোনো প্রশ্নই থাকতেই পারে না।

সুধা ॥ তবু…

বিজন ॥ না না। যদি থাকেও…তোমার আমার ভালোবাসার অতল গর্ভে মিলিয়ে যাবে তা…

সুধা ॥ আতিশয্য জিনিসটাই খারাপ।

বিজন ॥ অন্তত ভালোবাসার ক্ষেত্রে নয়।

সুধা ॥ হ্যাঁ, তাও। [একটু ভেবে] আচ্ছা, বিজনদা…

বিজন ॥ আবার!

সুধা ॥ আর বলব না।

বিজন ॥ না, বলবে না। বিজনদা, বিজনদা, বিজনদা! একমাস হলো

এসেছ—তবু সেই বিজনদা বিজনদাই রয়ে গেল। তোমার ঐ ডাকটাই আমাকে কিরকম দূরে সরিয়ে রাখে।

সুধা ॥ [ছুটে গিয়ে বিজনের গলা জড়িয়ে ধ'রে] আচ্ছা আচ্ছা, এবার থেকে বিজন বলেই ডাকবো। অভ্যেস কি চট ক'রে ছাড়া যায় ?

বিজন ॥ [আদর ক'রে] সুধা সুধা, আমি তোমাকে ছাড়তে পারব না···

সুধা ॥ আবার!

বিজন ॥ কী জানো সুধা, সুখের পেছনে দুঃখও বুঝি ছায়ার মতোই চলে।

সুধা ॥ কী হয়েছে আজ তোমার ?

বিজন ॥ না, কিছুই হয় নি। অপার সুখের মধ্যে একটা দুঃখের অনুভূতি হয়তো মানুষের মনে জাগে। তার কোনো হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বোধ হয় মানুষের স্বভাব। না হলে মায়ের কোলে শিশু কাঁদবে কেন ?

সুধা ॥ [বিজনের গলা থেকে হাত নামিয়ে] হেতু নিশ্চয়ই আছে। মানুষ হয়তো জানে না বা জানলেও স্বীকার করে না।

বিজন ॥ আমি তোমার সঙ্গে চাতুরী করতে পারি, একথা তুমি বিশ্বাস করো ?

সুধা ॥ না।

বিজন ॥ তবে ?

সুধা ॥ তবু সময় সময় মনে হয় কোথাও যেন তোমার একটা পিছু-টান আছে ··

বিজন ॥ পিছু-টান!

সুধা ॥ হ্যাঁ, পিছু-টান। আমাকে তুমি যতই বেশি ক'রে পেতে চাও ততই সেটায় জোরে টান পড়ে। যতদিন দূরে ছিলাম ততদিন বুঝতে পারি নি। আমার দিকে তোমার টানটাকেই মেনে নিয়েছিলাম একমাত্র সত্য বলে·

বিজন ॥ আজ কি তাতে ঢিলে পড়েছে ?

সুধা ॥ না, তেমন কথা বললে মিথ্যে বলা হবে। কিন্তু তুমি বোধ হয় মুক্ত মনে আমাকে গ্রহণ করতে পারছ না। কোথাও কিছু একটা খোঁচা মারছে তোমার মনে। তোমার কিছু দোষ নেই। সংস্কার এত সহজে—

[কয়েক পা দূরে সরে যায় সুধা।]

বিজন ॥ স-স্কার! আনুষ্ঠানিক বিয়ে বা ম্যারেজ রেজিস্ট্রি হয় নি, তাই? না না, তেমন কোনো সংস্কারই নেই আমার মনে।

সুধা ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] তবে কী আছে…কী আছে তোমার মনে?

[সুধা বিজনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানে। বিজন সংকুচিত হয়ে যায়।]

বিজন ॥ না না, তুমি অমন ক'রে তাকিও না, আমার দিকে অমন ক'রে তাকিও না সুধা। আমার মনে কিছু নেই—আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে গ্রহণ করেছি।

[সুধাকে ধরতে যায় বিজন।]

সুধা ॥ অফিসের বেলা হলো। চান করতে যাও।

বিজন ॥ হ্যাঁ, যাচ্ছি।

[অপরাধীর মতো ভিতরে প্রস্থান করে বিজন। সুধা একদৃষ্টে তা লক্ষ্য করে।]

সুধা ॥ আশ্চর্য! এত দম্ভ এত দাপট বাইরে, আবার সেই মানুষই শিশুর মতো একেবারে অসহায়! হয়তো ভুল কচ্ছি—হয়তো ভুল কচ্ছি আমি। যে-ডালে বসে আছি হয়তো সে ডালই কাটছি নিজের অজান্তে। ইচ্ছে করলেই কি আর সব কিছু কেটে গুটিপোকার মতন বেরিয়ে যাওয়া যায়?

[সুধা আপন মনে হাসে। প্রবেশ করে মানিক।]

মানিক ॥ দিদিমণি, দাদাবাবু বলছেন না খেয়েই তিনি আপিসে যাবেন।

সুধা ॥ কেন?

মানিক ॥ তা তো কিছু বললেন না। শুধু বললেন, এ বেলা বাড়িতে খাবেন না।

সুধা ॥ অ!

[ভেতরে প্রস্থান।]

মানিক ॥ এত ক'রে পাঁচটা পদ রাঁধলাম। তা বাবুই যদি না খান এত তাড়াহুড়ো করার কী দরকার ছিল আমার! হয়তো কোথাও লাঞ্চ-ফাঞ্চ খাবেন। বাবুদের খাওয়াবার লোকের তো আর অভাব নেই। বারো মাসে কোথাও পাত পড়ে না শুধু আমাদেরই বরাতে…

[সুনীতি ও রমেনের প্রবেশ। সুনীতি দেখতে সুশ্রী, তবে রঙ মেখে মেখে মুখের কমনীয়তা নষ্ট হয়ে গেছে। চেহারায় কেমন রুক্ষতার ভাব।]

রমেন ॥ মানিক, বিজনদা আছেন?

মানিক ॥ আছেন।

রমেন ॥ একবার ডেকে দিবি?

মানিক ॥ এখন কথা বলার সময় হবে না তাঁর। তিনি আপিসে বেরুবেন।

রমেন ॥ তা জানি। তুই খবর দে। আমি এসেছি শুনলে…

মানিক ॥ তা হয় না। আপিসে বেরুবার মুখে কেউ এলে তিনি রাগ করেন।

সুনীতি ॥ তা রাগ করারই কথা। কিন্তু লক্ষ্মী মানিকটি আমার, একবারটি শুধু খবর দাও যে আমরা বড় বিপদে পড়ে এসেছি।

মানিক ॥ দিদিমণিও রাগ করবেন।

সুনীতি ॥ তা করে, তা করে—অসময়ে বিরক্ত করলে সবাই রাগ করে। কিন্তু বিপদ তো মানুষের সময় অসময় বুঝে আসে না। যাও লক্ষ্মী ভাইটি আমার।

মানিক ॥ তোমাদের আবদারই বেশি!

সুনীতি ॥ তা তো করবই। মানুষের কাছেই মানুষ আবদার করে—অমানুষের কাছে করে না।

রমেন ॥ সুনীতি, তুমি বসো। আমি বরং ভেতরে গিয়ে···

মানিক ॥ না, ভেতরে যেতে বারণ আছে।

রমেন ॥ বারণ! কে বারণ করেছে? বিজনদা?

মানিক ॥ না, দিদিমণি।

রমেন ॥ কে? সুধা?

মানিক ॥ হঁ্যা।

রমেন ॥ সুধার ঘরে ঢুকতেও নিষেধ!

সুনীতি ॥ মান-অভিমানের সময় নয়। [রমেনের হাত ধরে] চুপ ক'রে বসো দেখি।

রমেন ॥ না না, এতবড়ো অপমান আমার সহ্য হবে না, সুনীতি। [চিৎকার ক'রে] সুধা! সুধা!!

মানিক ॥ আঃ! কি কচ্ছেন দাদাভাই!

রমেন ॥ তুই থাম মানিক। [আবার চেঁচিয়ে] সুধা! সুধা!! সুধা!!!

[সুধার প্রবেশ।]

সুধা ॥ কী হয়েছে? অসময়ে এসে এভাবে চেঁচাচ্ছ কেন দাদা?

রমেন ॥ মানিক যা বললে তা সত্যি?

সুধা ॥ কী বলেছে মানিক?

সুনীতি ॥ [অনুনয় ক'রে] দিদি, কথা বাড়িও না। আমার হয়েছে মরণ। না পারছি ফেলতে, না পারছি গিলতে। আমরা মেয়েজাত—অনেক বিষ গিলতে হয় আমাদের।

সুধা ॥ মানিক, ভেতরে যা। বাবুর খাবার জায়গা কর গে।

মানিক ॥ দাদাবাবু খেয়ে যাবেন?

সুধা ॥ হঁ্যা।

[আনন্দে গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে মানিকের ভেতরে প্রস্থান ।]

সুনীতি, তোরা জানিস এটা ওঁর অফিসে বেরুবার সময়—আমি ব্যস্ত থাকি ।

সুনীতি ॥ জানি । কিন্তু এ-সময়ে না এলে তো দাদাবাবুকে ধরা যেত না ।

সুধা ॥ অফিসের সময় নষ্ট ক'রে উনি এখন তোদের সঙ্গে বসে কথা বলবেন । অন্য সময়ে আসিস ।

সুনীতি ॥ তা হয় না, দিদি । দু মিনিট হোক পাঁচ মিনিট হোক, সময় করতেই হবে দাদাবাবুকে । সমূহ বিপদ···

সুধা ॥ বিপদ ! বিপদ তো তোদের লেগেই আছে ।

সুনীতি ॥ আছে । কিন্তু এবার যে বিপদ তা থেকে উদ্ধার করতে পারেন একমাত্র দাদাবাবুই ।

সুধা ॥ সুনীতি, একটা লোককে আর কত দোহন করবি ? ভালো মানুষ পেয়ে তোরা...

সুনীতি ॥ দিদি, তুমি অমন ভাবে বলো না । জানো, তোমার দাদা একপা জেলে বাড়িয়ে আছে ?

সুধা ॥ যারা চলতে জানে না তাদের দু'পা জেলে গেলেও আমি বিস্মিত হবো না ।

রমেন ॥ সুধা !

সুধা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা । একটা লোক আর কত করবে ? শুধু আমার মুখের দিকে চেয়েই...না হলে যে নোংরা জীবন তোমার তাতে সে তোমার ছায়াও মাড়াত না ।

রমেন ॥ তুইও একথা বলছিস, সুধা !

সুধা ॥ বলছিনে, তুমি বলাচ্ছ । বৌদি হাসপাতালে মরতে চলেছে আর এদিকে তুমি...

সুনীতি ॥ [ব্যাকুলভাবে] দিদি, আঘাত করতে হয় পরে করো—আগে ওকে বাঁচাও···

সুধা ॥ ওকে বাঁচাতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। যে ইচ্ছে ক'রে মরণের পথে পা বাড়ায়—

রমেন ॥ [উত্তেজিত হয়ে] কী করেছি আমি, কী করেছি? সুনীতিকে ভালোবেসেছি। এমন ভালো কি আর কেউ কাউকে বাসে না! তুই কী করেছিস? আমার ভালোবাসা নর্দমার পচা জল—আর তোর ভালোবাসা স্বর্গের মন্দাকিনী ধারা! ফুলের মতো নিষ্পাপ তোর জীবন!

সুধা ॥ তুমি কি ব্ল্যাকমেল করতে এসেছ, দাদা?

রমেন ॥ তা করার ইচ্ছে থাকলে অনেকদিন আগেই করতে পারতাম। কারো সুখের পথে কাঁটা হতে চাইনে আমি। মরতে হয় নিজেই পুড়ে মরব—আর কাউকে পোড়াবার ইচ্ছে নেই আমার। বিনা স্বার্থে চলে সবাই!

সুধা ॥ [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] স্বার্থ! হ্যাঁ, আমার স্বার্থ আছে বই কি। কিন্তু সেই স্বার্থগুলোকে যদি আগুনে পুড়িয়ে মারতে পারতাম তবে আমি বাঁচতাম।

সুনীতি ॥ কার উপর রাগ কচ্ছ দিদি! ওর মাথার কি আর ঠিক আছে। ও এখন প্রায় উন্মাদ।

সুধা ॥ কিন্তু এই উন্মাদের জন্যে তোর নিজের জীবনটা কেন নষ্ট ক'রে দিচ্ছিস সুনীতি?

সুনীতি ॥ দিচ্ছি দিচ্ছি—কিন্তু কেন যে দিচ্ছি সেকথা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, সুধাদি। [দু চোখ ছলছলিয়ে ওঠে] বলেও আমি সেকথা বোঝাতে পারব না। ওকে ছাড়বার উপায় আমার নেই। যদি পারতাম তবে হয়তো আমিও বাঁচতাম, ও-ও বাঁচত।

সুধা ॥ জানি, তোর রোজগার পর্যন্ত খাচ্ছে।

সুনীতি ॥ তাতে ক্ষতি ছিল না যদি চলত। কিন্তু চলে না, সুধাদি, চলে না। আমার বয়স বেড়ে যাচ্ছে। এখন আর অভিনয়ের জন্যে

আগের মতো ডাক পড়ে না। দিলেও ক্ষেমাঘেন্না ক'রে ঝিয়ের পার্ট দেয়। আর যা করলে ভালো পার্ট পাওয়া যায়, আমি তা পারি নে…ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে আমি তা করতে পারি নে…

[কেঁদে ফেলে। সুধা নীরবে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কী ভাবে।]

সুধা ॥ যার জন্যে তুই এত করিস সে কি তার মূল্য তোকে দেয় ?

সুনীতি ॥ দিদি, আমি নটীর মেয়ে—বস্তিতে মানুষ। সেখানে লাভ-লোকসানের হিসেব আছে জানি…কিন্তু আমি যে তা পারি নে। মা বুড়ী, ছোট দুটো ভাইবোন…চলে না আমার…তবু আমি পারি নে…তোমার দাদার মুখের দিকে চেয়ে আমি সব কিছু করতে পারি নে…[আবার কান্না]

সুধা ॥ দাদা, তুমি নিজেও মরেছ, এটাকেও মেরেছ। সত্যি তোমার জন্যে করুণা হয়।

[রমেন অবশ দেহে কৌচে একটা হাতলে বসে ও উদাস দৃষ্টিতে লক্ষ্যহীনের মতো চেয়ে থাকে।]

সুনীতি ॥ জানো দিদি, তোমার দাদার যত দোষই থাক, ও একজন শিল্পী। আমি দেখেছি মদ খেয়ে ওর পা টলে…কিন্তু মঞ্চে যখন গিয়ে দাঁড়ায় তখন ও একটা আলাদা মানুষ হয়ে যায়। ওর অভিনয় দেখতে দেখতে আমি নিজের অভিনয় ভুলে যাই। আমাকে ও যেমন ক'রে অভিনয় শিখিয়েছে তেমন ক'রে আর কেউ শেখায় নি।

রমেন ॥ [আত্মপ্রসাদের ভাব] কিন্তু এখনো কিছুই শেখা হয় নি। আরো অনেক শিখতে হবে।

সুধা ॥ হবে বই কি! তোমার পাল্লায় যখন পড়েছে, দাদা, তখন আরো অনেক কিছু শিখিয়ে ছাড়বে। সবে তো শুরু। নিজের জীবনটাকেই একেবারে নাটক ক'রে তুলেছ দাদা।

[মানিকের প্রবেশ ।]

মানিক ॥ [সুধাকে] দাদাবাবু আপনাকে ডাকছেন।

সুধা ॥ তাঁর খাওয়া হয়েছে ?

মানিক ॥ হ্যাঁ।

সুধা ॥ যাচ্ছি বল গে।

[মানিকের প্রস্থান।]

সুনীতি, এখন তোরা যা। কথা বলতে গেলে অফিসের দেরি হয়ে যাবে ও'র। সন্ধের দিকে বরং আসিস।

সুনীতি ॥ [সুধার হাত দুটো ধরে] দোহাই তোমার, দিদি, আমার কথা রাখো। ওবেলা এলে হবে না। এখনি দরকার।

সুধা ॥ বেশ, তা হলে বল।

সুনীতি ॥ না না, তোমাকে বললে হবে না।

সুধা ॥ [রেগে গিয়ে] সুনীতি, আমার সঙ্গেও চালাকি ! নাটক ক'রে ক'রে নাটুকেপনা আর ছাড়তে পারিস নে···না ?

সুনীতি ॥ [কাঁদকাঁদ হয়ে] আমাকে ভুল বুঝো না দিদি, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমারই ভালোর জন্যে তোমাকে বলব না। তোমাকে দিয়ে দাদাবাবুকে যদি বলাই, তিনি মনে করবেন তোমার ওপর আমরা চাপ দিচ্ছি।

সুধা ॥ না ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাবার ইচ্ছে ?

সুনীতি ॥ না না না, অতখানি নিচে নামিয়ে তুমি আমাকে ভেব না সুধাদি। তুমিই ভেবে দেখো, বিপদে পড়ে যার কাছে এসেছি সরাসরি তাকেই কথাটা বলা ভালো নয় কি ? না হলে তিনি তোমাকে ভুল বুঝতে পারেন।

সুধা ॥ সুনীতি, যেদিন থেকে তিনি আমাকে ভুল বুঝবেন, জানবি সেদিন থেকে আমার এখানকার পাটও উঠবে।

সুনীতি ॥ তবে খুলেই বলি। তোমার দাদা বিল-কালেকশনের টাকা খরচ করে বসেছে।

সুধা ॥ অ্যাঁ! কত টাকা?

সুনীতি ॥ দু'শ চল্লিশ।

সুধা ॥ একেবারে জাহান্নমে গেছ দাদা!

সুনীতি ॥ আমাকে আগে কিছুই বলে নি।

রমেন ॥ বললেই বা কী হতো! সংসার চলত কী দিয়ে?

সুনীতি ॥ আমি আরো খাটতাম।

রমেন ॥ নিজের দেহটার দিকে চেয়ে দেখেছ? হাসপাতালে আবার আর একটা সীটের জন্যে ছুটতে হতো।

সুনীতি ॥ না হয় মরতাম। এখন যে আমার কপাল কুটে মরতে ইচ্ছে করে।

রমেন ॥ মরতে পারো ..কিন্তু এক ফেঁাটা রক্তও বেরুবে না।

সুনীতি ॥ এমন লোক নিয়ে পারে, দিদি! এখন কী করি? কোথায় যাই? হাতে আমার দশটা টাকাও নেই। আজ বেলা পাঁচটার মধ্যে ওর আপিসে টাকা জমা না দিলে হাতে হাতকড়া পড়বে।

সুধা ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] তাই পড়ুক। যেমন কর্ম তেমন ফল।

সুনীতি ॥ না না, দিদি, এমন কথা তুমি বলো না। হাজার হোক, তোমার মায়ের পেটের ভাই। আমি কে? আমি উড়ে এসে পড়া একটা মেয়ে বই তো নয়। রাগের মাথায় আজ যদি তুমি খালি হাতে ফিরিয়ে দাও পরে তোমাকে কাঁদতে হবে। তোমার বৌদির কথা একবার ভাবো। তিনি যদি শুনতে পান···

সুধা ॥ তাঁর কথা থাক।

সুনীতি ॥ তোমার দুটো পায়ে পড়ি, দিদি। এ যাত্রা তুমি ওকে রক্ষা করো।

সুধা ॥ সুনীতি, তোদের অভাব থাকে আমি মেটাতে পারি। [রমেনের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে] কিন্তু মদের টাকা যোগাবার সামর্থ্য থাকলেও ইচ্ছে আমার নেই।

[সুধা প্রস্থানোদ্যত হয়। সুনীতি তার দুটো পা জড়িয়ে ধরে।]

সুনীতি ॥ দিদি, তোমার দাদার অপরাধে আমাকে শাস্তি দেবে কেন? আমি তো তোমার কাছে কোনো অপরাধ করি নি। একবার ভেবে দেখো, আমার চোখের সামনে পুলিশ এসে যদি ওর হাতে হাত-কড়া পরায়—আর না হলে পুলিশের ভয়ে ও যদি ফেরার হয়, আমি তা সহ্য করব কেমন করে?

সুধা ॥ [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] দাদা, হতভাগা হলেও বলব তুমি ভাগ্যবান।

[সুনীতিকে ধরে তোলে।]

সুনীতি ॥ দিদি, তুমি দাদাবাবুকে বলো। তিনি এমনি রাজী না হোন, আমার হাতের এই বালাজোড়া রেখে তিনি টাকা দিন। এই আমার শেষ সম্বল। মাসে মাসে শো-এর টাকা থেকে বাঁচিয়ে আমি যে ভাবে পারি শোধ করব।

সুধা ॥ দাঁড়া, দেখছি।···অপমানের ক্ষতচিহ্নে আমার সারাটা অঙ্গ ভরে যাবে।

[ঘুরে গমনোদ্যত হতেই দেখে বিজন শার্ট ও প্যাণ্টপরা অবস্থায় সামনে দাঁড়িয়ে। সুধা লজ্জায় মাথা হেঁট করে।]

বিজন ॥ কী হয়েছে?

সুধা ॥ এখানে নয়। ওঘরে চলো।

[সুধা ও বিজনের ভেতরে প্রস্থান। সুনীতি উদ্বিগ্নভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করে। তারপর একটা কৌচে বসে।]

সুনীতি ॥ [রমেনকে] যদি কিছু বলতে হয় আমিই বলব। তোমার কিছু বলার দরকার নেই।

রমেন ॥ সুধা আমাকে মনে মনে ঘৃণা করে।

সুনীতি ॥ ঘৃণার কাজ না করলেই পারো।

রমেন ॥ তুমিও বলছ এ কথা।

সুনীতি ॥ হ্যাঁ, বলছি। কতদিন বলেছি মদ ছেড়ে দাও।

রমেন ॥ মদ তো বিজনদাও খায়।

সুনীতি ॥ মদ খাওয়ার মতো রোজগারও তিনি করেন।

রমেন ॥ আমি রোজগার করতে পারি নে, এই তো? কিন্তু কী করব বলো। আমার অভিনয় দেখে প্রশংসা লোকের মুখে ধরে না; কিন্তু দশটা টাকাও কি কেউ দেয়? নিতে হলে হাত পেতে ভিক্ষের মতো চেয়ে নিতে হয়!

সুনীতি ॥ আমাদের দেশে শিল্পীর কদর নেই।

রমেন ॥ প্রশংসা শুনে শুনে খালি পেটটা যখন মোচড় দিয়ে ওঠে তখন মদ খেয়ে সেই বেদনাকে চাপা দিই। আমি শৌখিন—তাই আমার কোনো দাম নেই! কিন্তু শখ না থাকলে কেউ কখনো অভিনয় করতে পারে? আমি আলু-পটলওয়ালারও অধম। সবাই আমাকে করুণার দৃষ্টিতে দেখে!

সুনীতি ॥ চুপ করো।

রমেন ॥ [উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে] না, না, সুনীতি, সব সময় আমি চুপ ক'রে থাকতে পারি নে। কথাগুলো মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরে। যা থাকে কালির আখরে বইয়ের ভাষায়—কত দরদ দিয়ে, কত ভাবনা দিয়ে, কত রঙে রসে তাকে আমরা জীবন্ত ক'রে তুলি। তাতে কি মগজ লাগে না? কিন্তু সেই মগজের দাম দেয় কে? [উত্তেজিত ভাবে পায়চারি করতে করতে] সময় সময় কী মনে হয় জানো? জীবনটা যেন শিশুর হাতের একটা লাট্টু—ঘুরে ঘুরে সবাইকে দিই আনন্দ—কিন্তু নিজের গলায় পরি ফাঁস…

[দু কাপ চা ও বিস্কুট নিয়ে মানিকের প্রবেশ। টিপয়ের ওপর তা রেখে দেয়।]

মানিক ॥ একটু দেরি হয়ে গেল। বাবুকে খেতে দিয়ে তবে চা বানাতে হলো।

সুনীতি ॥ বাবু বেরিয়ে গেছেন নাকি ?

মানিক ॥ [হেসে] না না, পেছনের দরজা দিয়ে বেরুবার অভ্যেস বাবুর নেই ।

রমেন ॥ মানিক বেশ রস ক'রে কথা বলতে পারে ।

[রমেন ও সুনীতি চা-বিস্কুট খেতে থাকে ।]

মানিক ॥ আমি আর কী রস করতে পারি, দাদাভাই ! সেদিন আপনার যা অ্যাক্টো দেখলাম…

রমেন ॥ অ্যাক্টিং করবি তুই ?

মানিক ॥ [সলজ্জভাবে] কী যে বলেন ! আমি কি তেমন লেখাপড়া জানি !

রমেন ॥ তোর বুঝি ধারণা লেখাপড়া জানলেই বড়ো অ্যাক্টর হওয়া যায় ? তা হলে তো বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো বড়ো পণ্ডিতরা সবাই অ্যাক্টর হতেন রে । তা নয় তা নয়—অ্যাক্টর জন্মায়, বুঝলি অ্যাক্টর জন্মায় ।

মানিক ॥ জানেন দাদাভাই, আমারও মাঝে মাঝে অ্যাক্টো করতে ইচ্ছে করে । কিন্তু হেঁশেল ঠেলবে কে ?

রমেন ॥ হেঁশেলও ঠেলবি, অ্যাক্টিংও করবি ।

মানিক ॥ তা কি হয় !

রমেন ॥ কেন হবে না ! হেঁশেলে হবি রাঁধুনি, স্টেজে হবি রাজা ।

মানিক ॥ [হাসতে হাসতে] দাদাভাইর কথা শোনো !

রমেন ॥ হাসির কথা নয় । আমরা তো সবাই তাই সাজি । রাজপোশাকটা ছেড়েই গায়ে চড়াই ছেঁড়া জামা আর মুখের রঙ প্রুছলেই বেরিয়ে পড়ে চোখের কোণে কালি ।

সুধা ॥ [নেপথ্যে] মানিক !

মানিক ॥ [চড়া গলায়] যাই দিদিমণি । [রমেনকে] বুঝলেন তো অ্যাক্টো কাকে বলে !

[দ্রুতপদে ভেতরে প্রস্থান ।]

রমেন ॥ হোঃ হোঃ হোঃ ! [উচ্চহাসি]

[হাসির দমকে কাপের খানিকটা চা রমেনের জামায় পড়ে যায়। রমেন হাত দিয়ে তা ঝাড়তে থাকে। প্রবেশ করে বিজন। তার পরনে শার্ট ও প্যাণ্ট। পায়ে স্যাণ্ডেল।]

বিজন ॥ রমেনবাবু, আপনাদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। উপায় ছিল না। অফিসে বেরুবার জন্যে প্রস্তুত হতে হলো।

রমেন ॥ অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম।

বিজন ॥ কী করা যাবে। আমার অসময় তো বটেই—কিন্তু আপনার দুঃসময়--

সুনীতি ॥ [কাঁদকাঁদ হয়ে] দাদাবাবু !

বিজন ॥ সুধার মুখে আমি সব শুনেছি। বিহিত একটা করতে হবেই।

সুনীতি ॥ আপনি ছাড়া এই বিপদে দেখার আর কেউ নেই। [কান্না]

বিজন ॥ কাঁদছেন কেন ? বিপদে মানুষই মানুষকে দেখে। আপনার কোম্পানির নামটা যেন কী, রমেনবাবু ?

রমেন ॥ লাহিড়ী ব্রাদার্স।

বিজন ॥ দাঁড়ান, লিখে নিচ্ছি।

[বুক পকেট থেকে নোট বই বার করে এবং কোম্পানির নাম লিখে নেয়।]

কাকে ফোন করতে হবে ?

রমেন ॥ বিমলেন্দু লাহিড়ীকে।

বিজন ॥ তিনি কে ?

রমেন ॥ ম্যানেজিং ডিরেক্টর।

বিজন ॥ কখন আসেন তিনি অফিসে ?

রমেন ॥ কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। একটা থেকে দুটো লাঞ্চের টাইম।

[বিজন তার নোট বইয়ে সব লিখে নেয়।]

বিজন ॥ ফোন নম্বরটা মনে আছে ?

রমেন ॥ না।

সুনীতি ॥ আমার ডায়েরিতে বোধ হয় লেখা আছে।

[সুনীতি তার ব্যাগটা খুলতে যায়।]

বিজন ॥ থাক থাক, দরকার হবে না। ফোন গাইড দেখে নেব। আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা কচ্ছি। ঠিক দুটোর সময় রমেনবাবু আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করবেন। এখন আসতে পারেন। আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে।

[জুতো বুরুশ করতে করতে সুধা পেছনের দরজায় উপস্থিত।]

সুনীতি ॥ [কাঁদতে কাঁদতে বিজনের পা দুটো জড়িয়ে ধরে] দাদাবাবু, আপনি ওকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—

বিজন ॥ আঃ! ছাড়ুন ছাড়ুন। দেখুন, এই হাতেধরা পায়েপড়া—এগুলো আমার ভালো লাগে না। আমি যখন কথা দিচ্ছি তখন নিশ্চিন্ত থাকুন।

[সুনীতি উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখের জল মুছতে থাকে।]

রমেন ॥ [প্রণামের ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে] পায়ের ধুলো দিন বিজনদা, পায়ের ধুলো দিন।

বিজন ॥ [পেছনে সরে গিয়ে] এও একটা নাটকীয় দৃশ্য নাকি ?

রমেন ॥ নাটক! হ্যাঁ, নাটকই বটে।

[সুধা বিজনের দিকে এগিয়ে আসে এবং জুতো-জোড়া তার পায়ের কাছে রাখে।]

সুধা ॥ অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।

সুনীতি ॥ দিদি, আর জন্মে সত্যি তুমি আমার মায়ের পেটের বোন ছিলে।

সুধা ॥ [হেসে] আর এ জন্মে ?

সুনীতি ॥ [সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে] তা প্রকাশ করতে পারব না ।

রমেন ॥ সুধা, তুই ছোট নোস—ছোট নোস, তুই আমার বড়ো বোন ।

সুধা ॥ এখন যাও দাদা । তোমরা থাকলেই ওঁর বেরুতে দেরি হয়ে যাবে । [হাতে একটা দশ টাকার নোট দিয়ে] ট্রাম-বাসের ভাড়া । ঘোরাঘুরি করতে হবে তো ।

রমেন ॥ [আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে] সুধা ! সুধা !!

সুধা ॥ যাও, এখন যাও । বাড়ি যাবে, স্নান করবে, খাবে, তবে তো ঠিক সময়ে অফিসে এসে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবে । যাও দাদা, যাও—আর পাগলামি ক'রো না । এবার থেকে লক্ষ্মীটির মতো চলতে শেখো ।

[রমেনের চোখে জল দেখা দেয় । রুদ্ধ আবেগে তার কণ্ঠদেশ ও অধরোষ্ঠ কাঁপতে থাকে ।]

সুনীতি ॥ চলো ।

[রমেনের হাত ধরে সুনীতি বেরিয়ে যায় । সুধা পলকহীন দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ সেদিকে চেয়ে থাকে । তার চোখের কোণও ভিজে ওঠে । বিজনের বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে ভেতরে চলে যায় । বিজন একটা কৌচে বসে জুতোর ফিতে ঠিক করতে থাকে । বিজনের কোট, নেকটাই ও মোজা নিয়ে সুধার পুনঃপ্রবেশ । মোজা জোড়া বিজনের হাতে দিয়ে কোট ও নেকটাই হাতে সুধা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে । বিজন একটা মোজা পায়ে পরে ।]

সুধা ॥ উল্টো মোজা পরলে যে

[কোট আর নেকটাইটা কৌচের হেলানে রেখে এগিয়ে যায় ও মোজা উল্টিয়ে বিজনের পায়ে পরিয়ে দেয় ।]

পারো কেবল অফিসের ফাইল ঘাটতে ।

বিজন ॥ [হেসে] যা বলেছ।

সুধা ॥ নাও, জুতো পরো।

বিজন ॥ দাও না পরিয়ে।

সুধা ॥ না বাবা, তোমার ওই পা নিয়ে আমি টানাটানি করতে পারি নে। পরো—আমি ফিতে বেঁধে দিচ্ছি।

[বিজন জুতো পরে ও সুধা ফিতে বাঁধতে আরম্ভ করে।]

বিজন ॥ এমন যত্ন আমাকে কেউ কোনোদিন করে নি।

সুধা ॥ করার ছিলই বা কে!

বিজন ॥ আমি ভাবতেই পারি নি, সুধা, যে তোমার মতো লেখাপড়া জানা মেয়ে···

সুধা ॥ কী ক'রে এত সেবাযত্ন করতে পারে?

বিজন ॥ ঠিক তাই।

সুধা ॥ লেখাপড়া শিখলেও মেয়েরা মেয়েই থাকে। এটা তাদের স্বধর্ম। নাও, ওঠো।

বিজন ॥ [সুধার হাত ধরে] সুধা!

সুধা ॥ দেরি হয়ে যাবে যে!

বিজন ॥ তা হোক। সামান্য দেরিতে কিছু হবে না।

[বিজন অন্য হাতে সুধার মাথাটা টানে। সুধা বিজনের হাঁটুতে মাথা পেতে দেয়। বিজন সুধার চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে থাকে। বিজনের পোর্টফোলিও নিয়ে ঢোকে মানিক। বিজন ও সুধাকে এ অবস্থায় দেখে সে লজ্জায় জিভ কাটে ও পুনরায় ভেতরে চলে যায়। সুধার কপালে হাত দিয়ে ঠেলে বিজন ইশারা করে। সুধা ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। বিজনও উঠে পড়ে। গলার ও হাতের বোতাম ঠিক আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর গলার কৃত্রিম খাঁকরি দেয়। সুধা তার

মুখের দিকে তাকায়। বিজন চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দেয় দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে মানিক।]

সুধা ॥ অ! [ব্যস্তসমস্তভাবে] মানিক!

[বিজন নেকটাইটা পরে। মানিক প্রবেশ করে।]

মানিক ॥ ব্যাগটা নিয়ে এসেছি। তাড়াহুড়োর মধ্যে দাদাবাবু যদি ভুল ক'রে ফেলে রেখে যান।

সুধা ॥ ভালো করেছিস। রাখ।

[মানিক ব্যাগটা একটা কোচে রাখে। তারপর চায়ের কাপ-ডিশ ও জুতোর বুরুশটা নিয়ে চলে যায়।]

বিজন ॥ মানিক খুব চৌকস।

সুধা ॥ না হলে তোমার এখানে মানাবে কেন!

[সুধা বিজনকে কোট পরিয়ে দেয়।]

যাও, আর দেরি ক'রো না।

বিজন ॥ হ্যাঁ, দেরি করলে মুশকিল হবে। তোমার দাদার কেসটার জন্যে আবার আমাকেই যেতে হবে কি না ঠিক কী।

সুধা ॥ [গম্ভীর গলায়] তুমি নিজেই মিটিয়ে দিও। দাদার হাতে টাকা দিও না।

বিজন ॥ বটে!

[সুধা পোর্টফোলিওটা বিজনের হাতে তুলে দেয়।]

সুধা ॥ আজ ক্লাবে যাবে না। অফিস থেকে সোজা বাড়িতে চলে আসবে।

বিজন ॥ [হেসে] যদি দেরি হয়?

সুধা ॥ আশ্চর্য! তুমি এসে খবর না দেওয়া পর্যন্ত কিরকম উদ্বেগের মধ্যে আমার কাটবে তুমি বোঝ না!

বিজন ॥ তবে যে বলেছিলে দাদার ফাটক খাটাই ভালো ?

সুধা ॥ যাও, সবকিছু নিয়ে ঠাট্টা ভালো লাগে না।

বিজন ॥ [সুধার চিবুক ধরে] রাগ ক'রো না। সোজাই বাড়িতে আসব আর যদি পারি আগেই আসব।

[বিজন বেরিয়ে যায়। সুধা কিছুদূর পর্যন্ত তাকে অনুসরণ করে এবং পরক্ষণেই ফিরে আসে। তাকে দেখা যায় আঙুলের পিঠ দিয়ে ঠোঁট দুটো মুছতে। একটা কলম হাতে মানিকের প্রবেশ।]

মানিক ॥ [ঘরে বিজনকে না দেখে] এই রে! দাদাবাবু কলমটা ফেলে রেখেই চলে গেলেন !

সুধা ॥ ওটা নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দে। অফিসে কলম আছে।

মানিক ॥ থাকলই বা। বুক পকেটে কলম রাখার অভ্যেস দাদাবাবুর। বার বার বুক পকেটে হাত দেবেন আর ভাববেন কলমটা বুঝি হারিয়েই গেল।

[মানিক গমনোদ্যত হয়।]

সুধা ॥ আচ্ছা মানিক, তুই মানুষের মনের এত খবর রাখিস কেমন ক'রে বল তো ?

মানিক ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে] কই আর রাখতে পারি। দেখেশুনে একটা আন্দাজ ক'রে নিই।

সুধা ॥ বল তো, আমি এখন কী ভাবছি ?

মানিক ॥ ভাবছেন দাদাভাইয়ের কথা।

সুধা ॥ মোট্টেও না। আমি তাদের কথা একটুও ভাবি নে।

মানিক ॥ আপনি সবার কথাই ভাবেন।

সুধা ॥ [বিষণ্ণ কণ্ঠে] সেইজন্যেই আমার এত যন্ত্রণা! কারো কথাই যদি আমাকে ভাবতে না হতো—

মানিক ॥ না ভেবে আপনি থাকতেই পারবেন না।

সুধা ॥ [উত্তেজিত ভাবে] কেন পারব না ? কেন সবার জন্যে ভাবতে হবে আমাকে ? আমার জন্যে কে কী করেছে যে বার বার হাত পেতে আমাকে এভাবে ছোট হতে হবে ?

মানিক ॥ কে ছোট ভাববে আপনাকে ! দাদাবাবু ? কখ্খনো না ।

সুধা ॥ কিন্তু আমি তো নিজের কাছে নিজে ছোট হয়ে যাই ।

মানিক ॥ যার মন বড়ো সে কখনো ছোট হয় না । আমি তো জানি আপনাকে । আপনার মামার বাড়িতে সাত দিন জ্বরে পড়ে রইলাম । আপনার মামাবাবু এসে একদিন উঁকি মেরেও দেখলেন না । কিন্তু আপনি মায়ের মতন আমাকে সেবাশুশ্রূষা করলেন । আমি কি সে-কথা জীবনে ভুলব !

সুধা ॥ একটা নতুন ফ্ল্যাট কোথাও খুঁজে বার করতে পারিস ? আমি আর থাকব না এখানে ।

মানিক ॥ কেন, ফ্ল্যাটটা খারাপ নাকি ?

সুধা ॥ এখানে আর ভালো লাগছে না আমার । এমন জায়গায় আমি থাকতে চাই যেখানে কেউ খুঁজে ঠিকানা পাবে না আমার ।

মানিক ॥ যারা খোঁজবার তারা ঠিক খুঁজে বার করবে ।

সুধা ॥ না না, কাউকে ঠিকানা দেব না আমি । চোখে না দেখলে কানে না শুনলে কারো জন্যেই ভাবতে হবে না আমাকে । সেখানে শুধু তুই, আমি—আর তোর দাদাবাবু—

পূর্ণেন্দু ॥ [নেপথ্যে] বিজনবাবু আছেন ?

সুধা ॥ দ্যাখ তো কে ডাকছেন । বলে দে—বাড়িতে নেই ।

[সুধা ভেতরে চলে যায় । মানিক দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই সামনে এসে দাঁড়ান পূর্ণেন্দুবাবু ।]

পূর্ণেন্দু ॥ আরে মানিক, তুই !

মানিক ॥ অবাক হবার কি আছে ।

পূর্ণেন্দু ॥ অবাক হইনি, অবাক হইনি—বরং খুশিই হয়েছি। ভালোই হলো। বিজনবাবু আছেন?

মানিক ॥ না।

[শুনে খুশি হন পূর্ণেন্দুবাবু।]

পূর্ণেন্দু ॥ [মনের ভাব গোপন ক'রে] থাকলেই ভালো হতো। তা যাক, তোর দিদিমণি আছেন তো?

মানিক ॥ তাকে দিয়ে কী দরকার আপনার?

পূর্ণেন্দু ॥ দরকার আমায় নয়; দরকার তারই।

মানিক ॥ এ বাড়ির ঠিকানা আপনি পেলেন কেমন ক'রে?

পূর্ণেন্দু ॥ এই দ্যাখো! ঠিকানা বার করাটা এমন কী কঠিন কাজ! বিজনবাবু একজন বড়ো অফিসার—তাঁর অফিসে কত লোক কাজ করে।

মানিক ॥ মতলবটা কী আপনার?

পূর্ণেন্দু ॥ আরেঃ! তুই এমন মারমুখো হয়ে উঠলি কেন? তুই ভাবছিস হরিশরণবাবু পাঠিয়েছেন আমাকে? আরে রামঃ। তিনি তোদের কোনো খবরই রাখেন না। আমি তাঁকে কতদিন জিগ্যেস করেছি তোদের ঠিকানা। নাম শুনলেই তিনি রেগে ওঠেন—বলেন, কী জানি, গেছে কোন চুলোয়! তাঁর কথা ছেড়ে দে। তোর দিদিমণিকে ডেকে দে না একবার।

মানিক ॥ আসুন, বসুন।

[পূর্ণেন্দুবাবু ভেতরে ঢুকে একটা কৌচে বসেন। মানিক ভেতরে চলে যায়। পূর্ণেন্দুবাবু চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঘরের আসবাবপত্র দেখতে থাকেন। মানিকের পুনঃপ্রবেশ।]

মানিক ॥ দিদিমণি জানতে চাইলেন, আপনার কী দরকার।

পূর্ণেন্দু ॥ তাকে বুঝিয়ে বল যে দরকার তারই। আমার নিজের গরজে আমি

আসি নি। তারই প্রয়োজনে আমাকে আসতে হয়েছে। যেজন্যে এসেছি সে কথাটা তাকেই বলা দরকার, তোকে নয়। অবশ্য বিজনবাবু থাকলে ভালোই হতো।

মানিক ॥ তিনি থাকলে তো আমাকেও কিছু বলতে হতো না।

পূর্ণেন্দু ॥ তুই কি তাঁর প্রতিনিধি?

মানিক ॥ না, তার চাকর।

পূর্ণেন্দু ॥ তবে তোর এত মাথাব্যথা কেন?

মানিক ॥ মাথা নেই—তাই মাথাব্যথা। যেমন আপনার—

পূর্ণেন্দু ॥ [রেগে গিয়ে] এত বড়ো বেয়াদব হয়েছিস তুই!

মানিক ॥ চাকর আবার আদবকায়দা জানে কবে?

পূর্ণেন্দু ॥ তোকে তো চাকর বলে মনে হচ্ছে না—মনে হচ্ছে তুই-ই এ বাড়ির মনিব।

মানিক ॥ যেভাবে চোখ রাঙাচ্ছেন তাতে মনে হচ্ছে বুঝি আমি আপনারই চাকর!

পূর্ণেন্দু ॥ [উত্তেজিত ভাবে] রাঙাব না! নিশ্চয়ই রাঙাব। বেয়াদবি আমি সহ্য করতে পারি নে।

[সুধার প্রবেশ।]

সুধা ॥ মানিক, ভেতরে যা।

[পূর্ণেন্দুর দিকে একবার কটমট ক'রে তাকিয়ে মানিকের ভেতরে প্রস্থান।]

পূর্ণেন্দু ॥ এই যে মা, এসেছ। ব'সো। ব'সো তোমার সঙ্গে কথা আছে। ভালো আছ তো?

সুধা ॥ হ্যাঁ।

পূর্ণেন্দু ॥ ভালো ভালো, ভালো থাকলেই ভালো। তোমাকে একটু বসে কথা শুনতে হবে। যে খবর নিয়ে এসেছি তা তোমার মন

দিয়ে শোনা দরকার। খবরটা পাওয়া অবধি যে বেদনা বোধ করছি—

সুধা ॥ [উদ্বিগ্ন কণ্ঠে] কী খবর ?

পূর্ণেন্দু ॥ না, কোনো দুঃসংবাদ নয়। তবে তোমার দিক থেকে বিচার করলে খুব সুসংবাদও নয়। তুমি ব'সো।

[সুধা বিপরীত দিকের কৌচে বসে।]

[ইতস্তত ভাবে] কথা হলো কী মা—তুমি যেভাবে আছ, এসে তা দেখে খুশিই হয়েছি। বিজনবাবু তোমাকে সুখেই রেখেছেন। আর তা'রাখবেনই বা না কেন ? মোটা মাইনে পান, তার ওপরেও এদিক-সেদিক থেকে কামান। তোমাকে সচ্ছল অবস্থায়ই রাখা স্বাভাবিক। কিন্তু এটা যদি স্থায়ী হতো, মা—

সুধা ॥ আপনি কী বলছেন !

পূর্ণেন্দু ॥ তোমার কোন দোষ নেই, মা। এমন একজন উচ্চশিক্ষিত পদস্থ সরকারী কর্মচারী—রূপে গুণে কোনদিকেই খাটো নন। তাঁর প্রতি আকর্ষণ হওয়াই স্বাভাবিক। নির্বাচনে তুমি ভুল করেছ এমন কথা বলব না। কিন্তু গোড়ায় যে গলদ, মা—

সুধা ॥ [ব্যগ্র কণ্ঠে] কী বলছেন আপনি ? খুলে বলুন।

পূর্ণেন্দু ॥ কী আর বলব, মা! তুমি কি জানো তিনি বিবাহিত ?

সুধা ॥ হতেই পারে না। অসম্ভব। মিথ্যে কথা।

পূর্ণেন্দু ॥ খবরটা মিথ্যে হলেই খুশি হতাম, মা। হরিশরণবাবুর আশ্রয় ছেড়ে যেদিন তুমি বিজনবাবুর সঙ্গে চলে এলে, শুনে ভাবলাম ভালোই হলো—মেয়েটার একটা হিল্লে হলো। মনে মনে সেদিন তোমাদের আশীর্বাদ করেছিলাম—বলেছিলাম তোমাদের দুজনের জীবন সুখের হোক। কিন্তু আমার সে আশা যে এভাবে ভেঙে যাবে—

সুধা ॥ আপনি যে মিথ্যে কথা বলছেন না তার প্রমাণ ?

পূর্ণেন্দু ॥ মিথ্যে কথা বলার জন্যে এতটা পথ বয়ে আসি নি। এসেছি তোমারই

ভালোর জন্যে। প্রমাণ আমাকে দিতে হবে না, প্রমাণ এসে হাজির হবে সশরীরে। দুচারদিনের মধ্যেই বিজনবাবুর স্ত্রী তাঁর দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে আসছেন কলকাতায় সিমলা থেকে।

সুধা ॥ সিমলা থেকে!

পূর্ণেন্দু ॥ হ্যাঁ। কলকাতায় বাড়িভাড়া পাওয়া যাবে না বলে বিজনবাবু তাঁর পরিবার নিয়ে আসেন নি—সিমলায় রেখে এসেছিলেন তাঁর শ্বশুরের কাছে। আমার ধারণা, খবরটা পৌঁছিয়েছে বিজনবাবুর অফিসেরই কেউ।

সুধা ॥ আপনি জানলেন কেমন ক'রে?

পূর্ণেন্দু ॥ ভ্যাখো মা, এসব খবর চাপা থাকে না—একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়েই।

[পকেট থেকে খামে ভরা একটি চিঠি সুধার হাতে দেন। চিঠিটা খুলে সুধা পড়তে আরম্ভ করে ও তার হাত দুটো কাঁপতে থাকে।]

কলকাতায় এসে পড়লেই একটা অনর্থের সৃষ্টি হবে। তুমি পড়বে বিপদে। তাই ভাবলাম সময় থাকতে তোমাকে হুঁশিয়ার ক'রে দেওয়াই ভালো। ভেবেচিন্তে একটা পথ বাতলে নিতে পারবে। আমার হোমের সুপারিন্টেনডেন্ট পদ এখনো খালি আছে। তোমার যদি অমত না থাকে—

সুধা ॥ [উত্তেজিত ভাবে] আপনি যান—

পূর্ণেন্দু ॥ আমার ওপর রাগ কচ্ছ খামকাই। তোমারই ভালোর জন্যেই—

সুধা ॥ [ক্রুদ্ধভাবে] আমার ভালো আর আপনাকে করতে হবে না। আপনি যান—

পূর্ণেন্দু ॥ আচ্ছা আচ্ছা, যাচ্ছি।

[উঠে দুএক পা গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ান।]

তুমি শান্ত মনে আমার প্রস্তাবটা বিবেচনা ক'রে দেখো।

[সুধা তাঁর দিকে কটমট ক'রে তাকায়। পূর্ণেন্দুবাবু খানিকটা অপ্রস্তুত হন। তারপর একপা দু'পা ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে বেরিয়ে যান। যাবার সময় তাঁর মুখে হাসি। সুধা আবার চিঠিটা উল্টেপাল্টে পড়ে দু' হাঁটুতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

তৃতীয় অধ্যায়

[দু' মাস পরে। পূর্ব দৃশ্যপট। ঘরের সেই উজ্জলতা আর নেই। পর্দাগুলো অন্য রঙের—বিবর্ণ। সারা ঘরটায় যেন একটু অগোছালো ভাব—ম্লান আলো। দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ বদনে সুধা কৌচে উপবিষ্ট। খানিকক্ষণ বাদে সুধা দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে দু' একবার পায়চারি করে। তারপর একটা চিঠি লেখে।]

সুধা ॥ [হাঁক দিয়ে] মানিক, মানিক।

মানিক ॥ [নেপথ্যে] যাই, দিদিমণি।

[গুনগুনিয়ে সিনেমার গান করতে করতে মানিকের প্রবেশ।]

সুধা ॥ তোর দাদাবাবুকে এই চিঠিটা দিয়ে আসবি।

মানিক ॥ কোথায় পাব এখন তাঁকে ?

সুধা ॥ রাত আটটা। ক্লাবেই থাকার কথা।

মানিক ॥ যদি ক্লাবে না পাই ?

সুধা ॥ পাবি। সাড়ে আটটা পর্যন্ত তিনি ক্লাবেই থাকেন।

মানিক ॥ আচ্ছা। আর কিছু বলার আছে ?

সুধা ॥ না। যা বলার চিঠিতেই লিখে দিয়েছি। ফিরতে দেরি করিস নে যেন।

মানিক ॥ না॥ যাব আর আসব।

সুধা ॥ হ্যাঁ, শোন। …মা সারাদিন না খেয়ে আছেন। ফেরবার পথে দোকান থেকে মার জন্যে খাবার কিনে আনবি।

মানিক ॥ আনব।

সুধা ॥ টেবিলের ড্রয়ারে দুটো টাকা আছে। নিয়ে যা।

মানিক ॥ আচ্ছা।

[মানিকের ভেতরে প্রস্থান।]

সুধা ॥ [স্বগত] মানিক ক্লাবে গিয়ে বিজনকে পায় তো ভালো। …না পেলে? নাঃ, আমি আর ভাবতেও পারছি নে…

[মানিকের পুনঃপ্রবেশ ও দরজা খুলে বাইরে প্রস্থান। হেমলতার প্রবেশ।]

হেমলতা। সুধা, বিজন কখন ফিরবে?

সুধা ॥ তাঁর ফিরতে দেরি হয়, মা। সব দিন ফেরেনও না।

হেমলতা ॥ কেন?

সুধা ॥ অফিসের কাজে মাঝে মাঝে তাঁকে বাইরে যেতে হয়।

হেমলতা ॥ তবু ভালো। তোর কথা শুনে আমার তো প্রথমটায় কেমন একটু খটকাই লেগেছিল। তোর বড়ো মাসি গিয়েছিল পুরুলিয়ায় মাস দুই আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার মুখে শুনলাম, তপনটা নাকি গোল্লায় গেছে। টাকাপয়সা ভালোই রোজগার করে, তবে সবই উড়িয়ে দেয়। তোর মাসি আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে…হেমলতা, আমার পোড়াকপালে এত দুঃখও ছিল—আগে জানলে তপনকে আমি বিয়ে দিতাম না। বউমার মুখের দিকে চাইলে আমার বুক ফেটে যায়। আচ্ছা সুধা, কলকাতায় এলে ছেলেদের মাথা বিগড়ে যায়, না?

সুধা ॥ ভালো মন্দ দুই-ই আছে, মা। আলো অন্ধকার নিয়েই তো দিন। … তুমি স্নান করবে তো?

হেমলতা ॥ হ্যাঁ, সারাটা দিন ট্রেনে কেটেছে।

সুধা ॥ এক ফোঁটা জলও তো পেটে পড়ে নি। এবার স্নান করে আহ্নিকটা সেরে নাও।

হেমলতা ॥ করব করব—ব্যস্ত হচ্ছিস কেন! কত দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা। তুই যে সুখে আছিস এ দেখেই আমার আনন্দ। তোর সংসারটি কেমন সুন্দর গোছালো। বিজন সত্যি তোকে সুখে রেখেছে।

সুধা ॥ হু! এত সুখ সহ্য হলে হয়।

হেমলতা ॥ তুই ওভাবে কথা বলছিস কেন?

সুধা ॥ [হাসি দিয়ে] না মা, গরিবের কপালে ফোঁটা তো, তাই বলছিলাম ॥

হেমলতা ॥ আশ্চর্য মেয়ে তুই! বিয়ের পরে একবারও তোর ইচ্ছে হলো না আমার কাছে যেতে? আজো পর্যন্ত বিজনকে আমি চোখে দেখি নি।

সুধা ॥ আমাদের বিয়েটা তো স্বাভাবিক পথে হয় নি, মা, যে নিঃসঙ্কোচে গিয়ে তোমার কাছে হাজির হবো!

হেমলতা ॥ যাই হোক, যে ভাবেই হোক, বিয়ে তো হয়েছে, আর ভালোই হয়েছে বলতে হবে। অসবর্ণ বিবাহ? তা তো আজকাল হচ্ছেই …কুলঘর আর মানছে কে?

সুধা ॥ হুঁ।…যাও, কথায় কথায় দেরি হয়ে যাবে। স্নান-আহ্নিক সেরে কিছু মুখে দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। দেহে তো কিছুই নেই —শুধু হাড় ক'খানাই আছে।

হেমলতা ॥ এত আগুনেও সে হাড় পুড়ে ছাই হচ্ছে না রে, সুধা। [দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ] ভাগ্যিস তুই ছিলি। তোর বাবা যে আমাদের নিঃসম্বল অবস্থায় এভাবে অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে যাবেন…

সুধা ॥ আবার শুরু করলে সেই রামায়ণ-মহাভারত! যাও, ওঠো দেখি। স্নান করতে যাও। বাথরুমে বালতিতে আলাদা করে তোমার স্নানের জল রাখা হয়েছে। চৌবাচ্চার জল ছুঁতে হবে না।

হেমলতা ॥ যাই যাই। সত্যিই তো, আমার দুঃখের পাঁচালীর তো আর শেষ নেই। রমেনের ঠিকানা জানিস ?

সুধা ॥ সে কথা পরে হবে। এখন তুমি স্নান করতে যাও।

হেমলতা ॥ আচ্ছা সুধা, তুই সিঁথিতে সিঁদুর পরিস নে ?

সুধা ॥ [অপ্রস্তুত কণ্ঠে] ও! হ্যাঁ, পরি। আজ তুমি এসেছ। অনেকদিন পরে দেখা তো, তোমাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। তাই ভুলে গেছি। চলো মা চলো, তোমাকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে আসি।

[মাকে নিয়ে সুধার ভেতরে প্রস্থান। যাবার আগে বাইরের দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি লাগিয়ে যায়। খানিকক্ষণ বাদেই দরজায় টোকা।]

রমেন ॥ [নেপথ্যে] সুধা! সুধা!! গেল কোথায় ? সুধা!

[সুধার পুনঃপ্রবেশ। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে সে দরজাটা খুলে দেয়।]

সুধা ॥ কী মনে করে ?

রমেন ॥ হারে, মা নাকি এসেছেন ?

সুধা। কে বললে তোমাকে ?

রমেন ॥ রাস্তায় মানিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তারই মুখে শুনলাম।

সুধা ॥ হ্যাঁ, এসেছেন। তোমার কী দরকার ?

রমেন ॥ বেশ বলছিস তো তুই! মা এসেছেন, তার সঙ্গে দেখা করব না।

সুধা ॥ তোমার এই পোড়ামুখ মাকে দেখাতে লজ্জা করবে না, দাদা।

রমেন ॥ হ্যা হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস সুধা, ঠিক বলেছিস। মাকে মুখ

দেখাব আমি কোন লজ্জায়! কিন্তু কি জানিস, মা এসেছেন শুনেই আমার মনটা কেমন করে উঠলো। হাজার অপরাধ করেছি জানি —তবু তো মা। ভাবলাম আমাকে দেখলে মা সব ভুলে যাবেন…

সুধা ॥ দাদা, নিজের আগুনে নিজে পুড়ে মরছ। সেই আগুনে মার মুখাগ্নি আর না-ই করলে।

রমেন ॥ না না, তোর ভয় নেই, মাকে এ মুখ দেখাব না। আমার কথা মাকে কিছু বলবি নে। [ধরা গলায়] অন্ধকারের জীব আমি—অন্ধকারেই থাকব।

সুধা ॥ আগুনে হাত যখন দিয়েছো তখন তার জ্বালাও সহ্য করতেই হবে।

রমেন। করছি তো। রোজ রোজ সে কথা তুলে আমাকে আঘাত দিস কেন, বল তো?

সুধা ॥ তোমার আগুনের তাপ এসে আমারও গায়ে লাগছে, তাই।

রমেন ॥ তুই তো আমার মার পেটের বোন।

সুধা ॥ না হলেই ভালো ছিল।

রমেন ॥ সুধা, তুই আমাকে যেমন ঘৃণা করিস, বিজনদা কিন্তু তেমন করেন না।

সুধা ॥ তিনি মহৎ। কিন্তু দাদা, তোমাদের জন্যে হাত পেতে পেতে আমি যে দিন দিন তাঁর কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছি।—তুমি যাও। মা হয়তো স্নান সেরে বাথরুম থেকে এখ্‌খুনি বেরুবেন।

রমেন ॥ সুধা, দরজার আড়ালে থেকে উঁকি মেরে মাকে আমি শুধু একটি বার দেখে যাব।

সুধা ॥ না না, তা হয় না। তুমি যাও, দাদা, যাও, আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না।

রমেন ॥ আমার একটা অনুরোধ রাখ সুধা, একটা অনুরোধ—

সুধা ॥ না না না। [উত্তেজিত ভাবে] তুমি যাবে কি না বলো?

রমেন ॥ হ্যাঁ, যাব যাব। কয়েকটা টাকা দিবি?

সুধা ॥ সেদিন তো টাকা নিলে !

রমেন ॥ ফুরিয়ে গেছে ।

সুধা ॥ ফুরিয়ে গেছে ! রেস খেলে ফুরিয়ে গেছে ?

রমেন ॥ কে বললে তোকে ?

সুধা ॥ আমি জানি ।

রমেন ॥ মিথ্যে কথা ।

সুধা ॥ মিথ্যে কথা ! নিজের স্ত্রী নটাকে নিয়ে কেবল জুয়োই খেললে দাদা । হেরে হেরে তোমার ভাগ্য শুধু কপাল কুটে মরেছে । ঘোড়ার পেছনে ছুটে তুমি আবার সেই খোঁড়া ভাগ্যের গতি ফেরাবার চেষ্টা করছ ! তোমার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়, দাদা ।

রমেন ॥ জানিস, আজ দু'মাস হলো সুনীতি কোনো নাটকের কল পাচ্ছে না ।

সুধা ॥ তারও জন্যে দুঃখ হয়, দাদা । তোমার মতো একটা ছন্নছাড়ার জন্যে তাকে খালি পেটে মুখে রং মেখে অভিনয় করতে হয় । দাঁড়াও ।

[ভেতরে চলে যায় ও মুহূর্তের মধ্যে দুখানা দশ টাকার নোট নিয়ে ফিরে আসে ।]

এই নাও, এই কুড়ি টাকাই শেষ—এ মাসে আর একটি কানা কড়িও পাবে না । সাবধান, মা যতদিন থাকবেন এমুখো আর হবে না ।

রমেন ॥ মাকে একবার চোখের দেখা দেখেও যাব না ?

সুধা ॥ বাড়াবাড়ি করো না দাদা । আমার কথা যদি না শোনো, এখানে আসা তোমার চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে । লজ্জা থাকে তো যাও ।

রমেন ॥ তুই আমাকে এভাবে বলছিস !

সুধা ॥ হ্যাঁ বলছি । ভালো চাও তো যাও । না হলে অপমান করে তাড়াব ।

রমেন ॥ অপমান!

সুধা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, অপমান, অপমান। তোমাকে আমি সহ্য করতে পারি নে দাদা। তুমি বেরিয়ে যাও।

রমেন ॥ তাই যাচ্ছি—তাই যাচ্ছি। টাকা দিস বলে মায়ের পেটের বোন হয়ে তুই আমাকে অপমান করবি? আচ্ছা, আমি বিজনদাকে বলব এসব কথা—বিজনদাকে বলব।

[সুধা জোরে হেসে ওঠে। রমেন টাকা নিয়ে বেরিয়ে যায়। স্নান সেরে ভেজা গামছা ও কাপড় হাতে নিয়ে হেমলতার প্রবেশ।]

হেমলতা ॥ সুধা, সুধা, কার গলার আওয়াজ পেলাম রে? রমেনের না?

সুধা ॥ না।

হেমলতা ॥ তবে কার?

সুধা ॥ ও একটা লোক। মাঝে মাঝে এখানে আসে টাকার জন্যে।

হেমলতা ॥ আশ্চর্য! একেবারে এক রকম গলার স্বর! লোকটা কে?

সুধা ॥ তোমার জামাইর অফিসে চাকরি করত। ঘুষ খাওয়ায় চাকরি যায়।

হেমলতা ॥ তোর এখানে আসে কেন?

সুধা ॥ বিপদে পড়লে আসে। হাতে থাকলে দুচার টাকা দিই।

হেমলতা ॥ সর্বনাশ! এসব জোচ্চোর ঘুষখোরকে তুই প্রশ্রয় দিস!

সুধা ॥ শুধু আমি দেব কেন মা, আজ অনেকেই দেয়।

হেমলতা ॥ কি জানি, মা! যাক, ভেজা কাপড়টা কোথায় রাখব?

সুধা ॥ আমার হাতে দাও। তুমি গিয়ে আহ্নিক করতে ব'সো।

[মায়ের হাত থেকে সুধা ভেজা কাপড়টা নেয়। তারপর দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে মাকে নিয়ে ভেতরে চলে যায়। বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ]

সুধা ॥ [নেপথ্যে] যাই!

[সুধা ফিরে এসে দরজাটা খুলে দেয়। খাবারের একটা ঠোঙা হাতে মানিকের প্রবেশ।]

সুধা ॥ কি রে, পেলি ?

মানিক ॥ না, দাদাবাবু আজ ক্লাবে যানই নি।

সুধা ॥ যান নি !

মানিক ॥ না।

সুধা ॥ [স্বগত] আশ্চর্য ! তিনি তো একদিনও ক্লাবে না গিয়ে পারেন না। [মানিককে] বাড়ি গিয়েছেন কিনা খোঁজ করেছিস ?

মানিক ॥ আপনি তো আমাকে তাঁর বাড়িতে যেতে বলেন নি।

সুধা ॥ জরুরী খবর। একবার তার বাড়ি হয়ে ঘুরে আসতে পারলি নে !

মানিক ॥ না বললে আমি কী করে যাব ! তা ছাড়া আপনি আমাকে বললেন তাড়াতাড়ি চলে আসতে।

সুধা ॥ বেশ করেছিস। চিঠিটা ?

মানিক ॥ ক্লাবে রেখে এসেছি।

সুধা ॥ হতভাগা ! আমি কি তা বলেছিলাম ?

মানিক ॥ দাদাবাবু যদি ক্লাবে পরে আসেন এই ভেবে—

সুধা ॥ হয়েছে। খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছিস। রাস্তায় আবার দাদাকে বলতে গিয়েছিলি কেন যে মা এসেছেন ? তোকে নিয়ে পারবার জো নেই।

মানিক ॥ মা এসেছেন—দাদাবাবুকে বলব না সে কথা ! না যদি বলতাম তবেও তো রাগ করতেন।

সুধা ॥ [কোমল কণ্ঠে] সত্যি রে মানিক।—মানুষকে যেন এমন অবস্থায় কখনো না পড়তে হয়। যা, মার ঘরে খাবারগুলো রেখে আয়।

মানিক ॥ আপনি ভাববেন না, দিদিমণি। ক্লাবে দাদাবাবু আসবেনই— আর আপনার চিঠি পেয়ে তিনি দেরিও করবেন না।

সুধা ॥ [ক্রুদ্ধকণ্ঠে] মানিক, যা জানিস নে, বুঝিস নে, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস নে। যা করতে বলেছি তাই কর।

[হাতের ঠোঙা নিয়ে মানিকের প্রস্থান। সুধা চিন্তাকুলভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। প্রবেশ করেন হেমলতা।]

হেমলতা ॥ করেছিস কি সুধা! খামোকাই অতগুলো মিষ্টি আনিয়েছিস।

সুধা ॥ কলকাতার মিষ্টি ভালো মা, খেয়ে দেখো। পুরুলিয়ায় তো এমন ভালো মিষ্টি পাওয়া যায় না।

হেমলতা ॥ কেমন করে খাব! আমি কি দোকানের ভাজা লুচিপুরী খাই?

সুধা ॥ তাও এনেছে বুঝি?

হেমলতা ॥ তার সঙ্গে আবার আলুর দম।

সুধা ॥ ছাখো দিকিনি কাণ্ড! মানিকটার ঘটে যদি একটু বুদ্ধিও থেকে থাকে! মানিক!

মানিক ॥ [নেপথ্যে] যাই দিদিমণি!

হেমলতা ॥ ও তো আর বুঝে আনে নি। এ নিয়ে আবার বকাবকি করিস নে।

[মানিকের প্রবেশ।]

মানিক ॥ কেন ডাকলেন দিদিমণি?

সুধা ॥ করেছিস কি? তোকে তো আমি শুধু মিষ্টিই আনতে বলেছিলাম।

মানিক ॥ আপনি তো বললেন—খাবার নিয়ে আয়!

সুধা ॥ [অপ্রস্তুত হয়ে] অ—তাই বলেছিলাম নাকি? তবে আমারই ভুল হয়েছিল। মা ওসব খান না। ভালো দেখে সন্দেশ আর রসগোল্লা নিয়ে আয়—আর ওগুলো নিয়ে খাবার ঘরে রেখে দে।

[মানিকের প্রস্থান।]

হেমলতা ॥ আমার জন্যে কিছু আনাতে হবে না, সুধা।

সুধা ॥ কেন?

হেমলতা ॥ বিকেলের খাবার খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

সুধা ॥ মাস মাস যে টাকা পাঠানো হয় তা দিয়ে সবার মুখ ভরিয়ে তোমার যে দুবেলা খাওয়া জোটে না তা আমি জানি, মা! কিন্তু আজ তো আর ওবেলা তোমার পেটে কিছু পড়ে নি যে এ বেলা খেলে অসুখ করবে।

হেমলতা ॥ তুই যদি মেয়ে না হয়ে আমার ছেলে হতিস সুধা!

সুধা ॥ ছেলে তো তোমার আছে।

হেমলতা ॥ থেকেও নেই। সে তো আমায় এক পয়সা দিয়েও জিগ্যেস করে না।

সুধা ॥ তার নিজেরই চলে না, মা।

হেমলতা ॥ তোর এখানে আসে নাকি?

সুধা ॥ অ্যাঁ! হ্যাঁ! আসে মাঝে মাঝে—

হেমলতা ॥ খুবই কষ্টে আছে বুঝি?

সুধা ॥ কষ্ট বললেও বোধ হয় কম বলা হয়, মা। দিন তার চলে না বললেই হয়।

হেমলতা ॥ ঠিকানাটা পর্যন্ত জানায় না যে চিঠি লিখব!

সুধা ॥ দাদা নিজের জীবনের ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে, তাই কাউকে ঠিকানা দেয় না।

হেমলতা ॥ কী বললি?

সুধা ॥ কিছু না।

হেমলতা ॥ তোকে অমন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে কেন?

সুধা ॥ কই, না তো।

হেমলতা ॥ রমেনের কথা বলতে গিয়ে অমন থেমে গেলি।

সুধা ॥ তার কথা তোমার না শোনাই ভালো।

হেমলতা ॥ না শুনলেই কি আমি শান্তি পাব! মায়ের প্রাণ, তোরা বুঝবিনে। তার কোনো কঠিন ব্যামো নাকি?

সুধা ॥ না, তার নয়। বৌদি আজ ছমাস হ'ল যক্ষ্মা হাসপাতালে।

হেমলতা ॥ যক্ষ্মা হাসপাতালে! হতভাগা সে খবরটাও আমাকে দেওয়া দরকার মনে করে নি!

সুধা ॥ কী হবে দিয়ে? তুমি তো কিছু করতে পারবে না। শুধু দুঃখ পাবে আর ভেবে ভেবে মরবে।

হেমলতা ॥ তুই তার ঠিকানা জানিস?

সুধা! জানলেও বলব না।

হেমলতা ॥ কী বলছিস তুই! আমার একবার দেখতে যাওয়া উচিত নয়?

সুধা ॥ যে অবস্থায় আছে তা দেখে তুমি সহ্য করতে পারবে না, মা।

হেমলতা ॥ ছেলেপিলেগুলোকে দেখছে কে?—কী, চুপ করে আছিস কেন? সেগুলো বেঁচে আছে তো?

সুধা ॥ হ্যাঁ।

হেমলতা ॥ কে দেখাশুনো কচ্ছে তাদের?

সুধা ॥ এক পতিতা।

হেমলতা ॥ পতিতা! হতভাগাটা উচ্ছন্নে গেছে তাহলে। চাকরির টাকা বুঝি—

সুধা ॥ চাকরি থাকলে তো।

হেমলতা ॥ চাকরিটাও খুইয়েছে!

সুধা ॥ হ্যাঁ, বিলের টাকা আদায় করে খেয়ে বসেছিল।

হেমলতা ॥ সর্বনাশ! তাহলে তো জেল হবার কথা।

সুধা ॥ তাই হতো। তবে তোমার জামাই টাকাটা দিয়ে দেওয়ায় আর জেল খাটতে হয়নি, চাকরিটাই শুধু গেল।

হেমলতা ॥ আর জন্মে বিজন আমার ছেলে ছিল, সুধা।

সুধা ॥ দাদার অনেক অন্যায় আবদার সইতে হয় তাঁকে।

হেমলতা ॥ এখন চলছে কী করে?

সুধা ॥ সেই মেয়েটা শখের থিয়েটারে অভিনয় করে। তা থেকে যা পায় তাই দিয়ে চলে কোনো রকমে।

[মানিকের পুনঃপ্রবেশ।]

মানিক ॥ ক'টা সন্দেশ ক'টা রসগোল্লা আনব।

সুধা ॥ চারটে চারটে ক'রে নিয়ে আয়।

হেমলতা ॥ সুধা, আমারও আত্মা বলে একটা বস্তু আছে। এর পর কোনো মায়ের মুখে কিছু রোচে ?

সুধা ॥ আত্মাটাকে চেপে রেখেই আমাদের বাঁচতে হচ্ছে, মা। সংসারে এমন অঘটন অনেকই ঘটছে। কিন্তু সামনে একটা অন্ধকারের কালো পর্দা থাকে বলেই আমরা বেঁচে আছি। না হলে আমরা পাগল হয়ে যেতাম। [মানিককে] দাঁড়িয়ে আছিস কেন! যা।

হেমলতা ॥ না, এখন যা মুখে দেব তাই আমার কাছে বিষ বলে মনে হবে।

সুধা ॥ জীবনটাই যাদের বিষাক্ত বিষ আর তাদের কী করবে, মা! যা মানিক, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী শুনছিস!

মানিক ॥ অ্যাঁ! হ্যাঁ, যাই দিদিমণি।

[মানিকের বাইরে প্রস্থান।]

হেমলতা ॥ রমেনটা শেষ পর্যন্ত চরিত্রহীন হয়ে গেল, সুধা! স্বামী যার চোর অসচ্চরিত্র, তার ক্ষয়রোগ হবে না তো কী!

সুধা ॥ বৌদি অনেকদিন থেকেই ভুগছিল, মা। ছোট ছেলেটা হবার পরেই বিছানা নেয়।

হেমলতা ॥ ঘরে বউ ছেলে থাকতে ওর অমন দুর্মতি হলো কী করে আমি বুঝি নে।

সুধা ॥ দাদা নাটক-পাগলা তুমি জানো। সেই মেয়েটার সঙ্গে অভিনয় করত। তাই কাল হলো।

হেমলতা ॥ অভিনয়! ওর যে কপাল পুড়ল তা বুঝল না হতভাগা!

সুধা ॥ নিজেকে সামলাবার শক্তি সবার থাকে না, মা।

হেমলতা ॥ দুটো ছেলে তো?

সুধা ॥ হ্যাঁ!

হেমলতা ॥ সেই নরককুণ্ডে নিয়ে ছেলে দুটোকে ঢুকিয়েছে! আমি ভাবতেও পারি নে।

সুধা ॥ মা, কলকাতায় এমন লোকও আছে যারা নর্দমার পাঁক থেকে সোনা কুড়োয়।

হেমলতা ॥ তাতে কী হলো?

সুধা ॥ তা গালিয়ে যখন গয়না গড়ানো হয় তখন কিন্তু তাতে পাঁকের পচা গন্ধ থাকে না।

হেমলতা ॥ তোদের যুক্তি আমি বুঝতে পারি নে।

সুধা ॥ দায় নেই অথচ দায়িত্ব পালন কচ্ছে। যতো ঘৃণিতাই সে হোক, তারও মধ্যে যে একটা মাতৃহৃদয় লুকিয়ে আছে তাতো আর অস্বীকার করা যায় না!

হেমলতা ॥ মাতৃহৃদয় না ছাই! ওদের আবার হৃদয় বলতে কিছু থাকে নাকি? হতভাগাটাকে বশে রাখার জন্যে ও সমস্ত কচ্ছে।

সুধা ॥ মেয়েটা দাদাকে সত্যি ভালোবাসে, মা। তবে ওদের ভালবাসার দাম তো কেউ দেয় না।

হেমলতা ॥ দাম! পচা ফলের আবার দাম কী রে?

সুধা ॥ ফল পচে, মা, কিন্তু আঁঠি পচে না। তা থেকে আবার গাছ গজায়। মানুষের ভালোবাসাও বুঝি তাই, মা।

হেমলতা ॥ সুধা!

সুধা ॥ না না থাক, এ সব কথা তুমি বুঝতে পারবে না।

হেমলতা ॥ বুঝে কাজ নেই আমার। আচ্ছা, তুইও তো ছেলে দুটোকে তোর কাছে এনে রাখতে পারতিস।

সুধা ॥ বৌদিকে বাঁচানো দরকার। তাঁর চিকিৎসার টাকা আমাকে যোগাতে হয়। পাছে সেটা বন্ধ হয়ে যায়, এই ভয়েই আনি নি।

হেমলতা ॥ বিজন বুঝি ছেলেপিলে পছন্দ করে না? তোর সংসারে তো ছেলেপিলে নেই। দুটো বাচ্চা—এমন আর কি বেশি হতো?

সুধা ॥ হাজার হোক পর তো। বেশি নিংড়োলে লেবু তিতো হয়ে যায়। [সন্দেশ ও রসগোল্লা নিয়ে মানিকের প্রবেশ] এসেছিস মানিক। যা, শ্বেত পাথরের থালায় মিষ্টিগুলো রাখ। আর মায়ের ঘরে আসনটা পেতে দে।

হেমলতা ॥ আমি কিছু খাব না, সুধা। খাওয়া আমার হয়ে গেছে। শুধু একটু জল মুখে দিয়ে পড়ে থাকব।

মানিক ॥ তাতে দিদিমণির অকল্যাণ হবে, মা।

হেমলতা ॥ আচ্ছা বাবা, রেখে দে। যা হয় মুখে দেবখন।

[দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে মানিকের ভেতরে প্রস্থান।]

হেমলতা ॥ বিজন কত রাত্রে ফিরবে রে?

সুধা ॥ আজ হয়তো ফিরবেন না।

হেমলতা ॥ সে কী! রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরবে না?

সুধা ॥ বললাম না তোমায় সবদিন বাড়ি ফিরতে পারেন না।

হেমলতা ॥ অ হ্যাঁ। তুই একলা থাকিস?

সুধা ॥ কেন, মানিক আছে।

হেমলতা ॥ থাকলই বা। একটা চাকরের ওপর নির্ভর করে—

সুধা ॥ আজ আর ভয় কী মা! ভয় ছিল সেদিন যেদিন পুরুলিয়া ছেড়ে একলা কলকাতার দিকে রওনা হয়েছিলাম।

হেমলতা ॥ সে কথা আর বলতে। সারারাত আমার ঘুম হলো না। কলকাতার এসে কোন্ গুণ্ডাবদমাশের হাতে পড়বি—

সুধা ॥ মনের বল থাকলে আসল গুণ্ডাদের এড়িয়ে চলা যায়, মা ; কিন্তু ভদ্রবেশী গুণ্ডারা সেই মনের বলও নষ্ট করে দেয়। তাদের সহজে চেনা যায় না···

[দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ ।]

সুধা ॥ কে ?

বিজন ॥ [নেপথ্যে] দরজা খোলো।

সুধা ॥ মা, তুমি পাশের ঘরে যাও।

হেমলতা ॥ কে ?

সুধা ॥ পরে বলব। তুমি যাও।

[হেমলতা ভেতরে চলে যান। সুধা দরজা খুলে দেয়। প্রবেশ করে বিজন স্যুটপরা অবস্থায়।]

সুধা ॥ আমার চিঠি পেয়েছ ?

বিজন ॥ না তো।

সুধা ॥ ক্লাবে যাও নি ?

বিজন ॥ না।

সুধা ॥ আজ তুমি বাড়ি চলে যাও।

বিজন ॥ তার মানে।

সুধা ॥ তোমার ভালোর জন্যেই বলছি, আজ চলে যাও।

বিজন ॥ মতলবটা কি ?

সুধা ॥ পরে বলব। এখন যাও না।

বিজন ॥ আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছ নাকি ?

সুধা ॥ কথা বাড়িও না বিজন। যা বলছি শোনো। ভালো ছেলেটির মতো বাড়ি চলে যাও।

বিজন ॥ না, বাড়িতে জানে আজ আমি ফিরব না।

সুধা ॥ এখানেও আজ তোমার থাকা চলবে না।

রমেন ॥ [নেপথ্যে] বিজনদা, সুধা আজ আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ও আমার ছোট বোন—ও আমাকে অপমান করতে পারে !

সুধা ॥ [বিচলিত হয়ে] আবার এসেছে। ছাইপাঁশ গিলে এসেছে। যাও, সিঁড়ির মুখে ওকে ঠেকাও। মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে কচ্ছে আমার।

বিজন। বাধা দিলে ও আরো violent হয়ে উঠবে। আসতে দাও। মিষ্টি কথায় ওকে বিদেয় করতে হবে।

সুধা ॥ না না, কী কেলেঙ্কারী হবে তুমি জানো না—তুমি জানো না।

[রমেনের প্রবেশ।]

রমেন ॥ [আড়ষ্ট জিভে] বিজনদা, আপনি খুব ভালো মানুষ—খুব ভালো মানুষ। তাই আপনার এখানে আসি। সুধা আমাকে দেখতে পারে না। ও আমাকে ঘৃণা করে। আমি এমন কি ঘৃণার কাজ করেছি, বিজনদা? একটা মেয়ে আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাকে ভালোবাসি। সুধা যে আপনাকে ভালোবাসে—

সুধা। দাদা, তোমার অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি ; কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। তুমি যদি না যাও—

রমেন ॥ দেখছেন বিজনদা, দেখছেন, ও আমার সঙ্গে কী ভাবে কথা বলে ?

সুধা ॥ কথা তো ভালো, অন্য কেউ হলে এতক্ষণে তোমাকে এখান থেকে জুতিয়ে বিদেয় করত।

রমেন ॥ শুনছেন, শুনছেন বিজনদা, ওর কথা শুনছেন? তুই জুতোবার কে রে? তোর খাই না পরি? আজ যদি বিজনদা তোকে জুতিয়ে এখান থেকে বার করে দেন তুই কোথায় দাঁড়াবি ?

বিজন ॥ ছিঃ রমেনবাবু, মাত্রা ছাড়িয়ে যাবেন না।

রমেন ॥ না না বিজনদা, আপনাকে আমি কিছু বলি নি। আপনি দেবতুল্য লোক। না হলে সুধার মতো একটা বাজে মেয়ের জন্যে আপনি এত টাকা খরচ করেন!

সুধা ॥ [বিজনকে] তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এসব শুনছ!

বিজন ॥ ভাবছি মানুষ যখন নাবে তখন কতখানি নাবতে পারে! Poor creature, I pity you. যে ডালে বসে আছে সে ডাল যদি সে নিজেই কাটে তাকে করুণা না করে পারা যায় না, সুধা। রমেনবাবু, আপনার টাকার দরকার?

রমেন ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব দরকার খুব দরকার। এক শ দু শ তিন শ—

বিজন ॥ না না, অত হবে না। [সুধাকে] ওঁকে পঁচিশটা টাকা দিয়ে দাও।

সুধা ॥ না, আর এক পয়সাও ওকে দোব না।

রমেন ॥ তোর বাপের টাকা যে আমাকে দিতে এত কষ্ট?

সুধা ॥ কি বললে?

[সুধা রেগে রমেনের গালে ঠাস করে চড় মারে।]

রমেন ॥ তুই আমাকে মারলি, সুধা!

সুধা ॥ [কাঁদতে কাঁদতে] হ্যাঁ হ্যাঁ, মারলাম—মারলাম। তুমি যাও দাদা, যাও—আর আমায় জ্বালিও না…

রমেন ॥ না, আমি যাব না। তোর মুখোশ আমি খুলে দিয়ে যাব।

[বিকট ভাবে চীৎকার করে।]

মা! মা!! মা!!!

সুধা ॥ না না না, মার সঙ্গে তুমি দেখা করতে পারবে না—তোমাকে এ অবস্থায় দেখলে মা আত্মহত্যা করবেন।

রমেন ॥ আমার জন্যে আত্মহত্যা করবেন না, সুধা, করবেন তোর জন্যে। মাকে আমি সব বলে দেব, সব বলে দেব…

হেমলতা ॥ [নেপথ্যে] সুধা, রমেনের গলা শুনতে পাচ্ছি না?

সুধা ॥ তুমি যাও দাদা, তুমি যাও—আর সর্বনাশ ক'রো না…

[রমেনকে দুহাতে ঠেলতে থাকে।]

রমেন ॥ বটে। হতচ্ছাড়ী, তোকে আমি মেরে ফেলব।

[রমেন সুধাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।]

সুধা ॥ উঃ।

বিজন ॥ রমেনবাবু, আপনার স্পর্ধা দেখে আমি বিস্মিত হয়ে যাচ্ছি।

হেমলতা ॥ রমেন, রমেন!

[প্রবেশ]

রমেন ॥ [কাঁদ কাঁদ হয়ে] মা, সুধা আমাকে তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি।

সুধা ॥ [ক্ষিপ্ত হয়ে] তোমার ছেলে মরে গেছে, মা, তোমার ছেলে মরে গেছে। ও তোমার ছেলে নয়, তার প্রেতাত্মা। ওকে তুমি ছুঁয়ো না—তোমার পাপ হবে···

রমেন ॥ মা মা, আমি অপরাধ করতে পারি; কিন্তু তুমি তো আমার মা। পায়ের ধুলো দাও মা···

হেমলতা ॥ না না, তুই ছুঁসনে, আমার ছেলে সত্যি মরে গেছে। মদ খেয়ে তুই এসেছিস আমার সঙ্গে দেখা করতে! শাত জন্মের শত্তুর পেটে ধরেছিলাম। জন্ম জন্ম যেন আমি বাজা হয়ে থাকি—তবু তোর···তোর মতো ছেলেকে যেন আমার পেটে না ধরতে হয়।

[প্রস্থান]

রমেন ॥ দুত্তোর! কেউ নেই। সব লাটাইর সুতোতে বাঁধা—সুতো ছিঁড়ে গেল তো হাওয়া। [সুর ক'রে] দারা-পুত্র-পরিবার, তুমি কার কে তোমার! এ সংসার এক আজব কারখানা। ধেৎ! জীবনের মানে খোঁজে যারা তারা বোকা—ঘুড়ির মতন গোত্তা খেয়ে মরো না আকাশে—শিমুল তুলোর মতন শুধু হাওয়ায় ওড়ো আর ওড়ো—

[টলতে টলতে রমেনের প্রস্থান।]

বিজন ॥ তোমার মা এবাড়ির ঠিকানা পেলেন কী করে?

সুধা ॥ প্রতি মাসেই তো মনিঅর্ডার যায়।

বিজন ॥ তাও তো বটে। কার সঙ্গে এলেন ?

সুধা ॥ পুরুলিয়ার এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।

বিজন ॥ আমি তো মনে করেছিলাম তোমার স্কাউণ্ড্রেল দাদাটিই বুঝি—

সুধা ॥ স্কাউণ্ড্রেলই হোক আর যাই হোক সে আমার দাদা, আশা করি একথাটা ভুলে যাবে না।

বিজন ॥ নিশ্চয় নিশ্চয়। হাজার হোক দাদা তো। কিন্তু দাদা হাজির হওয়ায় অতটা বিচলিত হয়েছিলে কেন ? দাদার গালে যে চড়ও পড়ল !

সুধা ॥ দাদার গালে পড়েনি, পড়েছে আমার নিজেরই গালে।

বিজন ॥ তাই। পাছে তোমার কথাটা ফাঁস করে দেয়, সেই ভয়ে তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলে। আয়নার সামনে দাঁড়াতে এত ভয় কেন ? --যাক, হঠাৎ তোমার মা এলেন কী মনে করে ?

সুধা ॥ জিগ্যেস করি নি।

বিজন ॥ তিনিও বলেন নি কিছু ?

সুধা ॥ না।

বিজন ॥ আশ্চর্য। কখন এলেন তিনি ?

সুধা ॥ বিকেলবেলা।

[সুধা ভেতরের দিকে প্রস্থানোদ্যত হয়।]

বিজন ॥ কোথায় যাচ্ছ ?

সুধা ॥ মা দরজা বন্ধ করেছেন। দেখি ডেকে খোলান যায় কি না।

বিজন ॥ তাঁর মনের দরজাটা খুলতে পারবে কি ?

সুধা ॥ দেখব চেষ্টা করে।

বিজন ॥ দাঁড়াও। ছাখো, আমার ধারণা তোমার মা এসেছেন টাকার জন্যে।

সুধা ॥ যার সঙ্গে শুধু টাকারই সম্পর্ক তার কাছে টাকার জন্যে আসবে না তো কিসের জন্যে আসবে!

বিজন ॥ ডাক বিভাগ তো বন্ধ হয়ে যায় নি। চিঠি লিখলেই টাকা পাঠিয়ে দেওয়া যেত।

সুধা ॥ তোমার যে টাকা আছে তা জানি—

বিজন ॥ জানো বলেই তো আছ।

সুধা ॥ হ্যাঁ আছি। রূপযৌবন চিরদিন থাকবে না। তা বেচেই যখন খেতে হচ্ছে—

বিজন ॥ চুপ করো।··· তুমি কোনদিনই আমাকে সহজভাবে নিতে পারলে না।

সুধা ॥ সহজভাবে আস নি তাই।

বিজন ॥ আমি সহজ হবার চেষ্টা করেছি।

সুধা ॥ কিন্তু পারো নি।

বিজন ॥ আচ্ছা সুধা, আমার টাকা ছাড়া আর কিছুরই কি দাম নেই তোমার কাছে?

সুধা ॥ টাকার প্রয়োজন আমার এত বেশি যে অন্য দিক ভাববারই অবকাশ পাই নি।

বিজন ॥ আমার ভালোবাসার?

সুধা ॥ অর্থের পাঁচিলটা অন্তরায়।

বিজন ॥ ইচ্ছে করলেই তো সেটা ভেঙে ফেলা যায়।

সুধা ॥ তুমি পারো, আমি পারি নে।

বিজন ॥ বিশ্বাস করো সুধা, শুধু অর্থের বিনিময়ে আমি তোমাকে চাই নি কোনদিনই। সত্যি আমি ভালোবাসি তোমাকে। মাঝে মাঝে তুমি আমার ওপর এমন প্রভুত্ব কর যে, মনটা আমার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু আবার ভালোও লাগে তোমার ওই প্রভুত্ব।

তোমার ওই কঠিন সত্তাটাই তোমাকে রহস্যময়ী করে রেখেছে। পেয়েও যেন তোমাকে পাই নি। মন চায় তোমার সব কিছু গ্রাস করে নিতে—

সুধা॥ [কান্নায় ফেটে পড়ে] নিয়েছ—নিয়েছ সবই তো নিয়েছে তুমি। আর কি বাকী রেখেছ আমার? শুধু একটু আবরু, একটু পর্দা—তাও সহ্য হচ্ছে না তোমার?

বিজন॥ আবরু? পর্দা? সে তো ঘরের জন্যে। এখানে চাই সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হতে।

সুধা॥ কী করব? কোথায় যাব আমি? মাকে কী করে মুখ দেখাব?

বিজন॥ যা সত্য তা প্রকাশ পাবেই।

সুধা॥ মিথ্যেকে সত্য বলে অভিনয় করতে পারব না আমি।

বিজন॥ না। সত্যকে মিথ্যে ভেবে এতদিন নিজের কাছে নিজে যে অভিনয় কচ্ছিলে তার অবসান হবে।

সুধা॥ কী ক্ষতি ছিল আজ বাড়ি চলে গেলে?

বিজন॥ চলে যাবার জন্যে তো আসি নি।

সুধা॥ তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে—

বিজন॥ অস্বীকার কচ্ছে কে!

সুধা॥ তাদের প্রতি তোমার একটু মায়াদয়াও নেই?

বিজন॥ না থাকলে তাদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলা হতো। ছাখো সুধা, মায়া, দয়া, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, ভালোবাসা—এগুলো আলাদা আলাদা জিনিস। যারা বোকা তারা এগুলোকে নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলে—আর যারা বুদ্ধিমান তারা যখন যেটার প্রয়োজন সেটাকেই ড্রয়ার থেকে খুলে নিয়ে ব্যবহার করে। ইন্‌ডেক্স জানা থাকলেই হলো।

সুধা॥ তোমার মন প্রাণ অন্তর বলতে কিছু নেই—আছে শুধু একটা ক্ষুধিত জানোয়ার!

বিজন ॥ এই ক্ষুধা সবার মধ্যেই আছে, সুধা। সুযোগের অভাবে কেউ সেটাকে চাপা দিয়ে রাখে—আর সুযোগ পেলে সেটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তোমরা যে সতীত্বের বড়াই করো তাও তো ঠুনকো। সত্যিকার স্ট্যাটিস্টিক্স্ নিলে দেখতে পাবে মনের দিক থেকে অনেকেই দ্বিচারিণী—শুধু দ্বিচারিণী কেন, হয়তো বহুচারিণী। মনোজগতের একটা এগজিবিশন্ যদি করা যেত তবে চরিত্রবল, সতীত্ব, এসমস্ত নিয়ে মানুষের বড়াই অনেক কমে যেত।

সুধা ॥ মানুষের জীবন সম্পর্কে এর চাইতে উঁচু ধারণা তোমার আর কী করে হবে!

বিজন ॥ ঠিক, ঠিক তাই। অভিজ্ঞতা যা বলে, কল্পনার রং চড়িয়ে তা অন্যভাবে দেখার স্বভাব আমার নয়। দ্যাখো, ছাত্রজীবনে আমিও একজন মস্ত নীতিবাগীশ ছিলাম। তারপর বয়স যতই বাড়তে লাগল দেখলাম মানুষ তো মুখোশ পরে চলে।

সুধা ॥ ন্যাবা রোগীর চোখে সব কিছুই হলদে দেখায়।

বিজন ॥ আর তোমাদের মতো আধুনিকারা—যারা চোখে গাঢ় রংয়ের চশমা পরে বেরোয়, তারা? তাদের দৃষ্টির চঞ্চলতাকে বাইরের লোকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখতে চায় তারা—কিন্তু তা বলে সত্যি কি তাদের চোখ অচঞ্চল? মেয়েদের আমি চিনি।

[দরজা খোলার শব্দ। তারপর হেমলতার প্রবেশ।]

হেমলতা ॥ সুধা, রমেনটা এভাবে রসাতলে গেছে! [কান্না] মা হয়ে তার মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না। দূর দূর ক'রে তাকে তাড়িয়ে দিলাম—

বিজন ॥ আপনি সুধার মা—আপনার পায়ের ধুলো নেওয়া উচিত। যদি আপত্তি না থাকে—

হেমলতা ॥ বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো। আমার মাথার চুলের সমান আয়ু পাও। তোমার দয়ায়ই বেঁচে আছি, বাবা।

বিজন ॥ এসব বলে লজ্জা দেবেন না। সুধার প্রতি আমার কর্তব্য আছে। যদি কিছু ক'রে থাকি সেই কর্তব্যবোধ থেকেই করেছি।

হেমলতা ॥ আমার নিজের ছেলে পর হয়ে গেছে—আর তুমি পরের ছেলে আপন হয়েছ। সুধার মুখে আমি সব শুনেছি।

বিজন ॥ হ্যাঁ। দেখুন যদিও আমি সুধাকে বিয়ে করতে পারি নি—

হেমলতা ॥ [চমকে উঠে] কী—কী! তুমি কী বলছ, বাবা!

বিজন ॥ হ্যাঁ। জানেন তো নতুন আইন সে পথে বাধা। কিন্তু সুধাকে আমি স্ত্রীর অধিকারই দিয়েছি।

হেমলতা ॥ সুধা! সুধা!!

সুধা ॥ যাও মা, তুমি যাও, তোমার ঘরে যাও। এ জগৎটাকে যত কম জানবে তত শান্তি পাবে।

হেমলতা ॥ সুধা, এর চাইতে তোর মৃত্যু-খবরও যদি আমার কানে যেত, আমি এতখানি আঘাত পেতাম না।

সুধা ॥ পাবে মা পাবে, তাই পাবে। তার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করো। তুমি এখান থেকে যাও।

হেমলতা ॥ ভগবান, তুমি আমার কপালে এতও লিখেছিলে!

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান।]

সুধা ॥ [ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না] এ তুমি কী করলে, কী করলে বিজন!

বিজন ॥ যা সত্য তাই বলেছি।

সুধা ॥ সত্য…সত্য! এ সত্যের চেয়ে মিথ্যে যে অনেক ভালো ছিল। মা জানতেন আমাদের বিয়ে হয়েছে।

বিজন ॥ কেন মিথ্যে কথা বলেছিলে মাকে?

সুধা ॥ তুমি বোঝ না, তুমি বোঝ না…আমি যদি সত্য কথা জানাতাম, মা আমার এক পয়সাও গ্রহণ করতেন না।

বিজন ॥ সে কথা আমাকে এতদিন বলো নি কেন?

সুধা ॥ ভুল হয়েছিল আমার, ভুল হয়েছিল। কিন্তু সে ভুলের মাশুল আমাকে এভাবে দিতে হবে জানতাম না। [কান্না]

বিজন ॥ কাঁদো, কাঁদো সুধা। সময় সময় চোখের জলও তোমাদের সুন্দর দেখায়।

[বিজনের ভেতরে প্রস্থান। সুধা বিষণ্ণ বদনে চুপ ক'রে বসে থাকে। প্রবেশ করে মানিক।]

মানিক ॥ দিদিমণি, দাদাবাবু রাগারাগি কচ্ছেন।

সুধা ॥ কেন?

মানিক ॥ বোতলটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

সুধা ॥ আমার আলমারীতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই নে চাবি।

[মেজেতে চাবি ছুঁড়ে দেয় ও মানিক তা কুড়িয়ে নেয়।]

মানিক ॥ আপনি খাবেন না?

সুধা ॥ না। তোরা খেয়ে শুয়ে পড়।

মানিক ॥ তা কি হয়, দিদিমণি!

সুধা ॥ [হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে] হয়, হয়, হয়, খুব হয়। আমাকে বিরক্ত করিস নে মানিক।

মানিক ॥ আমার হয়েছে মরণ। এদিক ওদিক দুদিক থেকেই ধাক্কা!

[মানিকের প্রস্থান ও হেমলতার পুনঃপ্রবেশ।]

হেমলতা ॥ এভাবে তোর নিজের সর্বনাশ করেছিস সুধা।

সুধা ॥ তা ছাড়া বাঁচবার উপায় ছিল না।

হেমলতা ॥ এভাবে বাঁচার চেয়ে তোর মরে যাওয়াও ছিল ভালো।

সুধা ॥ মা!

হেমলতা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। অর্থের লোভে নারীর মহামূল্য সম্পদ তুই এভাবে ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছিস।

সুধা ॥ অর্থহীন নারীর কোনো মূল্যই নেই এই সমাজে।

হেমলতা ॥ চুপ কর। নতুন নীতি শেখাতে হবে না আমাকে।

সুধা ॥ ঠিকই বলেছি। বিবাহিত জীবনেও তাই, মা। যে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা নেই তাকেও স্বামীর মন যোগাতে হয়।

হেমলতা ॥ অদ্ভুত যুক্তি তোদের! স্বামীকে অদেয় কী আছে রে? তার কাছে সবই সমর্পণ করতে হয়।

সুধা ॥ হ্যাঁ, নিজের আত্মাকেও!

হেমলতা ॥ নারীর কোনো স্বতন্ত্র আত্মা নেই—স্বামীর আত্মাই তারও আত্মা।

সুধা ॥ ওটা পুরনো ধারণা।

হেমলতা ॥ শাস্ত্রে তাই আছে।

সুধা ॥ শাস্ত্র তুমিও পড়োনি, আমিও পড়িনি। শুধু শোনা কথা।

হেমলতা ॥ শোনা কথা হলেও তা মিথ্যে নয়। তা না হলে যে স্বামী-স্ত্রীর পবিত্র সম্পর্ক মিথ্যে হয়ে যায়—ঘর ভেঙে যায়!

সুধা ॥ [বিদ্রূপের হাসি] অনেকে ভাঙা ঘরে থেকেও তা স্বীকার করতে চায় না—এটাই তো বিড়ম্বনা!

[সুধা গালে হাত দিয়ে একটা কৌচে বসে।]

হেমলতা ॥ কী বলতে চাস তুই?

[হেমলতা আর একটা কৌচে বসেন।]

সুধা ॥ শুধু শোনা কথায় বিশ্বাস ক'রে নিজেদের আমরা কত ঠকাই জানো?

হেমলতা ॥ বিশ্বাস না করেও তো লোকে ঠকে।

সুধা ॥ হ্যাঁ ঠকে। মিথ্যেকে যারা সত্য বলে বিশ্বাস করে তারা ঠকে। কিন্তু মিথ্যের আড়ালে অনেক সত্য ঢাকা থাকে, মা। লোকে তা দেখতে পায় না, বা দেখতে চায় না বলেই স্বীকার করে না।

হেমলতা ॥ তবে কি তুই এই জীবন পেয়ে সুখী?

সুধা ॥ না।

হেমলতা ॥ তবে ?

সুধা ॥ সুখ কোথায় জানি নে, মা। শুধু বাঁচতে হবে বলেই বেঁচে আছি। আচ্ছা মা, জীবনে তুমি কোনদিন সুখ পেয়েছ ?

হেমলতা ॥ সুখ-দুঃখ নিয়েই জীবন। নিক্তিতে মেপে তা কোনদিন ওজন করে দেখতে যাই নি।

সুধা ॥ তাই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েই ভেবেছ এই তো জীবন। কিন্তু আমরা যে তা পারি নে। তাই দুঃখের অনুভূতিটাও আমাদের বেশি। না পাওয়াকে তোমরা যেমন সহজে মেনে নিতে পেরেছ—আমরা তা পারি নে। নিজের সত্তাকে আমরা বেশি করে উপলব্ধি করি—কিন্তু সেই সত্তাকে কেউ স্বীকার করতে চায় না। মা, দেহের লাঞ্ছনার চেয়েও যে আত্মার অপমান পুড়িয়ে মারে বেশি!

[খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে আবার নিজেকে সামলে নেয়।]

আচ্ছা মা, বলো তো বাবা তোমাকে কোনদিন নারীর মর্যাদা দিতেন ?

হেমলতা ॥ [উত্তেজিত হয়ে] সুধা, তোর মুখে এসব কথা শোভা পায় না। তিনি আজ স্বর্গে···

সুধা ॥ ওই স্বর্গের স্বপ্নই আমাদের জীবনকে চিনতে দেয় না, মা।

হেমলতা ॥ যারা নরকে থাকে তারা স্বর্গের কথা ভাবতে পারে না।

সুধা ॥ নরক! [বিদ্রূপের হাসি।]

হেমলতা ॥ হ্যাঁ, নরক নরক। তুই নরকে আছিস, তাই এসব কথা বলতে পারছিস। স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের কথা চিন্তা করাও পাপ।

সুধা ॥ নারীর যা পাপ, পুরুষের তাই বুঝি পুণ্য ? [উত্তেজিত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে] হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা তোমাকে নরক বলেই মনে করতেন। তিনি তোমাকে সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র ছাড়া আর কিছু ভাবতেন না।

আমরা চার ভাই দুই বোন এসেছি তাঁর নিছক প্রবৃত্তির তাড়নায়। তোমাকে তিনি মনে করতেন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের একটা সামগ্রী···

হেমলতা ॥ সুধা, তুই পাগল হয়ে গেছিস। না হলে এ ধরণের কথা তোর মুখ দিয়ে বেরুতে পারে!

সুধা ॥ না, পাগল হইনি, মা—যা সত্যি 'তাই বলছি। তোমার মনটাকে পাবার জন্যে তাঁর কোন আগ্রহই ছিল না।

হেমলতা ॥ কিন্তু তিনি কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন।

সুধা ॥ হ্যাঁ, স্বামীর দায়িত্ব, পিতার কর্তব্য তিনি পালন করেছেন, একথা আমি অস্বীকার করি নে। কিন্তু মানুষ যে কর্তব্যের চেয়ে আরো কিছু বেশি চায়, মা। যখন ছোট ছিলাম বুঝতে পারি নি। কিন্তু বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবাকে আমি সহ্য করতে পারতাম না—কী রকম একটা হিম শীতল পাষাণ মানুষ। তোমার প্রতি কেমন যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা ঔদাসীন্য! কুঁজোর জল ছাড়া তুমি কিছু নও--শুধু তেষ্টা মেটাবার জন্যেই যেন তোমাকে তাঁর প্রয়োজন!

হেমলতা ॥ [ধরা গলায়] সুধা, তোর কাছে আজ আর কিছু লুকোব না। তোর বাবা আমাকে কোনদিন তিরস্কার বা গঞ্জনা করেন নি। অবিচার করেছেন এমন কথাও বলতে পারব না। কিন্তু যাকে বলে আদর পাওয়া তাও কোনদিন পাই নি। অফিসের কাজে অনেক মেয়ে তোর বাবার কাছে আসত। তুই পেটের মেয়ে হলেও তোর কাছে আজ বলতে দ্বিধা নেই, আমাকে বুকের কাছে নিয়েও হয়তো তিনি তাদেরই কথা ভাবতেন। বলতে পারতাম না কিছু, কিন্তু উপলব্ধি করতাম। তোর বাবার এমন সাহসও ছিল না যে, কোন মেয়েকে নিয়ে তিনি কিছু করেন। তা হলেও তো বুঝতাম তাঁর মধ্যে পৌরুষ আছে। অথচ দিনরাত তাঁর মাথায় খালি অন্য মেয়ের চিন্তাই ঘুরত।—একটা দুর্বল, ভীরু, অসৎকে নিয়ে আমাকে আজীবন ঘর করতে হয়েছে, সুধা—

[হেমলতা কেঁদে ফেলেন।]

সুধা ॥ [পায়চারি করতে করতে] সব না জানলেও আমি কিছু কিছু বুঝতাম, মা। তাই মনটা আমার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ঘুণধরা চুনকাম করা একঘেয়ে দাম্পত্য জীবন দেখে আমার ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। বাবা বেঁচে থাকতেই যখন টাকার অভাবে আমার বি-এ পড়া বন্ধ হলো আমি তখন বেরিয়ে পড়েছিলাম নিজের ভাগ্যকে খুঁজতে।

হেমলতা ॥ কিন্তু কী হলো? শুধু নিজের দুর্ভাগ্যকেই ডেকে আনলি।

সুধা ॥ জীবনের পথে ঘটনা দুর্ঘটনা দুই-ই আছে, মা। আমি চলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু দুর্ঘটনায় পড়ে আমার পা-দুটো ভেঙে গেল।

হেমলতা ॥ সুধা, এ পথ থেকে কি তোর ফেরার উপায় নেই!

সুধা ॥ [আবেগে] না না, নেই। ফিরলে বৌদি মরবে, ছোট ভাইবোনগুলো পথে দাঁড়াবে। তোমাদের সবার জন্যে আমাকে ধূপকাঠির মতো পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে।

[বলতে বলতে সুধা গিয়ে মায়ের পাশের কৌচে বসে ও দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। হেমলতা তার মাথায় ও পিঠে সস্নেহে হাত বুলোতে থাকেন।]

হেমলতা ॥ [ছল ছল চোখে] সুধা, আমি জানতাম আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে তুই আলাদা। সব কিছু নিয়েই বড্ড বেশি ভাবতিস। বেশি ভাবতিস বলেই বোধ হয় নিজেকে এভাবে বেড়াজালে আটকে ফেলেছিস।

[দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ]

সুধা ॥ [মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে] তুমি বিশ্বাস করো মা, তুমি বিশ্বাস করো, এ জীবন আমি চাই নি, আমি চাই নি—আমি চেয়েছিলাম নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে। কিন্তু এমন ক'রে পাঁকে পা বসে যাবে আমি কি তা জানতাম—আমি কি তা জানতাম—

[মায়ের কাঁধে মুখ রেখে কাঁদতে থাকে। হেমলতা দুহাতে সুধাকে জোরে বুকে চেপে ধরেন।]

হেমলতা ॥ [সজল নয়নে] চুপ কর, চুপ কর সুধা, তোর অন্তরের এই কান্না যে আমাকে পাগল করছে, মা!

[সুধা ধীরে ধীরে নিজেকে মায়ের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেয়। তারপর উঠে দাঁড়ায়।]

সুধা ॥ [নিজেকে একটু সামলে নিয়ে] আজ আমি কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি নে, মা। একমাত্র খোলা আছে আত্মহত্যার পথ। কিন্তু সে পথে তো সবাই যেতে চায় না। তাই জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁদের লড়তে হয়।

হেমলতা ॥ তোর মামার বাড়ি ছাড়লি কেন।

সুধা ॥ ছাড়ি নি, ছাড়তে বাধ্য করেছে।

হেমলতা ॥ বাধ্য করেছে! কেন, কি হয়েছিল? যদিও সে আমার আপন ভাই নয়, তবু তাকে তো আমি ভালো মানুষ বলেই জানতাম।

সুধা ॥ [দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে] হ্যাঁ, সংসারে সবাই ভালো মানুষ, মা!

হেমলতা ॥ শুনেছি বড়ো বড়ো লোকের সঙ্গে তার খাতির। সে তোকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিতে পারল না!

সুধা ॥ চাকরির লোভ দেখিয়েই তো আমার পায়ে এই শেকল পরালেন তোমার সেই ঠিকাদার ভাই।

হেমলতা ॥ বলিস কী!

সুধা ॥ [উত্তেজিত ভাবে] হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই। বিজনবাবু বড়ো চাকুরে। তাকে খুশি করতে পারলে তোমার ভাইয়ের কনট্র্যাক্ট পেতে সুবিধে হয়। তাই একদিন তিনি আমাকে বললেন—বিজনবাবুকে একটু খাতিরযত্ন কর, সে তোকে একটা ভালো চাকরি দিয়ে দেবে। [একটু থেমে] মা, তোমাদের অবস্থার কথা ভেবে আমি তাতেই রাজী হলাম। কারণ, তখন আমার মাথায় শুধু চাকরি চাকরি

আর চাকরি। নিজেকে সামলাতে পারলাম না। বাড়ি ঘর সুখের সংসার অনেক কিছুর স্বপ্ন বিজনবাবু আমার সামনে তুলে ধরলেন। আমি তাঁর কথায় বিশ্বাস করলাম। ফ্ল্যাট ভাড়া করে তিনি আমাকে এখানে নিয়ে এলেন।—আমি কি তখনো জানতাম মা, যে বিজনবাবু বিবাহিত—[ফুঁপিয়ে কান্না।]

হেমলতা ॥ বুঝতে পারছি মা, জাঁতিকলে পড়া ইঁদুরের মতো তোর প্রাণটা এখন যন্ত্রণায় ছটফট কচ্ছে।

[মানিকের প্রবেশ।]

মানিক ॥ দিদিমণি, দাদাবাবু আপনাকে ডাকছেন।

[সুধা নিরুত্তর]

দিদিমণি, শুনছেন? দাদাবাবু আপনাকে ডাকছেন।

সুধা ॥ আমি এখন যেতে পারব না, বল গে।

মানিক ॥ সে কথা কি তিনি শুনবেন!

সুধা ॥ না শোনে, বলিস, দিদিমণি তাঁর হুকুমের দাসী নয়।

মানিক ॥ আমি তাঁর চাকর। আমার মুখে কি অত বড়ো কথা শোভা পায়?

[মানিকের ভেতরে পুনঃপ্রস্থান।]

হেমলতা ॥ শুনে আয় না একবার, কেন ডাকছে।

সুধা ॥ [সবিস্ময়] মা!

হেমলতা ॥ [অপ্রস্তুত হয়ে] না না সুধা, আমি তোকে কিছু বলি নি, কিছুই বলি নি আমি—

সুধা ॥ [দাঁড়িয়ে ম্লান হাসি হেসে] তোমার কিছু দোষ নেই, মা। সংসারে এমনই হয়। অন্যায়কে আমরা তিলে তিলে প্রশ্রয় দিই—তাই অন্যায় একদিন আমাদের গিলে খায়। তখন প্রতিবাদের শক্তিও থাকে না। [দীর্ঘশ্বাস] কাল-অজগর টানছে জেনেও তারই মুখের দিকে এগিয়ে যেতে হয় আমাদের—যেন নিয়তির নির্দেশ—

বিজন ॥ [নেপথ্যে] তুমিই সত্যিকার বন্ধু। দেহের ক্লান্তি, বিবেকের দংশন, মনের গ্লানি—সব দূর করে দাও—

সুধা ॥ [উদ্বিগ্ন কণ্ঠে] মা, তুমি এ ঘর থেকে যাও। আমাকে অনেক দূর নাবতে হবে।

[হেমলতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। পায়জামা ও পাঞ্জাবী পরে ভিতরে প্রবেশ করে বিজন। হাতে একটা মদের গ্লাস। সামান্য মদ তাতে।]

সুধা ॥ [বেদনার্ত কণ্ঠে মাকে] তুমি যাও—তুমি যাও। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই নরককুণ্ড আর না-ই দেখলে।

বিজন ॥ আপনি ভদ্রমহিলা—সুধার মা। আপনাকে আমি অসম্মান করতে পারি নে। আমাদের দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হবে। আমি চাই নে আপনি তার মধ্যে থাকেন।

হেমলতা ॥ [ভয় পেয়ে] সুধা, তুই আমার ঘরে চল।

সুধা ॥ না।

বিজন ॥ আপনার ভয় নেই। সুধার আমি কোনো ক্ষতি করব না। দেখতেই পাচ্ছেন সুধাকে আমি কষ্টে রাখি নি। ওকে আমি সত্যি ভালোবাসি—খু-উ ব ভালোবাসি। ওকে আমি ঠকাব না। আমার টাকার অভাব নেই। টাকা আমাকে চাইতে হয় না—লোকে সেধেই দিয়ে যায়। একটা কেন, দশটা মেয়েকে আমি খাইয়ে পরিয়ে সুখে রাখতে পারি—

সুধা ॥ [ক্ষুব্ধ কণ্ঠে] মা, এর পরেও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে।

[মাকে ঠেলতে থাকে।]

হেমলতা ॥ শিক্ষিত ভদ্রসন্তান তুমি বাবা—তোমার এই কাজ।

[ধীরে ধীরে নিজের কক্ষের দিকে হেমলতার প্রস্থান।]

বিজন ॥ ভদ্রমহিলা জগৎটাকে এখনো চেনেন না দেখছি।

সুধা ॥ সবাই যদি মুখোশ পরে থাকে, তবে চিনতে না পারাটা কি অপরাধ?

বিজন ॥ ঠিক বলেছ সুধা, ঠিক বলেছ। সব্বাই মুখোশ পরে আছে। এই দেখো না, এই মুহূর্তে তুমি আমাকে যে রূপে দেখছ কাল সকালবেলা কি আমার এই রূপ থাকবে? তখন আমি একজন হোমরাচোমরা লোক। কত সম্মান আমার, কত খাতির!—দ্যাখো, সুধা, আমিই কি আমার জীবনটাকে এভাবে দুর্নীতির স্রোতে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছিলাম? না, তা চাই নি। প্রথম যেদিন আমি ঘুষ নিলাম সেদিন সারারাত আমার ঘুম হলো না। তুমি হয়তো বলবে—ভয়ে। না না, ভয়ে নয়—সেদিন বিবেকই আমার মনটাকে খোঁচাচ্ছিল। তারপর দিব্যি কেমন সব জল হয়ে গেল—ঘুষ নেওয়াটা অভ্যেসে পরিণত হলো।—আমি যদি সৎ থাকার চেষ্টা করতাম আমার পদোন্নতির পথ বন্ধ হয়ে যেত।

[এক চুমুকে মদটুকু খেয়ে গ্লাসটা রেখে দেয়।]

সুধা ॥ তোমার জন্যে সত্যি দুঃখ হয়, বিজন। তুমি যদি নির্মম নিষ্ঠুর হৃদয়হীন হতে, আমি অনায়াসে তোমাকে ত্যাগ করতে পারতাম। কিন্তু আমি দেখেছি, অন্যায় করে তোমার অনুশোচনা হয়, আঘাত দিয়ে তুমি বেদনা পাও, নিষ্ঠুর হতে গিয়ে তুমি আত্মসমর্পণ করো—

বিজন ॥ ঠিক বলেছ সুধা, ঠিক বলেছ। I am a split personality। পারো পারো, আমায় হৃদয়হীন নিষ্ঠুর করে দিতে পারো? তা হলে অনেক অনেক যন্ত্রণা থেকে আমি অব্যাহতি পাই। একটা বল্লমের মতো জীবনটা একরোখা হয়ে ছুটতে পারে।

সুধা ॥ [ব্যথিত কণ্ঠে] চুপ করো।

বিজন ॥ সুধা, নিজের কথাই ভেবে দ্যাখো। আমি যদি তোমাকে এখানে না-ই নিয়ে আসতাম, তা হলেই কি তুমি তোমার সেই শয়তান মামার হাত থেকে রেহাই পেতে? পেতে না। কনট্র্যাক্ট পাবার জন্যে আবার আর একজনের দিকে তোমাকে তিনি ঠেলে দিতেন। আমি তা হতে দিই নি,—কারণ তোমার সম্বন্ধে সত্যি আমার দুর্বলতা ছিল। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, এক ভদ্রলোক

কাজ বাগাবার আশায় তাঁর নিজের মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—কিন্তু আমি পারি নি, আমি পারি নি। আমি পারি নি বলেই কি তুমি ভাবছ আর কেউ পারবে না। পারবে, নিশ্চয়ই পারবে। ওদের সর্বনাশ করার জন্যে আজ অসংখ্য লোক কিলবিল কচ্ছে। কত রথীমহারথীকেই দেখলাম। সব রাঘব বোয়াল, রাঘব বোয়াল। কাদের দেখে আমরা নিজেদের ঠিক রাখব? আকাশটা যদি অন্ধকার থাকে, তবে তলাটাও অন্ধকারই হয়। তাই অন্ধকারে জোনাকির মতো আমরা খালি জ্বলছি আর নিবছি, জ্বলছি আর নিবছি—

সুধা ॥ বিজন!

বিজন ॥ বলো।

সুধা ॥ আমাকে তুমি মুক্তি দাও।

বিজন ॥ হো-হো-হোঃ। [উচ্চহাসি] তুমি তো মুক্তই, সুধা। এমন কি বিবাহের বন্ধনটাও তোমার নেই।

সুধা ॥ আমাকে বিদ্রূপ কচ্ছ?

বিজন ॥ না না, তোমাকে বিদ্রূপ করব কেন? আমি তোমায় ডানা কেটে দিই নি—অথচ ডানা-কাটা পাখির মতো তুমি স্বেচ্ছায় এসে আমার নীড়ে আশ্রয় নিয়েছ।

সুধা ॥ তাই তো আমার যন্ত্রণা, বিজন। ডানা থাকতেও আমি উড়তে পারছি নে।

বিজন ॥ কী চাও তুমি?

সুধা ॥ আর কিছু নয়—শুধু তোমার হাত থেকে মুক্তি।

বিজন ॥ আমি তো তোমাকে বেঁধে রাখি নি।

সুধা ॥ না, আমিই বাঁধা পড়েছি। আমি তোমার কাছে ঋণী। সে ঋণ শোধ করার সামর্থ্য আমার নেই।

বিজন ॥ ভালোবাসার ঋণ কে কবে শোধ করতে পেরেছে?

সুধা ॥ ভালোবাসা!

বিজন ॥ হ্যাঁ, ভালোবাসা। তুমি কি অস্বীকার করতে পারো?

সুধা ॥ লালসাকে তুমি ভালোবাসা বলতে চাও?

বিজন ॥ শুধুই লালসা?

সুধা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ। মিথ্যের প্রলেপ দিয়ে লাভ নেই, বিজন। তোমার দেহের লালসা, আর আমার অর্থের লালসা।

বিজন ॥ ওটা তোমার কমপ্লেক্স।

সুধা ॥ অস্বাভাবিক কি?

বিজন ॥ আনুষ্ঠানিক নয় বলেই কি আমাদের ভালোবাসা মিথ্যে?

সুধা ॥ যে ভালোবাসার সামাজিক স্বীকৃতি নেই, তা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

বিজন ॥ নতুন কথা শুনতে পাচ্ছি তোমার মুখে।

সুধা ॥ নতুন নয়, অতি পুরনো কথা। সমাজকে বাদ দিয়ে তুমি আমি বাঁচতে পারি?

বিজন ॥ সমাজ! তার অস্তিত্ব আছে? সমাজ ভেঙে যাচ্ছে।

সুধা ॥ হ্যাঁ ভাঙছে, যা ভাঙবার তাই ভাঙছে। নতুনের পত্তনের আগে ভাঙার পালাই চলে।

বিজন ॥ ও। জানি, সাপের জিভের মতো তোমার মন দুভাগ হয়ে গেছে—একটা মন আমাকে ঘৃণা কচ্ছে, আর একটা মন ভালোবাসছে।

[সুধা ছুটে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে ও বিজনের হাত দুটো নিজের দু হাতে চেপে ধরে।]

সুধা ॥ তুমিও আমাকে ঘৃণা করতে শেখো, বিজন।

বিজন ॥ তা হয় না। আমি তোমাকে ঘৃণাও করি নে, পুজোও করি নে—ভালোবাসি।

সুধা ॥ [আবেগভরে] না না, আমাকে ঘৃণা করতে শেখো তুমি। তাহলে তুমিও বাঁচবে, আমিও মুক্তি পাব। নতুন জীবনের পথ খুঁজতে দাও আমাকে।

বিজন ॥ সুধা!

সুধা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও তুমি আমাকে।

বিজন ॥ তোমাকে ছেড়ে যে আমি থাকতে পারি নে তা কি তুমি বোঝো না ?

সুধা [উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে] তোমার সংসার আছে, স্ত্রী আছে, পুত্র আছে—

বিজন ॥ হ্যাঁ, আছে আছে। তারা আমার জীবনের প্রয়োজন—আর তুমি তার চেয়েও বেশি।

সুধা ॥ হুঁ, মদের গেলাসের ফেনা—ক্ষণিকেই মিলিয়ে যায় !

বিজন ॥ তবু তা বড়ো সুন্দর ! কত রং তাতে। তার আকর্ষণ অনেক বেশি। সত্যি তুমি কী সুন্দর, সুধা !

[সুধাকে জড়িয়ে ধরে।]

সুধা ॥ আঃ ! ছাড়ো।

বিজন ॥ তোমার মা এসে তোমার মনের মধ্যে একটা ঢিল ছুঁড়েচেন—তাই একটু ঢেউ উঠেছে। ও মিলিয়ে যাবে। ঘরে চলো।

সুধা ॥ না।

বিজন ॥ সুধা, প্রয়োজন মেটাতেই যেখানে প্রাণান্ত সেখানে জীবনকে ভোগ করা যায় না। জীবনের উদ্বৃত্তেই আনন্দ।

সুধা ॥ [রুদ্ধ কণ্ঠ] তোমার উদ্বৃত্ত—আর—আর আমার আকণ্ঠ ঋণ।

বিজন ॥ আত্মপীড়ন করো না। চলো।

[সুধার হাত চেপে ধরে।]

সুধা ॥ আঃ ! হাত ছাড়ো। কী চাও তুমি ?

বিজন ॥ আশ্চর্য প্রশ্ন !

সুধা ॥ না।

[সুধা হাত ছাড়িয়ে নেয়।]

বিজন ॥ সুধা !

সুধা ॥ না না, আমাকে রেহাই দাও।

বিজন ॥ [দৃঢ়কণ্ঠে] তোমার এই দুর্বলতাকে আমি প্রশ্রয় দেব না।

সুধা ॥ বেশি বাড়াবাড়ি করো না বিজন।

বিজন ॥ না না, আমি কোনো কথা শুনব না তোমার, কোনো কথা শুনব না—

[সুধার হাত ধরে টানে। সুধা ছাড়াবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। তারপর বিজনকে ধাক্কা মারে। টাল সামলাতে না পেরে বিজন পড়ে যায়। অ্যাশপট ফুলদানি প্রভৃতি পড়ে ঠনঠন করে শব্দ হয়।]

বিজন ॥ আঃ!

সুধা ॥ [কাছে গিয়ে কোমল কণ্ঠে] বিজন, তুমি ভদ্রসন্তান, উচ্চশিক্ষিত, পদস্থ কর্মচারী, এপথ তুমি ছাড়ো।

বিজন ॥ [উঠে দাঁড়িয়ে] আমি না হয় ছাড়লাম, কিন্তু তুমি—তুমি দাঁড়াবে কোথায়?

সুধা ॥ বিজন, মানুষের আত্মা আছে একথা তুমি স্বীকার করো?

বিজন ॥ লোককে বলতে শুনি। কিন্তু তার সাড়া তো কোনদিন পাই নি।

সুধা ॥ না তুমি তার ডাকে কোনদিন সাড়া দাও নি?

বিজন ॥ ডাক শুনতে পেলে তো দেব!

সুধা ॥ কিছুক্ষণ আগেই না বলছিলে তুমিও সৎ জীবনই চেয়েছিলে—দুর্নীতির স্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে চাও নি।

বিজন ॥ স্রোত যদি আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, আমি কী করতে পারি?—ছাখো সুধা, কারো পায়ের তলায়ই আজ জমি নেই। তোমারও নেই, আমারও নেই—না না, কারুরই নেই। যে জমির ওপর আমরা এতকাল দাঁড়িয়ে ছিলাম তা হারিয়ে ফেলেছি। এমন কোনো শক্ত নতুন জমিও আমরা পেলাম না যার ওপর পা রেখে দাঁড়াতে পারি। তাই হতভাগার মতো আমরা সবাই

কালের স্রোতে ভেসে চলেছি। যে যাকে পাচ্ছি তাকেই অাঁকড়ে ধরে বাঁচবার চেষ্টা করছি। পায়ের তলায় জমি নেই কারো।

সুধা ॥ [বেদনার্ত কণ্ঠে] বিজন, আমিও স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলাম বাঁচবারই আশায়। কিন্তু আজ কেবলই মনে হচ্ছে, এ বাঁচা বাঁচা নয়। আত্মাকে মেরে ফেলে মানুষ বাঁচতে পারে না। সে বাঁচায় আনন্দ নেই। আমি বুঝতে পেরেছি, আত্মাকে মেরে ফেলা যায় না। তাই নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়েও তাকে মেরে ফেলতে পারি নি। সে আমাকে বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছে।—আমাকে ক্ষমা করো বিজন, মুক্তি দাও আমাকে।

বিজন ॥ নিজের অন্তরকে ভালো করে খুঁজে দ্যাখো। আমি মুক্তি দিলেই কি তুমি মুক্তি পাবে ?

সুধা ॥ হ্যাঁ, পাব—পাব—পাব।

বিজন ॥ আমি যদি মুক্তি না দিই ?

সুধা ॥ না না, ওকথা বলো না। অমন করে তুমি আমাকে বাঁধবার চেষ্টা করো না। মুক্ত মনে আমাকে মুক্তি দাও।

বিজন ॥ মুক্তি—মুক্তি—মুক্তি !

সুধা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুক্তি। তুমি স্বেচ্ছায় দূরে সরে না গেলে নিজেকে মুক্ত করার সাধ্য আমার নেই।

বিজন ॥ বেশ, মুক্তি চাও—মুক্তি দিলাম। [কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এসে] কিন্তু মনে রেখো, তোমার মা, তোমার ছোট ভাইবোন, তোমার বৌদি—মরবে মরবে—সব্বাই মরবে।

[বিজনের ভেতরে প্রস্থান। কৌচে বসে সুধা কেঁদে ফেলে।]

সুধা ॥ [হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে] না না না, আমার মুক্তি নেই—আমার মুক্তি নেই—মুক্তি নেই আমার। নিজের কাছে আমি নিজে পরাজিত। বিদ্রোহী আত্মার টুঁটি বারবার চেপে ধরতে হয় আমাকে। এই অপমানের বোঝা আর আমি বইতে পারি নে। মন যাকে চায়

না তারই কাছে বারবার আত্মসমর্পণ করতে হয় আমাকে। কিসে মুক্তি পাব আমি? কে আমাকে মুক্তি দেবে? [একটু থেমে] এখান থেকে চলে যাব আমি? কিন্তু কোথায় যাব! কার কাছে যাব? আমার এই বিষাক্ত জীবনের স্পর্শে হয়তো সবই বিষিয়ে উঠবে—

[ধীরে ধীরে গিয়ে অবসন্ন দেহে কৌচে বসে ও কাঁদতে থাকে। হেমলতার প্রবেশ।]

হেমলতা ॥ সুধা, তুই কাঁদছিস!

সুধা ॥ না।

হেমলতা ॥ একা একা কী বলছিলি বিড়বিড় করে?

সুধা ॥ কিছু নয়। দরজা বন্ধ করে তুমি শুয়ে পড়ো।

হেমলতা। তুই বসে থাকবি আর আমি ঘুমোব!

সুধা ॥ বিরক্ত করো না মা। যা বলছি শোনো।

হেমলতা ॥ কী করে ঘুমোব বল। [দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে] রাতটা ভোর হলে বাঁচি

সুধা ॥ দুঃখের রাত ভোর হতে দেরি হয়, মা।

হেমলতা ॥ ঠিক বলেছিস সুধা। দুঃখের পল চলে গড়িয়ে গড়িয়ে, তার চলা আর শেষ হতে চায় না। জীবনকে আমরা যা ভাবি, সুধা, আজ বুঝলাম জীবন তা নয়। রাত্রির মতোই তা অন্ধকার···ভয়ঙ্কর।

সুধা ॥ জীবনকে আমরা না খুঁজে সহজে পেতে চাই, তাই জীবন আমাদের কাঁদায়, মা। মা, তুমি শুয়ে পড়ো, আমাকে একটু একলা থাকতে দাও।

হেমলতা ॥ আমার ঘরে চল।

সুধা ॥ [উত্তেজিত হয়ে] না না না, কাউকেই আমার ভালো লাগছে না— কাউকেই না। তুমি যাও।

হেমলতা ॥ আমার ওপর রাগ কচ্ছিস! আমি কি তোকে বলেছিলাম এই পথ নিতে?

সুধা ॥ তোমরা কেউ বলো নি, কেউ বলো নি। নিজের হাতে আমি নিজে বিষপান করেছি—তার জ্বালায় আমি নিজেই শেষ হচ্ছি। তুমি যাও।

হেমলতা ॥ পাপ যখন করেছিস, ফল ভোগ করতেই হবে। আমি তো আর এর জন্যে দায়ী নই!

[রাগতভাবে প্রস্থান।]

সুধা ॥ [উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে] পাপ করেছি! পাপ করেছি আমি? কিন্তু কাদের জন্যে করেছি? শুধু আমি আমি—আর কেউ এজন্যে দায়ী নয়? হা:-হা:-হা:-হা:-। [বিদ্রূপের হাসি] কিন্তু মুক্তি আমার চাই।—হ্যাঁ হ্যাঁ, মুক্তি চাই আমার। ওরা কেউ মুক্তি দেবে না—বিজন দেবে না, মা দেবে না, ভাই বোন আত্মীয়স্বজন কেউ—কেউ দেবে না। সবার দাবি মেটাতে গিয়ে আমাকে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হবে। [কান্না। পরে দৃঢ়স্বরে] কেন? —কেন? এভাবে আমি নিঃশেষ হয়ে যাব কেন? মৃত্যু তো আমি চাই নি। আমি চেয়েছিলাম জীবন। [বিষণ্ণ কণ্ঠে] কিন্তু জীবনে মৃত্যুযন্ত্রণা কেন? জীবন আমাকে ভয় দেখাচ্ছে—মৃত্যুও ভ্রূকুটি কচ্ছে। কোন দিকে যাব আমি—কোন দিকে যাব? [আবার কৌচে বসে খানিকক্ষণ কী ভাবে]—আত্মহত্যা! হ্যাঁ হ্যাঁ, আত্মহত্যা ছাড়া পথ নেই। এই ঘৃণিত জীবনকে শেষ ক'রে দেওয়াই আমার বাঁচা। তাই করব আমি—তাই করব—

[হঠাৎ উঠে ডেস্কের ধারে যায় ও ড্রয়ার খুলে একটা কলম বার করে। তারপর একটা কাগজে কি লেখে। কাগজটা হাতে নিয়ে পড়তে পড়তে সামনের দিকে এগিয়ে আসে।]

আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়, কেউ দায়ী নয়। হোঃ হোঃ হোঃ। [হাসি]

[অকস্মাৎ মুখটা কঠিন হয়ে ওঠে। কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে হাতের মুঠোতে চাপ দিয়ে মোয়ার মত ক'রে ঘরের এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দ্রুত পায়চারি করতে থাকে।]

[ভাবান্তর] আমি তো মরেই আছি। আমার মন মরেছে, দেহ মরেছে, আত্মা মরেছে— না না, আত্মা মরে নি, আত্মা মরে নি। তাকে যদি আমি মেরে ফেলতে পারতাম, তবে এই বেঁচে থাকার এত যন্ত্রণা থাকত না। একটা গোটা মানুষ হয়ে উঠতে পারতাম আমি। জগৎটা যদি এতই নিষ্ঠুর, তবে তা সহজে মেনে নেবার মতো শক্ত মন আমার নেই কেন? কেন মনে হচ্ছে একটা অদেখা চোরা-স্রোত কেবলই আমাকে অতলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে?

[ভাবান্তর। মাথা ঝাঁকে। মনে হয় মাথা থেকে যেন একটা কিছু ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথাটাকে হালকা করে নেয়।]

না না, এটা সংস্কার, এটা দুর্বলতা। জীবন-যন্ত্রণাকে সহ্য করেই জীবনকে জয় করতে হবে। মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে যারা জীবনের জ্বালা জুড়োতে চায় তারা তো এস্‌কেপিস্ট। আমি কেন এস্‌কেপিস্ট হতে যাব? পালাব কেন আমি? আমি মুখোমুখি দাঁড়াব। কিচ্ছুকে ভয় করিনে আমি—কাউকে ভয় করিনে। আমি প্রস্তুত—সব কিছুরই জন্যে প্রস্তুত—হোঃ-হোঃ-হোঃ-হোঃ···

[বিকটভাবে পাগলের মতো হেসে ওঠে ও দু'হাতের আঙুলে নিজের চুল ধরে টানতে থাকে।]

বিজন ॥ [নেপথ্যে] সুধা, সুধা!

মানিক ॥ [নেপথ্যে] দিদিমণি! কী হোল দিদিমণি?

হেমলতা ॥ সুধা, সুধা, অমন করছিস কেন সুধা?

[একে একে তিন জনেরই প্রবেশ।]

বিজন ॥ কী হয়েছে, সুধা?

হেমলতা ॥ আমি জানতাম, আমি জানতাম এমন একটা কিছু হবে।

মানিক ॥ দিদিমণি! দিদিমণি !!

বিজন ॥ কী হয়েছে বলো না ?

হেমলতা ॥ কথা বল সুধা, কথা বল। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে রে, মা। হায় হায় আমি কী করব, কোথায় যাব!

বিজন ॥ অমন করে চেয়ে আছ কেন ? কী হয়েছে বলো না ?

মানিক ॥ বিকেল থেকে দিদিমণি কিচ্ছু মুখে দেন নি।

হেমলতা ॥ বল বল মা, কথা বল। অমন চুপ করে থাকিস নে মা। সব অপরাধ আমার। আমি যদি না আসতাম—

[সুধা উঠে বাইরের দিকে রওনা হয়।]

হেমলতা ॥ কোথায় যাচ্ছিস ? এত রাত্রে কোথায় যাবি তুই ?

বিজন ॥ কোথায় যাচ্ছ ? কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

হেমলতা ॥ থাম সুধা, থাম। কোথায় যাবি তুই ?

সুধা ॥ [থমেথমে গলায়] ছাদে।

হেমলতা ॥ এত রাত্রে ছাদে যাবি কেন ?

সুধা ॥ হ্যাঁ, যাব মা। ভেতরে থেকে থেকে প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেছে। তারাভরা নীল মুক্ত আকাশটা একবার দেখব।

হেমলতা ॥ বিজন, আমি কালই সুধাকে আমার ওখানে নিয়ে যাব। দিন-কতক ঘুরে আসুক।

সুধা ॥ [প্রতিবাদের কণ্ঠে] না, আমি কোথাও যাব না।

[মন্থর পদে সিঁড়ির দরজার দিকে এগুতে থাকে।]

হেমলতা ॥ বিজন, ওকে থামাও।

সুধা ॥ [ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে] কেউ আসবে না।

বিজন ॥ এসব পাগলামি করার কোনো মানে হয়!

সুধা ॥ ভয় নেই। ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমি মরব না। মানুষ একবার বই দু'বার মরে না।

বিজন ॥ আমাকে বিপদে না ফেলে তুমি কি ছাড়বে না!

সুধা ॥ বিপদ? ভয় নেই, বিজন। তাই করব ভেবেছিলাম। কিন্তু, কিন্তু তা কেন করতে যাব? আমি তো কোনো অপরাধ করি নি! [বেদনার্ত কণ্ঠে] সরল বিশ্বাসে নিজেকে সমর্পণ করেছিলাম—কিন্তু তুমি—তুমি তুমি আমাকে ঠকিয়েছ⋯

বিজন ॥ আমি!

সুধা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি—তুমি আমাকে ঠকিয়েছ। আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ তুমি। যদি পারি এর প্রতিশোধ নেব অন্যভাবে।

বিজন ॥ [উচ্চ কণ্ঠে] সুধা! সুধা!!

হেমলতা ॥ [ব্যাকুল কণ্ঠে] ওকে ফেরাও বিজন, ওকে ফেরাও—

সুধা ॥ [দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বজ্রকণ্ঠে] না না, তোমরা কেউ আসবে না—কেউ আসবে না। আমি সাবধান করে দিচ্ছি—যদি কেউ আসো, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আমি আমার জীবন শেষ করে দেব।

[উন্মাদের মতো ছুটে সিঁড়ি দিয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায়। হেমলতা বিজন ও মানিক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ধীরে পর্দা নেমে আসে।]

[শেষ]